বেদুইন

কম্বোডিয়া



কম্বোডিয়া

বেদুইন

॥ পরিবেশক ॥

আধুনিক ॥ ১১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিপন্থী নর-নারীকে

CAMBODIA

By

BEDOUIN

Rupees Twelve only

রাজনৈতিক ঝড় বইছে সমগ্র এশিয়াতে। ঝড়ের উৎপত্তি স্থান প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে সভ্যতার দাবীদার মার্কিন মুলুকে। স্বাধীনতাকামী মানুষরা ঝড়ের দাপটে পর্যুদস্ত। ভিয়েতনাম, লাওস, ইন্দোনেশিয়া আর কম্বোডিয়াতে ঝড়ের ঝাপটা লেগেছে, রক্তের হোলি খেলা হচ্ছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অশান্তি সৃষ্টি করছে অহেতুকভাবে। কম্বোডিয়া ছিল হাঙ্গামার বাইরে তার নিরপেক্ষ নীতির জন্য। সেখানেও চক্রান্ত জাল ছড়িয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। তারই প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। কম্বোডিয়া আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলা যায়। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় দেড় হাজার বছরের, তাদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক মনে করেই গ্রন্থ রচনায় কলম ধরেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের সমকালেই নম্ পেনের পতন আসন্ন হয়েছে, আমেরিকা তার সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে, অপর পক্ষে মাও সে-তুং কম্বোডিয়ার মুক্তি ফৌজকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঘটনার গতি দ্রুত, তা বর্ণনা করতে কতটা সাফল্য লাভ করেছি তা বিচার করবেন পাঠকরা। ত্রুটি বিচ্যুতি সব সময়ই ক্ষমার যোগ্য।

—গ্রন্থকারস্য

এই লেখকের অন্যান্য বই

আমি চে গুয়েভারা
মহানায়ক লেনিন
ভঙ্গ বঙ্গ চোদ্দ রঙ্গ
হানয় থেকে সায়গন
পথে প্রান্তরে

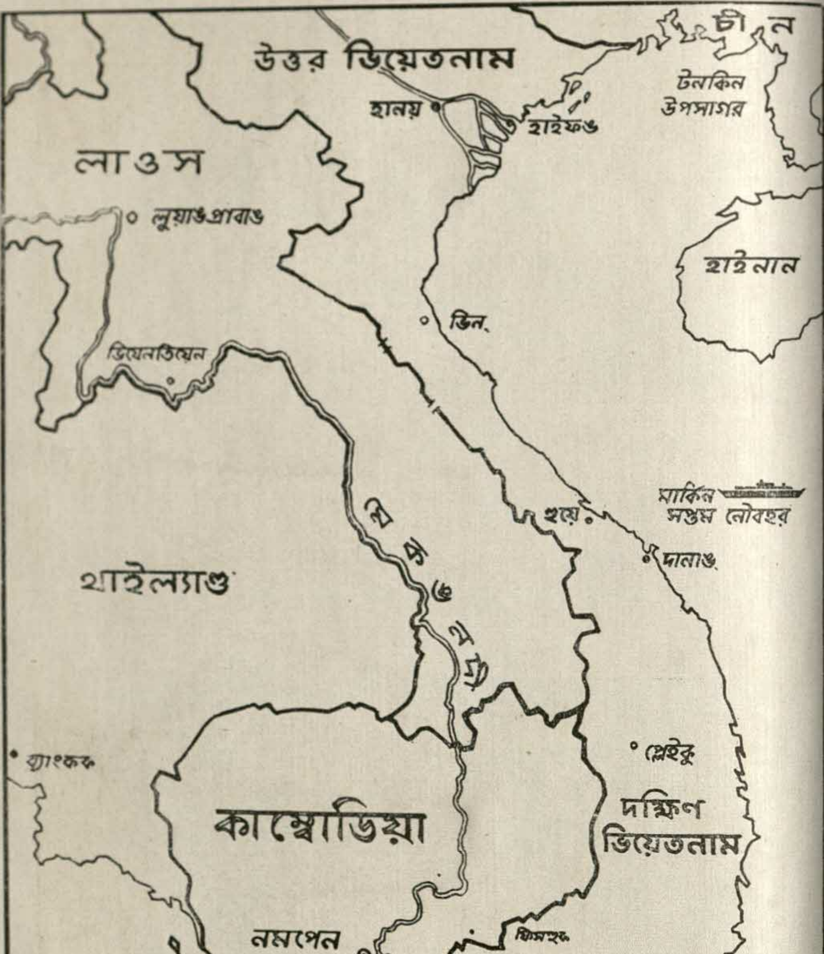


কম্বোডিয়ার সর্বজনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স শিহানুক সদিচ্ছাসফরে এলেন চীন দেশে।
পিকিং বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই।





বামে : কম্বোডিয়াতে লক্ষ জনতার সামনে প্রিন্স শিহানুকের বিদায় ভাষণ
দক্ষিণে : সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন জেনারেল লোন নল।
শিহানুকের অনুপস্থিতির সুযোগে চক্রান্তকারী সহযোগীদের নিয়ে
এক বিদ্রোহী সরকার গড়লেন।



কম্বোডিয়ার ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকঙদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আক্রমনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের যুদ্ধ ব্যবসায়ের বিস্তার ঘটাতে চাইলো — নিরপেক্ষ শান্তিবাদী কম্বোডিয়ার বুকে।



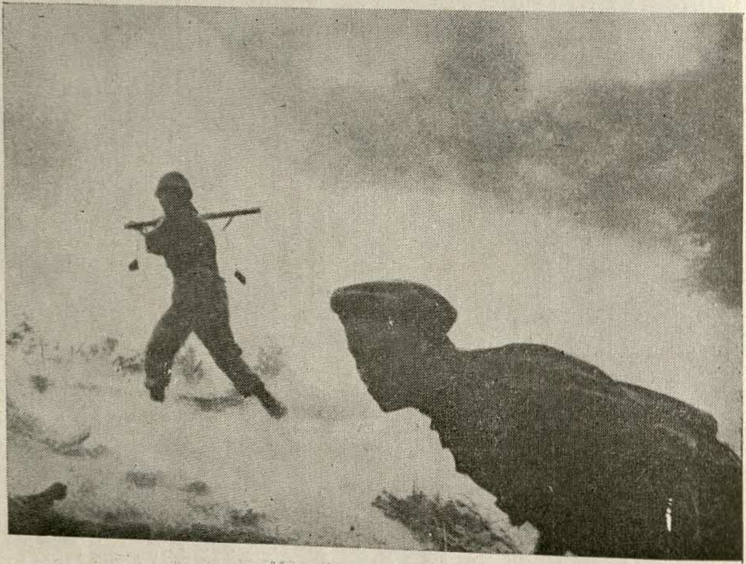
যুদ্ধবাজ ম্যাকিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর কালো হাত বাড়িয়ে ধরলেন কম্বোডিয়ার দিকে ! এবার এই অঞ্চলে স্থরু হলো তাঁর যুদ্ধ ব্যবসায়। চুক্তি হলো চক্রান্তকারী বিদ্রোহী সরকারের সঙ্গে।



অপরদিকে পিকিংএ ১৯৭০ এর মে দিবসের জনসমাবেশে চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ ঘোষণা করলেন কম্বোডিয়ার নির্বাসিত প্রধান শিহানুক এর নতুন সরকারকে স্বীকৃতি। জানালেন চীন শিহানুকের পাশেই থাকবে।



"ইয়াঙ্কি" সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করতে সুরু করলো
কম্বোডিয়ার সীমান্ত শহর গুলোর উপর।



"ইয়াঙ্কিদের" পথ দেখাতে লাগলো চক্রান্তকারী লোন নলের পুতুল
সরকারের ভাড়াটে সৈন্য বাহিনী।
অনুসন্ধান চললো শিহানুক সমর্থক দেশপ্রেমিকদের!



কম্বোডিয়া দক্ষিণ ভিয়েতনাম সামান্তে "প্যারটস্ বীক"। মার্কিন উপদেষ্টা ও তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের মধ্যে সলা পরামর্শ চলছে, কিভাবে আক্রমণ চালানো হবে।



ভিয়েতনামের পুনরাবৃত্তি—প্রথমে বিমান থেকে নাপাম বোমা ও গ্যাস বর্ষণ তারপর ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর অনুপ্রবেশ। সাজানো শহর তছ্নছ্……



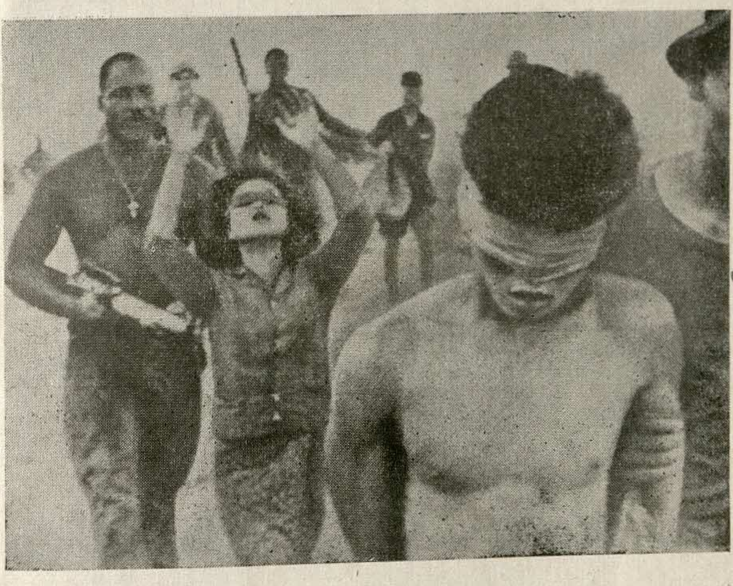
রাজধানী নমপেনে "মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম" দূতাবাসে অগ্নিসংযোগ,
কাগজ পত্রাদি ভস্মীভূত, গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ করলো লোন নলের অনুচরবৃন্দ।



জিজ্ঞাসাবাদের নামে চললো নির্যাতন, নারী ও শিশুদেরও রেহাই নেই
রোদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রশ্ন। অমানুষিক প্রহার ও তারপর···?



কম্বোডিয়াতে শিহানুকপন্থীদের ভিয়েতকঙ সন্দেহে প্রহার এবং···



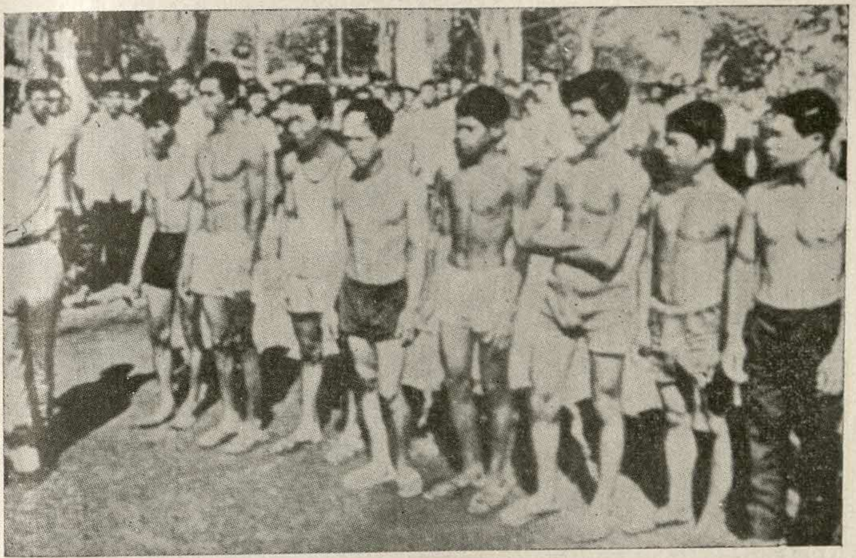
হতভাগ্যের দল রাইফেলের মুখে এগিয়ে চলে বধ্যভূমির দিকে !



তাকেও তে আহত ও মৃতপ্রায় উদ্বাস্তু
ভিয়েতনামীর একটি দল।
জল নাই…খাদ্য নাই… এ বন্দীদশার
কি অবসান হবে ?



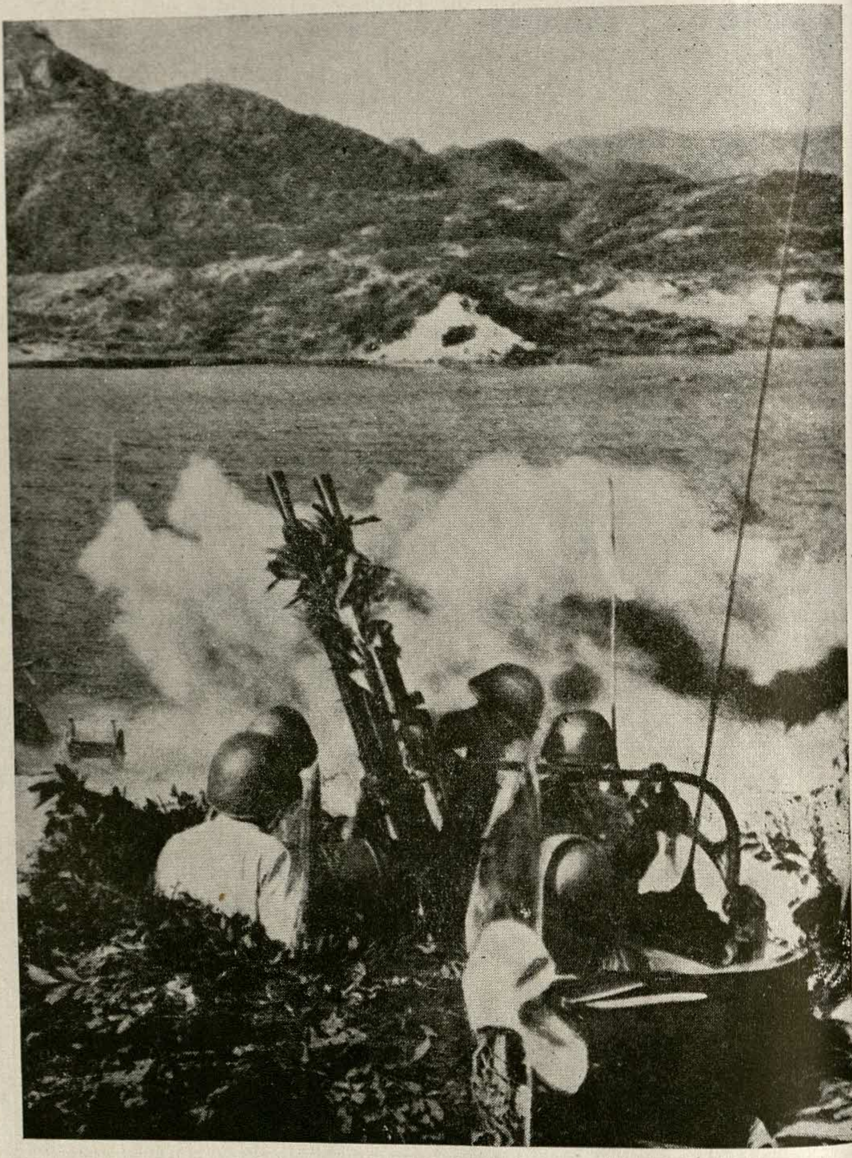
অবশেষে মুক্তি আসে… চির মুক্তি ! মার্কিনী রাইফেলের গুলি আর বেয়নেটের খোঁচায় শেষ হয় সমস্ত যন্ত্রণা। এ ছবি কাম্বোডিয়ার প্রান্তরে মার্কিন সাংবাদিকের ক্যামেরায় ধরা।



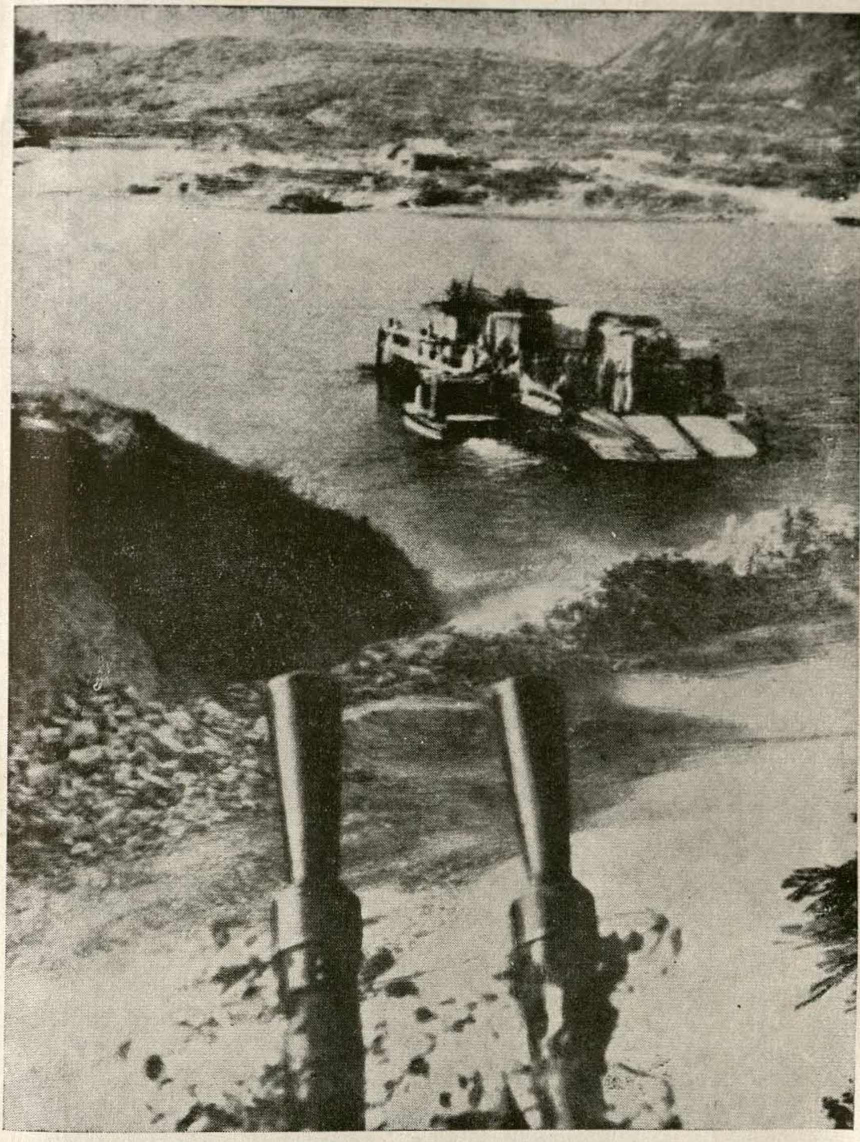
ধরা হলো নিরস্ত্র তাজা তরুণ ও কিশোর কম্বোডিয়ানদের···
তাদের ভিয়েতকঙ বলে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চললো···



পরে মেকঙ নদীর জলে ভাসতে দেখা গেল প্রায় দেড়শত লাশ, পরস্পরের গলায় একই দড়িতে বাঁধা। এরা কারা ? মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানালেন –"মনে হয় নদীর পারে কোন গ্রাম থেকে বন্যার জলে ভেসে আসা মানুষ এরা" ! কিন্তু গলায় দড়ি এবং দেহে গুলির ও অস্ত্রের আঘাতগুলি বিশ্ববাসীকে অন্যকথা বলছে।



আর সহ্য করা যায় না··· এবার প্রতিরোধ ! শত্রুঘাঁটির দিকে গর্জে উঠেছে
শিহানুক বাহিনীর কামান······



প্রতিআক্রমণের জন্য রণসম্ভার চলেছে ফেরী পার হয়ে। পিছনে পাহারায় রয়েছে গোলন্দাজ বাহিনী। দেশপ্রেমিকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ···আক্রমণ আমরা রুখবোই··· !



ইয়াঙ্কিদের পরিণতি···জীবিত ও মৃত সমস্ত আমেরিকানকে
কম্বোডীয়ার মাটি ছাড়তেই হবে।



বামে ঃ মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধপত্র সরবরাহ করে চলেছে প্রত্যেক ফ্রণ্টে।
দক্ষিণে ঃ সংগ্রামী মনোবল জোগাচ্ছেন (১) ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েত-
নামের সভাপতি টন ডাক থঙ (২) সহসভাপতি হুয়েন লুয়ঙ বঙ এবং
পাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানু ভঙ।



মার্কিনীদের ঘরে লেগেছে আগুন ! কালো পতাকা হাতে কেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মার্কিন পুলিশের রাইফেলের মুখোমুখি… ! তাদের দাবী—"নিক্সন, ইন্দোচীন থেকে হাত ওঠাও" !



নিজের দেশে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে নিক্সন সাহেব সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে এগিয়ে দিলেন। এখানেও রাইফেল গর্জে উঠলো……



ওহিওর রাজপথে লুটীয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র
উইলিয়ম শ্রোডার (১৯) ! রক্তের নদী বইলো
আমেরিকার বুকে··· ।









চারটি আমেরিকান ছাত্রছাত্রীর তরুণ প্রাণ
উৎসর্গীত হলো "ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে"।

১। জেফ্রি মিলার   ২। এলিসন ক্রাউস
৩। উইলিয়ম শ্রোডার   ৪। স্যানডি শূয়ের।



বিশ্বময় প্রতিবাদ! ইটালীতে "হিটলারী স্বস্তিকা চিহ্নিত" মার্কিন পতাকায় অগ্নিসংযোগ করলো বিক্ষোভকারী দল।



সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন তীব্র ভাষায় নিক্সনের কম্বোডীয় নীতির প্রতিবাদ জানালেন এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে। শিহানুকের প্রবাসী সরকারকে দিলেন স্বীকৃতি ও সহযোগিতার আশ্বাস।

আকাশ পাতাল ভাবছি। ভাবনার আর শেষ নেই। না পাচ্ছি আকাশের সীমান্ত, না পাচ্ছি পাতালের ঠিকানা। ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করছে। বিশেষ করে বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ ভারসাম্য ছিনিয়ে নিতে চাইছে। যতবার নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছি, ততবারই মস্তিষ্ক-প্রদাহ আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে। অস্থির হয়ে উঠছি নানা দেশের নানা কাণ্ড কারখানা দেখে। অপরাধ আমার নয়, গতিরোধ করার সামর্থ্য আমার নেই, যা ঘটবার তা ঘটছে। আমি উৎসুক নয়নে দেখছি, শ্রবন বিবরকে খুলে রাখছি, কোন সমস্যারই সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

এই সেদিন ও বান্দুং সম্মেলনে খোদার দিব্যি কেটে সবাই স্থির করল, অন্যের কাজে হাত দেব না, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহাবস্থান নীতিটা প্রহসন হয়ে উঠল। যার যা হাতিয়ার চোরা পথে পাচার হল নানা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে। লাল চিন্তা যেমন ছড়ানো হল, তেমনি ছড়ানো হল সাদার চিন্তা। প্রতিযোগিতা চলল, কে শাসন করবে ত্থনিয়া। কি চলবে, শোষণ অথবা তোষণ। সমস্যাটা সমাধান আর হতে চায় না।

সত্যিই তো সমস্যা অনেক কিন্তু সমাধান কোথায়?

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। দরজাটা বন্ধই ছিল। ভাবলাম, এবার নিশ্চিন্ত। দিবানিদ্রার সুযোগ ছাড়তে চাই না। পুরনো ভারতীয় সংবাদপত্রের কয়েকটা টুকরো ছিল টেবিলের ওপর, তারই একটা তুলে ধরলাম চোখের সামনে। মনোগত অভিলাষ, চোখের সামনে

কাগজ থাকলে দিবানিদ্রাটা বেশ জুতসই হবে। যারা আমার মত দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত, তারাই বলতে পারবে কাঁচা ঘুমভাঙ্গার কত ব্যথা। চোখ জড়িয়ে থাকে প্রবল আলস্য, দেহ মনে থাকে সব কাজেই অনিচ্ছা। সেই অবসাদগ্রস্থ দেহ-মনের ওপর আরও আঘাত আসে, যখন কেউ কাঁচা দিবানিদ্রার সুখ নষ্ট করে কোন নীতিবাক্য শোনায়। আর সেই কথকটি যদি হয় এমন একটি লোক, যাকে রুঢ়কথা বলাও যায় না। অর্থাৎ তিক্ত হলেও হজম করতে হয়।

আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

চোখটা ধরে এসেছে। এমন সময় দরজায় টোকা। দরজায় টোকা দেয় হোটেলের বৃদ্ধ দাসী। সেজন্য উত্তর দেবার যেমন কোন আগ্রহ ছিল না, তেমনি শয্যাত্যাগের কোন প্রয়োজনও অনুভব করলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছা ছিল না। বেশ বিরক্তি অনুভব করে আবার পাশ ফিরে শুলাম। তার ওপর ঘুম থেকে উঠে বুড়ী ঝিয়ের মুখ দেখার কোন আগ্রহ ছিল না। বুড়ী বলছি বলে কেউ যেন অসুখী হবেন না। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন আর আজকের দিনের মধ্যে বিশ বছরের ফারাক। বৃদ্ধার সৌন্দর্য আছে কিন্তু দেখার মত সেদিন আমার চোখ ছিল না। বৃদ্ধার দেহে যৌবন চাঞ্চল্য থেমে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সে সৌন্দর্যের সমঝদার আমি নই। আমি চুপটি করে শুয়েই রইলাম, মনে রইল কঠিন বিরক্তি।

চুপ করে থাকতে কি দেয়। বার বার টোকা পড়ছে দরজায়। কি অশান্তি বলুন তো। বলতেও পারছি না। কথা বললেই জানতে পারবে আমি জেগে আছি। দরজা না খোলাটাও অভদ্রতা। কি করব ভাবছি। এহেন বিপদে সব সময় পড়তে হয় না। আমি নিজেকে যতই বিপন্ন মনে করছি, ততই দরজায় টোকা পড়ছে।

অবশেষে বিছানা ছাড়তে হল। বেশ অভিনেতার ভঙ্গীতে চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুললাম, দরজা খুলেই হতভম্ব।

সামনে দাঁড়িয়ে হোটেলওলার আনুমানিক পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া

যুবতী কন্যা ছুটোউপ (বোধহয় সুতপা)। তাকে দেখেই নিজের দোষ অপনোদনের জন্য বললাম, খুবই দুঃখিত। খুবই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তোমাকে।

হোটেলওলার এই কন্যাটি মাঝে মাঝেই আসে। নিজের দেশের গল্প করে। নিজের দেশের কথা বলতে বলতে গর্বিতভাবে মন্তব্য করে। ভালই লাগত তার কথা।

ছুটোউপ আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল। বলল, তা তিন-চার মিনিট তো হবেই। দুপুর বেলায় ঘুমানটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। তোমরা মানে ভারতীয়রা দুপুরে কেন যে ঘুমোয়! খুব খারাপ অভ্যাস। আমাদের দেশের মানুষ কখনও দিনের বেলায় ঘুমোবে না।

বলতে ইচ্ছে হল, যা বলেছ মাইরি! আমরা শঙ্করভাষ্য পড়ে মায়া মোহময় জগত থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করি। আর তোমরা ত্রিপিটক পাঠ করে কর্মী হয়েছ, এটা কেউ বিশ্বাস করবে কি! আগে যদি জানতাম, তোমার মত মিষ্টি একটা মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে, তা হলে লাফিয়ে উঠতাম বিছানা থেকে। মনে মনে যাই ভাবি বাইরের ভদ্রতা রক্ষা করার ভঙ্গীতে বললাম, ভারতীয় ক'জনকে দেখেছ তুমি?

অনেক দেখেছি! আমাদের হোটেলে অনেক ভারতীয় এসেছে।

তা হলেও আমি ব্যতিক্রম। তোমাদের এই রাজার দেশে একটু রাজকীয় আমেজের ইচ্ছা মাঝে মাঝে মনে উঁকিঝুঁকি দেয়, তাই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। এবার দয়া করে ভেতরে এসে বস। নিশ্চয়ই কোন দরকারে তুমি এসেছ?

গম্ভীরভাবে ছুটোউপ বলল, দরকার না থাকলে নিশ্চয়ই এই দুপুর বেলায় তোমাকে বিরক্ত করতাম না। তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধা ঘটালাম।

বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে বিছানায় চেপে বসে পা দোলাতে

আরম্ভ করল। তার সুডৌল পা দু'খানি দোলানির সঙ্গে সঙ্গে অপরের হৃদয় দুলিয়ে দেবার উপযুক্ত। আমি সতর্কভাবে চেয়ার টেনে তার সামনে বসে বললাম, তারপর?

বেশ ভারিক্কী চালে ছুটোউপ বলল, তুমি তো বলছিলে আমরা তোমাদের উত্তর পুরুষ। তা মেনে নিচ্ছি। এবার ইতিহাসের পাতা ওল্টাও। দেখবে তোমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দেশে এসে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা ভারতীয় ছিল না। তারা শ্যামের নৃত্যে বংশীধারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে।

উত্তর দেবার আগে একটু ভেবে নিতে হল। বললাম, অস্বীকার্য নয়। তুমি কি বলতে চাও, আমিও সেই রকম ভাবে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলি? সেদিন যা সম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব নয় বন্ধু। হাজার দেড় হাজার বছর আগে জাহাজ ভর্তি মানুষ অনেক বাধা-বিঘ্ন বিপদ আপদ নিয়ে শ্যামদেশের মাটিতে পা দিত। তারপর আর না পেত দেশে ফেরার সহজ উপায়, না থাকত ফেরার আগ্রহ। ঘর তৈরী করত, ঘরণী খুঁজে নিত তোমার দেশ থেকে। বিয়ে-সাদী করে দিব্যি সংসার সাজিয়ে ফেলত। বউ ছেড়ে যাওয়া যত সহজ, সন্তান আর মাটির মায়া কাটানো অত সহজ নয়। তারা থাকত, থাকতে বাধ্য হত, নিজেদের মিশিয়ে দিত এই দেশের জনারণ্যে। শেষ অবধি তাদের সত্তা আর খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ জাহাজ ছুটছে, হাওয়াই জাহাজ ছুটছে, মাটির বুকে রেলগাড়ি ছুটছে। সেই সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রের কড়া শাসন। কয়েক দিন অথবা কয়েক মাসের মধ্যেই বিদায় নিতে হচ্ছে নবাগতদের অর্থাৎ সত্তা হারাবার সুযোগ আর থাকছে না।

আমরা কিন্তু সত্তা হারাইনি কোন সময়ই। এমন কি, ইন্দোচীনের মানুষ বহুকাল ধরে বিদেশীর পদানত হয়ে থেকেছে, শ্যামদেশকে তা থাকতে হয়নি। দুবার, মাত্র দুবার আমাদের

সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিদেশীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাও সাময়িক। শ্যাম চিরশ্যামল স্বাধীনসত্বার অধিকারী।

তা তোমরা বলতে পার। গর্ব অনুভব করতে পার। এ সবই বুঝলাম বন্ধু। তোমার আসল বক্তব্যটা এবার বলে ফেলো। রাজা আনন্দ মহীদল দীর্ঘজীবী হোন, আনন্দে রাজত্ব করুন, প্রধানমন্ত্রী বিপুল সংগ্রাম বিপুল বেগে মন্ত্রীত্ব করুন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শুধু তোমার সুধাময় বাণী শোনাও একবার। তাতেই আমি চির ধন্য হব।

ছুটৌউপ হাসল।

শ্যামদেশের মেয়েদের হাসি বড়ই মিঠে। যারা সে হাসি দেখেনি, তাদের বুঝিয়ে বলা যায় না। যারা দেখেছে, তারা জানে হাসির সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের কতটা সম্পর্ক। হাসির সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি যেন বৃদ্ধি পায়, দ্রুত থেকে দ্রুততর ও দ্রুততম হয়। অবশ্য আমার মত অল্প বয়সী ভবঘুরে যুবার হৃদয়ের কথা বলছি।

তখনও তার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়নি। আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, মিস্ সামসনের দল এসেছে।

বিস্মিতভাবে বললাম, মিস্ সামসন আবার কে?

তা বুঝি জান না! আজকের কাগজটা খুলে দেখ। কালিফোর্নিয়া থেকে সাংস্কৃতিক দল এসেছে। তাদের ব্যালে হবে ক'দিন রয়েল অপেরাতে। মিস্ সামসন এদের লিডার, রূপে উর্বসী, নৃত্যে অপ্সরা, সঙ্গীতে কিন্নরী।

ঠিক বুঝলাম না বন্ধু। আমেরিকা থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে এতদূরে নাচ দেখাতে কেন এসেছে? এদেশের মেয়ে পুরুষ তো যথেষ্ট নাচতে জানে। ওদের চেয়ে ভালই নাচে এদেশের মেয়েরা। খুবই আশ্চর্য!

আশ্চর্য মোটেই নয়। আমাদের সঙ্গে ওদের মিতালি বহু কালের। বন্ধুত্বের নিদর্শন। বাজারে হাটে একটু চোখ মেলে দেখলে

বুঝতে পারবে। আমাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আমেরিকার অবদান প্রচুর। তাদের কাছে আমাদের রয়েছে কৃতজ্ঞতার ঋণ। আমেরিকা অঢেল জিনিস পাঠাচ্ছে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, কলকারখানাও এমন কিছু গড়ে ওঠেনি। যাও বা গড়ছে তাও ওদেরই সাহায্যে। সভ্য সমাজে বাস করার উপযোগী দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে আমেরিকাই এগিয়ে এসেছে। এক কথায় মার্কিন জনসাধারণ হল থাইল্যাণ্ডের বড় বন্ধু। এই সাংস্কৃতিক দল এসেছে বন্ধুত্ব বিনিময়ের প্রোগ্রাম অনুসারে। এবার বুঝলে ?

আমরা একটু বোকা লোক। সবই বুঝলাম। তোমাদের বন্ধুত্ব, ভাল কথা। কিন্তু আমার সঙ্গে মিস্ সামসনের কি সম্পর্ক তা বুঝতে পারছি না। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ মিস্ সামসনের নামও শোনেনি। অথচ তুমি আমার সামনে মিস্ সামসনের···

আর বলতে দিল না ছুটোউপ। বাধা দিয়ে বলল, বাজে বকছ কেন। আগামী শনিবারে রয়েল অপেরা হলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন স্বয়ং হিজ্ মেজেষ্টি কিং আনন্দ মহীদল। আমার কাছে কিছু টিকিট এসেছে।

তাই বল। মিস্ সামসনের গুণগান করবার পর টিকিট বিক্রী।

অবশ্যই।

মূল্য কত ?

পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ' সেণ্ট। রয়েল ডেস্কে পাঁচ হাজার।

শুনেই আমার জিব শুকিয়ে গেল।

কোন রকমে আমতা আমতা করে বললাম, যেতে পারব কিনা বলতে পারছি না। তবে তুমি যখন এসেছ, বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র ; এরূপ ক্ষেত্রে শুধু হাতে তোমাকে তো ফেরত পাঠাতে পারি না। পঞ্চাশ সেণ্টের একটা টিকিট দিয়ে যাও।

পঞ্চাশ !

চমকে উঠছ কেন বন্ধু। পাঁচ সেন্টের থাকলে তাই নিতাম।

গম্ভীরভাবে ছুটোউপ বলল, তুমি আমাকে অপমান করতে চাও।

ক্ষমা করো দেবী। আমি শুনেছিলাম, থাইদেশের মেয়েরা খুবই সেন্টিমেন্টাল। তারা কথায় কথায় ঘরও ভাঙতে পারে। বোধহয় আমাদের পূর্বপুরুষ তোমাদের পূর্বকালের জননীদের খুশী ও খোসামোদ করতে এই কারণেই সত্তা হারিয়েছিল। এখন বুঝছি আমার শোনা কথা মোটেই বেঠিক নয়। তোমার আদেশ শোনাও। অপমান করতে চাইনি দেবী। আমার পকেটের ওজন বুঝেই বলেছিলাম। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বন্ধু। অভাজনকে রক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করলে আমি···

আর বলতে পারলাম না। হাসি দেখা গেল ছুটোউপের ঠোঁটে। আমার বুকের স্পন্দন তখন বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মসম্বরণ করতে ঘেমে উঠলাম।

পাঁচ হাজার সেন্টের একখানা টিকিট সামনে রেখে বলল, আপত্তি আছে?

আছে।

যাবার ভাড়াটা আবার চ্যারিটি শো করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকেই।···তবে।

তবে আবার কি?

আচ্ছা পাঁচশ'।

বেশ, তাই রাখ।

যেও কিন্তু। শনিবার সন্ধ্যায়, তোমাদের ভারতীয় সময় চারটেতে।

টিকিটখানা পকেটে রাখতে রাখতে বললাম, যাওয়া সম্ভব হবে না বন্ধু। তোমার টাকাটা নিয়ে যাও। ট্রাভলারস চেক দিচ্ছি।

তুমি যাবে না কেন?

সেটা নাই বা শুনলে।

তুমি তো জান, পুরুষদের গোপন করার চেষ্টাই মেয়েদের জেদী করে তোলে।

আবার জেদ! পাঁচ ডলারের পর আবার জেদ! জোড়হস্তে নিবেদন করছি জেদ পরিহার কর দেবী।

তাহলে তুমি বলবে না?

বলব। বলব। বুঝলে সুন্দরী, মার্কিন সভ্যতা আমার সহ্য হয় না। আমার মনে হয় ওটা পাইরেটদের ক্রিমিন্যাল সভ্যতা। ঠিক ক্রিমিন্যাল যারা নয়, তারা ওদের সভ্যতাকে বরদাস্ত করতে পারে না। ওদের কোন কালচার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কি যে বাজে কথা বলছ। মার্কিন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমরবিশারদদের সারা দুনিয়ার মানুষ শ্রদ্ধা করে। আর তুমি বলছ ক্রিমিন্যাল পাইরেট!

গোবরেও পদ্মফুল ফোটে। যার তলায় পাঁক তার বাহিরটা বেশ সুন্দর যে হবে না, তা কেউ বলতে পারে কি! জল থিতিয়ে গেলে নীচে পাঁক থাকে, দেখা যায় না। ওপরের জল স্বচ্ছ মনে হলেও তাতে পাঁকের পোকা কিলবিল করে, অণুবীক্ষণ বিনা তা দেখা যায় না।

অত শুনতে চাই না, তাহলে তুমি যাবে না?

যাবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে চাড়া দিচ্ছে মনের কোনায়। তবে একা একা কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, একমাত্র নদীর কিনারা ভিন্ন। ব্যাংককের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে বন্দরের জেটিতে গিয়ে বসি, নৌকার পশারীদের সঙ্গে গল্প করি। এই জীবনটাই আমার ভাল লাগে।

বিস্মিতভাবে ছুটোউপ বলল, এদেশে তোমার কোন বন্ধু নেই?

সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। ঘরের কোনায় মাঝে মাঝে তোমার বন্ধুত্বের উষ্ণ ও শীতল ভিন্ন-তাপের পরশ পাই, এটাই আমার সব কিছু। তবে তুমি যদি সঙ্গী হও তাহলে ভেবে দেখব।

আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

আমার দুর্ভাগ্য। তা হলে আর যাওয়া হল না।

ছুটোউপ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আগে যেতাম বন্ধুর মত ব্যবহার পাব মনে করে। হঠাৎ আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। আমার হিসাবে কোথায় যে গলদ, তা বুঝতে যখন পারলাম তখন থেকে কোন পুরুষের সঙ্গেই আর বাইরে যাই না।

তাহলে তোমার দেশেও মন্দ মানুষ আছে।

তা আছে। তবে এই ব্যক্তিটি আমাদের দেশের লোক নয়। মালয় থেকে একটা প্রিন্স এসেছিল শ্যামদেশ বেড়াতে। সেও দু'বছর আগের কথা। মালয়ের সেই কালো নিগ্রোটাকে মানুষ মনে করাই ভুল হয়েছিল। কি যেন টুন-মুন নাম, বলল, বেড়াতে যাবে বন্ধু। বললাম, চল। কোথায়? সিনেমা দেখতে। দুজনে পাশপাশি বসেছি। তারপর, আর শুনে কাজ নেই।

উৎসুকভাবে বললাম, কেন?

সেই কালো নিগ্রোটা খুবই অসভ্য। হলের লাইট নিভে সবেমাত্র শো আরম্ভ হয়েছে! অনুভব করলাম সেই অসভ্য বর্বর লোকটার হাত পৌঁছে গেছে আমার ব্লাউজে।

তারপর?

কোন কথা না বলে তার হাত আমার মুখের কাছে তুলে নিলাম। সে মনে করল আদর করছি। তারপর কসে কামড়ে দিলাম তার আঙ্গুলে। যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল অথচ চিৎকার করতে পারল না। আমি চেয়ার ছেড়ে সোজা চলে গেলাম বাড়িতে। সেই থেকে কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে রাতের বেলায় বের হই না।

হেসে বললাম, রাজার দেশে প্রিন্স এসেছিল তাই রাজকীয় আচরণ করেছে। কিন্তু সবাই তো প্রিন্স নয়।

বিশ্বাস নেই। বলেই ছুটোউপ উঠে দাঁড়াল।

বললাম, যদি সঙ্গী পাই তবে যাব। অবশ্য তার জন্য আরেকটা টিকিটের দরকার হবে। থাকবে তো?

আশা কম।

তাহলে আর দেখা হবে না। অন্য কোন সময় আবার কোন দিন যদি ওরা আসে, তাহলে চেষ্টা করব।

আর আসবে বলে ভরসা নেই। এখান থেকে ওরা যাবে সায়গনে। সেখানে এক মাসের প্রোগ্রাম।

আমাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে ছুটোউপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্তভাবে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ছুটোউপ তার সামান্য বক্তব্যের মাঝ দিয়ে থাইদেশের যে ছবি তুলে ধরল আমার চোখের সামনে, সেই ছবির পেছনে যে ভয়ঙ্কর রূপ লুকিয়ে আছে, তারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে চায়ের জন্য বেল টিপলাম। আমার চির পরিচিত বৃদ্ধা দাসী হাজির হতেই বললাম, চা।

আমার কথার জবাব না দিয়ে দাসী ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই চা এনে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু বলতে চায়। ভাবলাম কিছু বখশিশ প্রত্যাশী। সেজন্য জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকাতেই বৃদ্ধা নিজের মনে থাই ভাষায় অনেক কিছু বলে মনের গ্লানি অপনোদন করে অবশেষে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল, তুমি ঘর থেকে কোথাও যাও না কেন? এমন সুন্দর শহর, এমন সুন্দর পরিবেশ, এত ভোগ্যপণ্যের বাজার, এত আনন্দ, নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়। তুমি তো কোথাও যাও না?

বললাম, যাই তো। শহরের পথে পথে মাঝে মাঝেই ঘুরে বেড়াই। জেটির ধারে বসে থাকি।

ওটা তো ব্যাঙ্ককের জীবন নয়। ব্যাঙ্কক হল ইউরোপের প্যারিস আর ভেনিস। বিলাস বৈভবে প্যারিস, সৌন্দর্যে ভেনিস। এসব তোমাকে আকর্ষণ করে না বুঝি?

ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি এত আগ্রহী কেন?

না। এমনি বলছি। এই ঘরেই তোমার আগে যে ইংরেজ পরিব্রাজক ছিল, তাকে তো দেখেছি। ওরা জীবনকে উপভোগ করতে জানে।

কারণ ওদের উপভোগ করার মত অর্থ আছে। আমাদের তা নেই। ভারত যে বড় গরীব দেশ।

বৃদ্ধা হেসে বলল, আমরাও গরীব।

সেই দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় ধনীদেশের মানুষরা। তারা টাকা ছড়ায় জীবনকে উপভোগ করতে, তোমরা টাকা পকেটে তোল জীবনকে রক্ষা করতে, যে কোন উপভোগের সহচর হতে।

মানে ?

সে কথা শুনে কাজ নেই। এই নাও কাপ। আর তোমার বখশিশ দশ সেণ্ট।

বৃদ্ধা কাপ ও পয়সা তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমিও জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে।

চলতে চলতে এসে দাঁড়ালাম বন্দরের জেটিতে। শহর তখন আলোয় আলোময়। রাস্তায় জনসমাগম যেমন, তেমন গাড়ির ভীড়। আমি চুপ করে জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। সামনে জাহাজগুলোতে আলো জ্বলছে। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। অশান্ত জলে সেই প্রতিবিম্ব যেন নেচে নেচে ডাকছে সৌন্দর্য-পিপাসুকে। মোহময় এমন সৌন্দর্য দুর্লভ নয়। তবুও আমার মনে হল, এমন সুন্দর ধরণীকে এর আগে বোধহয় কখনও দেখিনি। সাম্পানের ভীড় নদীতে, পথের বিজলি বাতির আলো-ছায়াতে তারা ভীড় জমিয়েছে কিনারায়। সাম্পানের মাঝিরা কলরব করছে নিজেদের মধ্যে। কোন কোন সাম্পানে মাঝিরা রান্না করছে, উনুনের লাল আলো জলের বুকে মাঝে মাঝে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে। ভেসে আসছে মশলার গন্ধ। বেশ লাগছিল।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। একটা জাহাজে ভোঁ দিতেই সজাগ হলাম। আবার ফিরতি পথ ধরলাম স্বস্থানে বিশ্রাম করতে।

হোটেলের দরজায় দেখা ছুটোউপের সঙ্গে। আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বলল, বেড়ানো হল দেখছি!

আমি হেসে বললাম, তা হল।

কোথায় গিয়েছিলে?

বন্দরের জেটির ধারে বসে ছিলাম।

নদী তোমার কাছে বুঝি খুব ভাল লাগে?

মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, আমি নদীর দেশের মানুষ। পা বাড়ালেই জল। জলকে বড়ই ভালবাসি। তোমার দেশে কেউ যদি আমার ভালবাসা লাভ করে, সে ঐ জল। যেমন চঞ্চল তেমন গম্ভীর, যেমন প্রাণরক্ষা করে তেমন প্রাণ হনন করে। আচ্ছা, চলি। শুভরাত্রি!

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম।

ঘড়ির কাঁটা নটার (ভারতীয় সময় সাতটা) কাছাকাছি। বৃদ্ধা ঝি এসে দরজায় টোকা দিল। বুঝলাম, ডিনার টাইম হয়েছে।

খেয়েদেয়ে ঘরে ফিরতেই দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে ছুটোউপ।

কি খবর?

তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

রাতের বেলায়! তুমি না বললে পুরুষের সঙ্গে রাতে কোথাও যাওনা।

কোথাও তো যাব না। তোমার ঘরে বসে গল্প করব। তোমার আপত্তি আছে কি?

না। তবে বিশ্বাস করে প্রবেশ করতে পারবে কি ঘরে?

নিশ্চয়। দরজা খোল। বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প হয় না।

দরজা খুলে দু'জনে ভেতরে ঢুকলাম। দুপুরের মত বিছানায়

বসে পা দোলাতে লাগল ছুটোউপ। আমি চেয়ার টেনে সামনে বসলাম।

তুমি সিগারেট খাওনা?

না। পয়সা নেই। সিগারেটের প্যাকেটে দেখতে পাওনি, কি ছাপা আছে?—স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

বাস্‌রে! বলেই ছুটোউপ ব্যাগ খুলে আমেরিকার তৈরী সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমার সামনে ধরে বলল, তোমার জন্য এনেছি। এর চেয়ে দামী সিগারেট বাজারে নেই।

আমি ও-রসে বঞ্চিত।

আমার অনুরোধ একটা ধরাও। আমিও একটা ধরাচ্ছি।

এবার আমি নাচার। তোমাকে খুশী করতে পারলাম না দেবী। আমাকে নিজগুণে ক্ষমা কর।

প্যাকেটটা আবার ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, তোমাদের দেশে তো সিগারেটের অভাব নেই। শুনেছি, সিগারেটও খায় খুব বেশি লোকে।

সিগারেট আমাদের দেশে তৈরী হয়, সিগারেটের জন্য আমরা আমেরিকার দয়া পেতে হাত বাড়াই না।

কথাটা গায়ে লাগল ছুটোউপের।

আমি আবার বললাম, আমাদের দেশের মেয়েরা সিগারেট ফোঁকে না, সিগারেট মুখে দিয়ে রাস্তাতেও বের হয় না। ভারতীয় কালচার মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার বিপক্ষে। এমন কি যারা বয়োঃকনিষ্ঠ, তারা বয়োঃজ্যেষ্ঠের সামনে সিগারেট খায় না।

অবাক কাণ্ড!

তা বটে। তোমাদের কাছে তাই মনে হবে। অথচ ভারতীয় কালচারের সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছ হাজার দেড়েক বছরের ওপর। দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমাদের দু'দেশের লোক আগের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ছুটৌউপ হয়ত ভাবছিল অতীতের সম্পর্কের কথা।

আমিও ভাবছিলাম আজকের কথা নয়, আরও পেছনের কথা। সে তো ইতিহাস।

কি ভাবছ?—প্রশ্ন করল ছুটৌউপ।

ভাবছি ইতিহাস। লিখে রেখে যায়নি কেউ। শিলালেখ থেকে খুঁজে বের করতে হয়েছে সে ইতিহাস, আর সে ইতিহাস জীবন্ত রয়েছে শ্যাম, কম্বোজ, চম্পার ধর্ম ব্যবস্থায়, লিপিতে ও ভাষাতে। সে সব তো ভুলে যায়নি আজকের মানুষ। ভাবছি, সেই অতীতের কথা। কিন্তু তোমরা তো শ্রদ্ধা কর না অতীতকে, তোমরা তো ভালবাস না অতীতকে, কেন?

শোনাও তোমাদের ইতিহাস।

আমাদের নয় তোমাদের ইতিহাস। সেদিনের সেই গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টাও। দেখতে পাবে ভারতীয় বণিক আসছে শ্যাম কম্বোজের বন্দরে বন্দরে পণ্য সম্ভার নিয়ে। যাবার সময় পণ্য ভর্তি করে তাদের জাহাজ ফিরছে ভারতে! পণ্যের সঙ্গে আসছে ধর্ম ও ভাষা। তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য এবং শিল্প। আজ সেসব ছড়িয়ে আছে শ্যাম-কম্বোজের পথে-ঘাটে প্রান্তরে।

ধর্মবিজয়ে বের হল বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণরা। তারা পাহাড় পর্বত পেরিয়ে এল বর্মায়। ইরাবতী নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠল নূতন সভ্যতা। তারই ঢেউ হাঁটা পথে পৌঁছে গেল শ্যাম ও কম্বোজে।

মেকং নদীর ধারে গড়ে উঠল কম্বোজীয় নতুন সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে। সেকালে মেকং নদীর নাম দিয়েছিল ভারতীয়রা মা-গংগ। মা-গংগই কম্বোজীয় ভাষায় রূপান্তরিত হল মেকং-এ। আর তোমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মেনাং নদীর তীরে। মেকং-মেনাং নদী তিনটি দেশের তিনটি সভ্যতা সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হতে থাকে, আর সেই সভ্যতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে

থাকে দেশের অভ্যন্তরে। ভাষাও কিছু বিকৃত হল। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র এগিয়ে চলল তার নির্ধারিত পথে।

কিন্তু মানুষের রাজ্য গড়ে ওঠেনি সেখানে, সেখানে গড়ে উঠেছিল শক্তিমানের সাম্রাজ্য। দেশের অভ্যন্তরে বাস করত নানা উপজাতি ও অধিবাসী। তারা ক্রমেই নেমে আসতে থাকে তাদের পার্বত্য অহল্যা অকরুণ বাসস্থান থেকে নদীর কিনারায়। সংমিশ্রণ হতে থাকে। এই সংমিশ্রণ যেমন জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করল, তেমন শক্তিমান পেল দাসত্ব করার মানুষ।

একদিন যারা ছিল মুক্ত পুরুষ, তারা সভ্যতার আঘাতে পরিণত হল দাসে। এই দাসত্ব চলল প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে। দাসশ্রেণী ভুলেই গেল তাদের অতীত স্বাধীন জীবন। তারা যেন নিজেদের দাসত্বের উপযোগী করেই গড়ে তুলল। আজও এই সব দেশের, তার মধ্যে ভারতও, জনগণের অচেতন মনে রয়েছে দাসত্বের মোহ। কোথাও এই মোহ মাথা উঁচু করে সচেতন মনকেও বিকল করেছে। কোথাও ধীরে ধীরে মোহমুক্তি ঘটছে।

এই হল বহু বৎসরের ইতিহাস।

আদিম মানুষেরা জাতি সংমিশ্রণে অতীতকে ভুলে গেছে। বর্তমানকেই বড় মনে করছে, ভবিষ্যতের কথাও ভাবছে না।

আজ যদি আমরা জোরগলায় বলি, তোমরা দাস ছিলে না, তোমরা স্বৈরাচারের শিকার ছিলে না, তোমরা পুঁজির শোষণ সহ্য করনি; তা হলে শুনতে কটু মনে হবে। কিন্তু এটাই ছিল শ্যাম-কম্বোজ-চম্পার অতীত। সেই মানুষ কোথায় নেমে এসেছে। আজ হাত পেতে তাদের ভিক্ষা নিতে হচ্ছে বিদেশীর কাছ থেকে, সে ভিক্ষা তাদের মনে ক্ষোভ জাগাচ্ছে না। এই তো আশ্চর্য!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কথা আলাদা কিন্তু তোমার কথাই তুমি শোনাও।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে আমি-তুমি যে একই সুতোয় বাঁধা, তা তোমাকে বুঝাতে কষ্ট হবে কি!

ছুটোউপ ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাতে তাকাতে বলল, অনেকটা রাত হয়ে গেছে। কাল আবার আসব। এই ক'দিনে মনে হচ্ছে তুমি অতি আপন জন। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক।

আমাকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে ছুটোউপ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আসাটা যেমন আকস্মিক, যাওয়াটাও তেমন আকস্মিক।

এরপর বহুদিন তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। বহুদিন তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। রাজতন্ত্র যে দেশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী তাও বার বার বলেছে। অবশ্য স্বীকার করেছে, তাদের দেশের রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রীসভা ও সংসদ। এই ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

আমি প্রতিবাদ করেছি। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রে যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রাধান্য, তাও বুঝিয়েছি। রাজতন্ত্র যে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বনাশ ডেকে আনে ও অতীতেও এনেছে, তাও বলেছি। কিন্তু ছুটোউপ কোনমতেই আমার যুক্তি স্বীকার করেনি। আমিও আমার যুক্তিকে কোন সময়ই লঘু করতে চেষ্টা করিনি।

তোমরা তো কিছুকাল জাপানের অধীনে ছিলে?

ছিলাম।

সেটা তো সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্র। কি সুখে ছিলে?

সুখ ছিল না ঠিকই।

কেন? কারণ, রাজতন্ত্র অপরের সুখ-সুবিধা গ্রাহ্য করে না। তারা নিজেদের জন্যই সুখ-সুবিধার বেশি ব্যবস্থা রাখে। শোষণ ও পীড়ন হল রাজতন্ত্রের ধর্ম। সেটা তোমরা ভালভাবেই জেনেছ জাপানের হাতে পড়ে। তারপরও যদি নিজেদের রাজতন্ত্রের প্রশংসা কর, তাতে দুঃখ পাই। মনে হয় অন্ধ জাতীয়তাবাদ তোমাকে বিপথে নিয়ে চলেছে।

ছুটোউপ কোন উত্তর দেয়নি। বোধহয় ভবিষ্যতের জন্য জম করে রাখল তার বক্তব্য।

আবার ক'দিন পরে বেশ জমে উঠল তার সঙ্গে আলোচনা।

সে আলোচনায় তাকে বেশি আগ্রহী মনে হল। ক'দিন শ্যাম-দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে নিজেকে বেশ শক্তিশালী করেই সে আলোচনায় বসেছিল।

প্রথম আঘাত করলাম আমি। বললাম, কম্বোজ তোমাদের অধীন ছিল এক সময়।

তা ছিল।

তাতে নিশ্চয়ই তারা সুখ অনুভব করেনি। নইলে সেই মধ্য-যুগেই তারা বিদ্রোহ করত না নিশ্চয়ই।

শ্যাম থেকে তুমি কম্বোজ পৌঁছতে চাইছ কেন?

বললাম, শ্যাম আমাদের প্রতিবেশী, কম্বোজও। কিন্তু ভারতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুটো চিন্তাধারা—একটা হল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের, অপরটি বৌদ্ধধর্মের। বর্তমান ভারতে বৌদ্ধমত প্রায় বিলুপ্ত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্য রয়েছে। কেন বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটেছে, তা জান কি?

জানি না। অতটা জ্ঞান আমার নেই।

ধর্মবিজয়ের উদ্যোক্তারা ছিল ভারতের অপ্রতিহত ক্ষমতাসম্পন্ন বৌদ্ধ সম্রাটরা। তাদের আনুকূল্যে ধর্মবিজয় অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল সেই দু'হাজার বছর আগে। তারা স্থান করে নিয়েছিল চীনে, জাপানে, কোরিয়াতে, চম্পায়, কম্বোজে, সিয়ামে, বর্মায়, সিংহলে। তারা স্থান পায়নি ইন্দোচীনের সেই সব অংশে যেখানে রাজা ছিল হিন্দু। আর বৌদ্ধধর্ম যেসব দেশে প্রসারলাভ করেছিল, সেসব দেশের রাজাও ছিল বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। রাজার অনুগ্রহেই তা বিস্তারলাভ করেছিল। ভারতে হিন্দু রাজারা বৌদ্ধ রাজাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করায় আবার জনসাধারণ

ব্রাহ্মণ্যধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ধর্মব্যবস্থা রক্ষায় রাজাদের আগ্রহ ছিল বেশি রাজতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য। বুদ্ধদেব ভগবানকে স্বীকার করেননি, অথচ রাজতন্ত্র বজায় রাখতে ভগবান অপরিহার্য। কৃশ্চান-মুসলমান-হিন্দু সবাই সমাজে শ্রেণী রাখতে করুণাময় ঈশ্বরের দয়াতে বেশি নির্ভরশীল। সেই জন্যই রাজতন্ত্রে বৌদ্ধরা হার মেনেছে, অপর ধর্মীরা এগিয়ে গেছে। হিন্দু রাজাদের প্রতাপে বৌদ্ধধর্ম ম্রিয়মান। কিন্তু বহির্ভারতে তা হয়নি, কারণ তো আগেই বলেছি।

বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ ও চম্পায় হিন্দুরাও এসেছিল। তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল সেই অজ্ঞাত যুগে। তখন ধর্মের লড়াই ছিল কম। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রলোভন ছিল বেশি। এইসব দেশ কালক্রমে হিন্দুদের হাত পিছলে বৌদ্ধদের হাতে পৌঁছল, বিশেষ করে হীনযান বৌদ্ধদের। তাদের সঙ্গে মূর্তিপূজার সম্পর্ক ছিল, ফলে হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আরেকটি 'বুদ্ধ-দেবতা' যোগ দিতে মোটেই ভুল করল না। বহির্ভারতের হিন্দুরা মিশে গেল বৌদ্ধদেবের সঙ্গে। হিন্দুর আচার-ব্যবহার, বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহার সব সময়ই একমুখী। সেজন্য সংঘাত দেখা দেয়নি। রাজার ধর্ম প্রজা গ্রহণ করল। এই তো সব দেশে হয়, এদেশেও তাই হয়েছে।

ছুটোউপ বলল, তোমাদের দেশে সাতশ' বছর মুসলমান রাজত্ব করেছে, সবাই তো রাজার ধর্ম গ্রহণ করেনি। ধর্মের আলাদা প্রভাব না থাকলে সবাই মুসলমানধর্ম গ্রহণ করত।

কথাটা ঠিক হল না বন্ধু! সাতশ' বছর কোন কোন জায়গায় মুসলমানরা রাজত্ব করেছে, গোটা ভারতবর্ষে নয়। মুসলমান রাজ্যের পাশেই থেকেছে প্রবল হিন্দু রাজা। বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদী মুসলমানধর্ম প্রচার করার চেয়ে শান্তি মৈত্রীর ধর্ম ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে। তাই সবসময়

বিরোধিতা। দ্বিতীয়ত সংঘাত ঘটেছিল সংস্কৃতির। আরবীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করানো যায়নি ভারতে। বরং বলা যায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে অজ্ঞাতে মুসলমানরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ মুসলমানদের শতকরা নিরানব্বুই জনই হল হিন্দুদের বংশধর। নব মুসলমানরা পূর্বপুরুষদের কৃষ্টিকে ভুলতে পারেনি, পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কিছুটা বস্তুবাদের প্রাধান্য থাকায় মুসলমানরা প্রসারলাভ করলেও হিন্দুরাও নিজেদের ধর্মব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সেজে নিতে মোটেই পেছপা হয়নি। যাক্ ওসব কথা। আমরা আজ শ্যাম-কম্বোজ নিয়েই ব্যস্ত। তাদের কথাই বলব!

ছুটোউপ গম্ভীরভাবে বলল, তুমি বল। আমি শ্রোতা, কেমন! শ্যামদেশ নয়, কম্বোজের কথা বল।

মহারাজের জয় হোক!

মুখ তুলে দেখল মহারাজ যশোবর্মন দেব। দূত বহুদূর প্রত্যাগত। সাদরে বসতে দিয়ে বলল, কি সংবাদ দূত? তোমার ব্রজন সাফল্য লাভ করেছে কি?

মহারাজের কৃপায় দূত কার্যসমাধা করে এসেছে। বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে পাঁচটি বৃহৎ জলযান ফুনান রাজ্যে পৌঁছেছে।

ফুনান? সে আবার কোন্ রাজ্য?

মহারাজ, বাণিজ্যপোত চম্পার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সমুদ্র তখন উত্তাল। প্রবল তরঙ্গ আঘাত করছিল পোতের দেহে, ঝড় ও ঝঞ্ঝা পথ রোধ করল। অগ্রসর হতে পারেনি পোত। আশ্রয়ের আশায় নাবিকদের নিকটবর্তী তীর অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিল পোতাধ্যক্ষ। পোত উত্তরাভিমুখী করা হল। তিনদিন তিনরাত্রি

সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে যে তীরভূমিতে আশ্রয় পেলাম, তার নাম ফুনান। স্থানীয় অধিবাসীরা বুঝিয়ে দিল, ফুনানের অর্থ ডাঙ্গাউঁচু জমি। নামের সার্থকতা আছে। সত্যিই জমি ডাঙ্গা ও উঁচু।

মহারাজা বলল, কোন প্রাণহানি হয়নি তো?

হয়েছে মহারাজ, তবে ঝড়ঝঞ্ঝার জন্য নয়। পথে বাতশ্লেষ্মায় পীড়িত দু'জন দেহরক্ষা করেছে। তাদের সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। নিচিনানগরের রত্নবনিক সোমদত্তের বয়স্য আলেখ্যরাজ সেই দু'জনের একজন হতভাগ্য। অপর জন দাসী কঙ্কিনা।

নারীকে কেন তোমরা নিয়ে গিয়েছিলে ?

মহারাজ ক্ষমা করতে হবে। অনির্দিষ্ট যাত্রা। মাসের পর মাস যাত্রীদের যেতে হচ্ছে মৃত্যুকে স্বীকার করে। এই মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষদের পার্থিব ভোগসুখ বঞ্চিত করা অধর্ম। মহারক্ষাধিপের আদেশে প্রতিটি পোতে পাঁচজন বারাঙ্গনাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল পুরুষ যাত্রী তিরিশ জনের নৃত্যগীতে মনোরঞ্জন করা।

ঘোরতর অন্যায় করেছ তোমরা।

সকল নারীই স্বদেশে ফিরে এসেছে। যাত্রীদের শতকরা তিরিশ জন দেশে ফিরেছে পণ্য নিয়ে।

শুভ, শুভ। অপর সমাচার নিবেদন কর।

মহারাজ, দেশ নদীমাতৃক। নদীর উভয় কূলে জনপদ গড়ে উঠেছে। ধর্মবিজয়ের ধ্বজা উড়ছে সেখানে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্থান নেই। আমাদের সঙ্গী কনৌজবাসী ব্রাহ্মণরা নূতন করে ধর্মপ্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু বিঘ্ন অনেক। বিঘ্ন কাটিয়ে ওঠা কি সম্ভব হবে!

মহারাজা চিন্তিত হলেন। মহামাত্যকে ডেকে পাঠালেন। সারাদিন বিচারবিবেচনার পর স্থির হল, বৌদ্ধধর্ম বিজয়কে রোধ করতে হলে কেবলমাত্র উপনিবেশ স্থাপন নয়, রাজ্য স্থাপন বিধেয়।

আবার তাম্রলিপ্ত বন্দরে জাহাজ ভিড়ল। শতাধিক পোতভর্তি হল শ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা নিয়ে।

কম্বোজ, চম্পা, সিয়ামে রাজ্য স্থাপন করতেই হবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে সমুদ্রের ওপারে প্রসার করতে। সুমাত্রা-যবদ্বীপ-বালিতে ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রসার করা হয়েছে।

সত্যিই সেদিন দলে দলে মানুষ গিয়ে হাজির হল কম্বোজে।

কম্বোজের জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেল তারা।

রাজাও ছিল কম্বোজের।

যীশু জন্মের বছরে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করল ব্রাহ্মণ-কৌন্ডিণ্য। রাজদরবারে সমাদৃত হল ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে সকল ভারতীয় স্থান পেল কম্বোজে। বিশেষ করে বণিকরা এসে বসল মেকং নদীর কিনারায়। তারাই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিল গোটা দেশে।

ফুনান থেকে যারা এসে বাস করছিল, তাদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দিল অচিরেই। নূতন উপনিবেশস্থাপনকারীরা ফুনান রাজ-বংশের প্রাধান্য মানতে চাইল না। অথচ এরাই আদরে ডেকে নিয়েছিল ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিয়েছিল ঘরের মেয়েদের। নূতন সভ্যতার পত্তন হয়েছিল সেই সময়েই।

আরও পাঁচশত বৎসর এগিয়ে গেছে। পাঁচশত বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ভারতীয়দের সংখ্যা। সংমিশ্রণও ঘটেছিল স্বাভাবিক-ভাবে। যারা আগে এসেছিল, তারাই যেমন দাবী করল কৌলীণ্যের; তেমনি দাবী করল প্রভুত্ব বিস্তার করতে। নবাগতরা দলে ভারী। তারা সহ্য করতে চায়নি পুরাতনকে।

যুদ্ধ! যুদ্ধের দামামা বাজল।

নূতন আর পুরাতনের যুদ্ধ। যুদ্ধে জয় নবাগতর। তাদের নেতা চিত্রসেন মহেন্দ্র বর্মণ। যুদ্ধজয়ের পর নূতন রাজ্য স্থাপন করল চিত্রসেন।

কম্বোজ নিজের রাজা পেল কিনা জানা যায়নি। তবে চিত্রসেন ও পরবর্তী বংশধররা আর রইল না। তারাও কালক্রমে পরিণত হল কম্বোজীয়তে।

চিত্রসেনের রাজত্বকাল থেকেই সুরু হল ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংমিশ্রণ, আর জাতিগতভাবে ভারতীয় ও কম্বোজীয়দের সংমিশ্রণে নূতন একটি সভ্যতার জন্ম হল। যা ছড়িয়ে পড়ল উত্তরে চম্পা (আনাম) আর পূর্বে ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ অবধি।

রাজার পর রাজা আসে। সিংহাসন হাত বদল হল। রাজারা বিদায় নেবার আগেই তাদের কীর্তিকলাপ পাথরে খোদাই করে অতীতের ইতিহাসের সন্ধান দিয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত একটানা ইতিহাস উত্থান ও পতনের।

রাজধানী যশোধরপুর তখন সমৃদ্ধ।

ঘরে ঘরে বেদ-উপনিষদের ধ্বনি। সকাল সন্ধ্যায় সামগান। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণি। রাজপুরুষদের আনাগোনা, নাগরিক জীবন আনন্দ উৎসব মুখর; বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভীড়। সাত শত বৎসর ধরে একই চিত্র। কম্বোজ তখন পূর্বদেশের গৌরবস্থল। ভারতীয় সভ্যতার, সাহিত্যের ও ধর্মের সংমিশ্রণ নূতন কম্বোজ গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী।

সাত শত বৎসর পেছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বৃক্ষতলে দিবা দ্বিপ্রহরে বয়োঃবৃদ্ধরা সমবেত হয়েছে, পাঠক পাঠ করছে রামায়ণ অথবা মহাভারত অথবা হরিবংশ কাহিনী। শ্রদ্ধার সঙ্গে রামনাম জপ করছে কেউ কেউ। সে দৃশ্য কল্পনা করা যায়। বাস্তব ঘটনা যে কত মনোহর ছিল, তা পাঁচ ছয় শত বৎসর পর আন্দাজ করা যায় না।

যশোধরপুর বিরাট নগর। নয় মাইল তার পরিধি। জনসংখ্যাও

তদনুযায়ী অগণিত। নগর সুরক্ষিত। চারিদিকে সু-উচ্চ প্রাকার। পাঁচটি বৃহদায়তন প্রবেশ পথ। সশস্ত্র শান্ত্রী দুর্গদ্বার প্রহরায়। অভ্যন্তরে অসংখ্য দেবমন্দির, অসংখ্য জলাশয়। নদী খরস্রোতা, নদীর কিনারায় জীবিকা সঞ্চয়ের রসদ ভূমি অকৃপণ ভাবে জুগিয়ে চলেছে। কোন অশান্তি নেই, কোন শত্রুর আঘাত নেই।

তবুও যশোধরপুর পরিত্যাগ করে আরও নদীর ভাটিতে সরিয়ে নিতে হল রাজধানী। শত্রুর ভয়ে নয়, আভ্যন্তরীণ গোলযোগে নয়, অথচ রাজধানী সরিয়ে নিতে হল যশোধরপুর থেকে। নূতন রাজধানী গড়ে উঠল নম্ পেনে (Pnom Penh)। পেছনে পড়ে রইল যশোধরপুর।

যশোধরপুর প্রতিষ্ঠা করেছিল মহেন্দ্র বর্মণ। তাকে সুসজ্জিত করেছিল তারই বংশধর জয় বর্মণ। সে শহর হল পরিত্যক্ত। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় তার নাম পেলাম আংকোর ভাট।

কেন ?

সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করে নদী। কম্বোজের নদী মেকং। নদী শত শত বৎসর ধরে বুকে করে বয়ে এনেছে ধুলো, মাটি, কাদা, বালি আর পাথরের কুচি। সেগুলো জমতে থাকে মোহনায়। নদীর মুখে পলি জমতে থাকে। হঠাৎ নদীর গতিপথ ভিন্নপথ ধরল। রাজধানী যশোধরপুরের পয়ঃপ্রণালী সংযুক্ত নদীর সঙ্গে। পলি জমে পয়ঃপ্রণালীর মুখ গেল বন্ধ হয়ে। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না সেদিনের মানুষ। সেদিন তারা চিন্তাও করেনি কোন সহজ উপায়ে বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেদিনের মানুষ চিন্তাও করেনি বৈজ্ঞানিক ধারায় নগর রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারা সম্ভব। তার চেয়ে সম্ভব নগর ছেড়ে নূতন নগরের পত্তন করা। তাই করল তারা।

পেছনে পড়ে রইল সাত-আটশত বৎসর ধরে গড়ে তোলা যশোধরপুর।

কম্বোজ নিজের রাজা পেল কিনা জানা যায়নি। তবে চিত্রসেন ও পরবর্তী বংশধররা আর রইল না। তারাও কালক্রমে পরিণত হল কম্বোজীয়তে।

চিত্রসেনের রাজত্বকাল থেকেই সুরু হল ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংমিশ্রণ, আর জাতিগতভাবে ভারতীয় ও কম্বোজীয়দের সংমিশ্রণে নূতন একটি সভ্যতার জন্ম হল। যা ছড়িয়ে পড়ল উত্তরে চম্পা (আনাম) আর পূর্বে ভিয়েতনামের দক্ষিণাংশ অবধি।

রাজার পর রাজা আসে। সিংহাসন হাত বদল হল। রাজারা বিদায় নেবার আগেই তাদের কীর্তিকলাপ পাথরে খোদাই করে অতীতের ইতিহাসের সন্ধান দিয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত একটানা ইতিহাস উত্থান ও পতনের।

রাজধানী যশোধরপুর তখন সমৃদ্ধ।

ঘরে ঘরে বেদ-উপনিষদের ধ্বনি। সকাল সন্ধ্যায় সামগান। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণি। রাজপুরুষদের আনাগোনা, নাগরিক জীবন আনন্দ উৎসব মুখর ; বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভীড়। সাত শত বৎসর ধরে একই চিত্র। কম্বোজ তখন পূর্বদেশের গৌরবস্থল। ভারতীয় সভ্যতার, সাহিত্যের ও ধর্মের সংমিশ্রণ নূতন কম্বোজ গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী।

সাত শত বৎসর পেছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বৃক্ষতলে দিবা দ্বিপ্রহরে বয়োঃবৃদ্ধরা সমবেত হয়েছে, পাঠক পাঠ করছে রামায়ণ অথবা মহাভারত অথবা হরিবংশ কাহিনী। শ্রদ্ধার সঙ্গে রামনাম জপ করছে কেউ কেউ। সে দৃশ্য কল্পনা করা যায়। বাস্তব ঘটনা যে কত মনোহর ছিল, তা পাঁচ ছয় শত বৎসর পর আন্দাজ করা যায় না।

যশোধরপুর বিরাট নগর। নয় মাইল তার পরিধি। জনসংখ্যাও

তদনুযায়ী অগণিত। নগর সুরক্ষিত। চারিদিকে সু-উচ্চ প্রাকার। পাঁচটি বৃহদায়তন প্রবেশ পথ। সশস্ত্র শান্ত্রী দুর্গদ্বার প্রহরায়। অভ্যন্তরে অসংখ্য দেবমন্দির, অসংখ্য জলাশয়। নদী খরস্রোতা, নদীর কিনারায় জীবিকা সঞ্চয়ের রসদ ভূমি অকৃপণ ভাবে জুগিয়ে চলেছে। কোন অশান্তি নেই, কোন শত্রুর আঘাত নেই।

তবুও যশোধরপুর পরিত্যাগ করে আরও নদীর ভাটিতে সরিয়ে নিতে হল রাজধানী। শত্রুর ভয়ে নয়, আভ্যন্তরীণ গোলযোগে নয়, অথচ রাজধানী সরিয়ে নিতে হল যশোধরপুর থেকে। নূতন রাজধানী গড়ে উঠল নম্ পেনে (Pnom Penh)। পেছনে পড়ে রইল যশোধরপুর।

যশোধরপুর প্রতিষ্ঠা করেছিল মহেন্দ্র বর্মণ। তাকে সুসজ্জিত করেছিল তারই বংশধর জয় বর্মণ। সে শহর হল পরিত্যক্ত। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় তার নাম পেলাম আংকোর ভাট।

কেন ?

সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করে নদী। কম্বোজের নদী মেকং। নদী শত শত বৎসর ধরে বুকে করে বয়ে এনেছে ধুলো, মাটি, কাদা, বালি আর পাথরের কুচি। সেগুলো জমতে থাকে মোহনায়। নদীর মুখে পলি জমতে থাকে। হঠাৎ নদীর গতিপথ ভিন্নপথ ধরল। রাজধানী যশোধরপুরের পয়ঃপ্রণালী সংযুক্ত নদীর সঙ্গে। পলি জমে পয়ঃপ্রণালীর মুখ গেল বন্ধ হয়ে। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না সেদিনের মানুষ। সেদিন তারা চিন্তাও করেনি কোন সহজ উপায়ে বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেদিনের মানুষ চিন্তাও করেনি বৈজ্ঞানিক ধারায় নগর রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারা সম্ভব। তার চেয়ে সম্ভব নগর ছেড়ে নূতন নগরের পত্তন করা। তাই করল তারা।

পেছনে পড়ে রইল সাত-আটশত বৎসর ধরে গড়ে তোলা যশোধরপুর।

নগর ঢেকে গেল জঙ্গলে।

জঙ্গলে মুখ লুকিয়ে রইল পৃথিবী বিখ্যাত আংকোরভাটের মন্দির। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেল শিল্পীর নিপুণ হাতে-গড়া যশোধরপুরের রাজগৃহ, মন্দির।

নম্ পেনে আসার পর বৈদেশিক শক্তির আঘাত এসে পড়ল। দেশের রাজারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তারা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার চেয়ে রাজ্য রক্ষায় বেশি সচেষ্ট।

যশোধরপুরের গভীর অরণ্যে ভারত-কম্বোজের বিরাট সাংস্কৃতিক দানকে কালক্রমে লোকে ভুলেই গেল।

একদিক থেকে শ্যাম, অপর দিক থেকে চম্পা বা আনাম দেশের রাজারা পরপর আঘাত করতে থাকে কম্বোজকে। কিছুকাল শ্যাম বা থাই দেশের দাসত্ব করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ও ধর্মের প্রাধান্য ঘটল, আবার কিছুকাল আনামের দাসত্ব করে কম্বোজ-আনাম মিশ্র-সংস্কৃতির বাহক হল কম্বোজ বা আধুনিক কম্বোডিয়া।

সেই প্রাচীনকালে যশোধর্মদেবের রাজত্বকালে ভারতীয় অভিযাত্রীরা যেভাবে কম্বোজ ও চম্পায় এসে হিন্দু সাহিত্য, শিল্প-কলা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিল, তা আজও বর্তমান রয়েছে কম্বোডিয়াতে। আজও তারা অতীতকে নিয়ে সমন্বয় ঘটাতে চায় বর্তমানের সঙ্গে।

আনামদের প্রাধান্য ছিল শেষ অবধি, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও। রাজত্ব করত খেমবংশ। কম্বোজ ছিল শত শত বৎসরের একটা অসহায় দেশ। সুবিধামত সুযোগ সন্ধানীরা তাকে পদানত করেছে, দোহন করেছে, শোষণ করেছে। রাজার পর রাজা এসেছে, প্রজাদের দিকে মুখ তুলে দেখার সময় পায়নি। মধ্যযুগ অবধি এইভাবেই চলছিল কম্বোডিয়ার জনজীবন।

বিগত শতাব্দীতে রাজা ছিল আরেক নরোদম। আনামীদের অত্যাচারে তখন কম্বোজীরা জর্জরিত। আবার থাইরাও কম্বোজ

গ্রাস করতে উদ্যত। এইভাবে শত্রুপরিবৃত হয়ে নরোদম ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে মৌখ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হল। বন্ধুভাবে ফরাসী এল সাহায্য করতে, বন্ধুত্বের বাহু পেষণে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হল কম্বোডিয়ার। পরবর্তী রাজা সিসোয়াথ, রাজা সিসোয়াথ মনিভং পরিণত হল সামন্তরাজায়, রাজ্যের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিল ফরাসীরা। কম্বোডিয়া তখন ফরাসীদের উপনিবেশ।

অভিনিবেশ সহকারে শুনছিল ছুটৌউপ। আমার কথা শেষ হতেই ছুটৌউপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তারপরের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর।

খেমরাজারা নানা ভাগে ভাগ হয়ে রাজ্যশাসন করছিল। তাদের দেশের বাইরে অন্য কোন দেশ আছে কিনা সে বিষয়ে ধারণা ছিল সীমিত। পৃথিবীর সর্বত্র যখন অগ্রগমনের ঢেউ চলছে, শিল্প-বিপ্লব ঘটছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে বিদেশের মনীষীরা তখন তারা বিলাসে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে ক্রমেই দুর্বল করে তুলছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রের ভাগ্য লেখা হচ্ছে অলক্ষ্যে পারিষদদের দয়াতে। এমনি একসময় হাজির হল ইউরোপীয় বণিক তথা সাম্রাজ্য-বাদীর দল। বৃহত্তর ভারতকে নানা অংশে ভাগ করে নিল তারা। ভারতে যেমন মুসলমান নবাব-বাদশাহদের অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজাসাধারণ ইংরেজের আগমনকে আশীর্বাদ মনে করেছিল প্রথম অবস্থায়, তেমনি কম্বোডিয়ার মানুষও ফরাসীর আগমনকে খেমরাজাদের হাত থেকে ত্রাতার আবির্ভাব মনে করেছিল। ভারতে যেমন বিভিন্ন সামন্তরাজ্য বজায় রেখে উপরতলায় বসে ইংরেজ জন-পীড়ন করেছে, নিজেদের সাধু বলে প্রচার করতে ভারতীয়দের দিয়েই ভারতীয়দের পেষণ করেছে, ঠিক তেমনি ফরাসীরা গোটা ইন্দোচীন দখল করে তাঁবেদার রাজা তৈরী করে শোষণব্যবস্থা কায়েম রেখেছে।

ছুটোউপ বলল, ফরাসীরা তো সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে। তারা কেন এই পথ ধরেছিল।

বললাম, সে প্রশ্নের জবাব ফরাসীরাই দিতে পারবে। আদর্শ আর কাজ এক হওয়াটা জাতীয়জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদীরা রক্তপিপাসু শোষক। সাম্রাজ্যবাদীর বড় শত্রু অপর সাম্রাজ্যবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন এখনও রয়েছে মানুষের দেহে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের দেহে, তাদের গোষ্ঠীজীবনে ও সমাজজীবনে। শক্তিশালী জাপান শক্তির চেয়ে মূর্খতার পরিচয় দিয়ে সমগ্র এশিয়া দখলের লোভ নিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ততোধিক শক্তিমান আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আঘাতে জাপানও হল বিপর্যস্ত ছিন্ন-ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদের শিকার এশিয়া চিরকাল, তাই আজও তার দুঃখ ঘোচেনি। ভারত থেকে ইন্দোচীন চিরকাল সাম্রাজ্য-বাদীদের হাতে অত্যাচারিত, সেই অত্যাচার আজও চলছে।

ফরাসীরা পালাচ্ছে। জাপানের আক্রমণের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেল ফরাসীরা।

নূতন প্রভু দখল করল গোটা ইন্দোচীন।

ইন্দোচীনের মানুষ কিন্তু হজম করতে পারল না জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে। তারা প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদ ফিরে পেতে নয়, স্বয়ংশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের আশায়। মৌখিক প্রতিবাদ নয়, হাতিয়ার নিয়ে বাধা দিতে আরম্ভ করল। স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় ইন্দোচীনের মানুষ রক্ত দিয়ে মাতৃ-ভূমির চরণ রঞ্জিত করল। জাপানও অত্যাচারের বুলডোজার চালাল এই সব দুরন্ত মানুষদের শায়েস্তা করতে। তিন বছর সামরিক শাসন চালিয়ে ইন্দোচীনের শেষ রক্তবিন্দু চুষে খেয়ে জাপান বিদায় নিল। সত্য ঘটনা, জাপান বিতাড়িত হল।

ফরাসীরা তখন অনেক দূর।

তারা ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের লোভ ছিল অপরিসীম। ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে সাতমহলের স্বপ্ন দেখছিল। সুযোগ পেল সাতমহলে ঘর বাঁধার।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ হল ফরাসীর দোসর। যুদ্ধে তারা ফরাসীর মিত্র। মিত্রশক্তি ইংরেজ স্যাঙ্গাত ফরাসীর সাম্রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে পাঠাল ভারতীয় ফৌজকে ইংরেজদের তাঁবেদারীতে ফরাসী সাম্রাজ্যের দখল নিতে।

ভারতীয় ফৌজকে ইন্দোচীনের মানুষ মনে করেছিল বন্ধু। সুভাষচন্দ্রের বাহিনীতেও ছিল সব ভারতীয়। তাই ইংরেজের ভাড়াটিয়া ভারতীয় আর আজাদ হিন্দের ভারতীয়দের পার্থক্য বুঝতে পারেনি তারা। তারা 'চন্দ্রবোসের' সৈন্য মনে করে সাদরে গ্রহণ করেছিল। একটা পরাধীন জাতি আরেকটা পরাধীন জাতির পায়ে শেকল পরিয়ে দেবে, এটা তারা মনে করতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধিমান ইন্দোচীনের মানুষ অল্পদিনে বুঝতে পারল, তারা জালে জড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজের ভাড়াটিয়া নোকরের দল অপেক্ষা করছে ফরাসীদের উপস্থিতির জন্য।

ভারতীয়দের আর তারা মিত্র মনে করতে পারল না। তারা হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ল ইংরেজ তথা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। ভাড়াটিয়া মানুষের মৃতদেহের গাদা দেখে শঙ্কিত হল সারা পৃথিবীর মানুষ। সবাই চায়, ইংরেজ ফিরিয়ে আনুক তাদের ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈন্যদের। কথা চলাচল হচ্ছে, নীতি নির্ধারণ হচ্ছে হোয়াইট হাউসে বসে, এর মধ্যেই মাটিতে পা দিল ফরাসী সৈন্যরা। জাপানী আক্রমণের সূচনায় এরাই লগুড়াঘাতে সারমেয়র মত পালিয়ে বেঁচেছিল, শক্তিমানের মুখোমুখী হতে সাহস পায়নি। আজ জাপান পরাজিত। দুর্বল ইন্দোচীনের মানুষকে পায়ের তলায় রেখে শোষণ কায়েম করতে ফরাসীরা আবার এগিয়ে এসেছে। মূল সমস্যা দেখা দিল এতদিনে। তা হলে স্বাধীনতা তারা ফিরে

পাবে না? কেন, কেন? দুর্বল বলে। বেশ, আমরা দুর্বল কিনা দেখিয়ে দেব।

জাপানী সৈন্যরা যাবার সময় বহু অস্ত্র রেখে গিয়েছিল গোপন স্থানে, কিছু কিছু তুলে দিয়েছিল ইন্দোচীনের মানুষের হাতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করুক কিছু দস্যু ও সেই শ্রেণীর মানুষ। তারা জানত না এই অস্ত্রই তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার কাজে লাগবে। এই অস্ত্র ব্যবহার হবে সাম্রাজ্যবাদী নিধনে।

গর্জে উঠল আনামের মানুষ, গর্জে উঠল হো-চি-মিন উত্তর ভিয়েতনামে। যুদ্ধের সময় হো ছিল চীনের বন্দী। হো চেয়েছিল ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সাহায্য চেয়েছিল চীনের। চীনের সমর-নেতারা বিশ্বাস করে হো-কে সাহায্য করেনি। অবশেষে চীন সাম্রাজ্য প্রসারের আশায় চিয়াং কাইশেখের যুদ্ধবাজ নেতারা হো-কে মুক্তি দিল। জাপানের সঙ্গে লড়াই করবে হো, জাপান পালালে ভিয়েতনাম হবে চীনের অঙ্গ। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীন একবার দখল করেছিল ভিয়েতনাম তথা আনামকে। তাদের হাতের পুতুলকে বসিয়েছিল রাজত্ব করতে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীরা এসে যখন দখল করল ভিয়েতনাম তথা আনাম, লাওস কম্বোডিয়া তখন সামরিক শক্তিতে চীন দুর্বল। তাই হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে পারল না। এবার আশা করেছিল হো-কে সামনে দাঁড় করে চীনের আগ্রাসী নীতি সফল করবে। সেই আশায় বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে হো-কে পাঠাল তার দেশে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।

ফল হল উল্টো।

জাপানে আনবিক বোমা পড়েছে।

সাদা রুমাল উড়িয়ে জাপান তখন দয়া ভিক্ষা করছে। জাপানের জারিজুরি শেষ। হো নেমে পড়ল দেশের স্বাধীনতা ফিরে পেতে।

চীনের চিয়াং তখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। ভিয়েতনামের মত ছোট দেশের দিকে নজর দেবার আগে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে রাজ্য ও গদী রাখায় ব্যস্ত।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, ফরাসীরা ফিরে এসেছে। ইংরেজ তার ভাড়াটিয়া ফৌজ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তায় অধীর হল স্বাধীনতাকামী মানুষরা।

আমরা চাই না সাম্রাজ্যবাদীর পদলেহন করতে। ভিয়েতনামের মানুষ জেগে ওঠ।

এর ধাক্কা এসে লাগল কম্বোডিয়াতে।

তারাও হাতিয়ার তুলে নিল হাতে।

লাওসের মানুষও জেগে উঠল।

গোটা ইন্দোচীনের মানুষ ফরাসীদের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ তখন মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের আহুতি দিতে প্রস্তুত। প্রথম আবেদন নিবেদন, সেই আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হতেই গর্জে উঠল বন্দুক কামান। ফরাসী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বত্র একই সঙ্গে জনজাগরণ ঘটল।

সাম্রাজ্যবাদীরা মোটেই মূর্খ নয়। তারাও দমন নীতি চালাতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিল, মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠল ইন্দোচীনের মাটি। ভিয়েতনামে খাড়া করল বাও দাইকে, কম্বোডিয়াতে খাড়া করল দেশের সামন্ত রাজাকে। তাদের মারফতেই চালাতে থাকে দমন নীতি আর শোষণ।

আজ থেকে বিশ বছর আগে এমনি একটি অশান্ত দিনে থাই দেশের মাটিতে বসে চিন্তা করছিলাম আকাশ-পাতাল। তখনও ফরাসীদেরও সঙ্গে লড়াই চলছে কম্বোডিয়াতে। রাজার প্রাধান্য স্বীকার করতে চায় না সাধারণ মানুষ। সমগ্র এশিয়ার মানুষ তখন ক্ষিপ্ত। তারা স্বাধীনতা চায়। তারা বিদেশী অপশাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি চায়।

মুক্তি শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়। সামাজিক মুক্তির জন্য বেশি অভিলাষ তাদের।

নিরাপদে ফরাসী সৈন্য পথে বের হতে পারে না। শুধু শোনা যায় 'য়্যাম্বুশ' অতর্কিত আক্রমণ। একটি আক্রমণের প্রতিশোধে দশটা আক্রমণ আরম্ভ করল ফরাসীরা। তারা দেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হল। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না। জনপদ ধ্বংস হচ্ছে, মানুষের রক্তে মাটি ভিজছে। তবুও কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

ছুটোউপ ইতিহাসের ছাত্রী নয়। প্রয়োজনও হয় না তার। থাই সমাজ জীবনের উঁচুতলার মানুষ। ওরা বিলাস ব্যসনে জীবন কাটায়, মানুষের দুঃখ দুর্দশার দিকে মুখ তুলে তাকাবার কোন প্রয়োজনই হয় না। দরিদ্রকে ভিক্ষা দিতে হয়, এই মনুষ্যধর্মের বাইরে দ্বিতীয় মনুষ্যধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাকে এই ইতিহাস ও ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করা নিরর্থক।

তবুও আমি যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে বলছিলাম ইন্দোচীনের দুর্ভাগ্যের ধারাবাহিক ঘটনা তখন তার চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অভিজাত সুলভ 'আহা' শব্দও শোনা যাচ্ছিল দু'একবার। দু' একটা প্রশ্নও করছিল নিজের মতকে শক্তিশালী করতে।

অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল। বলল, তুমি যা বললে তার কিছু কিছু আমি শুনেছি বইতেও পড়েছি। গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করিনি। মাঝে মাঝে থাই ইন্দোচীন সীমান্ত থেকে যারা আসে তারা নাকি বলে, কঠিন লড়াই হচ্ছে কম্বোডিয়াতে। বেশ সন্ত্রাসের রাজ্য চলছে সেখানে। বাজার হাট, ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। মানুষ নিরাপদে দিনের বেলাতেও বাইরে বের হতে পারছে না শহর এলাকায়। গ্রামে নাকি কোন আইন কানুনই নেই। সকাল বেলায় ফরাসীরা এসে দখল করছে গ্রাম,

রেখে যাচ্ছে তাদের দু'দশজন শাস্ত্রী। পরের দিন সকাল বেলায় গ্রাম হাত বদল হয়েছে, পাওয়া গেছে শান্ত্রীদের মৃতদেহ। কেউ কেউ নিখোঁজও হয়েছে। ফিরে এসেছে ফরাসীরা। তখন গ্রামে আর মানুষ নেই। পালিয়ে গেছে কোন জঙ্গলে অথবা পাহাড়ে। মানুষ না থাকলে কি হয়, আবার তো গ্রামে এসে বাস করবে তারা। এসব ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে গোটা গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোন বুড়ো-বুড়ীকে যদি পেয়েছে তাদের সামনে বেয়নেটের গুঁতোয় তাদের স্বর্গে পাঠাতে মোটেই দ্বিধা করেনি। এই নাকি কম্বোডিয়ার ঘটনা। আমার মনে হয় অতটা হতে পারে না। এতটা হিংস্র হতে পারে না কোন সভ্যজাতির কোন নাগরিক।

বোধহয় ঘটনাটা আরও জটিল। তোমরা যেটুকু শুনেছ তার শতাংশের একাংশ বাহিরের মানুষ জানতে পায় না। ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করছে পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদীরা। তোমরা ঘরের পাশে থেকে যাও বা জানতে পার, অপরে তা জানতে পারে না। আরও গুরুতর ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটছে। যার বর্ণনা দেওয়া সহজ ও শালীন নয়।

ছুটোউপ বলল, তোমার কথাই বোধহয় সত্য। আমাদের কানে যে খবর আসে, চোখে সে খবর দেখি না। আমাদের দেশের কাগজ কম্বোডিয়ার কোন খবরই দেয় না। যেটুকু সংবাদ পাই, তা আসে ওয়াশিংটন থেকে। ঘরের পাশের ঘটনা চালুনি ছাঁকা হয়ে যতটুকু সংবাদদাতা গোষ্ঠীর মাজ সে খবরটুকুই পৌঁছয় আমাদের কাছে। লোকমুখে যে সংবাদ আসে তার সত্যাসত্য যাচাই করা যায় না।

তা হলে বুঝতে পারছ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গাঁটছড়া বেঁধে আছে। কোন ক্রমেই একে অন্যের স্বার্থহানি ঘটায় না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এনে বসিয়েছে ফরাসীদের। এইভাবে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা কালো আর হলদে

মানুষের ওপর অত্যাচার করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আচ্ছা বন্ধু, আমরা কি থাই সীমান্ত পেরিয়ে কম্বোডিয়া যেতে পারি না ?

ছুটোউপ অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে ভেবে বলল, অসম্ভব নয়। তবে বিপদের সম্ভবনাও কম নয়। রেলপথে নম্ পেন যেতে পার। কিন্তু সীমান্ত পার হবে কি করে। ফরাসী সরকার তোমাকে ভিসা দেবে কি !

কম্বোডিয়া মূলত ফরাসী আশ্রিত সামন্তরাজ্য।

সেটাই বেশি বিপজ্জনক। দেশের লোক স্বাধীনতা চায়। সে স্বাধীনতার অর্থ জনগণের রাজ্য স্থাপন। ফরাসীরা যদি কোন সময় কদম উঠিয়েও নেয়, তার স্থান দখল করবে দেশীয় সামন্ত রাজা। জনগণের রাজ্য স্থাপন হবে সব দিক থেকেই অসম্ভব।

ইন্দোচীনের অবস্থা বড় জটিল। ভিয়েতনামে লড়াই করছে সেখানকার মানুষ। সেখানেও সামন্তরাজাদের সামনে দাঁড় করিয়ে পীড়ন চালাচ্ছে ফরাসীরা। লাওসেও তাই। আবার কম্বোডিয়াতেও। কোথাও জনগণের মুক্তি আসবে কিনা বলা শক্ত। তবে ভিয়েতনামের উত্তর অঞ্চলে শক্ত মানুষ হাল ধরেছে। আশা করা যাচ্ছে ভিয়েতনামের চেহারা বদল হবে।

ছুটোউপ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, কেন ফরাসীরা দেশ ছাড়ছে না। উপনিবেশের মানুষ ওদের পছন্দ করে না অথচ ওরা বন্দুক বাগিয়ে পরের দেশে থাকবে, এ কেমন কথা !

হেসে বললাম, এক সময় তোমরা মানে থাইরা কম্বোডিয়ার ঘাড়ে চেপেছিলে কেন ?

সে সব হল মধ্যযুগীয় কাণ্ড। আজকের দিনে ওসব চিন্তা একদম অচল। ফরাসীদের উচিত অনর্থক নরহত্যা না করে, অপরের দেশের সম্পদ নষ্ট না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া। ক্ষতি তো একপক্ষের নয়, ক্ষতি ঘটছে উভয় পক্ষের।

তবুও তারা উপনিবেশের মায়া ছাড়তে পারছে না। বিভিন্ন উপনিবেশে ফরাসীদের বহুজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। উপনিবেশের কাঁচামাল বিনা বাধায় তাদের দেশে পৌছে দেশকে সমৃদ্ধ করছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে, বল। দেশের বেকারসমস্যা সমাধান হচ্ছে, দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। অথচ ব্যয় নেই একটি কড়িও। যারা মরছে, তারা মরবে বলেই তো এসেছে। এর জন্য প্যারিসের পথে মায়েরা দল বেঁধে বুক চাপড়ে কেঁদে বেড়াবে না! পঁচিশ বছর না পার হতেই যারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেমেছে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধা মেটাতে, তাদের পক্ষে তরুণদের যূপকাষ্ঠে ফেলে সাম্রাজ্যরক্ষার আনন্দে বিভোর থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সামরিক দিক থেকে ফরাসীরা যে মোটেই দুর্বল নয়। বিশেষ করে এশিয়ার ছিন্ন-ভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্রের তুলনায় তা প্রমাণ করতে ফরাসীরা তাদের উপনিবেশে অত্যাচার করবে বই কি! সব সাম্রাজ্যবাদীরাই তা করে থাকে। এরাও করছে।

ছুটোউপ অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে বলল, এ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না কি এশিয়ার মানুষ?

পাবে, তবে বিলম্বে। ফরাসী যাবে, আসবে বন্ধুর বেশ ধরে অপর সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা ভৌগলিক অধিকার চায় না। ভৌগলিক অধিকার আজকের পৃথিবীতে অমার্জনীয় অপরাধ। সেজন্য বন্ধুরা চাইবে উৎপাদিত মালের জন্য কলোনী (colony for their productions) এবং তার উপযুক্ত স্থান হবে অনুন্নত দেশসমূহ। সেই অনুন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে ইন্দোচীন। এখানে পণ্যের বাজার চাই। বাজার পেতে হলে সরকারী ব্যবস্থা চাই। মনোমত সরকার চাই। সেজন্য নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটবে। তখন দেশে দেশে চলবে গৃহযুদ্ধ। যে দেশে সুযোগ পাবে সে দেশেই নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা অনুপ্রবেশ করে অশান্তি ঘটাবে। সেই দেশেই প্রগতিকে বাধা দেবে স্থানীয় শাসকদের সহায়তায়। তা যখন সম্ভব

হবে না, তখন ঘটাবে আভ্যন্তরীণ অশান্তি। এই হবে এশিয়ার আগামী দিনের ভাগ্য।

আমাদের দেশও কি তাই হবে?

তোমাদের দেশ উৎপাদিত মালের উপনিবেশের ভূমিকা গ্রহণ করেছে স্বাধীনতার নামাবলী গায়ে দিয়ে। এই পর পদ প্রাধান্য চলছে ও চলবে যতদিন না দেশের মানুষ সক্রিয়ভাবে বাধা দেবে। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার রাজনৈতিক সাফল্য আনবে কিছুটা পরিবর্তন। সে পরিবর্তন হবে বুর্জোয়াদের বদান্যতায়। ঠিক ঠিক জনগণের হাতে ক্ষমতা আগামী পঞ্চাশ বছরে আসবে কিনা সন্দেহ।

হোটেলওলার কন্যা ছুটোউপ আমার কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিল। এতকাল সে ছিল বিলাসের মাঝে, আজও সেই বিলাস নিয়েই জীবন কাটায়। নারী-জীবনের মনোহর দিনটির জন্য অপেক্ষাও করছে। অবাধ যৌন মিলনের রাজ্য না হলেও, বিবাহ বিষয়ে ও চলাফেরায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তাদের দেশের মেয়েদের। মার্কিনী প্রভাব রয়েছে তাদের বেশভূষায়, চাল-চলনে। থাইল্যাণ্ড একটি নূতন সভ্যতা গড়ে তুলতে যেন মেতে উঠেছে। এই সভ্যতার পুরোটা হল মার্কিনী ঢঙ্। তার পক্ষে আমার এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নূতন জিনিস। সাধারণ মেয়েরা বৌদ্ধ মন্দিরে যায় লেখাপড়া শিখতে, শোনে ত্রিপিটক পাঠ। শেষে চোখ বুঁজে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বিকৃতভাবে আবৃত্তি করে। তাদের আদর্শ হল দেশের রাজা। জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজকীয় শাসনের প্রভাব স্পষ্ট। এ হেন দেশের একটি শিক্ষিতা মেয়ের কাছে নানা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা একটা নূতন জিনিস তো বটেই। উপরন্তু আমার মত ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা সহজে মেনে নেওয়া সহজ নয়। তবুও ছুটোউপ আমার কথা শুনে মাঝে মাঝে উৎসাহী হয়ে দু' চারটে প্রশ্নও করছিল।

আমার বলা শেষ হতেই ছুটৌউপ বলল, তুমি জনগণের রাজত্ব যা বলছ তার অর্থ সাম্যবাদ।

হেসে বললাম, কাছাকাছি।

কিন্তু ওটা অচল আমাদের দেশে। সাম্যবাদের নামে বর্মায় অশান্তি চলছে। বর্মার অশান্তি যাতে আমাদের দেশে প্রবেশ না করে তার জন্য সীমান্তগুলো সুরক্ষিত করা হয়েছে। মালয়েও লাল আন্দোলন আমাদের সীমান্ত বিপন্ন করেছে। এরপর যদি ধাক্কা আসে কম্বোডিয়া আর লাওস থেকে, তা হলে অবস্থা যে সঙ্গীন হবে, তা তো বুঝতেই পারছ। সেজন্য আমাদের সরকার খুবই সতর্ক!

আজ থেকে বিশ বছর আগে ব্যাঙ্কক শহরের বড় হোটেলের স্যুটে বসে সুন্দরী ছুটৌউপের সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলাম, সে আলোচনার ভিত্তি যে কোথায় তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই নিশ্চয়ই। এরপরও ছুটৌউপের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তখন ছুটৌউপ একজন মহামান্য সামরিক কর্মচারীর স্ত্রী। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাতগুলো সব সময়েই সৌজন্যমূলক। সেজন্য এভাবে তার সঙ্গে বিশদ আলোচনা, বলতে গেলে কোন আলোচনার সুযোগই পাইনি। কয়েক বছর আগে সন্তানকে নিয়ে ভারতে তীর্থ করতে এসে কয়েক ঘণ্টার জন্য সাক্ষাতও করে গেছে। কিন্তু প্রফুল্ল হরিণীর দৃষ্টি আর তার চোখে দেখিনি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা শান্ত সমাহিত ভাব দেখা দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে। তার সেই হাসিটি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।

ছুটৌউপ জিজ্ঞেস করেছে, কি দেখছ?

দেখছি তোমাকে। ভাবছি, সেই পঞ্চাশ সাল, একান্ন সালের ছুটৌউপ হারিয়ে গেল কিভাবে!

ছুটৌউপ মুখ নীচু করে বসে ভাবতে থাকে। আমি তার ধ্যান

ভঙ্গ করতে চাইনি। আমিও চুপ করে বসে ছিলাম। উঠে গিয়ে তার জন্য কফির ব্যবস্থা করে এসে তার ছেলের হাতে তুলে দিলাম কয়েকটা টফি।

পঞ্চাশ সালে যে ছুটোউপকে দেখেছি সে ছুটোউপ আর নেই।

বললাম, তোমাদের দেশে আবার যাব দেবী।

বেশ খুশী মনেই ছুটোউপ বলল, সব সময় তোমার নেমন্তন্ন রইল। এবার তোমাকে হোটেলে থাকতে হবে না, এবার তুমি আমার অতিথি হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে যাব নম্ পেন হয়ে সায়গনে। পথে তোমার বাড়িতে যাত্রা বিরতি সামান্য সময়ের জন্য। তুমিও তো যেতে পার আমার সঙ্গে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছুটোউপ বলল, সেদিন আর নেই বন্ধু। আমি সংসারে আটকে গেছি। অবশ্য কোনদিক থেকে কোন বাধা নেই। আমার স্বামী মোটেই অবিবেচক নয়।

হেসে বললাম, সেই যে টুন-মুন। তার পরও তুমি সাহস পাও?

মুখ রাঙা করে মৃদু হেসে বলল, তুমি দেখছি কিছুই ভোল না।

কি করে ভুলি! মনে রাখাই আমার কাজ। আমাকে যেতে হবে আবার সেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তোমাদের সেই লড়াই দেখতে, মানুষ মারার ফর্দ তৈরী করতে।

আমাদের?

ঠিক তোমাদের নয়, ভিয়েতনামীদের। মানুষ কেন যে রক্ত-পিপাসু হয়ে ওঠে, তা তো জান। চুয়ান্ন সালে জেনেভায় বসেছিল দুনিয়ার যত শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতারা ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধান করতে। একটা চুক্তিও হয়েছিল। তারপরও দেখ কি কাণ্ড!

আমরা আশা করেছিলাম, জেনেভা সম্মেলনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা নিশ্চয়ই সমাধান হবে। কার্যকালে দেখা গেল

আগে যে হানাহানি ছিল স্বাধীনতাকামী কতিপয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ, সেই হানাহানি পরিণত হয়েছে সর্বাত্মক ভাবে যুদ্ধের আকারে।

তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল আমেরিকার আচরণে। সবাই যখন স্বীকার করে নিল জেনেভার প্রস্তাব, সবাই যখন স্বাক্ষর করল প্রস্তাবে, তখন আমেরিকা হাত উঁচিয়ে বসে রইল। (we did not endorse the decision of Geneva)। দুনিয়া মুক্ত হক, এই নীতিবাক্য এত কাল আমেরিকা শুনিয়েছে সবাইকে। যখন মুক্ত দুনিয়া সাফল্যের দিকে পা বাড়াল, তখন প্রথম বাধা দিল আমেরিকা।

আমেরিকা কম্যুনিজম রোধ করতে চায়।

যেভাবে আমেরিকা অগ্রসর হয়েছে, তাতে তা কোন কালেই সম্ভব নয়। অস্ত্রশক্তি দিয়ে কম্যুনিজম রোধ করা কোন কালেই সম্ভব নয়। মানবশক্তির কাছে অস্ত্রশক্তি তুচ্ছ। তা যদি সম্ভব হত, তা হলে উপনিবেশ ছেড়ে ফরাসীরাই বা কেন ঘরে ফিরে গেল। অস্ত্র দিয়েই তারা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারত। স্বাধীনতার স্পৃহাকে দমন করা যায় সাময়িকভাবে, কোন মতেই তা স্থায়ী করা যায় না। এই সাধারণ সরল সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমেরিকার না থাকা উচিত নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চারটি রাষ্ট্রে ভাগ করা, আর বন্ধুর ছদ্মবেশে আমেরিকার অনুপ্রবেশ, এ থেকেই বোঝা গেছে অশান্তি জিইয়ে রাখতে আমেরিকা বদ্ধপরিকর।

ছুটোউপ মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে সে দিনের মত বিদায় নিয়ে গেল। যাবার সময় নেমন্তন্ন করল তার হোটেলে গিয়ে দেখা করতে।

সময় পাইনি দেখা করার। তীর্থদর্শন শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ছুটোউপ আরেকবার এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। নেহাত সৌজন্যমূলক সে দেখা। তারপর অনেকদিন তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে তার চিঠি পেয়েছি, তাও এত নগণ্য এবং অপ্রয়োজনীয়, তা উল্লেখ করে লাভ নেই।

বিশ বছরে পৃথিবীর রূপ বদল হয়েছে।

চীন দৃঢ় করেছে তার সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার শেকড়কে। আফ্রিকায় নতুন নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে, আরব-ইস্রায়েলে লড়াই হয়েছে, বান্দুং-এর সহাবস্থান নীতির পর চীন-ভারত সংঘর্ষ হয়েছে, পাকিস্তান হামলা করেছে ভারতে, কিউবা মুক্তি পেয়েছে, গোটা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি লড়াই চলেছে, ইন্দোনেশিয়াতে সমাজতন্ত্রকে বধ করতে জহ্লাদরা তৎপর হয়েছে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা দেখা দিয়েছে ভিয়েতনামে।

বন্ধুর ছদ্মবেশে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসে ঢুকল আমেরিকা।

কেন ?

চুয়ান্ন সালে জেনেভা সম্মেলনে স্থির হয়েছিল দক্ষিণ-ভিয়েতনামে অবাধ নির্বাচন হবে। দেশের মানুষ স্থির করবে তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা।

উত্তরে চীন প্রবল শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট দেশ। তার উত্তরে সোভিয়েত রাশিয়া অপর একটি সর্বাধিক শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। পাশে হাত বাড়িয়ে আছে উত্তর কোরিয়া। বর্মায়, মালয়ে কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান, আবার উত্তর ভিয়েতনাম শক্তি সঞ্চয় করছে। ইন্দোনেশিয়া ক্রমেই সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠছে। এইভাবে সমাজতন্ত্র তথা কম্যুনিজমের প্রসার ঘটলে আমেরিকা তথা পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্য-বাদী দেশেরই বিপদ। তাদের পণ্য বিক্রি না হলে দেশে অশান্তি দেখা দেবে নিশ্চিত। বেকার সমস্যা দেখা দেওয়ার অর্থ রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়া। পুঁজিবাদী আমেরিকা অনেক দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছে, অবিলম্বে কম্যুনিজমের গতিরোধ না করলে সাম্রাজ্যবাদী-শক্তির বিপদ। সেই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের পা রাখার মত ভূমি দরকার। সেই ভূমিটি হল দক্ষিণ ভিয়েতনাম। তারপর তাদের কাজ প্রসারিত করার অবসর ধীরে ধীরে পাবে। তারই প্রথম পদক্ষেপেই আমেরিকা জেনেভা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করল না।

এশিয়ার নাবালক জনতাকে ছেড়ে যেতে ফরাসীদের কষ্ট হচ্ছিল। তারা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের সমালোচনার পাত্র। ভৌগলিক অধিকারকে কেউ কেউ আর স্বীকার করতে চায় না। এমত অবস্থায় তাদের পক্ষে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। কিন্তু নাবালকদের জন্যও তো কিছু করা উচিত!

প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতেও পারছিল না ফরাসীরা। কিছুটা চক্ষুলজ্জা তো আছে। সাম্রাজ্যবাদী শেষ চেষ্টা Divide and Rule, সেদিকে চোখ রেখে দেশকে চার টুকরো করে, সামন্তরাজাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েও যখন হালে পানি পেল না, তখন ডেকে আনল তাদের মুরুব্বি মার্কিন বন্ধুদের।

চুয়ান্ন সালে জন্ম নিল চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

তাদের অন্যতম হল কম্বোডিয়া।

এতকাল ফরাসীরা দেশীয় রাজাদের মারফত শাসন চালাত ইন্দোচীনে। এবার প্রত্যক্ষভাবে তাদের হাতেই ছেড়ে দিল শাসন ক্ষমতা। পেছনে রইল পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। লাওসের রাজপুত্ররা লাওসের শাসনভার তুলে নিল, কম্বোডিয়ার শাসনযন্ত্র হাতে তুলে নিল কম্বোজী তথা খেম রাজপুত্ররা, সম্রাট বাওদাইকে দিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের দায়িত্ব। পারল না শুধু উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে। সেখানে সিংহের মত পাহারা দিচ্ছে হো-চি-মিন।

চুয়ান্ন পেরিয়ে পঞ্চান্ন এল।

জেনেভা প্রস্তাবের দাবী নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হল দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ততদিনে আমেরিকা বেশ খুঁটি গেড়ে বসেছে সেখানে। উপদেষ্টায় উপদেষ্টায় সায়গনের পথ ভর্তি। দেশ গঠনের জন্য মার্কিন সরকার বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এইসব উপদেষ্টাদের পাঠিয়েছে সায়গনে। তারাই পেছনে বসে কলকাঠি নাড়ছে, সামনে পুতুলনাচের পুতুলের মত নাচছে ভিয়েতনামের তাঁবেদাররা। তারা

অস্বীকার করল গণভোটকে। গণভোট হবার মত অবস্থা তখনও দেখা দেয়নি, সেজন্য গণভোট হবে না।

ছাপান্ন সাল এল গড়াতে গড়াতে।

গণভোটের আন্দোলনও বেশ ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের মানুষ যা চায়, দেশের সরকার তা চায় না। দেশের মানুষ আন্দোলন করে, সরকার অত্যাচার করে। অহিংস আন্দোলন দমন করতে রক্তে রাঙা হল সায়গনের রাজপথ।

তারপর একদিন!

হঠাৎ জেগে উঠল দেশের মানুষ। এরাই কিছুকাল আগে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে বুকের রক্তে রাঙা করেছে মাতৃভূমির চরণ। আবার তারা ক্ষেপে উঠল। মুক্তিবাহিনী গঠন করল তারা। সায়গন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরল দেশের সরল মানুষ। আমেরিকার দালাল সরকারকে নির্মূল করে জনতার রাজ্য সৃষ্টি করতে তারা ছুটল শোষক, দালাল ও অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। তারা চায় কৃষক-মজুর মেহনতী মানুষের রাজ্য, তারা বুর্জোয়ার দালালদের চায় না। কিন্তু পথ খুব সোজা নয়। বড়ই কঠিন। কঠিন অবস্থার মাঝ দিয়েই তাদের এগোতে হল ও হচ্ছে তবুও তারা জানে, "it is invincible, just as the proletariat is invincible."—অজেয় তারা। সর্বহারা মানুষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তাদের পেছনে।

আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট সরকার ওদের বলল, hooligans, bandits, outlaws—সমাজবিরোধী, দস্যু, আইনভঙ্গকারী।

ছাপান্ন সাল থেকে মুক্তির সংগ্রাম আবার আরম্ভ। আবার ভিজে গেল ভিয়েতনামের মাটি শহীদের রক্তে।

সে যুদ্ধ আর শেষ হতে চায় না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটিতে নামল আমেরিকান সৈন্য, প্রত্যক্ষভাবে তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। ঐসব hooligan,

bandit ও outlaw-দের বিরুদ্ধে। যত সহজ মনে হয়েছিল, তা তো নয়। এরা যে মরতে ভয় পায় না।

স্বাধীনতার বাণী তাদের কানে পৌঁছেছে, স্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বপ্ন দেখছে শিশু জ্ঞান হওয়া অবধি। বড় হয়ে তারাই হাতিয়ার নিয়ে ছুটছে মার্কিন বিতাড়নে। ভিয়েতনামের মায়েরা সন্তান প্রসব করেই তাদের শিশুদের গড়ে তুলছে আমেরিকার তাঁবেদার ও আমেরিকার দস্যুবৃত্তির মোকাবিলা করতে। শিশুর ঘুম-পাড়ান গান হল, স্বাধীনতা, মুক্তি, সৌভ্রাত্য।

আরও দশ বছর কেটে গেছে। যুদ্ধের গতি আরও ঘোরাল।

চীন-রাশিয়া অকাতরে সাহায্য পাঠাচ্ছে জাতীয় মুক্তি ফৌজকে। তাদের রক্তপাত ব্যর্থ হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তিন-চতুর্থাংশ ভূমি দখল করেছে তারা, দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বাস করে মুক্ত এলাকায়। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের শহরেই সায়গন সরকারের চিহ্ন বর্তমান। মুক্তিকামী মানুষেরা গঠন করেছে নতুন সরকার। সরকারকে পরিপূর্ণ করতে যা কিছু দরকার, সবই তারা গড়ে তুলেছে ইতিমধ্যে। একদিকে চলেছে গুরুতর আঘাত, সেই আঘাতকে উপেক্ষা করেই মুক্ত এলাকার মানুষ কাজ করছে ক্ষেত-খামারে কল-কারখানায়, শিশুরা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে। নববর্ষের উৎসবে গান গেয়ে বর্ষ-বন্দনা করছে মুক্ত এলকার নর-নারীরা। কোথাও জন-জীবনে ভীতি অথবা সন্ত্রাস নেই। মানুষের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে।

আমেরিকা তার সর্বশক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে এই সুন্দর-শান্ত জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে।

আমেরিকার এই জলদস্যুর আচরণ সমর্থন করতে পারেনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। এমন কি আমেরিকার বন্ধুদের অনেকেই বিমর্ষ। নিরপেক্ষ দেশগুলোও মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বদল হয়েছে অনেকবার। ট্রুম্যান গেছে,

আইসেনহাওয়ার গেছে, কেনেডি গেছে, জনসন গেছে, নিকসন এসেছে কিন্তু নীতি বদল হয়নি। আমেরিকার মর্যাদার প্রশ্ন। অনুন্নত দেশের নাবালক অসভ্যদের হাতে মার খেয়ে আমেরিকা মোটেই ফিরে আসতে চায় না। পৃথিবীতে প্রধান শক্তিশালী নামে তারা খ্যাত। এই পলায়ন তাদের পক্ষে হবে বিশেষ মর্যাদাহানিকর।

কিন্তু আরেকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মার্কিন সরকারকে। ভিয়েতনামীদের রক্তেই শুধু রাঙা হচ্ছে না মাটি। মার্কিন আগ্রাসী নীতিতে মার্কিন তরুণদেরও রক্ত দিতে হচ্ছে বিদেশের মাটিতে মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোকে অপরের বুকে চাপিয়ে দিতে। কারও সন্তান, কারও স্বামী, কারও সহোদর! কত যে মানুষের রক্তপাত হচ্ছে, কত মানুষ নিখোঁজ হচ্ছে, কত মানুষ বিকলাঙ্গ হচ্ছে, তার হিসাব নেই। কিন্তু হিসাব আছে মায়ের চোখে, স্ত্রীর ওষ্ঠে, ভগ্নীর হৃদয়ে। সেই হিসাব মেলাতে গিয়ে অশ্রু নেমে আসছে সবার চোখ থেকে, অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বেদনাহত মা-বোন-স্ত্রী।

মায়ের বুকে মাথা রেখে যে সন্তান আশ্বাস রেখে গেছে ফিরে এসে মায়ের বুক জুড়িয়ে দেবে, সে আর ফিরে আসেনি। তার মৃতদেহ খুঁজেই হয়ত পায়নি কেউ। স্ত্রীর ওষ্ঠে উষ্ণ চুম্বন দিয়ে সারা রাত যে স্বামী স্ত্রীকে অস্থির করেছিল বিদেশে লড়াই করতে যাবার আগে, সেই স্বামীকে খুঁজে বের করতে স্ত্রীরা দল বেঁধে ছুটে এসে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছে। ভগ্নীর মঙ্গল তিলক কপালে এঁকে যারা জাহাজে উঠেছিল ভগ্নীর জন্য বিদেশী উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে, সে মানুষের দল আর ফিরে আসেনি। এদের অশ্রু সিক্ত করেছে আমেরিকার জাগ্রত জনমানসকে। আমেরিকার শান্তিপ্রিয় যুদ্ধবিরোধী মানুষের দল সাদা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে পথে পথে মিছিল বের করছে, আওয়াজ তুলছে—শান্তি চাই, Hands off Vietnam,

ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ কর। কেন এই যুদ্ধ? মুক্ত ছনিয়া গড়ার এই অপকৌশলে আমেরিকার অর্থ ও মানুষ নাশের কোন অধিকার নেই শাসকদের। ফিরে এস আমেরিকার সন্তানরা। যুদ্ধ না! শান্তি! যুদ্ধ দিয়ে কবরের শান্তি আসে, যুদ্ধ দিয়ে মানব সমাজে স্থায়ী শান্তি আসে না, আসে না।

রাষ্ট্রনায়করাও চিন্তিত।

একদিকে মর্যাদা, আরেক দিকে ক্ষয়ক্ষতির অঙ্ক।

যুদ্ধ শেষ করতে হবে, ত্বরান্বিত করতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি হোক, অশ্রুর বন্যা বহে চলুক কিন্তু তা হবে একবার অল্প সময়ের মধ্যে। বহুকাল তার জের চলবে না যদি আমরা পারি যুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তি ঘটাতে।

কিন্তু আশু পরিসমাপ্তি কেন হচ্ছে না?

অনেক কারণে। সমরবিদ্যায় আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া যত সহজ ও গৌরবের, অপরের দেশে হামলা করে সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য প্রাণ দেওয়া অত সহজ ও গৌরবের নয়। তাই সামান্য হাতিয়ার নিয়ে যারা আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের গতিরোধ করতে পারছে না আমেরিকার তরুণরা।

আর সমরবিদ্যা!

তাই তো। ভিয়েতকং এবং গোরিলাদের সাহায্য করছে উত্তর ভিয়েতনামের সরকার। উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করছে চীন ও রাশিয়া। চীন ও রাশিয়ার সাহায্য পথ ঘুরে পেঁছচ্ছে ভিয়েতকংদের হাতে উত্তর ভিয়েতনামের মারফতে। সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু লাল চীনের লাল চক্ষু যে নিস্তেজ নয়, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কোরিয়াতে। এক ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করতে লক্ষ লক্ষ চীনা স্বেচ্ছা সৈন্য ইয়েলু নদী পেরিয়ে সেবার যেভাবে আক্রমণ করেছিল

মার্কিন সৈন্যকে, তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সেই আক্রমণের ধাক্কায় মার্কিনরা পেছনে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিল।

আর লাল রাশিয়া? শ্বেত ভাল্লুকের গায়ে লালের ছাপ যেদিন প্রথম আঁকা হয়েছিল সেদিনই আমেরিকা, ইংরেজ আর জাপান তার অস্তিত্ব লোপ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কোথাও চোরা বুর্জোয়াদের দিয়ে গৃহযুদ্ধ, কোথাও প্রত্যক্ষ আক্রমণ। সেদিন সেই সামরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও রাশিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারেনি মার্কিন যুদ্ধবাজরা। আর স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের কথা সহজে তো ভোলা যায় না।

এই দুই দলের সঙ্গে মুখোমুখি গোলমালে জড়ালে, বিশেষ করে চীনের মূল ভূখণ্ডের পাশে এই ঘটনা ঘটলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। সেজন্য আক্রমণ কর উত্তর ভিয়েতনামকে। সরবরাহ বন্ধের অজুহাতে উত্তর ভিয়েতনামের গ্রাম শহর বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত। তবুও তো ভিয়েতকং রোখা যায় না! কেন?

উত্তর ভিয়েতনামের পথেই সরবরাহ আসছে। তা রোধ করতে কয়েক হাজার বিমান ও দক্ষ বৈমানিককে হারিয়ে মার্কিন কর্তারা চিন্তিত। তারা বুঝতে পারল, আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজে এগোলেই স্থানীয় জনসাধারণ কোন ক্রমেই তা বরদাস্ত করবে না। অথচ আমেরিকার নীতি চালু রেখে নয়া উপনিবেশবাদ চালু রাখতেই হবে। কি করে সম্ভব!

পরীক্ষা হল ইন্দোনেশিয়াতে।

ব্যক্তিগত লোভকে বৃদ্ধি করতে হবে ক্ষমতাশালীদের মধ্যে। যার ফলে সুকর্ণ হল বিতাড়িত। সুহারতো ক্ষমতা পেয়ে আইদিত সহ হাজার হাজার সমাজতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করেছে। এই তো পথ। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে ভিয়েতনামকে।

আমেরিকা গোয়েন্দাচক্র তৎপর হল। ডলারের সিন্ধুক খুলে দেওয়া হল।

লক্ষ্যস্থল লাওস আর কম্বোডিয়া।

এখানে ভিয়েতনামের লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল ফরাসী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই সব ভিয়েতনামীরা মুক্ত অঞ্চলের সমর্থক। এরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে ভিয়েতকংদের।

কিন্তু কম্বোডিয়া বড়ই কঠিন ঠাঁই। সেখানের শাসক সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের পাশে। তাকেই আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে কোনক্রমেই সফল হয়নি কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাই নতুন খেলার সূচনা হল উনসত্তর সাল থেকেই।

মঁসিয়ে রেনো যাবার বেলায় সামন্ত রাজার হাতেই ক্ষমতা দিয়ে গেল। দেশের মাটিতে পা দিল কম্বোডিয়াতে ফরাসীদের স্বার্থ অটুট থাকবে এই প্রত্যাশা নিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী গণিতে এই ভুল অসংশোধনীয়। তারা হাতের লাগাম ছেড়ে দিয়ে কখনও বোকা সেজে থাকতে চায় না। তাদের ভুল সংশোধন করার দায়িত্ব নিল মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ। চঞ্চল হল ওয়াশিংটন, চঞ্চল হল আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। গোপন পথে আমদানী হতে থাকে আমেরিকার গুপ্তচররা। তাদের কাজ হল দেশের মানুষকে রাষ্ট্রবিরোধী করে গড়ে তোলা।

সাংস্কৃতিক দল এল।

খেলোয়াড় এল।

পরিব্রাজক এল।

সবাই এল সাধুর ভেক্ নিয়ে, যাবার সময় বিষ ছড়িয়ে গেল বেশ শক্ত শক্ত শাঁসালো অভিজাতদের মাঝে। ক্রমেই তারা ক্ষিপ্ত করতে থাকে তাদের অনুচরদের।

রাজপুত্র নরোদম সিহানুক চোখ বুঁজে বসেছিল না। তার নিজের হাতে গড়া সংগুমের সোস্যালিস্ট দল মাঝে মাঝেই আমেরিকার আচরণ সম্বন্ধে রিপোর্ট দেয় রাষ্ট্রপ্রধানকে।

ছোট্ট একটি গ্রামের মানুষ সং সাও।

গ্রামে সে গরীব মানুষদের মুখপাত্র। তাকেই কেন্দ্র করে গ্রামের জীবন। সুখ-দুঃখের দিনে সং সাও ছুটে যায় তাদের পাশে। তারাও ভালবাসে মধ্যবয়সী এই যুবককে। শহরে আসে। শহরের নাম বট্টমব্যাঙ। থাই সীমান্ত থেকে অনেক দূরে নয়। খুবই কাছে। থাই সীমান্ত থেকে বট্টমব্যাঙে যেতে সং সাওদের গ্রাম। মাঝে মাঝে রাতের বেলায় অচেনা অনেক মানুষ গ্রামের বাহির দিয়ে যাতায়াত করছে, সে সংবাদ পেল সং সাও। সং সাও নিজেও ক'দিন গ্রামের ছেলেদের নিয়ে পাহারা দিয়েছে। লোকদের আনাগোনা দেখেছে। এরা যে চোরাই চালানদার, তাও মনে হয়েছে কিন্তু সঠিক অবস্থা জানতে পারেনি।

অবশেষে একদিন ছোট্ট একটা দলকে ঘেরাও করল তারা।

অতি সাধারণ, থাই কাম্বোডিয়া সীমান্তের অধিবাসী। তাদের থাই বললেও চলে, কম্বোজী বললেও চলে। ঠিক কোন্ দেশের লোক, তা স্থির করা মোটেই সহজ নয়।

সং সাও জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

মশালে আগুন দিয়ে তাদের মুখগুলো দেখে নিল গ্রামের ছেলেরা।

আমরা ক্রাতি অঞ্চলে যাব।

ক্রাতি! সে তো অনেক দূর। মেকং নদী পেরিয়ে সায়গনের কাছে আমাদের দেশের শেষ সীমানায়। অতদূর কেন যাচ্ছ?

কাজের আশায়। দেশের এদিকে কাজ নেই, আমরা ওদিকে কাজ পাব মনে করে যাচ্ছি।

মনে করে গেলেই কি কাজ পাওয়া যায়! তোমাদের কে বলল

ওদিকে কাজ পাবে? ওদিকে যুদ্ধ হচ্ছে, তা তো জান। ওদিক থেকে লোক পালিয়ে আসছে। আমেরিকার বোমার ভয়ে দিনের বেলায় লোকে ঘরের বার হচ্ছে না আর তোমরা যাচ্ছ সে দিকে। ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাদের উদ্দেশ্য।

অল্প বয়স্ক একজন এগিয়ে এসে বলল, এখানে মরছি না খেয়ে, ওখানে বোমা খেয়ে মরব।

কিন্তু রাতের বেলায় কেন? দিনের বেলায় তোমরা বেশ চলতে পারতে।

জ্যোৎস্না রাত, রোদের উত্তাপ নেই। সারা রাত চললে তিরিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে পারব।

কোথায় যাবে তাও জান না, দিক্‌ভ্রম তো হতে পারে। তোমাদের বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমরা যে থাই ডাকাত নও, তাই বা জানব কি করে। আজ রাতে তোমাদের যেতে দেব না। থানায় যেতে হবে। সেখানে তোমাদের পরিচয় দিতে হবে তবেই যেতে পারবে।

লোকগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

জনসংখ্যায় গ্রামের লোক বেশি। মেয়ে-পুরুষেরও ভীড় করেছে তখন।

পালাবার পথ তখন বন্ধ।

জোয়ান ছেলেরা পথিক চারজনের হাত চেপে ধরল।

সং সাও বলল, তল্লাস কর ওদের দেহ।

তল্লাসী করে কিছুই সন্দেহজনক পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল কয়েক টুকরো কাগজ। তাতে থাই ভাষায় কি যেন লেখা। তার পাঠোদ্ধার করতে পারল না কেউ-ই। বাধ্য হয়েই ওদের ছেড়ে দিয়ে কাগজগুলো রেখে দিল নিজেদের কাছে।

পরের দিন সং সাও কাগজগুলো নিয়ে গেল শহরে। পপুলার সোস্যালিষ্ট পার্টির অফিসে গিয়ে দেখা করল সেক্রেটারীর সঙ্গে। কাগজগুলো তুলে দিল তার হাতে।

থাই ভাষা জানে এমন লোক ডেকে আনা হল। পাঠোদ্ধারের পর সবাই চমকে উঠল।

সেক্রেটারী থিয়াস বলল, গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু কে এর হোতা, কার নির্দেশে এরা চলছে!

থাই সরকার চায় কম্বোডিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করতে।

থিয়াস বলল, অশান্তি সৃষ্টির জন্যই এদের পাঠাচ্ছে বিভিন্ন শহরে। সময়মত অশান্তির আগুন জ্বালাবে। টাকা দিচ্ছে যে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ তাদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু নির্দেশ আছে 'টাকা দিও দরকার মত'। কে সেই অর্থদাতা? লোকগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে, তাদের আর পাওয়া যাবে না। আমাদের এই শহরেও যদি ঘাঁটি করে থাকে তখনও পাওয়া যাবে না। ওরা মিশে গেছে জনারণ্যে। তারপর কোন্ বেশে কোন্ ফিকিরে ওরা বাস করছে তা স্থির করাও সম্ভব নয়।

চিন্তিত হল দলের সভ্যরা।

আমাদের উচিত সংবাদটি রাষ্ট্রনেতাদের জানিয়ে দেওয়া।

ঠিক বলেছ, বন্ধু। আমাদের কর্তব্য করা উচিত।

সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছল। পৌঁছল রাষ্ট্রপ্রধানদের কানে।

সবারই প্রশ্ন, এরা কেন যাচ্ছে।

যারা যাচ্ছে তারা কোথায় যে লুকিয়ে যাচ্ছে, তা কেউ জানতেও পারছে না। অন্যান্য রাষ্ট্র সতর্ক হল। গোপন সংবাদ আসতে থাকে, কার অদৃশ্য হাত রয়েছে এর পেছনে।

ভিয়েত কং-এর গোরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত। ফরাসী আক্রমণের সময় বহু ভিয়েতনামী প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল লাওসে আর কম্বোডিয়াতে। এই আশ্রয়-প্রার্থীরা সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণী। ভিয়েতনামের এই যুদ্ধে আমেরিকা থাইল্যাণ্ড থেকে তার আক্রমণ পরিচালনা করছিল। তাদের চেষ্টা

ছিল কম্বোডিয়াতে ঘাঁটি করে মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কম্বোডিয়া আমেরিকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করল না।

আমেরিকা বলল, তোমাদের দেশের সীমান্তে ভিয়েতকংরা আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে আক্রমণ করছে।

কম্বোডিয়া বলল, না তা হতেই পারে না। আমাদের দেশে কোন ভিয়েতকং-গোরিলা সৈন্যের আশ্রয়স্থল নেই।

আমেরিকা, সীমান্তে যে সব ভিয়েতনামী আশ্রয়প্রার্থী এসেছিল ফরাসী আক্রমণের সময় তাদের দেখিয়ে বলল, ওরাই ভিয়েতকং।

কম্বোডিয়া স্বীকার করল না আমেরিকার এই দাবী। তারা বলল, ওরা একসময় ভিয়েতনাম থেকে প্রাণরক্ষার জন্যই এসেছিল কিন্তু বর্তমানে ওরা কম্বোডিয়ার নাগরিক।

আমেরিকা কোন যুক্তি স্বীকার করল না।

কম্বোডিয়া বলল, তোমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছ কেন? আমাদের সমস্যা তো মীমাংসা হয়ে গেছে জেনেভায়। আমরা স্বাধীন, আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে আমাদের ভবিষ্যত স্থির করার।

তা বলে তোমরা কম্যুনিজম প্রসারে সাহায্য করবে তা হতে পারে না। তোমাদের সক্রিয়ভাবে ভিয়েতকংদের তাড়াতে হবে তোমাদের দেশ থেকে।

তোমরা চাও তোমাদের গায়ের জোর প্রমাণ করতে। কিন্তু the problem can not be sellted by force of arms, সে চেষ্টা বৃথা।

কম্বোডিয়ার প্রতিবাদ শুনল না আমেরিকা।

কম্যুনিস্টদের ঘাঁটি উচ্ছেদ করার নামে কম্বোডিয়ার সীমান্তেও বিমান আক্রমণ আরম্ভ করল। কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টির জন্য লোক পাঠাতে লাগল চোরা পথে।

রাষ্ট্রপ্রধান রাজকুমার নরোদম সিহানুক।

ফরাসীরা যাবার বেলায় শাসনক্ষমতা তারই হাতে তুলে দিয়েছিল।

সামন্ত রাজার ছেলে সিহানুক। পিতার জীবিতকালেই পেল কম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসার অধিকার। সিহানুক পেল স্বৈরাচারী শাসক হবার সুযোগ।

না, রাজা নয়। রাজার গদীতে বসলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে সিহানুককে।

আমি তো ওদেরই একজন। ওদের পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে ওরাই বা ভালবাসবে কেন আমাকে, কেনই বা আমাকে ওদের নেতা বলে মেনে নেবে।

সিহানুক নেমে এল জনজীবনে।

সিংহাসন চাই না। আমি রাজা হতে চাই না।

বাবাকে বসাল সিংহাসনে।

সিহানুক রয়ে গেল রাজপুত্র। রাজা হবার আগ্রহ ছিল না, নেইও। সিহানুক সিংহাসন ছেড়ে জনগণের পাশে এসে দাঁড়াল। গড়ে তুলল তার দল পপুলার সোস্যালিষ্ট কম্যুনিটি। এদের পাশে দাঁড়িয়ে সিহানুক ঘোষণা করল, কম্বোডিয়া হবে নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সিহানুক রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী। তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ যথেষ্ট কিন্তু তার কাজের পথে সবচেয়ে বড় বিঘ্ন নয়া উপনিবেশবাদ। আমেরিকা জীবনমরণ লড়াই করছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। তাদের অনুগত থাই সরকার সুযোগ সুবিধা দিলেও ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে বাফার রাজ্য কম্বোডিয়া আর লাওস তাদের সৈন্য চলাচলের বিঘ্ন। লাওস তবুও উত্তর ভিয়েতনামের গায়ে গা দিয়ে রয়েছে কিন্তু কম্বোডিয়া রয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গায়ে। সমরবিশারদরা কম্বোডিয়াকেই মনে করল যাতায়াতের সহজ পথ। সায়গন থেকে আক্রমণ

চলছে। মুক্তি যোদ্ধারা পিছু হটছে, আশ্রয় নিচ্ছে পাহাড় বনে। এই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে কম্বোডিয়ার দিক থেকেও আক্রমণ চালানো হল war strategy কিন্তু কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতি তাদের কাজের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। অথচ ব্যাংকক থেকে সায়গন অবধি পথও আছে, নম্ পেন থেকে সায়গন অবধি পথও আছে। এই দুটো পথের গুরুত্ব যথেষ্ট কিন্তু তা ব্যবহার করতে পারছে না আমেরিকা। মাঝে মাঝে থাইল্যাণ্ড থেকে বিমান পাঠাচ্ছে কিন্তু কম্বোডিয়া প্রতিবারই প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করাতে বিশ্ব জনমতও রুষ্ট হচ্ছে!

এমন অবস্থায় কম্বোডিয়াকে আয়ত্তে আনার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। কিন্তু আমেরিকা লক্ষ্য করেছে, মুক্ত দুনিয়ার মোহ নেই সিহানুকের। বরং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে তার নজর বেশি। নাসেরের মত নিরপেক্ষ থাকলেও নাসের যেমন রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্য নিয়ে গড়ে তুলেছিল তার দেশ, আমেরিকার প্রভাবকে অস্বীকার করে তেমনি সিহানুকও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়িয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্য। এসব সংবাদ যথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছচ্ছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না আমেরিকা।

সিহানুক বলছে, Neutrality shall save Combodia—নিরপেক্ষতাই কম্বোডিয়াকে রক্ষা করবে else it will turn to second Laos or second Vietnam—নইলে কম্বোডিয়া দ্বিতীয় লাওস বা দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে। আমার দেশকে রক্তস্নান করাবার কোন অধিকার আমার নেই। আমার দেশের মানুষ রইবে চির শান্তিতে ও সুখে। এটাই আমি চাই।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্র কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতিকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, সবাই তার প্রশংসা করেছে। সিহানুকও মনের আনন্দে ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তন, পুঁজিকে সংযত করার নীতি ধীরে ধীরে

গ্রহণ করছিল। সমাজবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা চলছিল কম্বোডিয়াতে। কিন্তু সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথে বড় বিঘ্ন কায়েমী স্বার্থ। তারাও সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে সিহানুককে নীতি পরিত্যাগ করানো যায়।

এমন সময় হাজির হল আমেরিকার গোয়েন্দাচক্র। তারা ধীরে ধীরে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দিতে থাকে অলক্ষ্যে। যথেষ্ট ট্রেনিং দিয়ে বহুজনকে অভ্যন্তরে পাঠাতে থাকে গোয়েন্দারা। তাদের মূল লক্ষ্য হল যখন তাদের তাঁবেদার ভাড়াটিয়া নেতারা ডাক দেবে, তখন ওরা জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে, সিহানুকের শাসন-ব্যবস্থা দেশের লোক চায় না।

সিহানুক জনজীবনে জড়িয়ে পড়েছে। সিহানুককে যেমন দেখা যায় চাষীর ঘরে, তেমনি দেখা যায় মজুর-বস্তিতে। শিল্পের দিক থেকে পশ্চাদ্পদ, অথচ কৃষি সম্পদে সম্ভাবনাময় এমন একটি রাষ্ট্রে ভূমি সমস্যা সমাধান হল দেশের উন্নতির বড় পথ। সিহানুক সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা রদবদলে হাত দিতেই ক্ষিপ্ত হল সব অভিজাতরা। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব করতে গিয়ে সিহানুক ডেকে আনল অশান্তি। সে অশান্তি চাপাই ছিল এতকাল।

আমেরিকা যে কম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে আরম্ভ করেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পেল সিহানুক। প্রতিবাদ জানাল। নিষ্ফল সে প্রতিবাদ।

সিহানুক বলল, জেনেভা সম্মেলনে যা স্থির হয়েছে তার ব্যতিক্রম কেন তোমরা ঘটাচ্ছ, কেন তোমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গোপন হস্তক্ষেপ করছ ?

মুচকি হেসে মার্কিন কর্তারা বলল, The United States has never taken part in the decision of the Conference and is not bound by them—আমরা ঐ মজলিসে অংশ গ্রহণ করিনি, আমাদের সঙ্গে মজলিসের কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা

সম্মেলনের প্রস্তাব মেনে চলতে বাধ্য নই। আমরা আমাদের স্বার্থরক্ষার কথাই বেশি চিন্তা করব।

সিহানুক নিরুপায়।

বাধ্য হয়েই আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করল কম্বোডিয়া।

আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা কোন ক্রমেই অপরের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমেরিকা আমাদের দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর। আমরা তাদের এই আচরণের নিন্দা করছি। কোন ক্রমেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। চাপ সৃষ্টি করে আমাদের নিরপেক্ষ নীতি ভেঙে দেবার কোন অধিকার নেই কারও। আমেরিকা দূরে হটো। আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।

বন্ধুত্বের আবরণে এতদিন আমেরিকা গোপনে যা করছিল, তা ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে।

বাবার নামে রাজ্য পরিচালনা করে সিহানুক। বাবা বেঁচে, কিছুটা নিশ্চিন্তও।

সিহানুক রাষ্ট্র পরিচালনা করে, পলো খেলে, মাছ ধরে আর সহধর্মিণী মণিকাকে নিয়ে নাচের আসরে যায়, অপেরা দেখে। অবশেষে সিহানুককে দেখা গেল সিনেমার পর্দায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অভিনয় করে। দু'জনেই শিল্পী।

সিহানুক আধুনিক কম্বোডিয়া গঠনের শিল্পী, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিল্পী। উভয় ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই একে অন্যের সাহায্যকারী।

নির্বিবাদেই কাটছিল তার জীবন।

রাজা দেহত্যাগ করল উনিশ শ' ষাট সালে।

রাজতন্ত্র চলবে কি দেশে?

প্রশ্ন দেখা দিল অনেক। রাজার মৃত্যুর পর আবার রাজা বসবে সিংহাসনে। উত্তরাধিকারী কে? নরোদম সিহানুক।

সিহানুক বলল, আমি সিংহাসন চাই না। আমি চাই জনগণের একজন হতে।

মাকে বসাল সিংহাসনে।

নামমাত্র রাজা।

সকল ক্ষমতা রইল পার্লামেন্টের হাতে। পার্লামেন্টের প্রধান হল সিহানুক নিজেই, সে-ই রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতা রইল তার হাতে।

আমেরিকার আশা ছিল পরিবর্তন আসবে। সিহানুকের ক্ষমতা হ্রাস পাবে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পপুলার সোস্যালিষ্টরাই পার্লামেন্টে বেশি। পার্লামেন্টের ভোটে সিহানুক সর্বজন পরিচিত তার নিরপেক্ষ নীতিতে। কিন্তু রাজার ছেলে সিহানুক। রাজতন্ত্র বজায় রেখে ফরাসীরা রাজ্য শাসন করেছে। ফরাসীরা চলে গেলেও রাজরক্ত, Blue blood রয়েছে সিহানুকের দেহে। সমাজতন্ত্রের বুলি শোনালেও মুখ্যত বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু হল কম্বোডিয়াতে। বৈপ্লবিক চিন্তা কোথাও স্থান করতে পারেনি, ব্যক্তি-স্বার্থের মূল উৎপাটন হয়নি, সেরকম প্রগতিশীল চিন্তাও স্থান পেত না রাষ্ট্রব্যবস্থায়। এর ফলে দেখা দিল ব্যক্তিগত ভোগের, ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্র। তাতে ইন্ধন জোগাল মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী।

আমেরিকা নিশ্চিন্ত নয়। কায়েমী স্বার্থকে প্রবল করতে না পারলে কম্বোডিয়াকে নিজেদের আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। আমেরিকা গোপনে কাজ করে চলেছে।

পর্যটকদের বেশে বিভিন্ন দেশের লোক যায় কম্বোডিয়াতে। তাদের সঙ্গে মিশে গেল সিয়ার (C. I. A) অনুচররা। তারা যায় আংকোরভাটে পুরাকালের কম্বোজীদের সব শিল্পকলা দেখতে।

ঐ তো আংকোর নগরী।

আগে ছিল জঙ্গলে ঢাকা। তাকে লোকচক্ষুর সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল ফরাসীরা। বিশ্রাম করতে, বিলাস-জীবন যাপন

করতে ফরাসীরা আবার আংকোরকে সাজাতে থাকে। রাজধানী থেকে আংকোর পর্যন্ত পথঘাট তৈরী হল। হোটেল বসল, নতুন প্রাসাদ তৈরী হল, মদীরা ও নারীর প্রাচুর্য দেখা গেল।

এককালে বিরাট যে শহর ছিল বনের অন্তরালে তার আসল রূপ দেখা গেল। ফরাসীরা অতীতকে বর্তমানের সামনে দাঁড় করাল। দেশ বিদেশের মানুষ ভীড় করতে থাকে সেখানে।

পরিব্রাজকরা আসত।

ফরাসীরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরও তারা আসতে থাকে দলে দলে। সেই সঙ্গে মার্কিনরাও এসেছিল। তাদের হাতে মুভী ক্যামেরা। আংকোর নগরের মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পাথরের মূর্তির সঙ্গে তাদের ক্যামেরায় ধীরে ধীরে আটকা পড়ল কম্বোডিয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গার অবস্থান, কম্বোডিয়ার জনজীবনের চিত্র। তারপরই তা গোপনে পাচার হয়ে গেল মার্কিন মুলুকে,'সেখান থেকে সিয়ার প্রধান কার্যালয়ে।

সংবাদ গোপন রইল না।

সিহানুক বুঝতে পারল আমেরিকার মতলব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন করতে বাধা দেবে আমেরিকা, চেষ্টা করবে দেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকারে মদত দিতে। সিহানুকের ক্ষমতা কতটুকু। প্রবল প্রতাপ আমেরিকার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে নানাভাবে সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা করলেও, আমেরিকা পেছন পথ দিয়ে কম্বোডিয়াতে নতুন ভিয়েতনাম যুদ্ধের যে পথ প্রস্তুত করছে গোপনে, তা আবিষ্কার করতে পারছিল না। পারছিল না, কে বা কারা এই অন্তর্ঘাতমূলক কাজে আমেরিকাকে সাহায্য করছে।

সিহানুক আমেরিকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিল।

সমুদ্রের ওপারে ইন্দোনেশিয়াতে আমেরিকার খেলা দেখেছে। কি করে প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কে দিয়ে সমাজতন্ত্রের গতিরোধ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত আমেরিকা রেখেছে ইন্দোনেশিয়াতে। গায়ে গা

দিয়ে রয়েছে ভিয়েতনাম। সেখানে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করেছে আমেরিকা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, তাও দেখছে সিহানুক। আফ্রিকায় নক্রুমার পতনও দেখেছে। সিহানুক ভীত হল আমেরিকার কপট ব্যবহারে। বন্ধুর বেশে আমেরিকা ইন্দোনেশিয়াতে গিয়ে সুকর্ণ ও সুবান্দ্রিওকে শেষ করেছে। লক্ষাধিক কম্যুনিষ্ট নিধনে সহায়তা করেছে। ঘানার নক্রুমাকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ঘোরাফেরা করতে দেখে তড়িৎগতিতে নক্রুমাকে দেশ ছাড়া করেছে। আমেরিকা সেই পথেই চলতে চেয়েছিল ভিয়েতনামে কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের মনোবল ভাঙতে না পেরে প্রত্যক্ষভাবেই যুদ্ধে নেমেছে। চীনে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামলে হয়ত চিয়াং কাইশেককে পলায়ন করতে হত না। চিয়াংকে ভরসা করে ছিল বলেই আমেরিকার হাতছাড়া হয়েছে চীন।

কম্বোডিয়া ছোট্ট দেশ। তাকে সাহায্য করতে পারে লাওসের প্যাথেটলাও আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজ। এরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এই সুযোগে কম্বোডিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারলে আমেরিকার পক্ষে শক্ত ঘাঁটি করা সহজ। আর কম্বোডিয়ার ঘাঁটি থেকে ভিয়েতনামকে আঘাত করা সহজ। চারিদিক থেকে আক্রমণ করলে ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধান সহজ। বিলম্বিত হলে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। সে-ঝুঁকি নিতে সাহস নেই আমেরিকার। পাশেই শক্তিশালী চীন ও পেছনে দাঁড়িয়ে সোবিয়েত রাশিয়া। তারা সমাজতন্ত্রী দেশের বিপদে হাত গুটিয়ে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। অপর দিকে রয়েছে বিশ্বজনমত। আবার নতুন করে যুদ্ধের ময়দান প্রসার করার চেয়ে আভ্যন্তরীণ অশান্তি সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করাই কূটনীতির দিক থেকে প্রশস্ত।

বেশ পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ এগিয়ে চলছিল।

সীমান্তে বাস করছে বিশ বছর যাবত আশ্রয়প্রার্থী ভিয়েতনামের লোকেরা। যখন গোটা ইন্দোচীন ছিল ফরাসীর

অধীন তখন এই অঞ্চলে এসেছিল ওরা প্রাণের ভয়ে ফরাসী অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে। বিশেষ করে ওরা নতুন আশ্রয় গড়ে তুলেছিল প্রেভাং, কামপোট ও টাকেও প্রদেশে। আরও কিছু ছড়িয়ে পড়েছিল সোয়েলিং প্রদেশে। বেশ নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করত এই সব আশ্রয়প্রার্থীরা।

ওরা যে ভিয়েতনামের অধিবাসী ছিল অতীতে।

কম্বোডিয়ার মানুষ তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিন উভয়ের মধ্যে ছিল আত্মীয়তা ও প্রীতির সম্পর্ক। কোন বিদ্বেষ ছিল না, বরং ছিল সহযোগিতার পবিত্র পরিবেশ।

ভিয়েতনামী ভন্ দিম্ যখন কম্বোজী নাসিতোকে বিয়ে করে ঘরে তুলল, তখন গ্রামের মানুষ খুশীই হয়েছিল। বাহ্যত যেমন কোন পার্থক্য ছিল না, মনের দিক থেকেও নয়। একমাত্র ভাষাগত যা কিছু পার্থক্য, তাও এক দেশে পাশাপাশি বাস করতে করতে উভয়ে উভয়ের ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারত, বিশেষত সীমান্ত অঞ্চলে সবাই একে অন্যকে বুঝবার মত মনোভাব আদান-প্রদান করার মত দুটো ভাষাই জানত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ফরাসী ভাষা ছিল মনোভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম। আভিজাত্য রক্ষার নিদর্শন ছিল মাতৃভাষায় অজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ফরাসী ভাষায় কথা বলা।

বিশ বছরে সীমান্ত অঞ্চলের কম্বোজী আর ভিয়েতনামীদের এই সম্পর্ক বেশ মধুর হয়েই উঠেছিল। ভিয়েতনামের সীমান্ত অঞ্চলের মানুষরা আবার ভীড় করতে থাকে কম্বোডিয়াতে।

ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাতে কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের সীমান্তে আমেরিকা বোমা বর্ষণ করছিল। অসামরিক নিরীহ গ্রামবাসীরা এই আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিচ্ছিল। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে ভিয়েতনামের সাধারণ চাষীরা গ্রাম ছেড়ে কম্বোডিয়াতে আশ্রয় নিতে থাকে। কম্বোডিয়ার আকাশেও মাঝে মাঝে আমেরিকার বিমান হানা দিতে থাকে।

বাধ্য হয়েই কম্বোডিয়া সরকার প্রতিবাদ জানায় মার্কিন সরকারের কাছে। নিষ্ফল সে-সব প্রতিবাদ।

আমেরিকা সুযোগ খুঁজছিল। কম্বোডিয়াকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে হলে যা করা উচিত তার মধ্যে প্রথমটি হল আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ সৃষ্টি করা।

থাই দেশ থেকে চোরা পথে যে-সব মানুষ কম্বোডিয়াতে আসছিল, তাদের খুঁজে পাওয়া যেত না দিনের আলোতে। তারা চোরা পথে পৌঁছত প্রেভাং, কামপোট, টাকেও ও সোয়েলিং প্রদেশে। ভিয়েতনামী আশ্রয়প্রার্থীর ছদ্মবেশে তারা আস্তানা খুঁজে নিতে থাকে গ্রামে ও শহরে।

ভিয়েতনামী ও কম্বোজীদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বিগত বিশ বছরে তাতে যে ঘুণ ধরেছে এমন প্রমাণ ছিল না বাহ্যত। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল কম্বোজী আর ভিয়েতনামী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। কম্বোজীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু ভিয়েতনামীদের সঙ্গে এই অশান্তি অবশেষে দাঙ্গায় পরিণত হতে থাকে!

সংবাদ পৌঁছল রাজধানীতে।

সিহানুক প্রথমে মনে করেছিল, এগুলো স্থানীয় হাঙ্গামা। সহজেই দমন করা যাবে। সেজন্য পুলিশকে নির্দেশও দিয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগতে থাকে। অকারণে নরহত্যায় মেতে ওঠে নিরীহ কম্বোজীরা। তখন কঠিন হাতে এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের আদেশ দিল।

তখনকার মত শান্ত হল পরিবেশ।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ ফলাও করে প্রচার করতে থাকে স্থানীয় দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলো। কম্বোজী সাধারণ মানুষের সামনে এই সব ঘটনা এমনভাবে তুলে ধরতে

লাগল যাতে সহজেই মনে হয় কম্বোজীরাই ভিয়েতনামদের হাতে মার খাচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয়তে ভিয়েতনামীদের আশ্রয়দানের বিরুদ্ধেও জোরাল প্রবন্ধ লিখতে থাকে। আসল ঘটনা প্রকাশের সুযোগ থাকলেও সীমান্তের দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ আগ্রহ কারও দেখা গেল না।

এই দাঙ্গা ও প্রচার ব্যবস্থার পেছনে যে চক্রান্ত সক্রিয়, সেদিকে লক্ষ্য ছিল না কারও। সিহানুক অবশ্যই ঘটনার গতিকে লক্ষ্য করছিল, অবশ্যই এর ব্যবস্থা করতে আগ্রহী।

প্রথম তাকে চিন্তা করতে হয়েছে মার্কিন বিমান-হানা থেকে সীমান্ত রক্ষা বড় কাজ।

দ্বিতীয়ত তাকে ভাবতে হচ্ছে, মার্কিন প্রচারকরা বলছে ভিয়েতনামীরা কম্বোডিয়ার বুকে ঘাঁটি করে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তা ঠিক কি না! মার্কিন প্রচারকরা বলছে, সিহানুক কম্যুনিষ্ট এবং ভিয়েতনামকে সাহায্য করছে।

মূল কথা, সিহানুককে জব্দ করতে পারলে কম্বোডিয়াতে ঘাঁটি করার সুযোগ পাবে মার্কিন যুদ্ধবাজরা।

তবুও ভাবছে সিহানুক।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতারা সিহানুককে কোন কালেই কম্যুনিষ্ট মনে করে না। তারা বলে, "Prince Norodom is not a Communist. He is a Prince"—(Trinh Xuan Hang)। তবুও কেন জানি না সিহানুকের ওপর মার্কিন কর্তারা নারাজ কেন?—কারণ, his policy of independence and neutrality—স্বাধীন নিরপেক্ষ সিহানুককে দলে টানতে না পেরেই আমেরিকা সক্রিয়, বিশেষ করে আমেরিকার দুষ্ট মতলব বুঝতে পেরে সিহানুক মার্কিন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করায় আরও বেশি নারাজ হয়েছে আমেরিকা।

সিহান্থকের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ হল, সে স্বেচ্ছায় ভিয়েতনামীদের বিশেষ করে ভিয়েতকংদের আশ্রয় দিয়েছে কম্বোডিয়াতে। অভিযোগের বিষয় সিহান্থক আলোচনা করেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের অধিনায়কদের সঙ্গে। মুক্তিফৌজের অধিনায়ক জোরের সঙ্গে বলেছে, আমরা কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা সমর্থন করি কিন্তু আমাদের কোন সৈন্য কম্বোডিয়াতে নেই। যাদের লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষ রটনা করছে, তারা Vietnamese people who had been residing in Combodia for many years—ওরা প্রায় বিশ বছর ধরে বাস করছে কম্বোডিয়াতে, ওরা আমাদের মুক্তিফৌজ নয়, ওরা কম্বোডিয়ায় শান্তিপ্রিয় নাগরিক। অবশ্য তোমাদের এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ওরাই "were being repressed"—অত্যাচার সহ্য করছে বর্তমান রাষ্ট্রের বিরোধীদের হাতে।

সিহান্থক বুঝতে পারল, গভীর চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গিয়ে বৈষয়িক অব্যবস্থাদির ব্যবস্থা করা উচিত মনে করল। মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকুমার নরোদম সিহান্থক রওনা হল প্যারিসের পথে। প্রোগ্রাম হল ফ্রান্স থেকে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে চীন হয়ে ঘরে ফিরবে!

সবাই বলত, সিহান্থক উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের সমর্থক।

সিহান্থক বলত, আমি কোন পক্ষেরই নয়। আমার দেশে ভিয়েতনামের অবস্থা সৃষ্টি হতে দেব না। আমি কোন পক্ষেই যোগ দেব না। আমি নিরপেক্ষই থাকব।

সিহান্থকের নিরপেক্ষতাই বোধহয় তার ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছিল! যদি সে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থক হত, তা হলে সক্রিয় সহযোগিতা পেত চীন-রাশিয়ার কিন্তু সিহান্থক যে প্রিন্স! রাজপুত্র তার রক্তগত বৈশিষ্ট্য ছাড়তে পারেনি। সাধারণ মানুষের

পাশে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছে, সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রী হতে নিজেও পারেনি, দেশকেও শক্ত সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারেনি। অথচ তার সমাজতান্ত্রিক বয়ান আমেরিকার পক্ষে অসহ্য। তারা কোন ক্রমেই সিহানুককে সহ্য করতে পারছিল না।

আবার সিহানুকও আমেরিকার মুক্ত দুনিয়ার 'গস্পেল' হজম করতে পারছিল না। আমেরিকার তাঁবেদারী করা আরম্ভ করলেই কোরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেবে, ফলে কম্বোডিয়ার মাটি রক্তে লাল হয়ে উঠবে।

আমেরিকার সঙ্গে তো কোন সম্পর্কই নেই। এবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কোন রকমে একটা ফয়সালা করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই হল তার চিন্তা।

সিহানুক পাড়ি জমাল প্যারিসের পথে। রাজকীয় অভ্যর্থনায় তাকে সাদরে গ্রহণ করল ফ্রান্স সরকার।

ঠিক বিশ বছর পর আবার ব্যাংককে হাত ধরাধরি করে বের হয়েছি আমি আর ছুটোউপ। বিশ বছরে দুনিয়ায় বহু পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দু'জনের মাথাতেই এখন কিছু কিছু পাকা চুল। দু'জনেই কিছুটা গম্ভীর হয়ে পথ চলছি। বিশ বছর আগের ব্যাংককের পথে এত জন সমাগম ছিল না, তখন এত গাড়িও ছোটাছুটি করত না। যত নিশ্চিন্ত মনে পথ চলেছি সে সময়, এখন তা আর সম্ভব নয়। তখন একই হোটেলের অধিবাসী ছিলাম দু'জনে। এখন আমি থাকি হোটেলে আর ছুটোউপ থাকে গতায়ু স্বামীর বাংলোতে শহরের উপকণ্ঠে। নৌকা বেয়ে যেতে হয় সেখানে। সেদিন যেমন দু'জনে হেসে খেলে বেড়িয়েছি, আজ আর তা পারছি না। বয়স আমাদের কিছুটা পঙ্গু করে এনেছে মনের দিক থেকে।

ছুটোউপ বাড়িতে থাকতে পারত না। একমাত্র পুত্র গেছে আমেরিকায় পড়তে। বাড়িতে সে আর তার দাসী। সংসার বলতে স্নান খাওয়া আর ঘুমোনো। ছুটোউপ ঘরে বসে থাকতে পারে না। নিজেই নৌকা বেয়ে আসে শহরে। আমার আগমন সংবাদ যথারীতি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম ভারতে থাকার সময়। সেজন্য তাকেও খুঁজতে হয়নি, আমাকেও খুঁজতে হয়নি। বিমানঘাঁটিতে দেখা হয়েছে ছ'জনের স্বাভাবিকভাবে পূর্ব ব্যবস্থামত। তার ইচ্ছে ছিল তার বাড়িতেই আশ্রয় নিই কিন্তু রোজ রোজ নদী বেয়ে শহরে আসা কষ্টকর মনে করেই তা নাকচ করেছি। বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা পূর্ণ করতে হলে শহরে থাকাই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

ছুটোউপের প্রথম অভিযোগ, তোমাদের এই কাগজওলার লোকগুলোকে আমি পছন্দ করি না।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হঠাৎ একথা কেন?

কোন একজন কবিকে জিজ্ঞেস করেছিল তার ভক্তজনেরা, প্রভু আপনি কেন উপন্যাস লেখেন না? শুনেই কবি বলল, কারণ আমার বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাই।—ভক্তরা বলল, মানে?—কবি বলল, মানে হল, আমাকে লিখতে হবে আমার পরিবেশকে ভিত্তি করে। পরিবেশে যে সব বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তার সুখ্যাতি না করে অখ্যাতি করলে আমার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। খ্যাতির লোভে বন্ধুদের কুৎসা করতে হবে। তোমাদেরও তাই পরিবেশের কোথায় কোন ছিদ্র আছে তা খুঁজে বেড়াও। তাই পছন্দ করি না।

কথাটা বেঠিক নয়। তবে আমি ফ্রি ল্যান্সার। আমি তো মালিকের আদেশমত ছিদ্র খুঁজি না, আমি খুঁজে দেখি সংবাদ। তাই আমাকে অপছন্দ করার মত কিছুই ঘটবে না। আমিও অপছন্দ

হবার মত কিছু করব না। তারপর দেবী, বয়সটা কম হয়নি। রোমান্সটা কমেছে, অনুসন্ধিৎসা কমেছে। এরকম হাজার উপসর্গ যা আগে ছিল, এখন নেই সেজন্য কিছু কিছু পছন্দ হয়ত করতে পার। একেবারে অপাংক্তেয় করে দিও না।

তা তো বুঝলাম, এবার গতিপথ কতদূর ?

অনেক দূর কিন্তু তা বোধহয় হবে না। আমাদের সরকার বিদেশীমুদ্রা দিতে অনিচ্ছুক। সেজন্য স্বদেশীমুদ্রায় বহুদূর যাওয়া সম্ভব নয়। বড় জোর হংকং অবধি পাড়ি জমাতে পারব। টাকার বড় অভাব। পঞ্চাশ সালে দরাজ হাতে সরকার টাকা দিয়েছে। এবার তেমনি চাপা হাতে খয়রাত বন্ধ করেছে !

এখানকার খরচটা তো কমতি করতে পার। আমার ওখানে গেলে তোমার ব্যয় মোটেই হবে না। বরং অন্য কোন দেশের টাকা যাতে পাও তার চেষ্টা করতে পারি।

ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে তোমার সাহায্য নিশ্চয়ই নেব। বর্তমানে আমার এই অবস্থাতেই থাকতে হবে।

ছুটোউপ মৃদু হেসে আমাকে সমর্থন জানাল। তবে খুশী হল না, তা বুঝতেও বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ক'দিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে একদিন ছুটোউপের পল্লীগৃহে হাজির হলাম।

তোমার কাছে এলাম, বন্ধু। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। ভাবলাম, তোমার এখানে ক'দিন বিশ্রাম করব।

খুশী মনে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছুটোউপ বলল, এ তো আমার সৌভাগ্য।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা পরে বুঝতে পারবে। আমার জন্য কিন্তু খাস ভারতীয় খাদ্য দিতে হবে। তোমাদের থাই দেশের রান্না নয়।

আমি যে হোটেলওলার মেয়ে। আমি নিজের হাতে তৈরী করব।

উহুঁ। মাছের ঝোল ভাত আর শুকতো চচ্চড়ি। ওটা বোধহয় পারবে না। আমি ট্রায়াল নেব।

তা হবে না। দু'জনেই।

হঠাৎ মৃদু স্বরে বলল, সেই বয়সটা আর নেই, বন্ধু। আগে যেমন হেসে-খেলে কাজ করতাম, সেটা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। তবুও মনে হচ্ছে, তোমাকে পেয়ে আমার বয়স বিশ বছর কমেই গেছে আজ। তুমি আমার অতিথি, ট্রায়ালটা আমার, তুমি শুধু হেলপার।

ছুটোউপ দাসীকে ডেকে চা করতে বলল। আমিও খবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে বললাম, দেখেছ ব্যাপার!

কি?

কম্বোডিয়ার সীমান্তে ভিয়েতকংরা আক্রমণ চালাচ্ছে। আশ্চর্য!

তুমি বিশ্বাস কর?

কাগজে বের হয়েছে ছাপার অক্ষরে, না বিশ্বাস করে উপায় আছে।

তোমার দেশের কাগজে সব সত্য সংবাদ বুঝি বের হয়?

ঠিক বলতে পারি না।

আমার স্বামী ছিল কর্ণেল।

জানি।

তার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে থাকতে হয়েছে, তাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর।

হেসে বললাম, নিশ্চয়ই।

আমরা চোখে যা দেখেছি পরের দিন খবরের কাগজে তার উল্টো খবর পড়েছি। তাই ওদের ঐ সংবাদগুলো বিশ্বাস করতে পারি না। এইসব সংবাদ পরিবেশন করা হয় বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। আর সে উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল নয়, অনেক সময়ই তা বিদেশের স্বার্থে। সেজন্য অত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে সীমান্তে গিয়ে অবস্থা দেখে আসতে পার।

অবশ্য সংবাদ যেভাবে পরিবেশন করেছে তা হয়ত উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু সীমান্তে অশান্তি যে হয়েছে এটা তো সত্যি !

তা সত্যি। যে ঘাতক তাকেই হয়ত ত্রাতা বলা হচ্ছে। আর যে ত্রাতা তাকেই ঘাতক তৈরী করে দেখান হয়েছে। তবে ঘটনা কিছু ঘটেছে।

আমার সংগৃহীত সংবাদে মনে হচ্ছে কম্বোডিয়াতে অশান্তি দানা বাঁধছে।

বাঁধছে না, বেঁধেছে। অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলছে কতকগুলো ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার। তারই প্রথম পর্যায় হল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দিয়ে দাঙ্গা বাধানো। সেটা নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করেছে। এই যে চা এসে গেছে। নাও, খেয়ে নাও। আমার ছোট্ট গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব দু'জনে। বেশ ক'দিন বাইরের আবহাওয়া দেখে আসতে পারব !

থাই সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারব কি ?

আশা তো করছি। কাল সকালে, বুঝলে ?

আচ্ছা। কিন্তু আমার দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। আমার বিপদ তোমার বিপদ বলে মনে করবে। কেমন ?

নিশ্চয়। আমাকে কি তুমি এতবড় স্বার্থপর মনে কর। আমি তোমাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে আসব, একথা মনে করছ কেন !

রাতের বেলায় ক'দিনের উপযুক্ত খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে রাখল ছুটোউপ। শোবার আগে বলল, তোমার ঘড়িতে তিনটে বাজলেই রওনা। বুঝলে।

তার নির্দেশ মত সকাল হতেই গাড়িতে উঠে বসলাম।

ছুটোউপ নিজেই গাড়ি চালাতে লাগল।

বলল, আজ আমরা থাই সীমান্ত অবধি যেতে পারব বলে ভরসা

পাচ্ছি না তবে কাল সন্ধ্যের আগেই আমরা কম্বোডিয়ার জমিতে পা দিতে পারব।

বললাম, আমার পরিচালিকা তুমি। যা বলবে তাতেই আমার ভিটো থাকল।

গাড়ি ছুটছে।

কোথাও পাহাড়, কোথাও সবুজ ধানের ক্ষেত, কোথাও গ্রামের মাঝ দিয়ে, কোথাও গ্রামের বাহির দিয়ে, ছোট বড় নদী পেরিয়ে গাড়ি ছুটছে।

বেলা দশটা নাগাদ গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা গ্রামে। সামনে বৌদ্ধদের মন্দির।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছুটোউপ বলল, এখানে বিশ্রাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হব। ইনজিনটাও ঠাণ্ডা হবে ততক্ষণ। চল ঐ মন্দিরের বারান্দায় বসি।

মন্দিরের বারান্দায় খাবারের বাক্স খুলে বসল ছুটোউপ একেবারে পাকা গিন্নীর মত। খাওয়া শেষ করে দু'জনেই মন্দিরের বিগ্রহ দেখতে ঢুকলাম ভেতরে। কাঠের বাড়ি, চৈনিক ধরন, প্রশস্ত প্রার্থনা-গৃহের মধ্যস্থলে বিরাট প্রস্তরমূর্তি অমিতাভের।

এসব তোমাদের দান।—বলল ছুটোউপ।

কিন্তু আমি খুঁজেছি বরবুদুরের মত হিন্দু-সনাতনীদের সাক্ষ্য বহন করার মত আধুনিক ব্যবস্থা।

নেই বললেই পার। তোমাদের দেশের মানুষ খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই আনাগোনা করছে পূর্ব দ্বীপাবলিতে। কেনা-কাটা, যাওয়া-আসা, সবই ছিল সে সময়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে তা চলছিল। তোমাদের দেশে এল মুসলমানী শাসন, আমাদের দেশে তোমাদের আনাগোনাও শেষ হল। হিন্দুদের আগেও আমাদের দেশে এসেছিল মনখেমর নামে একটা জাতি। হিন্দুরা আসার পর ওরা মিশে গেল হিন্দুসমাজে। তারপর এল বৌদ্ধরা।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের চলন্ত প্রতিযোগিতা। শেষ অবধি বৌদ্ধরা থেকে গেল এদেশে রাজ অনুগ্রহে। ধর্ম রইল বুদ্ধের, সংস্কৃতি রইল হিন্দুর। বৌদ্ধধর্ম-ব্যবস্থায় হিন্দুধর্মের ছাপ সর্বত্র। সেই কারণে হীনযান বৌদ্ধমতের প্রাবল্য।

তোমাদের আচার-আচরণে তা মনে হয়েছে সব সময়।

কারণ তোমাদের বাঙালী, অসমীয়া, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি নানা প্রান্তের মানুষ সমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসিয়ে এসেছে। তাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়েই এসেছে। এদেশে এসে অনুন্নত সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছে। তাদের কাছ থেকে যতটা পেয়েছে, দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ভাষা, ধর্ম, কালচার সব কিছুই এসেছে ভারতীয়দের কাছ থেকে, তাদের লিপিও এসেছে। যারা বাণিজ্য করতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে, তাদের বাণিজ্য রক্ষা করতে প্রভুত্ব স্থাপন প্রয়োজন হয়। তারাই অর্থবলে সৈন্য সংগ্রহ করেছে। কিছু কিছু জনপদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে 'রাজা' হয়ে বসেছে। বণিক রাজা হয়েছে সেকালেও, একালেও তাই হচ্ছে। ইংরেজ ফরাসীরা বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। আজও মার্কিনরা প্রত্যক্ষ-ভাবে ভৌগোলিক রাজ্য প্রসার না করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে বণিক-স্বার্থ রক্ষায়। কিন্তু তোমাদের ভাষা থেকে গেছে কেতাবী ভাষায়। লোকভাষার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। লিপি গ্রহণ করেছে থাই-কম্বোজ প্রভৃতি দেশের মানুষ, কথ্য ভাষায় ভারতীয় ভাষার অপভ্রংশ এসেছে। সেই লিপিরও পরিবর্তন ঘটেছে কালে কালে। তারই চেহারা আজ আমরা দেখি বর্মী-থাই-কম্বোজী লিপিতে।

কথা শেষ করেই ছুটোউপ জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলল।

বললাম, এবার তুমি ডিরেকস্থন দেবে, আমি গাড়ি চালাব।

তা মন্দ নয়। তবে রাস্তা খুব ভাল নয়। সাবধানে চালাবে।

আমার স্বামীর জীবিতকালে বহুবার এই পথে চলতে হয়েছে। তাই পথঘাট আমার জানা।

গাড়ি চলতে থাকে।

আবার শহর, গ্রাম, নদী, নালা, পাহাড় পেরিয়ে গাড়ি ছুটছে মাঠের মাঝ দিয়ে। বেলা গড়িয়ে আসছে। আমাদের দৃষ্টি সামনে। কারও মুখে কোন কথা নেই। পথে মাঝে মাঝে সাক্ষাত পাচ্ছি গাড়ির। বিশেষ করে মাল বোঝাই লরীর পাশ কাটাতে হচ্ছে।

ছুটোউপ বলল, আর মাইল দশেক গিয়ে আজকের মত বিশ্রাম।

বললাম, হুঁ। বাসযোগ্য স্থান আছে তো?

আছে। সংগ্রহ করতে হবে। এবার তুমি আমার হাতে ষ্টিয়ারিং দিয়ে পাশে বস। আমি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে পারব।

বিকেলবেলার যাত্রা বিরতি ঘটিয়ে সরকারী ইনস্‌পেকশ্যন বাংলোতে আশ্রয় নিলাম।

রাতের বেলায় বললাম, আমরা যদি ট্রেনে যেতাম, তা হলেই ভাল হত।

কথাটা ঠিক, তাতে ছুটো অসুবিধা হত। প্রথম অসুবিধা সময় বেশি দরকার হত। সীমান্তের চেকপোষ্টে কম করেও চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত।

এই গাড়িকেও তো চেকপোষ্টে দাঁড়াতে হবে।

হবে। তবে সামান্য দু'দশ মিনিট। দ্বিতীয় অসুবিধা হল ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারবে না। আমাদের হাঁ করে বসে থাকতে হবে পরের ট্রেনের জন্য, কখনও ট্যাক্সির জন্য! তাতে আমাদের বেরিয়ে বেড়াবার যথেষ্ট অসুবিধা হবে। গাড়িটা যে আমাদের প্রভূত উপকার করবে, তা কার্যকালে বুঝতে পারবে।

বললাম, তথাস্তু দেবী। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

ঠাট্টা নয়, বন্ধু। দেখতে পাবে আমার কথা ঠিক কি বেঠিক।

খাবারের ব্যবস্থা করেছিল সরকারী বাংলোর পেয়াদা।

সামনের দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম আমি। কম্বোডিয়া যাবার ভিসা আমার নেই। সেজন্যই ভাবনা। আশঙ্কা আছে সীমান্ত থেকে ফিরে আসার। আবার সীমান্ত অতিক্রম করে অভ্যন্তরে গেলেও পুলিশ হাঙ্গামা করতে পারে।

আমার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ছুটৌউপ বলল, তুমি গভীরভাবে কি যেন ভাবছ।

এমন কিছু নয়। ভাবছি, আগামী দিন ক'টা নিরাপদে কাটবে কিনা!

ছুটৌউপ মৃদু হেসে চলে গেল নিজের কামরায়।

আমিও শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম আসছিল না। কেমন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। কোথায় যেন তালভঙ্গ হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে। বুঝেও বুঝতে পারছি না। অথচ ঘুমও আসছে না। রাত বাড়তে থাকে। এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ছুটৌউপের ডাকে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

লজ্জিতভাবে বললাম, খুবই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ছুটৌউপ কোন কথা না বলে হাসল।

তার হাসির অর্থ বুঝি। কেমন সহানুভূতি তার হাসিতে।

কফি জলখাবার খেয়ে আবার আরম্ভ হল আমাদের যাত্রা। দুপুরের আগেই যাত্রাপথের বিরতি। সামনেই চেকপোষ্ট।

গাড়ী দাঁড় করিয়ে ছুটৌউপ একাই গেল চেকপোষ্টে। যাবার সময় বলে গেল, নিশ্চিন্ত মনে বসে থাক। আমি এখুনিই আসছি!

সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বসেছিলাম। ঢুলুনি নেমে এল চোখে। কতক্ষণ ঝিমুনি ছিল জানি না। ছুটৌউপের ডাকে সোজা হয়ে বসলাম।

কাল রাতে ঘুমোওনি বুঝি! কিছু খেয়ে নেবে কি?

তোমার কাজ শেষ হল ?

তোমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছি। ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। খাবে কিছু ?

আমাদের সঙ্গেই তো খাবার আছে। ক্ষিদেও তেমন পাইনি! সীমান্ত পেরিয়ে ওদের দেশে গিয়ে খাব। এখানে আর দেরী করে লাভ নেই।

কোন কথা না বলে ছুটোউপ গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল। গাড়ি ধীরে ধীরে চেকপোষ্ট এলাকা ছেড়ে এগিয়ে গেল কম্বোডিয়ার দিকে। দু'মাইল পথ যেতে না যেতেই আবার গাড়ি দাঁড় করাতে হল। এখানে কম্বোজী চেকপোষ্ট। এখানেও আমাকে বসিয়ে ছুটোউপ নেমে গেল। মিনিট পনের পরে পারমিট হাতে করে হাসতে হাসতে ফিরে এসে গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল।

আমরা তখন কম্বোডিয়াতে।

গাড়ি চলছে আংকোরের পথে।

এবার জিজ্ঞেস করলাম, এত সহজে কাজ উদ্ধার করলে কি করে ?

আমি সামরিক অফিসারের বিধবা পত্নী, তা তুমি নিশ্চয়ই ভুলতে পারনি। আমার স্বামী ছিলেন জনসংযোগ অফিসার। জনসংযোগের অর্থ হল বহু লোকের সঙ্গে পরিচয়। বহু কলাকৌশল সম্বন্ধে সতর্ক থাকা। সেই সময় থেকেই আমরা জেনেছি আমেরিকার গোপন একটা গোয়েন্দা শাখা কাজ করছে থাই দেশে। তাদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে রেখেছি অনেক কাল আগেই। থাই সরকারের সাধ্য নেই সেই পরিচয়পত্র অসম্মান করে। বর্তমানে কম্বোডিয়াতেও আমেরিকার গোপন গোয়েন্দা বিভাগের টাকায় বহু কুকাজ চলছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর সামরিক অফিসারের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে তারা। আজ কম্বোডিয়ার মানুষও মার্কিন পরিচয়পত্রকে অস্বীকার করতে পারছে না। থাই সরকার

কম্বোডিয়া প্রবেশের পারমিট দিয়েছে। কম্বোডিয়া সরকার তাদের দেশে অবাধ ভ্রমণের পারমিট দিয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত মনে চলতে পার। একমাত্র আশঙ্কা এদেশের চীনা আর ভিয়েতনামী অধিবাসী। কম্বোজীরা গত পাঁচ-সাত বছর ধরে এদের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে। আর সেই বিরূপতা সৃষ্টি করেছে দেশের কায়েমী স্বার্থের নেতারা। নেতারা গোপনে অর্থ পাচ্ছে আমেরিকার কাছ থেকে। সিহানুককে অপদস্থ করাই এদের কাজ। তবে শক্ত মানুষ সিহানুক। কিন্তু তার বন্ধু নামে যারা তার পাশে রয়েছে, বিশেষ করে রাজ পরিবারের যারা তার সঙ্গী, তারাই গোপনে চক্রান্ত করে আসছে। চীনা ও ভিয়েতনামীদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে পারলে, বর্ণবিদ্বেষ ছড়াতে পারলে সিহানুক তার নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। তাতেই আমেরিকার পক্ষে ভিয়েতনামের বর্তমান ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধা হবে।

বিকেলবেলায় আংকোর পৌঁছলাম।

অতীত কম্বোজের রাজধানী। অতীতের গৌরব আর কিছু নেই, আছে শুধু অতীতের ভগ্ন মন্দির-দেউল-দেউড়ি। গৌরব বহন করছে এই সব অতীতের ঘরবাড়ি। ফরাসী শাসকরা একে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছে। প্রমোদ-ভবন গড়ে তুলেছে, অবসর যাপনের জন্য তৈরী করেছে মনোহর প্রাসাদ।

আশ্রয় নিলাম পান্থনিবাসে।

ছুটোউপ বলল, কাল এখান থেকে নম্‌পেনের পথ ধরব। দুপুরেই শহরে পৌঁছে যাব। তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি পোস্টাফিস থেকে আসছি। নম্‌পেনে আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড সরাশান্‌কে আমাদের পৌঁছা সংবাদ দিয়ে আসি। তাহলে শহরে আশ্রয়ের অভাব হবে না।

বলা শেষ হতেই ছুটোউপ বেরিয়ে গেল।

আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তারই অপেক্ষা করতে থাকি।

পান্থনিবাসের চাকর দু'তিনবার এসে ঘুরে গেল। আমাদের উভয়ের ভাষাই উভয়ের অবোধ্য। দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকা ভিন্ন অন্য কোন গতি ছিল না। যতক্ষণ ছুটৌউপ ফিরে না আসছে ততক্ষণ চুপ করেই থাকতে হল। চাকরটি ভাঙা-ভাঙা ফরাসী ভাষায় দু'তিনবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিছু বললেও আমাকে নীরব দেখে সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রায় আধঘন্টা পরে ছুটৌউপ এসে বলল, কিছু খেয়েছ ?

না।

বারে, আমি যে চাকরটাকে খাবার দিতে বলে গেলাম !

সে এসেছিল কিন্তু উভয়েই দোভাষীর অভাবে মনের ভাব আদান-প্রদান করতে পারিনি।

হাসতে হাসতে ছুটৌউপ বলল, তাই তো! ওকথা আমার মনেই ছিল না।

চাকরকে ডেকে খাবার দিতে বলে ছুটৌউপ আমাকে ট্রেনিং দিতে বসল।

বলল, এদেশের মানুষ খুব সহজ সরল কিন্তু মুষ্টিমেয় দুর্জন বিষ ছড়িয়েছে সারা দেশে। তাই শান্তি নষ্ট হতে পারে যে কোন সময়েই। তার জন্য প্রস্তুত থেক বন্ধু। ভয় পেও না। অবশ্য তোমাকে কাছ-ছাড়া করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। তবুও কোন সময় একা একা পথে বের হলে সতর্ক হয়ে চলবে। তোমার গায়ের রং নিয়েই যত সমস্যা দেখা দেবে। তবে তোমাকে চীনা অথবা ভিয়েতনামী কেউ মনে করবে না। এটাই ভাগ্য।

নম্ পেন (Phnom Penh) কম্বোডিয়ার রাজধানী। রাজার দেশের রাজধানী। চিরকাল যেমন সারা দেশের ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে রাজধানীকে সাজানো হয় তেমনি করে সাজানো এই শহর। আগে

রাজা ছিল ফরাসীর তাঁবেদার, ফরাসীরাই সাজিয়েছিল শহরকে। রাজা ছিল নামমাত্র শাসক, ক্ষমতা ছিল ফরাসীদের হাতে। রাজার নামে দেশ শাসন চলত, বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করত ফরাসীরা। দেশরক্ষার দায়িত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা ছিল ফরাসীদের আওতায়। ফরাসীরা চলে যাবার পর শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হল রাজার হাতে। রাজার উত্তরপুরুষ হল রাজকুমার নরোদম সিহানুক। রাজার ছেলে রাজ্য শাসন করল না সিংহাসনে বসে, সিংহাসনে বাবাকে বসিয়ে নিজে হল রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী। পনর বছর ধরে সেও চেষ্টা করেছে দেশকে সমৃদ্ধ করতে। তার লক্ষ্য ছিল সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা।

নরোদমকে বড়ই ভালবাসে দেশের লোক।

রাজার ছেলে নরোদম শুধু রাজকার্য নিয়ে মেতে থাকে না। তাকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে। অনেকেই বলে নরোদমের মত জনপ্রিয় ব্যক্তি কম্বোডিয়াতে আর নেই। কথাটা মিথ্যা নয়। তবে তাতেও যে ঘুণ ধরেছে তা আমার নজরে পড়েছিল কিছুদিন পরে। ছুটৌউপ যেভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করেছিল, যেভাবে সব কাহিনী শুনিয়েছিল তা যে মোটেই ভুল নয় তা বুঝতে বিশেষ দেরী হয়নি।

সারশানের বাড়িতে এসে উঠলাম।

শহরের উপকণ্ঠে তার বাড়ি।

পরিবারের জনসংখ্যা অনেক। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি বাদেও পোষ্য অনেকজন। সরাশান শহরের বড় ব্যবসায়ী। শহরে তার অনেক-গুলো বাড়ি। নিজে কিন্তু শহরে থাকে না। থাকে শহরের উপকণ্ঠে। বেশ নির্জন পরিবেশ। পীচের রাস্তাটা তার বাড়িতে এসেই শেষ হয়েছে। সোজা গাড়ি এসে প্রবেশ করল বিস্তৃর্ণ আঙ্গিনায়।

সরাশান আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। হাসিমুখে সস্ত্রীক

অভ্যর্থনা জানাল আমাদের উভয়কেই। এমন অমায়িক ব্যক্তি কমই দেখেছি। ব্যবহারও এত মধুর যে অল্প সময়ের মধ্যেই ভালবাসা যায় তাকে।

আপ্যায়ন অভ্যর্থনা শেষ হবার পর ছুটোউপ চুপিচুপি বলল, এত খাতির কেন তা জানো?

তোমাদের ফ্যামিলি-ফ্রেণ্ড।

তাই বুঝি! সারশানা ছিল ইন্টার-ন্যাশন্যাল স্মাগলার। ধরা পড়ল সীমান্তে। ওকে গ্রেপ্তার করল থাই সামরিক বাহিনী। বিচারে নির্ঘাত দশ বছরের জেল। ওর হয়ে ওকালতী করতে থাই দেশের আর কম্বোজের বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার এল। কিন্তু কোন ক্রমেই কিছু হয় না। বিচারের দিন এগিয়ে আসছে। হঠাৎ আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এল ব্যারিস্টাররা। তাঁকে বুঝিয়ে বলল, বিশ হাজার ডলার মজুরি দিতেও রাজি। কোনই ফল হল না। সবার শেষে এল আমার কাছে। আমি নানা যোগাযোগ করে ওকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলাম। একটি মুদ্রাও তার জন্য ব্যয় করতে হয়নি। তাই এত খাতির।

কিন্তু ভারী মিষ্টি ব্যবহার। এমন ভদ্রলোক তো সচরাচর দেখা যায় না।

স্মাগলারদের ওটা হল ব্যবসায়ের অঙ্গ। ওরা যেমন ভদ্র তেমনি নিষ্ঠুর আর ক্রুর। ওদের দলে থাকে ভাড়াটিয়া একদল জহ্লাদ। সেসব না দেখলে জানা যায় না। বর্তমানে সারশানা খুব ভদ্র জীবন-যাপন করছে। ওর সঙ্গে যারা ধরা পড়েছিল, তারা ওরই অনুচর, তাদেরই শাস্তি হয়েছিল। এখনও তারা বোধহয় থাই দেশের জেলে বাস করছে। চল, এবার নিজেদের সুবিধামত ব্যবস্থা করি। কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে।

পরেরদিন সকালে সারশানা ভীষণ ব্যস্ততার সঙ্গে এসে বলল, মঁসিয়ে, তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। আজ

একবার বিমানঘাঁটিতে যেতে হচ্ছে প্রিন্সকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। প্রিন্স প্যারিসে রওনা হচ্ছে। বিশেষ আমন্ত্রণ। যেতেই হবে।

বললাম, নিশ্চয় যাবেন। আমরা তো বেড়াতে এসেছি। তু'একদিন বিশ্রাম করে আবার বের হব বেড়াতে। আপনি আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না।

সারশানা বিদায় নিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

ছুটোউপ বলল, এই অবসরে চল আমরা শহরের পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি। বর্তমানে এদেশের কি হালচাল তা বুঝতে পারব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হতে হল। তু'দিনে প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার পথ ছুটতে ছুটতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল কিছু বিশ্রাম করার। কিন্তু ছুটোউপের উৎসাহের যেন শেষ নেই, তার ক্লান্তিও নেই। আমি পুরুষ মানুষ মহিলার কাছে হার মানতে রাজী নই। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা বদলে বললাম, চল, দেখেই আসি দেশটা।

তু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

সকালের আকাশে মাঝে মাঝে ভাঙা ভাঙা মেঘ। প্রশস্ত রাস্তায় ছাতার মত আচ্ছাদন দিয়ে আমাদের সাহায্য করছিল মেঘের আনাগোনা।

ছুটোউপ বলল, কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা সর্বনাশ ডেকে আনবে।

কেন ?

কম্যুনিষ্টরা অনুপ্রবেশ করেছিল। নরোদম নানাভাবে তাদের বাধা দিয়ে এসেছে। তুর্বল কম্বোডিয়া। তার পক্ষে সবল প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। তাই দরজায় দরজায় ধর্ণা দিয়ে কম্যুনিষ্টদের এদেশের মাটি ছেড়ে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছে। কিন্তু পাশেই ভিয়েতনামে

জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। তারই উত্তাপ যে এদেশেও এসে পৌঁছবে তাতে কোন ভুল নেই। তাই নরোদম কোন মতেই এগোতে পারছে না। আমেরিকাকে ঠাঁই দেয়নি, কম্যুনিষ্টকেও ঠাঁই দিতে রাজী নয় নরোদম। এটাই হল এখানকার বিপদ।

তাই তো ভাবছি। এদেশের ভাগ্যে অলক্ষ্যে দুর্ভাগ্য ভ্রূকুটি করছে। কোনমতেই তাকে সংযত করতে হয়ত পারবে না। চল ঐ রেস্তোঁরায়।

পেটে জায়গা আছে কি?

না থাকলেও খেতে হবে যৎসামান্য। রেস্তোঁরায় এদেশীয় মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাব। সেইটেই লাভ।

বেশ, চল।

ঢুকলাম পুশডোর ঠেলে। বিরাট হলে টেবিল চেয়ার সাজানো। পাশে ছোট ছোট কেবিন। আলোয় ঝলমল করছে গোটা হল। জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। বোধহয় সকাল বেলায় জনসমাগম এরকম কমই হয়।

মুখোমুখী চেয়ারে বসেই ছুটোউপ বলল, যে সব দেশ নিরপেক্ষ তাদের দুর্ভাগ্য যে কোন সময় আসতে পারে। এরা যেমন পুঁজি-বাদীদের খুশী করতে পারে না, তেমনি পারে না সমাজতান্ত্রিকদের। পুঁজিবাদীদের আশঙ্কা যে কোন সময় নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে এইসব দেশ কম্যুনিষ্টদের লেজুড় হতে পারে। সেজন্য তাদের চক্রান্তে রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তারা কারও কোন সাহায্য পায় না। ঘানার নক্রুমার সেই অবস্থা হয়েছিল। আর যেখানে সুবিধা করতে পারে না সেখানে অপরকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামায়। যেমন হয়েছে মিশরে। ইস্রায়েলকে দিয়ে আরব ঠ্যাঙানো একটা ফ্যাসানে দাঁড় করিয়েছে পুঁজিবাদীরা।

আমি চোখ টিপে ছুটোউপকে থামতে বললাম। পাশের টেবিলে কয়েকজন চীনা আমাদের কথা শুনছিল। আমরা ইংরেজী

কথা বললেও তাদের আগ্রহ দেখে মনে হল ইংরেজী ভাষা তারাও জানে।

ছুটোউপ চুপ করে গেল।

আমাদের সামনে বেয়ারা এসে রাখল দামী মদের বোতল আর কাচের গেলাস। সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল ও বরফ।

আমরা যে মদ্যপায়ী নই, তা বুঝিয়ে দিল সঙ্গিনী।

এবার এল কফি।

ছুটোউপ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ওদের কথা শোনা যাক।

বুঝতে পারবে?

নিশ্চয়। পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

কফি খেয়ে দাম মিটিয়ে যখন বাইরে বের হলাম তখন ছুটোউপ বলল, ওরাও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মনে হল, ওরা আদিতে চীনা হলেও বর্তমানে কম্বোজী। ওদের কথায় কম্বোডিয়ার কথাই শোনা গেল। চীনের কথা একবারও বলল না। আবার সঙ্কর-জাতিও হতে পারে।

ওরা বলছিল উত্তরের কথা। লাওসের সীমান্তে স্বাধীন কম্বোডিয়া লাভের জন্য যারা চেষ্টা করছে তাদের কথা বলছিল।

বললাম, কম্বোডিয়া তো স্বাধীন দেশ। আবার স্বাধীন কম্বোডিয়া কেন?

সেইটেই তো রাজনীতির খেলা। নরোদম নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলছে। এতে মার্কিন সরকারের অসুবিধা। মার্কিন গোয়েন্দা-চক্র লাওস সীমান্ত থেকে যাতে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ না ঘটে সেদিকে যেমন নজর রেখেছে অপর দিকে ভাবছে যাতে নরোদমকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। আমেরিকা নিজে কিছু করছে না অথবা প্রত্যক্ষভাবে করতে চাইছে না। আমেরিকার টাকায় খ্‌মের সেরেই দল গড়ে উঠেছে। দশ হাজার সৈন্য তারা ট্রেনিং দিয়েছে। মার্কিন মুল্লুক থেকে যাট লক্ষ ডলারের অস্ত্রশস্ত্র এসেছে তাদের

কাছে। তারা গৃহযুদ্ধের, যাকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য প্রস্তুত। যে কোন সময় তাদের অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। চীনা ক'জন বসে বসে সেই কথাই আলোচনা করছিল।

বললাম, এত অস্ত্র এল কোন্ পথে ?

নানা পথে। ভিয়েতকংদের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র আসছে। পাথেট-লাওদের সঙ্গে লড়াই করতে অস্ত্র আসছে। এই সব অস্ত্র থেকেই কিছুটা জোগান দিচ্ছে। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিষ্টরা কম্বোডিয়া ঢোকা মাত্র বধ করা, পরে ঐ অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে স্বাধীন কম্বোডিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য কিছু অস্ত্র থাইল্যাণ্ডের পথে এসেছে। থাইল্যাণ্ডের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল নরোদম। কম্বোডিয়া বলতে চায় থাইল্যাণ্ড এই হাঙ্গামা বাধাতে চায়। কথাটা একদম মিথ্যা নয়। তবে সরকারীভাবে তা করা হয় নি, বেসরকারীভাবে আমেরিকার সহযোগিতায় এটা হচ্ছে। থাই সরকার কোনমতেই এই খ্মের সেরেই যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্বীকার করে না।

না করলেও ঘটনা তো ঘটছে।

ঘুরতে ঘুরতে সারশানার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এর মধ্যেই সারশানা ফিরে এসেছে। আমাদের দেখেই সারশানা ব্যস্তভাবে বলল, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ? আমি তো ভেবেই অস্থির !

বললাম, শহর দেখতে। বসেছিলাম বুলেভার্ডে। বেশ তোমাদের দেশ।

তা ঠিক। তবে বাহির দেখে ভেতরটা কি বোঝা যায় মঁসিয়ে। কম্বোডিয়া তলায় তলায় গরম হয়ে উঠেছে। কখন যে আগুন লাগবে তা কেউ বলতে পারে না।

কেন ?

উত্তরে লড়াই চলছে লাওসে। সেখানে পাথেটলাও বেশ শক্ত কম্যুনিষ্ট শক্তি। পূর্বদিকে আগুনের কুণ্ড। তার উত্তাপ আসছে। কম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে শান্তি বলতে কিছু নেই।

শাসনব্যবস্থা সেখানে অচল প্রায়। এদের অর্থাৎ ভিয়েতকংদের সহযোগিতায় 'খ্মের রুজ' (লাল কম্বোডিয়া) বাহিনী গড়ে উঠেছে। এদের রুখবার শক্তি নেই আমাদের। বাটামবাম্, কামপোট্, কম্পোঙ্কচাম প্রদেশকে এরা মুক্তাঞ্চল করে তুলেছে। সেখানে কম্বোডিয়া নামেই প্রশাসক, আসল প্রশাসক ওরা। ওদের রাজ্য ওখানে। উত্তরে খ্মের সেরে জিগীর তুলেছে 'স্বাধীন কম্বোডিয়া', এই সব হাঙ্গামা একত্রে জড়িয়ে পড়লে কম্বোডিয়ার শান্তিহানি ঘটতে পারে। তাই বাহ্যত যা মনে করছ, আসলে তা নয়।

বললাম, তোমাদের অভিমত কি?

সেটা বলতে পারব না। আমাদের নিরাপত্তা যারা দেখবে তাদের সমর্থন জানাব। তোমরা স্নান করেছ কি? এবার স্নান করে নাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর। অনেক পথ আসতে হয়েছে। খুবই কষ্টকর চলাচল। আমি আর আজকাল ওভাবে চলতে পারি না। আগে পারতাম। তখন অসুরের মত শক্তি ছিল দেহে। যাক সেসব কথা। এবার দয়া করে স্নান করে কিছু মুখে দাও। সামান্য দুটো ভাত। আর কি-ই বা ব্যবস্থা করব। কোন দোষ ত্রুটি হলে মার্জনা কর।

সারশানার আদর আপ্যায়নে বেশ কাটছিল দিনগুলো। বিশেষ করে তার স্ত্রী ম্যাদাম সারশানা ও কন্যা সোম্মা আমাদের যেভাবে পরিচর্যা করছিল তা বলার নয়। বার-চোদ্দজন ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও সোম্মা যখন স্নানের উপকরণ নিজের হাতে এনে দিত তখন লজ্জিত না হয়ে পারতাম না।

সোম্মা কলেজের ছাত্রী। বয়স বিশ তখনও পেরোয়নি বলেই মনে হল। চালচলনে ফরাসী ভাবাপন্ন। ফরাসী ভাষায় চোস্ত কথাবার্তা বলে। ইংরেজী বোঝে অতি সামান্য। আমাদের দেশের চীনা জুতোওলার মত তার ইংরেজী জ্ঞান। আধো-আধো কথা। ছুটোউপ দোভাষী। মনের ভাব আদান-প্রদান চলে তারই

মাধ্যমে। ছুটৌউপ ফরাসী, ইংরেজী ও থাই ভাষা বাদেও কম্বোজী ভাষা ও চীনাভাষায় মোটামুটি ভালই কথাবার্তা বলতে পারে।

সোম্মার আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ।

ছুটৌউপ মাঝে মাঝে বলত, আমার ঐ বয়সে ওর মত গম্ভীর ছিলাম না। সত্যি বলতে কি আমি হেসেখেলে দিন কাটিয়েছি। এরা যেন জীবনকে ভোগ করতে জানে না।

আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন তোমার দেখা হয় সেদিন তোমাকে হেসেখেলে বেড়াবার মত মেয়েই দেখেছিলাম। পরের দশ বছরে তোমাকে দেখেছি অন্য ধরনের বিশেষ করে তোমার বিয়ের পর।

বিবাহ আমার আনন্দ-উচ্ছল জীবনকে মোটেই দুঃখজনক করেনি মঁসিয়ে। আমি বিয়ের পরই গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে শিখেছিলাম বাস্তব অবস্থাকে। তাই ভাবতাম আর মনের আনন্দ নষ্ট হত। কর্ণেলসাহেব বলত, তোমাকে ঘরে এনেছিলাম ঘরকে আনন্দে ভাসিয়ে দিতে, তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ। কি ভাব! এমন তো কখনও তোমাকে আশা করিনি।—আমি বলতাম, যখনই ভাবি তুমি নরঘাতকের দলে নাম লিখিয়েছ তখন আমার মুখের হাসি আপনা থেকেই লোপ পায়। তাতে তোমার আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোন আঁচড় কাটবে না। সত্যিই তাই। তারপর আরও দশ বছর পেরিয়ে গেছে। কর্ণেল মারা গেছে, ছেলে গেছে আমেরিকায়। আরও বেশি করে ভাববার অবসর পেয়েছি, কিন্তু প্রথম জীবনের সে উৎসাহ আর নেই। তাই বোধহয় ফিরে পাইনি সেই আনন্দ-মধুর দিন। সোম্মাকে দেখে মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত ভাল মেয়ে। অথচ জীবনের কোন স্পন্দন যেন নেই।

সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে সোম্মা সোফারকে গাড়ি তোলার নির্দেশ দিল। তারপর সোজা এল আমাদের ঘরে। বইখাতাগুলো একপাশে রেখে বলল, আজ বেড়াতে যাব না। গল্প করব।

হেসে বলল, গল্প মানে স্টোরি। আমরা তো স্টোরি টেলার নই।

সোম্মাও হেসে বলল, আমি তা জানি। আজ গুরুতর খবর এসেছে। বাড়ির বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। শুনলাম সীমান্তের প্রদেশগুলোতে হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। কম্বোজী আর ভিয়েতনামীদের দাঙ্গা। খবর শুনেই শহরে কেমন থমথমে ভাব জেগে উঠেছে। তাই বাইরে যাব না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সোম্মা বলল, জানেন ম্যাদাম, কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নানা দল। একদল বলছে, কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী আর চীনাদের তাড়াতে হবে। সারাদেশে এই বদমাশের দল অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের নিজের ঘরেই আমরা প্রবাসী। আরেক দল বলছে, কখনও না। ওরা খেটে খেতে জানে। ওরা পরিশ্রম করে, ব্যবসা করে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন ওরাই সুখের করেছে। ওরা আমাদের শত্রু নয়। অপর দল বলছে, দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে যারা পেট ভরাতে চায় তারাই বলছে কম্বোডিয়া থেকে চীনা আর ভিয়েতনামীদের তাড়াও। মানে অশান্তি হলেই নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবে।

ছুটৌউপ বলল, তুমি কোন্ দলের ?

আমি কোন দলেরই নই। আমার বাবার কারখানায় চারশ' লোক কাজ করে, তাদের মধ্যে সব জাতের লোক আছে। কোন হাঙ্গামা হলেই আমাদের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। কত লোক না খেয়ে মরবে। বাপ্‌রে। ওসব দলাদলিতে আমি নেই। আমি চাই সবাই মিলেমিশে থাকুক। গোলমালের পেছনে নাকি আছে আগের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সোনেম। আমার সঙ্গে সোনেমের ছেলেও পড়ে। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। কিন্তু কোনদিন তো এসব কথা শুনিনি ওর মুখে !

বাবার মনের কথা ছেলে কি করে বলবে। দু'জন দু'মতের হতেও তো পারে।

তাও হতে পারে। গত বছর মেকং নদীর ওপারে আমরা গিয়েছিলাম বেড়াতে। আমাদের সঙ্গী ছিল সোনেমের ছেলে। শুনবেন মজার গল্প ?

বল।

আমাদের দেশের মানুষ হল চাষী। শতকরা প্রায় নব্বুই জনই চাষী। কলেজ থেকে ঠিক করলাম চাষীদের সঙ্গে কিছুকাল আমরা বাস করব। ঠিক চাষীদের মতই থাকব সেখানে।

নদী পেরিয়ে ওপারে গেলাম।

অনেক দূর নয়। শহর থেকে চল্লিশ মাইলের ভেতর।

গ্রামের নাম কামচুয়া। চাষীদের ছোট্ট গ্রাম। পাহাড়ী টিলার গায়ে ছবির মত দেখতে। অথচ উঁচু খুব বেশি নয়। সমতল থেকে এক-সোয়াশ' মিটার, সেখানে গিয়ে উঠলাম আমরা কয়েকজন। পাঁচজন ছাত্র আর তিনজন ছাত্রী। সবাই আমরা মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দে শহরে বড় হয়েছি। বইয়ের পাতায় গ্রামের কথা পড়েছি। পথ চলতে গাড়ি গ্রাম পেরিয়ে গেছে, সেই যাবার পথেই যা গ্রাম দেখেছি। বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। গিয়েই বোকা হয়ে গেলাম। নদী পেরিয়ে ছ'কিলোমিটারের মাথায় গ্রাম। কিন্তু সব কিছু যেন হারিয়ে ফেললাম সেখানে গিয়ে। ঠিক আমরা যেন আর আমাদের মধ্যে ছিলাম না। গ্রামের মোড়ল চাউ-চাউ।

তারই কাছে গেলাম। বললাম, গ্রামে দু'চারদিন থাকব। থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

সারি সারি বাঁশ খড় আর মাটি দিয়ে তৈরী মাত্র ক'খানা ঘর। ঘরগুলোতে থাকে প্রায় পাঁচ-ছ'শ মানুষ নিয়ে তৈরী বহু পরিবার। একখানার বেশি ঘর নেই বেশির ভাগ লোকের।

আমরা থাকব শুনে চাউ-চাউয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তাই তো। তোমরা সব শহরের বড়লোকের ছেলে, পারবে কি থাকতে আমাদের এই ভাঙা ঝুপড়িতে!

বললাম, খুব পারব। দু'খানা ঘর হলেই হবে।

দু'খানা ঘর! বেশ, তোমরা যারা পুরুষ মানুষ তারা থাকবে মন্দিরে। আর মেয়েরা থাকবে আমার ঘরে।

মন্দ নয়।

সবাই সম্মত হলাম।

নিজেরা বলাবলি করলাম, এবার ওদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ওদের মনের কথা জানতে হবে।

আমাদের একজন বলল, বুঝলে মোড়ল, আমরা তোমাদের সঙ্গে চাষের কাজ করব।

চাউ-চাউ বলল, তা তোমরা পারবে কেন! আর চাষের সময়ই তো নয় এখন। এখন মাঠ খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও একবিন্দু জল নেই। খাবার জলই পাই না। চাষের জল কোথায় পাব! নইলে এ সময় তো কিছু সরষে গম লাগাতেও পারি আমরা।

জল যে চাষের বড় উপাদান সে খেয়ালও আমাদের কারও ছিল না। কারণ, কিছুই জানতাম না চাষের বিষয়।

প্রথমেই হতাশ হতে হল।

বললাম, বেশ, তোমাদের সঙ্গে আমরা কিছু কাজ করতে চাই। কি কাজ করব বল?

তোমরা আবার কি কাজ করবে! তোমাদের দেবার মত কোন কাজ তো আমাদের নেই।

কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। সবে মাত্র আমাদের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় আরম্ভ। এবার খাবার ব্যবস্থা। অনেক ঘর ঘুরে চাল সংগ্রহ হল। জ্বালানী সংগ্রহ, ভাত ফোটানো হল। সেই ভাত আর শাক সেদ্ধ বিনা আর কিছুই জুটল না। সঙ্গে মাখন ছিল ভাগ্যি। কোন রকমে তাই খেতে খেতে আমাদের চাষীদের জীবন সম্বন্ধে জানার আকাঙ্ক্ষা ঝিমিয়ে যেতে থাকে।

খেয়ে উঠেই স্থির করলাম, আর নয়। এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে চল।

ছুটোউপ বাধা দিয়ে বলল, এ সব তো তোমাদের কথা। ওদের কথা কিছু বল।

সোম্মা কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, শহরে বসে ওদের কথা ভাবা যায় না। শোবার ঘর বলতে ভাঙা ঝুপড়ি। মুরগীর খাঁচাও ওর চেয়ে ভাল। সেখানে মানুষ যে কি করে বাস করে তা ভেবেই পেলাম না। ওদের খাদ্য বলতে ভাতের মণ্ড আর শাকপাতা। পরিধেয় লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত নয়। দারিদ্র্য যে কি ভয়াবহ তা কল্পনা করা যায় না ম্যাদাম। আমরা শহরের মানুষ ওদের কথা ভাবতেই পারি না। ঠিক ওদের মধ্যে না গেলে বোঝা যায় না ওরা কত নিঃস্ব। চাউ-চাউ বলেছিল, যদি জল পেতাম তা হলে সোনা ফলাতে পারতাম। আকাশের জল যতদিন না নামছে ততদিন আর চাষ হবে না। কোন বার দেবতা দয়া করে, কোন বার দয়া করে না। আমরাও ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি।

কোন সেচ ব্যর্বস্থা নেই ?

সে কথাও ওরা বলল। ছ'কিলোমিটার দূরে নদী। নদী থেকে খাল কেটে জল আনার কোন ব্যবস্থাই নেই। সেই পুরাকালের চাষের ব্যবস্থা। মেকং-এর জল কোন কাজেই লাগে না। তবে নাকি কোথাও কোথাও বাঁধ দিয়ে জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেচ দেবার জন্য। সে যে কবে হবে, তাও বলা কঠিন।

এই বিরাট কৃষিজীবি মানুষকে যদি এইভাবে থাকতে হয়, তা হলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি দুরাশা মাত্র।

সোম্মা অত কিছু বোঝে না। বলল, শহরের মানুষের তো কোন অভাব নেই।

সকল দেশেই তাই হয়। সারা দেশের সম্পদ চুষে রাজধানীর

গরিমা বৃদ্ধি হয়। গ্রামের সম্পদ শোষণ করে শহর গড়ে ওঠে। এ তো নতুন কিছু নয়।

ম্যাদাম সারশানা এসে হাজির না হলে আরও আলোচনা করতে পারতাম। বৈকালিক জলখাবারের ডাক পড়েছে। উঠতে হল।

সারশানা তখনও ঘরে ফেরেনি।

কারখানায় গেছে। সেখান থেকে নিজের অফিসের জরুরী কাজ শেষ করে তবেই আসবে। আমরা বাস করছি শহরের বাইরে, শহরের খবর জানি না। যেটুকু সোম্মা শোনাল, বাকিটুকু জানা যাবে সারশানার কাছে, নইলে কাল সকালের সংবাদপত্রে অথবা রেডিওতে।

বেশ রাত করেই ফিরল সারশানা।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? খুবই দেরী হয়ে গেল। শহরে খুব হাঙ্গামা। কোন রকমে আসতে পেরেছি। কাল থেকে কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। আমার কারখানার কর্মীদের মধ্যে কম্বোজী আছে, ভিয়েতনামী আছে, চীনা আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ওরা সবাই জড়িয়ে পড়েছে। কি যে হবে, তা বলতে পারি না। তাই বন্ধ করে দিলাম কারখানা।

সারশানা কিছু সময় দম নিল।

তারপর আবার বলল, ঘটনাটা কিন্তু ঠিক সাম্প্রদায়িক মনে হচ্ছে না মঁসিয়ে। রাজনৈতিক চালবাজী আছে যেন পেছনে। দাঙ্গাকারীদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ভিয়েতনামী। এমন কি উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের অফিসেও হামলা হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে, পেছনে খুবই শক্তিশালীর হাত আছে। এদিকে প্রিন্সও প্যারিসে। কেমন গোলমাল মনে হচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে, তা অনুমান করতে পারছ কি?

প্রিন্সের শত্রু সংখ্যা তো কম নয়। বিশেষ করে ওপরতলার

কতকগুলো লোক সুযোগ খুঁজছিল প্রিন্সকে জব্দ করতে। তাদেরই কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হচ্ছে। রাত পোহালে সব জানা যাবে।

এখানেও তো হাঙ্গামা ছড়াতে পারে।

আশ্চর্য কিছু নয়। তবে বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা এমন জায়গায় বাস করছি যেখানে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামাই সহজে এত দূর এগোয় না। আজ পর্যন্ত কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা এদিকে হয়নি। তবুও সতর্ক থাকতে হবে। কার সঙ্গে কার যে হাঙ্গামা তা বুঝতে পারছি না। তবে জল অনেক দূর গড়াবে মনে হচ্ছে।

কথা শেষ করে সারশানা ভেতরে চলে গেল।

ছুটোউপ চুপ করে শুনছিল। সারশানা চলে যেতেই বলল, ঘটনাটা জলের মত সহজ। মার্কিন চক্রান্ত এবার কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। কম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামের আগুন এবার ছড়িয়ে পড়বে।

আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বললাম, অতদূর এগোবে না। প্রিন্স হাঙ্গামা বন্ধ করতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবে। তার জনপ্রিয়তাই হাঙ্গামা দমন করতে পারে।

সে তো ফ্রান্সে বসে।

ফিরতে হবে। রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘরে ফিরতে হবে। নইলে আরও বেশি সুযোগ পাবে অশান্তিকারীরা।

তার আগেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এই সব স্থানীয় হাঙ্গামায়। একে উপলক্ষ করে প্রিন্সের বিরুদ্ধে প্রচারে নামবে জনমত সৃষ্টি করতে।

পরের দিন সকালের সংবাদপত্রে বের হল কম্বোডিয়ার দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা। ইতিমধ্যে বিশ্বের সকল দেশে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, কম্বোডিয়াতে অশান্তি।

সবাই ভাবছে, এর আসল রূপ কি ?

লাওসে যেভাবে প্যাথেটলাও এগিয়ে আসছে লাওসের রাজধানীর দিকে, তার গতিরোধ করতে হলে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট লাওসের দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য দেবার কেন্দ্র করা দরকার কম্বোডিয়াতে। আমেরিকা এতকাল তা চিন্তা করেছে কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে পারেনি। কারণ নরোদমের নিরপেক্ষ নীতি। নরোদমের অনুপস্থিতিতে আমেরিকা সুযোগ গ্রহণ করেছে। কম্বোডিয়ার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সামরিক বড়কর্তারা হাত মিলিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করেছে আমেরিকাকে কম্বোডিয়াতে ডেকে আনতে।

সারশানা শহরে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল, শহর থমথমে। নম্ পেনের জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই। হয়ত কোথাও কোথাও সরকারী দপ্তরের সামনে সান্ত্রী বসেছে। বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে সরকারী দপ্তরগুলো। জনজীবনে কালকের আঘাতের চিহ্নও নেই। তবে হাঙ্গামা ছড়িয়েছে রাজধানী থেকে দূরে। যেখানে কম্বোজীরা জনসংখ্যায় বেশি সেখানেই হাঙ্গামা বেশি।

বললাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে সরকার কি আগ্রহী নয় ?

ঠিক বুঝতে পারলাম না, মঁসিয়ে। সরকারী অফিসগুলোতে পাহারা বসেছে, কোথাও কোথাও পিকেট আছে কিন্তু তাদের মতলব যে কি, তা বুঝতে পারলাম না। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে এ তো জানা কথা। বিশেষ করে ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার বিপদও অনেক। ভিয়েতনামীরা বাস করছে সীমান্ত অঞ্চলে। তাদের পাশেই রয়েছে ভিয়েতকংরা, তারা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে ভিয়েতনামীদের। এর ফলে দাঙ্গার চেহারা রাজনৈতিক রূপ নিতেও পারে। সরকার এখন যাদের হাতে তাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। কম্বোডিয়ার সৈন্যবাহিনী দুর্বল। ভিয়েতকংদের

সঙ্গে লড়াই করা, আবার প্যাথেট লাওদের প্রতিরোধ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

আমেরিকা তো সাহায্য করছে।

করছে গোপনে। সাক্ষাৎভাবে যতক্ষণ আসতে না পারছে ততক্ষণ এই অবস্থার কোন পরিবর্তন অসম্ভব। পার্লামেন্টের সদস্যরা পার্লামেন্টের অধিবেশনে বসছে আগামী মঙ্গলবারে। তারা এই অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করবে, কি করা উচিত স্থির করবে। তারা কি করে সে দিকেই সবার লক্ষ্য।

দিনটা ভালই কাটল।

সন্ধ্যাবেলায় খবর এল, শহরে আবার গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে। সামরিকবাহিনী গুলি চালিয়েছে। হতাহত কতজন তা জানা যায়নি।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ আসতে বিলম্ব ঘটল। শহরের অবস্থা যে ভাল নয় তা বুঝতে অসুবিধা হল না। অবশেষে সংবাদপত্র এল, খুলেই দেখলাম কালকের দাঙ্গায় বহুজন নিহত ও আহত হয়েছে। কিন্তু এরা কোন্ সম্প্রদায়ের। সে কথা স্পষ্ট করে বলেনি। তবে বেশ ফলাও করে সংবাদ দিয়েছে সীমান্ত অঞ্চলের। সেখানে ভিয়েতনামীরা কম্বোজীদের আক্রমণ করেছে। ভিয়েতনামীদের আক্রমণে বহু কম্বোজী হতাহত হয়েছে। সংবাদ পরিবেশনের ধারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল নির্বিচারে নির্মমভাবে সরকারী যন্ত্র ভিয়েতনামীদের হত্যা করেছে রাজধানীতে।

সারশানা নিজেও শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

সোম্মা কলেজ কামাই করে ঘরে বসে। সামনে ট্রানজিস্টার। পৃথিবীর বিভিন্ন স্টেশন ঘোরাচ্ছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

হ্যানয়ের সংবাদ: আমেরিকার অর্থপুষ্ট কিছু দক্ষিণপন্থী ছাত্র উত্তর ভিয়েতনাম রিপাবলিক ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম রিপাবলিকের দূতাবাস জ্বালিয়ে দিয়েছে। দূতাবাসের কর্মচারীদের প্রহার

করেছে, কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র ও দাঙ্গাকারী মব্ পেনের রাস্তায় বহু ভিয়েতনামীকে হত্যা করেছে, বহুজন আহত হয়েছে। ভিয়েতনামী ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের দোকান লুঠ করেছে ও পুড়িয়ে দিয়েছে। গত তিনদিন যাবত ভিয়েতনামীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে। পুলিশ ও সামরিকবাহিনী দাঁড়িয়ে দেখছে, কোন রকমেই দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করছে না। উত্তর ভিয়েতনাম সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কম্বোডিয়া সরকারের কাছে।

সংবাদ পৌঁছল ফ্রান্সে। সিহানুক বুঝতে পারল অবস্থা। প্যারিস থেকে তার মায়ের কাছে চিঠি দিল, "এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত যে, ব্যক্তিগতভাবে যারা সোস্যালিষ্ট শিবিরের সঙ্গে কম্বোডিয়ার মিত্রতার বিরোধী তারাই এই ধরনের ঘটনা চেয়েছিল এবং তারাই এর উদ্যোক্তা। দেশের ও দেশের জনগণের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীর স্বার্থই এদের কাছে বড়।"

সিহানুকের চিঠির বয়ান ছেপে বের হল পশ্চিমী কাগজে। এর মধ্যেই ঘটনা আরও দ্রুত তালে চলতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু কারা ব্যক্তিস্বার্থে এই ঘৃণ্য কাজে উৎসাহ দিচ্ছে ?

তাদের খুঁজতে বিশেষ বিলম্ব হয়নি।

এগার মার্চে ঘটনার আরম্ভ। সপ্তাহ শেষ না হতেই পার্লামেন্টের অধিবেশন, রাষ্ট্রপ্রধান তখন অনুপস্থিত। গোপনে শলা-পরামর্শ শেষ।

আঠার তারিখ সকালে সংবাদপত্র খুলে চমকে উঠল পৃথিবীর সকল মানুষ—The Combodian Head of the State, Prince Norodam Sihanouk was deposed today in a bloodless take over that placed power in the hands of a General considered his heir apparent.—(Reuter).

কাগজ থেকে মুখ তুলে সারশানা গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কালকেই খবরটা পেয়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস

করিনি। পার্লামেন্ট থেকে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করার। তার জায়গায় সকল ক্ষমতা পেয়েছে জেনারেল লন্। কিন্তু এতে কতটা জনসমর্থন আছে সেটাই প্রশ্ন। তারই ওপর নির্ভর করছে কম্বোডিয়ার ভবিষ্যত।

পোম্পা ট্রানজিস্টার খুলে দিতেই নতুন সরকারের ঘোষণা শোনা গেল:

"Following the grave crisis caused by the events of the past few days, the Royal Council and the National Assembly, with a unanimous vote withdrew their confidence on Head of State Prince Norodam Sihanouk. From 1 p.m. today (17.3.70), Prince Norodam Sihanouk is no longer Head of State. In his place has been appointed the National Assembly Chairman M. Chen Heng, according to the Constitution, until such time as an election is held to replace him. Other Ministries, international agreements and laws remain unchanged." (Associated Press).

দেশের অবস্থা বিবেচনা করে জাতীয় পার্লামেন্ট রাজকুমার নরোদম সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, তার জায়গায় মঁসিয়ে চেন হেং-কে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। যতদিন নির্বাচন না হয় ততদিন চেন হেং চেয়ারম্যান থাকবে, অন্য কোন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে।

আর নরোদম তখন কোথায়?

প্যারিস থেকে নরোদম গিয়েছিল সোভিয়েতে। সেখানে নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষ করে পিকিং যাবার উদ্দেশ্যে

নরোদম বিমান ঘাঁটিতে এসেছে। এমন সময় এই সংবাদ পৌঁছল মস্কোয়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে বিমান ঘাঁটিতে। সেখানেই সংবাদ পরিবেশন করল এই ক্ষমতাচ্যুতির।

নরোদমের কপালে দেখা গেল কুঞ্চন কিন্তু কোসিগিন তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই।

কম্বোডিয়ার অনেক ছাত্র পড়াশোনা করে সোভিয়েতে। তারাও এসেছিল বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। তাদের ডেকে নরোদম বলল, আমাদের দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। সামরিক জেনারেলরা ক্ষমতা দখল করেছে। এইমাত্র সেই সংবাদ আমাকে জানাল সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী।

ছাত্ররা বলল, তুমি এখনও আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান। সামরিক অভ্যুত্থান অন্যায় ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। পেছনে নিশ্চয়ই কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কাজ করছে।

কোসিগিন কিন্তু নরোদমকে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই বিদায় সম্বর্ধনা জানাল। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তার ক্ষমতাচ্যুতিকে গ্রাহ্যই করল না।

নরোদম বিমানে উঠল। বিদায় নিয়ে বলল, এটা হবার আশঙ্কা ছিল।

বিমান নরোদমকে নিয়ে পিকিং-এর পথ ধরল।

সিহানুক ক্ষমতাচ্যুত হল কেন?

জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এই সামরিক বিশ্বাসঘাতকতাকে মোটেই স্বীকার করল না। সিহানুক পিকিং-এ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এসে হাজির হল। পিকিং-এর সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীরা কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই গ্রহণ করল সিহানুককে।

ওদিকে রাতারাতি আমেরিকা কম্বোডিয়ার নতুন সরকারকে স্বীকার করে নিল। বৃটেন ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত কম্বোডিয়ার সামরিক সরকারকে আইনানুগ ন্যায্য সরকার বলেই মেনে নিল কিন্তু অপর কোন রাষ্ট্র স্বীকার করল না নতুন সরকারকে কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরূপে। বিশেষ করে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ তখনও সামরিক সরকারকে স্বীকার করেনি।

রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পেল এতেই।

কিন্তু কয়েক বৎসর আগে নক্রুমা যখন চীন সফরে গিয়েছিল তখন ঘানাতেও রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করেছিল। সেখানেও নক্রুমার সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সাহায্য-গ্রহণকে আমেরিকা ভাল চোখে দেখেনি। নক্রুমার অনুপস্থিতিতে সিয়ার (C. I. A) প্ররোচনায় সামরিক নেতারা ক্ষমতা দখল করেছিল। তখন চীন নক্রুমাকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দেয়নি অথচ নরোদমকে বেশ স্বীকার করে নিল। ঘানার নতুন সরকারকে ঘানার ন্যায্য প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু কম্বোডিয়ার নতুন সরকারকে মোটেই স্বীকার করে নিল না কেন! নক্রুমা ও নরোদমের ব্যক্তিগত চরিত্রই এর প্রধান কারণ। নক্রুমার ভূমিকা ছিল সুবিধাবাদীর ভূমিকা। সে দুধ ও তামাক খাবার যে পরিকল্পনা করেছিল তার ফলে আমেরিকার বিষদৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। আবার সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও সে কোন স্থান করে নিতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কেউ-ই নক্রুমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি, বিশেষত নক্রুমা ঘানার সাধারণ মানুষের জন্য এমন কিছু করেনি যা জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করার কারণ হতে পারে। মুখ্যত ঘানার অর্থনীতিতে ইংরেজের প্রাধান্য এবং সেই প্রধান্য বজায় রাখতে নক্রুমার ব্যক্তিগত লাভ, এ সব বিষয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরে অজ্ঞাত ছিল না। ফলে নক্রুমা ঘরের সাহায্যও পায়নি, ঘাটের সাহায্যও

পায়নি। কিন্তু নরোদম যদিও অভিজাত রাজধর্মী কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশী। তার পিউপিলস সোস্যালিষ্ট কমিটি ছিল জনসাধারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কম্বোডিয়ার চাষীর দুরবস্থা মোচনে নরোদম সব সময় সচেষ্ট ছিল। অবশ্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে বলে ঘোষণা হয়েছে। নরোদম গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ পায়নি।

নরোদম বুঝত, দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে না পারলে কোন ক্রমেই দেশের উন্নতি হবে না। দেশের বেকার সমস্যা দূর করতে হলে চাই শিল্পোন্নয়ন। সেদিকেও ধীরে ধীরে নজর দিচ্ছিল। শিক্ষা খাতে রাজস্বের তেইশ ভাগ নির্দিষ্ট করাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিল্পোন্নয়নের পথে বিঘ্ন মূলধনী টাকার অভাব। সে অভাব পূরণ করতে হলে তাকে হাত পাততে হত আমেরিকা অথবা অন্য কোন দেশের কাছে। নরোদমের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতির জন্য কোন দেশই মূলধন খাটাতে রাজি নয়, শিল্পে অনুন্নত দেশের বাজার ছাড়তেও রাজি নয় শিল্পোন্নত দেশ। সেজন্য শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ হয়নি সেখানে।

কম্বোডিয়ার সামরিক সরকারকে স্বীকার করে নিলেই আমেরিকার পক্ষে কম্বোডিয়াতে সৈন্য নামানো সহজ হবে। বর্তমান কম্বোডিয়ার তাঁবেদার সরকার দেশ রক্ষার অজুহাতে আমেরিকাকে ডেকে আনবে। এর ফলে যে যুদ্ধ ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ রয়েছে তা ছড়িয়ে পড়বে গোটা ইন্দোচীনে। চীন, ভিয়েতনাম, লাওস প্রভৃতি দেশ কোন ক্রমেই কম্বোডিয়ার বুকের ওপর আমেরিকার আঘাত সহ্য করতে রাজি নয়। যদি কম্বোডিয়াতে আমেরিকা একবার তার বুট রাখতে পারে, তা হলে ভিয়েতনাম, লাওসকে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। সে জন্য কম্বোডিয়ার সামরিক সরকারকে কোন ক্রমেই স্বীকার করতে রাজি নয়।

সামরিক সরকারও জানে, নরোদম যদি কোন রকমে কম্বোডিয়াতে হাজির হয়, তা হলে তার জনপ্রিয়তা এত বেশি যে জনসাধারণ বিদ্রোহ করতে পারে। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্যও পাবে। সেজন্য সর্বাগ্রে সামরিক সরকার নরোদমের প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে, ইতিমধ্যেই "Troops were in the street and around the Phnom Penh air port."—সৈন্য নামিয়েছে রাস্তায়, বিমানঘাঁটিতে সৈন্য পাহারা বসে গেছে। কারণ নরোদম সমর্থকদের দমন ও নরোদমের প্রত্যাবর্তনের পথ রোধ করা।

আমরা রাজধানীর উপকণ্ঠে বসে। আশঙ্কা নিয়েই বাস করছি।

রেডিও সংবাদ : জেনারেল লন্ নল্ প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা-মন্ত্রীর আসনে বসেছে।

সহকারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছে রাজবাড়ির ছেলে প্রিন্স সিসোয়াথ শিরিক মাতাক।

অভিজাত আর সামরিক নেতাদের কারসাজি, এটা বুঝতে কারও বাকি থাকল না।

জেনারেল লন্ সব সময়ই নরোদমের নীতিকে অবিশ্বাস করেছে। কম্বোডিয়ার মানুষ রাজপরিবারকে বিশেষ সম্মান করে। রাজ-পরিবারকে বাদ দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো সহজ নয় বুঝেই প্রিন্স সিসোয়াথকে সঙ্গী করেছে। আর তাদের পেছনে কাজ করছে আমেরিকা।

কম্বোডিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে যে অভিনয় হল, তার পেছনে ছিল জেনারেল লন্ নল্। সংবাদে জানা গেছে, "General Lon organised recent street demonstrations and hooli-ganism."

সব ঘটনাগুলো যখন সামনে এসে হাজির করল সারশানা তখন ছুটৌউপ গম্ভীরভাবে বলল, আমার মনে হচ্ছে এই শেষ নয়।

সারশানা বলল, নিশ্চয়ই। জল আরও অনেক দূর গড়াবে ম্যাদাম। ভিয়েতনামের আগুন ছড়িয়ে পড়বে কম্বোডিয়াতে। তবে জেনারেল লন্ খুব বোকা লোক নয়। তার হাতে যে ক্ষমতা তুলে নিয়েছে তার সাফাই গাইতে সংবিধানের দোহাই দিয়েছে। বলছে, দেশের পার্লামেন্ট তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। দেশ সিহানুককে চায় না। কারণ তার দুর্বল নীতি। ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংদের প্রতিরোধ করতে নরোদম অসমর্থ, সেজন্য শক্ত মানুষ লন্‌কেই দেশের লোক রাষ্ট্রের হাল ধরতে বলেছে। তবে বেশি দিন নয়। আগামী নির্বাচন অবধি। নির্বাচনে দেশের লোকই স্থির করবে, কার হাতে ক্ষমতা থাকবে। অবশ্য নরোদমের হাতে কোনক্রমেই নয়।

বললাম, শহরের অবস্থা কেমন ?

শান্ত। হাট-বাজারে কেনাবেচার একটুও তারতম্য নেই। প্রথম ক'দিন একটু ভয় ভয় ছিল। সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে শহরের মানুষ। তারা স্বাভাবিক জীবনেই ফিরে এসেছে। কোথাও কোন চিহ্ন নেই গত ক'দিনের রাজনৈতিক ঝড়ের।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। এটা কি সম্ভব ?

হ্যাঁ, সম্ভব। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে ফরাসীরা। শহরের মানুষ বিশেষভাবেই পরগাছা ও বিলাসী। তারা সামান্য সময় ক্ষতি করতে পারে রাজনৈতিক উত্থানপতনে, তার বেশি সময় দেবার সময় তাদের নেই। দেশের রাজনীতির চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বড় জিনিস।

বিকেলবেলায় সোম্মা এসে বলল, চল আমরা শহর বেড়িয়ে আসি। বাবা শহরে গেছে কারখানায়। কাল থেকে কারখানায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। এখন আর বাবার দেখা পাওয়া যাবে না। আমাদেরই বের হতে হবে বাবাকে বাদ দিয়ে।

শহরে যাওয়া কি নিরাপদ ?

নিশ্চয়। আজই কলেজ থেকে এসেছি। কোথাও কোন

গোলমাল নেই। ক'দিন আগে যে কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, তা বুঝতেও পারবে না। পুলিশ আর সৈন্য পথে টহল দিচ্ছে। কোন ভয় নেই ম্যাদাম!

সোম্মার অনুরোধে আমরা তার গাড়িতেই উঠে বসলাম।

গাড়ি গ্রাম ছেড়ে শহরের পথ ধরল।

আমাদের চোখ ছিল বাইরের খোলা মাঠে আর সামনের রাস্তায়। লোক চলাচল স্বাভাবিক, গাড়ি-ঘোড়ারও অভাব নেই। সোম্মা ও সারশানা ঠিকই বলেছে, শহরের অবস্থা স্বাভাবিক। নইলে এভাবে লোক চলাচল সম্ভব হত না।

গাড়ি শহরে প্রবেশ করল।

পার্কের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা পার্কে ঢুকে পড়লাম।

বেশ জন-সমাগম সেখানে।

কৃষ্ণচূড়ার গাছের সারি।

লাল ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে। গাছের তলায় জোড়া বেঁধে বসে আছে তরুণ-তরুণী। হাসি-হুল্লোড়ে মত্ত ওরা। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে খুবই তৎপর সবাই। কারও মুখে উৎকণ্ঠার কোন চিহ্ন নেই। পরিবেশ বড়ই মনোরম মনে হল।

আমরা গিয়ে বসলাম পার্কের বেঞ্চে।

সোম্মা হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল। আমাদের চুপ করে বসে থাকতে দিতে চায় না। বলল, দেখছ তো নম্ পেনকে। বাজারে দোকানে পসারীর ভীড়। খদ্দেরের যেমন আনাগোনা তেমনি দেখ শহর কোলাহল মুখর। সিনেমা থিয়েটার কেমন গমগম করছে! কেউ বলতে পারবে, ক'দিন আগে এখানে গুরুতর হাঙ্গামা হয়ে গেছে? তোমরা এই শহর দেখে বুঝতেও পারবে না শহরের বাইরে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।

ছুটোউপ বলল, তা ঠিক। আচ্ছা সোম্মা, তরুণ-তরুণীদের এই ভীড়ে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না?

সোম্মা লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করে বলল, না বলতে পারছি না।

তোমার তো কোন পুরুষ বন্ধু দেখছি না!

বন্ধু বলতে যা বুঝাতে চাও তা আমার নেই। অতি সামান্য আমার সঙ্গে তাদের পরিচয়। ঘনিষ্ঠ হবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা দেয়নি।

কেন?

আমার মনের কাছে এখন পরিষ্কার হতে পারিনি। কিভাবে আমার জীবনধারা চলবে তা যতক্ষণ না ঠিক করতে পারছি ততক্ষণ সঙ্গী ঠিক করা ভুল হবে মনে করি। আর এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করলে আমার পড়ার ক্ষতি হবে ম্যাদাম।

হঠাৎ সোম্মা উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, এই নিম সোয়া এদিকে এস।

স্বাস্থ্যবান সুন্দর ফুটফুটে চেহারার একজন যুবক এগিয়ে এল।

তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।

সোম্মাও হাসতে হাসতে বলল, তোমাকেও আশা করিনি। তোমাদের কাজকর্ম কেমন চলছে!

নিম সোয়া হেসে বলল, কাজ আর কি করে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যূহ ভেদ করা সহজ কি। আমাদের প্রোচিয়াচোন (Combodian Communist Party) পার্টিকে সিহানুক দমন করতে সব সময় চেষ্টা করেছে। এখন তো ঘোরতর উগ্র দক্ষিণপন্থীদের হাতের পুতুল হয়েছে গোটা দেশটা। এখন কথা বলারই উপায় নেই।

অথচ সিহানুক গেছে রাশিয়া-চীনের সাহায্য চাইতে।

কিন্তু সিহানুকের ধারণা আমরা তাকে উচ্ছেদ করতে চাই। (awaiting a suitable time to destroy his regime) আমরা চাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। সিহানুক সমাজতন্ত্রের কথা বলে অথচ সে হল খাঁটি অভিজাত সামন্ত। রাণী অর্থাৎ সিহানুকের মায়ের বড় জমিদারী হল নম্ পেনের বেশ্যালয়গুলো। বেশ্যালয়গুলো

রাণী পরিচালনা করে। সিহানুক নিজের মায়ের পাপ প্রতিরোধ করতে পারেনি, সে কি করে দেশে সমাজতন্ত্র আনবে বলতে পার? এদের তো চিনতে পারলাম না!

বাবার বন্ধু ও তার স্ত্রী। থাই দেশ থেকে এসেছে। আমাদের অতিথি।

বাধা দিয়ে বললাম, একটু ভুল হল সোম্মা। আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। আমি ভারতীয় সাংবাদিক, উনি আমার বন্ধু ও সহায়ক।

সোম্মা লজ্জিতভাবে বলল, ভুল হয়েছে। ক্ষমা করুন। আমার এই বন্ধু নিম সোয়া আগে কাজ করত আমাদের কারখানায়। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। এই তার অপরাধ। চাকরি গেছে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব এখনও রয়েছে। বাবা ওকে পছন্দ করে কিন্তু ওর কাজকর্ম পছন্দ করে না। তাই চাকরি না থাকলেও আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি আজও।

নিম সোয়া মিষ্টি হেসে বলল, আমরা হলাম চাকর-বাকর লোক, আমার মত লোকের সঙ্গে এর কি কোন বন্ধুত্ব থাকতে পারে। এরা দয়া করে আমার মত অভাজনকে।

ছুটোউপ বেশ আগ্রহী হয়ে বলল, তুমি তো দেখছি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তোমার কাছেই অনেক কিছু জানা যাবে।

নিম সোয়া লজ্জিতভাবে বলল, কম্বোডিয়াতে রাজনীতি মানেই সিহানুক। এতকাল সেই ছিল গোকুলের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

ঠিক তা মনে হচ্ছে না মঁসিয়ে। মনে হচ্ছে গভীরে আরও কিছু আছে।

অবাক হয়ে ছুটোউপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিম সোয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলার ইচ্ছা নিয়ে থেমে গেল।

আমাদের ঔৎসুক্য তখন প্রবল। তা বুঝতে পেরেই সে বলল, সিহানুক রাজার ছেলে, রাজার জাত। তার রাজনীতিতে রাজতন্ত্রের

দুর্গন্ধ থাকবেই। তবে সিহানুক মনে করে এমন একদিন আসবে যখন চীন এশিয়ার নেতৃত্ব করবে।

সিহানুক তা হলে চীনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেছে।

নিম সোয়া এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, তা ঠিক। (China is bound eventually to dominate at least continental South-East Asia) কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তার মতবাদ কোন সময়ই ভাল নয়। ভাল হওয়াও উচিত নয়। রাজকীয় সুখ সম্ভোগকে পরিত্যাগ করে চাষা-ছোটলোকদের রাজত্ব সহ্য করা সম্ভব নয় তাও জানি, তবুও সিহানুক কিছুটা libreal democrat. তাই তার শত্রু ঘরে ও বাইরে। সিহানুককে তাড়াবার বেশ ভাল চক্রান্ত চলছে এতকাল। এই চক্রান্তের একজন নেতা সন নগক্ খান বসে আছে থাইদেশে। থাইদেশে আমেরিকার প্রভাবে ও রক্ষা-ব্যবস্থায় নগক্ কাজ করে চলেছে, এর অনুচররা দক্ষিণ-ভিয়েতনামেও জাল ছড়িয়েছে। গোলমাল বাধাতে থাইদেশও পিছিয়ে নেই। কম্বোডিয়ার কিছু অংশের ওপর দাবী জানিয়েছে থাইদেশ, আবার যে অল্পসংখ্যক কম্বোডিয়ান বাস করছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করছে দক্ষিণ-ভিয়েতনামের শাসকরা।

সোম্মা বলল, তোমাদের কথা ছেড়ে অন্য কথা বলছ নিম সোয়া।

আমি আমার দেশের কথা বলছি সোম্মা দেবী। সিহানুক হয়েছে বলীর পাঁঠা। কে যে কখন তাকে হাড়িকাঠে ফেলবে সেটাই হল দেখবার মত জিনিস। দক্ষিণ ভিয়েনামে আমেরিকা রেডিও স্টেশন বসিয়ে কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, কারণ সিহানুক আমেরিকান সৈন্য নামাতে দেয়নি কম্বোডিয়ার জমিতে। স্বাধীন কম্বোডিয়ার ধূয়া তুলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন তাঁবেদার সৈন্য পাঠাতে চেষ্টা করছে কম্বোডিয়াতে। সীমান্তে উভয় পক্ষের ছোটখাট লড়াই হচ্ছে। সুযোগ নিচ্ছে ভিয়েতকংরা। আমেরিকা

এইভাবে যদি কম্বোডিয়াতে ঢুকে পড়ে তা হলে মুক্তিফৌজের পক্ষে বিপন্ন হওয়া আশ্চর্য নয়। সেজন্য মুক্তিফৌজও মার্কিনী তাঁবেদারদের গতিরোধ করতে অগ্রসর হচ্ছে। সিহানুক উভয় সঙ্কটে। সর্বপ্রথম যদি মার্কিনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তা হলে কম্বোডিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হবে।

সোম্মা উৎসুকভাবে বলল, আজকাল যে হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি?

নিশ্চয় আছে। বাষট্টি সালে সিহানুক দাবী করল কম্বোডিয়ার গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা সবাই স্বীকার করে নিক। লাওসের জন্য যেমন চোদ্দটি বৃহৎশক্তি অন্তত কাগজে কলমে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা স্বীকার করেছে, সেইরকম একটা কিছু কম্বোডিয়ার জন্যও প্রয়োজন। বিদেশী শক্তি যাতে কোন ক্রমেই কম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য প্রতিশ্রুতি চাই। কিন্তু ইংরেজ আর আমেরিকা প্রস্তাব দিল, তোমরা বাপু থাইদেশ আর দক্ষিণ-ভিয়েত-নামের সঙ্গে তোমাদের বিরোধ মীমাংসা করে নাও। তারপর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ ইংরেজ আমেরিকা আগুনের মধ্যে টেনে নিতে চায় কম্বোডিয়াকে। সিহানুক রাজি হল না।

কথার মাঝে আমি বললাম, আর নয়। এবার ফিরতি পথ ধরা যাক। পথ ঘাট খুব নিরাপদ নয়।

নিম সোয়া হেসে বলল, বিপদ যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে হতে পারে মঁসিয়ে। কম্বোডিয়ার জনজীবনে সকালের ক্ষত বিকেলে শুকিয়ে যায়।

হেসে বললাম, লক্ষণ খুব ভাল নয় বন্ধু।

তবুও কম্বোডিয়ার জীবন চলছে। এত বেশি হাঙ্গামার পর শহর কেমন শান্ত। অথচ হাঙ্গামা হচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে। তার ছোঁয়াচ এখানে পাবে না। সিহানুক থাকলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত। বর্তমান সরকার কি করবে কে জানে! ইংরেজ-আমেরিকার

বিশ্বাসঘাতকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিহানুক যে বলিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছিল সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। তা তো আর হবে না। আমেরিকার সাহায্য আমরা চাই না। ইংরেজের সাহায্য আমরা চাই না। সিহানুক সব পুঁজিবাদী দেশের বিশ্বাসঘাতকতায় বীতশ্রদ্ধ। হাত বাড়াল চীনের সাহায্য লাভ করতে। তার বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভিয়েতনাম থেকে যে বেতার প্রচার চলছিল তার অবসান দাবী করল। আমেরিকা তার দাবী অগ্রাহ্য করে যথারীতি অপপ্রচার করতে থাকে। অবশেষে সিহানুক ওয়াশিংটন ও লণ্ডন থেকে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে এনে ফরাসীদের দ্বারস্থ হল কম্বোডিয়া উন্নয়নে সাহায্য পেতে।

কিন্তু চীন কেন এল না কম্বোডিয়াকে সাহায্য করতে!

কারণ, ভিয়েতকংরা এরপরও কম্বোডিয়ার জমিতে বসে দক্ষিণ-ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিল কম্বোডিয়ার নিষেধ অগ্রাহ্য করে। চীন ইচ্ছা করলেই এই অনধিকার প্রবেশ রোধ করতে পারত। অথচ তা করেনি, এটাই হল সিহানুকের অভিযোগ। এই অভিযোগ সরাসরি চীনের বিরুদ্ধে। এর ফলে ঠিক সদ্ভাব যাকে বলে তা আর রইল না। সিহানুক না পেল পুঁজিবাদীর সাহায্য, না পেল সমাজবাদীর সাহায্য। তখন সিহানুক ভারসাম্য হারিয়ে তার মন্ত্রীসভা থেকে বামপন্থী দু'জন মন্ত্রীকে বিদায় করে দিল। এই মন্ত্রীরা চীনের ভৃত্য বলে অভিযোগ করল সিহানুক। ফলে কম্যুনিষ্টরা অসন্তুষ্ট, সিহানুক কারও কোন সমর্থন পেল না।

নিম সোয়া থামতেই আমরা উঠে পড়লাম।

বললাম, খুশী হলাম তোমার কথা শুনে। ভবিষ্যতে আরও শোনার অপেক্ষা করব।

নিম সোয়া হেসে বলল, অনেক কিছু জানার আছে মঁসিয়ে। আবার দেখা হলে বলব সব কথা। আমরা এখন বিপন্ন। আমাদের ওপর ঝামেলা আসবে সেটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, নমস্কার।

সোম্মার গাড়িতে উঠে বসতেই সোম্মা বলল, সিহানুকের কম্যুনিষ্ট বিরোধী মনোভাবের কারণ দেশকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের ওপর তার বিরূপ মনোভাব ছিল না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের অস্থায়ী সরকারকেও স্বীকার করেছিল সিহানুক। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন তাঁবেদার সরকারকে অস্বীকার করতেও ভয় পায়নি। নিম সোয়া যেভাবে সিহানুকের কথা বলল তা ঠিক নয় ম্যাদাম। তা যদি হত তা হলে ভিয়েতনামীদের নববর্ষ উৎসব 'টেট'এ নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাত না উত্তর ভিয়েতনামকে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের অস্থায়ী সরকারকে। আসল কথা সিহানুককে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ থাকতে দিতে চায় না মার্কিনরা। সেজন্য নানা ছলা-কলার আশ্রয় নিয়েছে।

ছুটৌউপ ও আমি শুনছিলাম। কোন কথা বলছিলাম না। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আমাদের দৃষ্টি আধা-আলো আধা-অন্ধকার উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে।

একবার মাত্র ছুটৌউপ বলল, সিহানুক কি এখানেই থামবে?

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। কম্বোডিয়ার মানচিত্রই স্থির করবে সিহানুকের গতিপথ। কম্বোডিয়ার ভৌগলিক অবস্থান তাকে জড়িয়ে ফেলবে সর্বনাশা রক্তক্ষয়ে। আমার সেই আশঙ্কাই আছে। অবশ্য নির্দিষ্ট করে এখনও কিছুই বলা যায় না।

সিহানুক প্রধানমন্ত্রী নয়, রাষ্ট্রপ্রধানও নয়।

রাশিয়ার জমি ত্যাগ করে পিকিং রওনা হবার আগেই সিহানুক জেনেছে তার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে সিয়ার চক্রান্তে সামরিক কর্তারা ক্ষমতা দখল করেছে। ক্ষমতা দখলের পর তারা নিজেদের কাজকে লোকচক্ষে আইনসম্মত করতে পার্লামেন্টের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তাকে শোধন করেও নিয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিরা সিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতি সমর্থন করছে।

সিহানুক পৌঁছল পিকিং-এ। বিমান ঘাঁটিতে চীনের নেতারা

তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাল এবং স্বীকার করে নিল সিহানুককে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই।

রাজনীতির জট পাকানো হল।

চীন কিন্তু নক্রুমাকে ক্ষমতাচ্যুতির পর রাষ্ট্রপ্রধানরূপে গ্রহণ করেনি। অবশ্য তাকে ফিরে যাবার সব সুবিধে করে দিয়েছিল, সম্মান প্রদর্শনে কোন ত্রুটি করেনি কখনও। অথচ প্রিন্স নরোদম সিহানুককে তারা রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা কেন দিল!

কম্বোডিয়ার মানচিত্র-ই তার কারণ। কম্বোডিয়ার ভৌগলিক অবস্থান তার জন্য দায়ী।

উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চল, লাওস, চীন নিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক শিবির তার নিরাপত্তার জন্যই সিহানুককে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এটাই হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

লাওস ও কম্বোডিয়া বর্তমান এশিয়ার সর্বাধিক পশ্চাদ্‌পদ দেশ। তবুও কম্বোডিয়াতে কিছু কিছু ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে, কিছু কিছু সড়কপথ ও রেলপথ চালু আছে, লাওসে তাও নাই। ফরাসীরা লাওস ও কম্বোডিয়াকে সামন্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কাঁচামাল সরবরাহের ঘাঁটি করে রেখেছিল ছুটো দেশকেই। লাওসে গ্রাম্য-কেন্দ্রিক অর্থনীতি থাকলেও সামন্তদের অত্যাচার ছিল ভয়ঙ্কর। লাওসে নারী-বিক্রয় হয় প্রকাশ্যে, কম্বোডিয়াতে বারাঙ্গনা-বৃত্তির পরিপোষক রাজপরিবার।

অথচ পাশেই মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থাকে বিদূরিত করেছে চীন ও ভিয়েতনাম। তা সম্ভব হয়েছে জনজাগরণে, সম্ভব হয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। তার ঢেউ এসে লেগেছে লাওসে ও কম্বোডিয়াতে। লাওস ইতিমধ্যেই প্যাথেটলাওয়ের নেতৃত্বে কিছুটা এগিয়েছে, কম্বোডিয়া সব সময় দ্বিধাগ্রস্থ। কম্বোডিয়া না পেরেছে চীনের সঙ্গে পাকাপাকি মিতালি করতে, না পেরেছে ইঙ্গ-মার্কিনকে

সহ্য করতে। ইঙ্গ-মার্কিনকে যেমন বিদায় করে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে, তেমনি চীনের সঙ্গেও সৌহৃদ্য স্থাপন করতে পারেনি, এমন কি সিহানুক তার মন্ত্রীসভা থেকে বামপন্থীদের বিদায় করেছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ থাকার অজুহাতে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমেরিকার পক্ষে কম্বোডিয়ার ওপর নজর রাখা হল স্বাভাবিক। উত্তর লাওসে কম্যুনিষ্ট প্যাথেটলাও এগিয়ে আসছে, পূর্বদিক থেকে ভিয়েতনামের অগ্রগতি। আর এই অগ্রগতি রুখতে হলে সায়গনকে ভরসা করে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লাওসের প্যাথেটলাওদের ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের সরকারকে আঘাত করার প্রয়োজন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে। সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গনের ক্ষেত্র হল কম্বোডিয়া। মানচিত্রে কম্বোডিয়ার অবস্থানই সিহানুকের ক্ষমতা-চ্যুতির অন্যতম কারণ।

আবার চীনের পক্ষে সিহানুককে সমর্থন করার অর্থ আমেরিকার গতিরোধ করা। আমেরিকার সিহানুককে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করার অর্থ কম্বোডিয়াতে আস্তানা করে ভিয়েতনাম ও লাওসকে আঘাত করা। চীনের পক্ষে আমেরিকার অগ্রগতি মোটেই শুভদায়ক নয়। নরোদম যদিও কম্যুনিষ্ট নয় তবুও সে আমেরিকা ও ইংরেজ বিরোধী। তাকে তার ক্ষমতায় বসাতে পারলে আমেরিকার দুষ্ট বুদ্ধির অনুপ্রবেশকে রোধ করা সম্ভব। সেজন্যই চীন সিহানুককে সমর্থন জানাচ্ছে।

এই ঘটনাগুলো নিজেদের মধ্যে বিশ্লেষণ করে ছুটোউপকে নিয়ে আবার পথ ধরলাম।

মেকং নদী কম্বোডিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। লাওস থেকে সোজা পথ এসেছে নদীর পূর্বদিক দিয়ে। এই পথই গেছে সায়গনে, আরেকটা পথের শাখা গেছে আংকোর ভাট হয়ে থাইদেশে, অপর একটি শাখা সায়গনকে যুক্ত করেছে নম্ পেনের সঙ্গে। এই পথ

যাদের দখলে তাদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা সহজ। নদীর পূর্বতীরে ভিয়েতনামী আশ্রয়প্রার্থীরা বাস করছে বিশ বাইশ বছর যাবত। নদীর পশ্চিম কিনারায় ধীরে ধীরে ভিয়েতনামীরা বসতি স্থাপন করেছে।

অসুবিধা হল কম্বোডিয়ায় সামরিকবাহিনী নিয়ে। তাদের সামর্থ্য যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি তাদের জনসংখ্যাও এমন কিছু নয় যাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত কোন আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা যায়।

এতকাল কম্বোডিয়া ছিল শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ দেশ। একদিকে মার্কিন ডলারপুষ্ট থাইদেশ, আরেকদিকে যুদ্ধরত ভিয়েতনাম। এই দুয়ের মাঝখানে নিরপেক্ষ থাকা সহজ নয়। এত জেনেও সিহানুক যে চেষ্টা চালিয়েছে এটাই আশ্চর্য।

যে দেশের জনসংখ্যা ষাট লক্ষও নয় সে দেশের পক্ষে কোন কঠিন আঘাত সহ্য করা কঠিন। নরোদম সিহানুক আঘাত যাতে না আসে তার জন্যই চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু সে সব মিটে গেছে। এই ছোট্ট দেশটিকে দাবানলে ঘিরে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

নম্ পেন শহরের বুকে বহুতল বিশিষ্ট সৌধের দিকে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি। কিন্তু শহরের মানুষ তো বেশ স্বচ্ছন্দেই আছে। ঘরে ঘরে টেলিভিশন, শহরের জীবনে কোন কিছুরই অভাব নেই। দেশী বিদেশী যে কোন দ্রব্যই অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। গাড়ি, রেফ্রিজেটার, টেলিভিশন প্রভৃতি বিলাস বস্তু অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক সস্তা।

নম্ পেন বেশ সাজানো শহর।

রাস্তা, পার্ক, ময়দান সব পরিস্কার ঝকঝকে তকতকে। পার্কে পার্কে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। প্রাচ্যের সুন্দর শহরগুলোর অন্যতম।

কিন্তু কালো মেঘ নেমে এসেছে নম্ পেনের বুকে।

ক'দিন দাঙ্গার পর যদিও বুঝতে পারা যায়নি কোন অশান্তি ঘটেছে, কিন্তু কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে চারিদিকে। ক'দিন এক-তরফা হত্যা করেছে ভিয়েতনামীদের, এক-তরফা লুঠতরাজ করেছে ভিয়েতনামীদের ব্যবসাকেন্দ্র। সরকার দর্শক ও সমর্থক।

বর্তমান সরকারের যারা শীর্ষ তারা তো চায় ভিয়েতনামীদের কম্বোজ থেকে বিদায় করতে। তারা জানে ভিয়েতনামীরা সবাই কম্যুনিষ্ট। মুরুব্বি মার্কিন ভিয়েতনামীদের বিদায় করতে চায়। মার্কিন গোয়েন্দাদের ইঙ্গিতেই হত্যাকাণ্ড আর লুঠপাট হয়েছে। নিরীহ জনসাধারণের ওপর এই ঘৃণ্য আচরণ সমর্থন করেনি মানবতাবোধসম্পন্ন কোন রাষ্ট্রই।

আমেরিকা কিন্তু কোন ক্রমেই স্বীকার করেনি ও করবে না তাদের অদৃশ্য হস্তের খেলায় নরোদম ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। অবগুণ্ঠন চিরকাল থাকার নয়, অবগুণ্ঠন উত্থিত হতে বেশি বিলম্ব নেই। তখনই আমেরিকার আসল রূপ দেখা যাবে।

এখনও শহর নিস্তব্ধ।

ছুটোউপের হাত ধরে ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন। রাজপ্রাসাদ, মিউজিয়াম, স্বাধীনতা-মনুমেণ্ট দেখে মেকং নদীর কিনারায় যখন গিয়ে বসলাম তখন পড়ন্ত বেলা। রাজপ্রাসাদ রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে তৈরী। বিরাট রাজবাড়ির বিরাট অংশ নিয়ে মিউজিয়াম। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। অতীতের কম্বোজে যারা রাজত্ব করেছে তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও রাজবেশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাদের মূর্তি, তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব উপঢৌকন এসেছে রাজাদের কাছে তার গ্যালারী সুন্দরভাবে সাজানো। কোনটা সোনার তৈরী, কোনটা রুপোর তৈরী। ভারতের সঙ্গে কম্বোজের সম্পর্ক যে বহু শতাব্দীর, তার পরিচয় রয়েছে বিরাট গরুড়ের মূর্তিতে, রয়েছে বহু দেব-দেবীর

মূর্তিতে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর গণেশ আজও গণমনে বেশ প্রভাব রেখেছে।

মিউজিয়াম পেরিয়ে পথ চলছি।

ছুটোউপের গাড়ি ছুটছে পাহাড়ের দিকে। শহরের এক কোণে পাহাড়ের ধারে রয়েছে বেশ বড় বৌদ্ধমন্দির। মন্দির-দ্বার পাহারা দিচ্ছে দু'টি বিরাট সাপ মুখোমুখী বসে, অবশ্য জীবন্ত সাপ নয়। ওখানেই শুনলাম, রুপোর তৈরী বুদ্ধের বিরাট মূর্তি রয়েছে বাউতাম বেদাই (Gautam Buddha) মন্দিরে। শুনেই ছুটলাম সেখানে।

মন্দির দেখা শেষ করে গাড়িতে ওঠবার সময় নিম সোয়ার সঙ্গে দেখা। আমি লক্ষ্য করিনি, নিম সোয়া লক্ষ্য করেছিল। সে-ই এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, চিনতে পার মঁসিয়ে? চিনতে পার ম্যাদাম?

খুব, বলে ছুটোউপ হাসল।

বললাম, তুমি এখানে কেন?

নিম সোয়া আমার মতই প্রশ্ন করল, তোমরা কেন?

দেখতে।

আমি দেখতে এসেছি।

আমরা বিদেশী। আমরা বেড়াতে এসেছি দেখা শেষ করতে। তুমি তো দেশের লোক। তোমার তো এ-মন্দির বহুবার দেখা আছে।

আছে। তবুও ভাল লাগে। তোমরা কোথায় যাবে?

নদীর ধারে। নম্‌পেনের অবস্থা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তাই দেখবার যা কিছু আছে তা শেষ করলাম। এবার নদীর ধারে গিয়ে বসব। কালকেই শহর ছাড়ার ইচ্ছা আছে। তুমি কোথায় যাবে?

আমার কোন স্থিরতা নেই। ঘুরতে ঘুরতে পা দুটো যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।

উহুঁ। কোন মতলব নিশ্চয়ই আছে।

নিম সোয়া কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর হয়ে গেল।

বললাম, চল আমাদের সঙ্গে নদীর কিনারায়। আপত্তি আছে কি?

ঠিক আপত্তি নেই। তোমাদের অসুবিধা হতে পারে।

সে-সব চিন্তার কাজটুকু আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে চল আমাদের সঙ্গে।

নিম সোয়া আমাদের সঙ্গে উঠে বসল গাড়িতে। ছুটোউপ গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি ছুটল নদীর দিকে। আমি রইলাম চুপ করে, নিম সোয়াও নির্বাক।

ছুটোউপ বলল, দেশের অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে?

খুব ভাল নয়, ম্যাদাম। আমার পক্ষে নম্ পেন-এ থাকা মোটেই নিরাপদ নয় মনে করছি। ভাবছি কোথাও যেতে পারলে ভাল হত। জেনারেল লন্ আমেরিকার উৎকোচভোগী দালাল। তার সহকারী সিসোয়াথ সিরিক মাতাক উচ্চাভিলাষী। ব্যক্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব কিছু অপকার্য করতে মোটেই পেছ-পা নয় সে। এদের কাজ হবে সমাজতন্ত্রী চিন্তার যারা সমর্থক তাদের নির্মূল করা। এখনও গায়ে হাত দেয়নি। কারণ প্রবল ভিয়েতনাম পাশে বসে আছে সজাগ প্রহরীর মত। আজ আর কাল কত যে পার্থক্য তা বলে শেষ করা যায় না। তাই ভাবছি কোথায় যাই। আরেকটু এগিয়ে নাও গাড়ি। ঐ যে গুমটি ঘর, ওরই ওপাশে বসবার মত ভাল জায়গা আছে। চল ওখানে গিয়ে বসি।

নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি দাঁড় করালে ছুটোউপ।

সবাই নেমে পড়লাম।

বসলাম বাঁধানো নদীর ঘাটের চবুতরায়। সামনে তরঙ্গায়িত বিরাট নদী বয়ে চলেছে।

ছুটোউপ বলল, সুন্দর। ব্যাংকক সুন্দর, তার চেয়ে কম সুন্দর

নয় এই শহর। অবশ্য অর্থের কৌলীন্যে ব্যাংকক অনেক এগিয়ে রয়েছে।

নিম সোয়া বলল, কারণ সেখানে অঢেল ডলার বর্ষণ করছে আমেরিকা; আর আমরা মুখ শুকিয়ে রয়েছি! আমেরিকা আমাদের ওপর চির বিরূপ। আবার কোন সমাজতান্ত্রিক দেশও এগিয়ে আসছে না সাহায্য করতে। কারণ নরোদমের পররাষ্ট্রনীতি।

নিম সোয়া কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, সুযোগ আছে এবং সে সুযোগ এসেছে কম্বোডিয়াকে গড়ে তোলার। নরোদম নির্বাসিত জীবন যাপন করছে, জেনারেল লন্ সাক্ষাতভাবে আমেরিকার সাহায্য এখনও পায়নি। এই অবসরে প্রগতিশীল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে পারলে কম্বোডিয়াকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

সেই অবস্থা কি আছে এদেশে ?

আছে। তবে ঘুমন্ত। ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাবছি, এভাবে শহরে আত্মগোপন না করে যদি নদীর ওপারে যেতে পারি তাহলে হয়ত কিছু কাজ করার অবসর পাব।

তুমি সাক্ষাত ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিতে চাও। রাষ্ট্রের বিরোধী হতে চাও।

নিম সোয়া বলল, রাষ্ট্রের বিরোধী কাকে বলছ মঁসিয়ে। রাষ্ট্র কোথায়! একদল প্রতিক্রিয়াশীলকে বিদূরিত করে আরেক দল নক্কারজনক নোংরা প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতা দখল করেছে। যারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছে তাদের কোন অধিকার নেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলে রাখার। এই অনধিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কোনমতেই রাষ্ট্রবিরোধিতা নয়। নরোদম যদিও আমেরিকাপন্থী নয়, তবুও কম্বোডিয়াতে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশের সে ছিল বিরোধী। রাশিয়া ও চীন পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য তাদের কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য লাভ করা আবার দেশে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। (He

announced his aim in visiting Soviet and Chinese leaders was to seek support in guaranting Combodian neutrality and keeping North Vietnamese and Viet Cong troops off the Combodian soil).

ছুটোউপ বলল, নরোদমের উদ্দেশ্য তো কম্বোডিয়ার স্বার্থ-বিরোধী ছিল না।

ছিল না ঠিকই কিন্তু তাতেও আমেরিকার ঘোরতর আপত্তি। আমেরিকার কাছ থেকে নরোদম সাহায্য নেয়নি। তার কারণ কম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করেছিল এবং থাইল্যাণ্ড থেকে অন্তর্ঘাতী কাজ চালাচ্ছিল। অথচ কম্বোডিয়া কেন সমাজবাদী দেশের সাহায্য নেবে? এটাই আমেরিকার শিরঃপীড়ার কারণ। অবশ্য এই ভাবেই কম্বোডিয়া যে কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকবে, সে বিষয়ে মার্কিন কর্তাদের কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আমেরিকার যথেষ্ট স্বার্থহানি ঘটবে। তাই জেনারেল লন্‌কে সামনে দাঁড় করিয়ে মার্কিন স্বার্থ-সিদ্ধির পথ খুঁজছে। এই অবস্থার সমাধান যে সহজে হবে না সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কম্বোডিয়া ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র। এবার আশঙ্কা আছে কম্বোডিয়ার মাটি রক্তে রাঙা হবে।

কিন্তু বিনা রক্তপাতেই জেনারেল লন্ তো ক্ষমতা দখল করেছে।

ক্ষমতা দখল করেছে নম্ পেনে। নম্ পেন তো গোটা কম্বোডিয়া নয়। যে কোন সময় প্রদেশে প্রদেশে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তারপরই আরম্ভ হবে দমননীতি। তোমরা তো ফিরে যাবে। তোমরা বিদেশী তোমরা যেতে পার, আমাদের তো থাকতে হবে এদেশে। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এদেশের অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

ছুটোউপ বলল, আমরা এদেশেই থাকতে চাই কয়েকদিন।

বললাম, অবশ্য নম্ পেন ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। আমরা যেতে চাই কোন প্রদেশের অভ্যন্তরে। আমরা দেখতে চাই কম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

নিম সোয়া গম্ভীরভাবে বলল, উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু বিপদকে মাথায় করে যেতে হবে। যতদূর গোপন সূত্রে সংবাদ এসেছে তাতে মনে হচ্ছে সিহানুকের সমর্থনে বেশ হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে। তার মধ্যে চলাচল কঠিন হবে মনে করছি।

তা হলেও কাল রওনা হব। এখানেই নদী পার হয়ে ওপারে যাব। তারপর হাঁটাপথ, না হয় গাড়ি। যা পাব তাই নিয়ে এগোতে থাকব। তুমি যাবে মঁসিয়ে সোয়া?

আমিও রাজধানী ছেড়ে যাবার কথা ভাবছি। মন্দ নয়। তোমাদের সঙ্গেই যেতে পারি।

ছুটৌউপ সম্মতি জানিয়ে বলল, কালকেই রওনা হব। কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা করব?

এখানেই সকাল বেলায়। আমি প্রস্তুত হয়েই থাকব।

রাতের বেলায় ডেস্‌প্যাচ্ লিখতে বসলাম।

পাশের ঘরে ছুটৌউপ তখন নিদ্রায় মগ্ন। আমি একা জেগে বসে লিখছি।

কম্বোজে এসে চোখ খুলতে হয়, পেছনে তাকাতে হয়, পেছনে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় আমরা ভারতেরই কোন অংশে বসে আছি। বিশেষ করে আংকোর ভাট ও আংকোর থামে গেলেই মন চলে যায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে।

চারশ' বছর ধরে কম্বোডিয়া ছিল ফুনানদের রাজ্য। ফুনান রাজাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ছিল কম্বোজ জড়িয়ে। ফুনান

সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রিত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল কম্বোজে সামন্তরাজা চেনলা ফুনানদের রাজ্য আক্রমণ করল, দখল করল। ফুনানের জনজীবনে এমন কোন পরিবর্তন আসেনি এই রাজা বদলে, পরিবর্তন এসেছিল উন্নতির ক্ষেত্রে।

চেনলার বংশধর কাম্বু বসল সিংহাসনে।

কাম্বুর নাম অনুসারেই ফুনানের নাম বদল হল। সেই থেকে ফুনানকে বলা হয় কম্বোজ অথবা কম্বোডিয়া।

কাম্বুর বংশধররাও রাজ্য দখলে রাখতে পারেনি। দুশ' বছরের মধ্যেই পতন ঘটল এই রাজ্যের। ইন্দোনেশিয়াতে তখন শৈলেন্দ্রবংশ রাজত্ব করত। যবদ্বীপে তাদের ছিল রাষ্ট্র-ক্ষমতার কেন্দ্র। যবদ্বীপ থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ল কম্বোজে। স্বাধীনতা হারাল কম্বোজ।

সেই মধ্যযুগে বিদেশীর পক্ষে পররাজ্য দখল রাখা সম্ভব ছিল না। কোন একটি রাজবংশের পক্ষে সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে দখল রাখা সুকঠিন। একদিন দেখা গেল কম্বোজের ক্ষুদ্র একটি সামন্তরাজা ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। তারা বিদ্রোহ করল। যবদ্বীপের হাত থেকে কম্বোডিয়া উদ্ধার করল সামন্তরাজারা। নতুন রাজারা বলল, আমরা খেম। সেই থেকে আজ অবধি খেম বংশই রাজত্ব করছে কম্বোজে। কখনও পূর্ণ স্বাধীন, কখনও সামন্ত, কখনও নিয়মতান্ত্রিক।

খেমের নতুন রাজা জয়বর্মন।

জয়বর্মন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। তার সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। দেবমন্দিরে ভর্তি হল দেশ, মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। আংকোর ভাট, আংকোর থামের বনিয়াদ পত্তন করল নতুন রাজা, তাকে দৃঢ় করল তার পরবর্তী বংশধররা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে দৃঢ় করল ইন্দ্রবর্মন ও যশোবর্মন।

সিংহাসনে বসল রাজেন্দ্রবর্মন।

ঝাঁতে শ্রীমন্দির নির্মাণ করল নতুন রাজা। হিন্দু সভ্যতা, ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ধীরে ধীরে। রাজা সপ্তম জয়বর্মন আংকোর থামের নির্মাণ শেষ করে। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এইভাবে হিন্দু সভ্যতা ও ধর্মের বিকাশ ঘটল, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য দেখা দিল। আজ কম্বোডিয়া বৌদ্ধদেরই দেশ। অবশ্যই তারা মহাযান নয়, হীনযান। কারণ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় ঘটানো হীনযানদের পক্ষেই সম্ভব ও সহজ।

নম্ পেন থেকে দু'শ' কিলোমিটার দূরে আংকোর ভাট।

থাইদেশ থেকে আসার পথে পেয়েছিলাম তার দর্শন। সেখানে থামতে হয়েছিল গোটা ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য।

আংকোরের বিরাট মন্দির ও তার শিল্পকলা দেখলে সে যুগের সভ্যতা কতটা উন্নত ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। চোদ্দ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে আংকোর ভাটের অগুণতি মন্দির ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আংকোর ভাট আর আংকোর থামের বিরাট দুটো মন্দির মাথা উঁচু করে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে আজও।

সাপকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে এদেশের লোক।

আংকোর ভাটের কাছেই রয়েছে নিক প্রিয়া মন্দির। এটা হল জোড়া সাপের মন্দির। আদিমযুগ থেকেই মানুষ যাকে ভয় করেছে তাকেই পূজা করেছে। ভক্তিতে না হলেও ভয়েও। শোনা যায় কম্বোডিয়া আর লাওসে বিষাক্ত সাপের অভাব নেই। অতীত-কালে সর্পদেবতাকে তুষ্ট করতেই বোধহয় তাদের পূজার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল এদেশের মানুষ। তারই নিদর্শন নিক প্রিয়া মন্দির।

আংকোর ভাট বৌদ্ধ মন্দির।

মন্দিরের চেহারা, তার ভাস্কর্য সব কিছুতেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছাপ রয়েছে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, মহেশ্বর আর গণেশ, মহাদেব ও গরুড় সবাই বিরাজ করছে মন্দিরগাত্রে। মন্দিরের ভেতরের

দেওয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত করে রেখেছে কম্বোজী শিল্পীরা।

লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ।

যুদ্ধের ছবি অতীতের যোদ্ধা জাত কম্বোডিয়ানদের যুদ্ধ ও শিল্প-রুচির পাশাপাশি পরিচয়। বৌদ্ধ মন্দিরের শীর্ষে ব্রহ্মার অবস্থান, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সহাবস্থানও প্রমাণ করে।

নম্ পেন সুন্দর শহর।

রাস্তাগুলো চওড়া মসৃণ। রাস্তার দু'ধারে গাছ। খোলা পার্ক ময়দান। বেড়াবার মত জায়গা।

নম্ পেনকে ভালবাসা যায়। নম্ পেনের অধিবাসীদেরও কিন্তু নম্ পেনের শান্তি আর নেই। শান্তশিষ্ট ধর্মভীরু সুন্দর মানুষগুলো হঠাৎ কেমন করে ক্ষেপে উঠল।

এগার মার্চ থেকেই অশান্তির উদ্ভব।

অশান্তির স্রষ্টা হল জেনারেল লন নল। তারই অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে হাঙ্গামা বাধিয়েছে এই সব ভালমানুষরা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে গোপনে গোপনে। কম্বোজীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে। নম্ পেন শহরের ছ' লক্ষ লোকের দেড় লক্ষ হল চীনা বংশজাত আর অতি সামান্য সংখ্যক হল ভিয়েতনামী। জেনারেল লনের মতে ভিয়েতনামী মানেই কম্যুনিষ্ট। ভিয়েতনামীরা এসেছিল আশ্রয়লাভের আশায়। ছোটখাটো ব্যবস্থা করে উদরপূর্তি করা ভিন্ন অন্য কোন কাজে মন দেবার সময় নেই তাদের। রাজনীতি তো দূরের কথা।

সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করেছে জেনারেল লন নল। ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। জনসমক্ষে প্রমাণ করতে চায় সিহানুকের নীতি দেশের শান্তি হরণ করেছে, সেজন্য তাকে আর রাষ্ট্রপ্রধান রাখা যায় না। আর জেনারেল লন নলের এই দাবী সমর্থন করেছে দেশের পার্লামেন্ট।

ক্ষমতাচ্যুতিটা ঘটেছে সতর মার্চ।

এগার থেকে সতর তারিখ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে নিরীহ ভিয়েতনামীদের হত্যা করেছে নির্বিচারে। সরকার তার নীরব দর্শক।

কম্বোজী জনতা গোপন সাহায্য পেল তাদের সরকারের। আক্রমণ করল উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের দপ্তর আর দক্ষিণ-ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রদূতের দপ্তর। এই দু'দেশের রাষ্ট্রদূতের অফিস তছনছ করে অফিসের কর্মচারীদের ওপর শারীরিক বল প্রয়োগ করেছে। প্রত্যেক দেশেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ সম্মান প্রাপ্য, তারা বিশেষ রক্ষণ-ব্যবস্থালাভ করে থাকে, অথচ কম্বোডিয়া সরকার রাষ্ট্রদূতদের অফিস রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি। পুলিশের সামনেই চলেছে এই অসভ্য অত্যাচার। রাষ্ট্রদূতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

এই অন্যায় যাতে পৃথিবীর লোক জানতে না পারে তার জন্য কম্বোডিয়ার সরকার সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দিয়েছিল।

কিন্তু অনেক কিছু বাকি থেকে গেছে তখনও।

জেনারেল লন নলের এই অভ্যুত্থান যতই রক্তপাতহীন হোক শেষ অবধি তা রক্তপাতহীন থাকবে কি! মার্কিনের তাঁবেদারী সহ্য করবে কি দেশের লোক! গণ-অভ্যুত্থান হওয়া কি সম্ভব!

নানা প্রশ্ন জড়িত রয়েছে কম্বোডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

পরবর্তী ডেসপ্যাচে কম্বোডিয়ার অবস্থা জানাতে পারব বলে আশা করছি। বর্তমানে যে অবস্থা দেখছি তাতে সংবাদ সংগ্রহ ও তা পাঠান খুবই কঠিন কাজ বলেই মনে করছি।

ডেসপ্যাচ লেখা শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আগামী কাল যে কোন পথেই হোক এই সংবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে সারা বিশ্বে। এই হল প্রথম কাজ।

সকাল হল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙালো ছুটোউপ।

বাপরে! কি ঘুম। নম্ পেন ছাড়তে বুঝি ইচ্ছা নেই!

তাড়াতাড়ি উঠে বিছানাপত্র গোছাতে গোছাতে বললাম, অনেক রাত অবধি কাজ করেছি।

তা তোমার চোখ দেখেই বুঝছি। থাই রাষ্ট্রদূতের অফিসে কারও সঙ্গে জানাশোনা আছে কি?

হঠাৎ থাই এমব্যাসির কেন দরকার হল?

একখানা চিঠি পাঠাতে হবে।

ডাকে দিলেই তো হয়।

সেন্সারের ভয় আছে, দ্বিতীয়ত আমরা যে দলিল নিয়ে কম্বোডিয়াতে এসেছি তার রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশি নয়। চিঠি দেখলে আমাদের গ্রেপ্তার করতেও পারে। আবার বহিষ্কারও করতে পারে। যে কোন এমব্যাসির মারফত যদি চিঠি পাঠানো যেত তাহলে কোন ভয় থাকত না।

দেখি কি করা যায়। এবার প্রস্তুত হও।

আমরা প্রস্তুত হতেই সারশানা এল সোম্মাকে নিয়ে বিদায় জানাতে। সারশানা খুবই চিন্তিত। বলল, তোমরা কোথায় যাবে স্থির করেছ?

বললাম, নদীর ওপারে।

কাল রাতের খবর খুব ভাল নয় মঁসিয়ে। ওপারের তিন চারটে প্রদেশে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে। সরকারী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হয়েছে। শহরে সৈন্যবাহিনী নেমেছে। যাতে সিহানুকের সমর্থকরা কোনরকম হাঙ্গামা না করে, তার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

আমরা তো রাজধানী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

যেদিকে যাচ্ছ তা মোটেই নিরাপদ নয়। না গেলেই ভাল করতে।

যদি কোন বিপদ দেখি তা হলে ফিরে আসব মঁসিয়ে সারশানা। আবার তোমার অতিথি হয়ে কিছুকাল বিরক্ত করব।

ছুটোউপ বলল, আমার গাড়ী তোমার গ্যারেজেই থাকবে। ফেরবার সময় গাড়ি নিয়ে যাব। বর্তমানে আমরা একটা লিফট্ চাই জাহাজঘাট অবধি। আশাকরি তা থেকে বঞ্চিত হব না।

নিশ্চয় তোমাদের পেঁাছে দেব। গাড়ি বের করাই আছে। সকাল আটটায় যে ষ্টিমার ওপারে যায় সেটাতেই যেতে পারবে। এখনও ষ্টিমার ছাড়তে দেরী আছে। কিছু খেয়ে-দেয়ে নাও। উহুঁ, কিছু না খেয়ে যেতে দেব না।

ছুটোউপ বলল, আমার একটা কাজ করতে হবে মঁসিয়ে সারশানা।

আনন্দের সঙ্গে করব।

আমার বন্ধু তার দেশে একখানা চিঠি পাঠাবে। তুমি দয়া করে সেখানা যাতে ভারতে পেঁাছয় তার ব্যবস্থা করে দাও। সবচেয়ে ভাল হয় যদি চিঠিখানা কোন এমব্যাসির মারফত পাঠাতে পার। তা হলে নিশ্চিত তা পেঁাছবে। পারবে কি?

আশা করছি। এই যে খাবার এসে গেছে। খেয়ে নাও। জিনিসপত্র সব গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছি।

সারশানার হাতে আমার ডেসপ্যাচ তুলে দিলাম। তার গাড়িতে নদীর কিনারায় যখন পেঁাছলাম তখন ষ্টিমার ছাড়তে বিশেষ বিলম্ব নেই। সারশানা নিজেই গেল টিকিট কিনতে। ইতিমধ্যে আমি গতকালের সেই নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম নিম সোয়াকে খুঁজতে। একটা গাছের আড়ালে সে বসেছিল। আমাকে দেখেই বলল, এত দেরী করলে কেন?

বললাম, ষ্টিমার আটটায় ছাড়বে জেনেই বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি। তুমি টিকিট করে ষ্টিমারে ওঠ। আবার দেখা হবে। দেরী কর না।

আমি ফিরে এসেই দেখি সারশানা টিকিট নিয়ে প্রস্তুত।

মালপত্র অতি সামান্য। ষ্টিমারে জায়গা করে নিতে কোন অসুবিধা হল না। হাঙ্গামার আশঙ্কায় যাত্রীসংখ্যা খুবই কম। নেহাত যারা চলাচল করতে বাধ্য হয়েছে তাদেরই ভীড়। তাদের চেহারায় কেমন উৎকণ্ঠা। সবাই ভবিষ্যতের চিন্তায় যেন বিব্রত। যাত্রীদের অধিকাংশই ভিয়েতনামী। শহরে তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। নিরাপদে বাস করা সম্ভব নয় মনে করেই তারা নদীর ওপারে যাচ্ছে। সেখান থেকে যে সব জায়গায় ভিয়েতনামীর সংখ্যা বেশি সেই সব স্থানে আশ্রয় নেবার মতলবে যাচ্ছে।

ষ্টিমার ছাড়ার ঘণ্টা হল।

ধীরে ধীরে ষ্টিমার জেটি ছাড়তেই দেখতে পেলাম একজন লাফিয়ে উঠল ষ্টিমারে। আর দু-তিন হাত ষ্টিমার যদি সরে যেত তা হলে তার পক্ষে ষ্টিমারে ওঠা সম্ভব হত না। কে এমন দুঃসাহসিক লোক! খরস্রোতা এই নদীতে যদি কোনক্রমে হাত-পা পিছলে পড়ত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। আমাদের মত অনেক যাত্রীই উৎসুক লোকটিকে দেখার জন্য। আমরা রেলিং-এ হুমড়ি দিয়ে লোকটিকে দেখার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু দেখতে পেলাম না। ভেতরে কোথায় যে ঢুকে পড়েছে সেই লোকটি তারই বা ঠিক কি! যতদূর মনে হয়েছে শেষ সময়ে যে লোকটি ষ্টিমারে লাফিয়ে উঠেছিল সে নিম সোয়া ভিন্ন অপর কেউ নয়।

দোতলার রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে। সাম্পানগুলো নানা রঙের পাল তুলে নদীর বুকে ভেসে চলেছে, ছোট বড় ষ্টিমার জাহাজের ভীড় জেটিতে। চিমনির ধোঁয়া জায়গায় জায়গায় পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশ বড়ই পরিষ্কার। বাংলা দেশের মতই নদীর উভয়কূল শ্যামবর্ণ। তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। পেছন থেকে ডাক শুনলাম, মঁসিয়ে।

পেছন ফিরেই দেখি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে নিম সোয়া।

কিছু বলার আগে সে-ই এগিয়ে এল আমার কাছে। এসেই বলল, বাবা, টিকিট করে আসতে না আসতেই ষ্টিমার ছেড়ে দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছিল আর কি!

আমি তোমাকে লাফিয়ে উঠতে দেখেছি কিন্তু চিনতে পারিনি। কিন্তু এরকম পাগলামি কেন করলে! নদীতে পড়ে গেলে কি হত বলতে পার? সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তোমার ওপর। চুপিচুপি যেতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত লোকের চোখে তো পড়লে।

নিম সোয়া মৃদু হেসে একটু বিব্রতভাবেই বলল, ঠিকই বলেছ, কিন্তু না উঠলে তোমাদের সঙ্গে যাওয়া হত না। আবার বিকেল অবধি বসে থাকতে হত।

বললাম, আমাদের কেবিনে চল। ম্যাদাম ছুটোউপ বোধহয় চায়ের অথবা কফির ব্যবস্থা করেছে এতক্ষণে, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাসে ভালই লাগবে।

ছুটোউপ কফির ব্যবস্থাই করছিল। আমাদের দেখে সে বসবার জায়গা করে দিল।

নিম সোয়া কেবিনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমিও চুপ করে বসে। ছুটোউপ কফির গেলাস সামনে রেখে বলল, কতক্ষণ দরকার হবে নদী পেরোতে?

তা প্রায় এক ঘণ্টা।

মাত্র।

তুমি কি আশা করছিলে কয়েক ঘণ্টা দরকার হবে। অবশ্য নদীর বুকে যত বেশি সময় থাকা যায় ততই মনোরম মনে হয়।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললাম, ম্যাদাম ছুটোউপ ঘোরতর সংসারী অথচ বের হয়েছে য়্যাডভেনচারে। সংসার ছেড়ে য়্যাডভেনচার করা যে কি, তার সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয় নেই, সেজন্যই স্টোভ দুধ চিনি কফি থেকে খাবার বিছানাপত্র লটবহর নিয়ে পথে বেরিয়েছে। রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করা যে মোটেই সুখের

হবে না, সেকথা বুঝিয়ে দাও মঁসিয়ে নিম সোয়া। বিশেষ করে আমরা চলেছি অশান্ত এলাকায়। সেখানে একার পক্ষেই চলা মুশ্‌কিল।

ছুটোউপ হেসে বলল, সব বুঝি। কিন্তু যতক্ষণ নিজেকে আয়াসে রাখা যায় তার চেষ্টা করছি। যখন দেখব লটবহর আমাদের পেছনে টানছে তখন লটবহর পেছনে রেখেই এগিয়ে চলব। আশা করি তোমরা আমার সঙ্গে একমত হবে।

নিম সোয়া সমর্থনসূচক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তা ঠিক।

কফি খাওয়া শেষ করেই বললাম, চল রেলিং-এ যাই। বেশ সুন্দর লাগবে।

নদী পেরিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে চলেছি আমরা তিনজন। অসুবিধা নেই। নিম সোয়া পরিচিত লোক। পথ ঘাট জানে, তারই হিসাব মত চলেছি। তার নির্দেশমত নিকটবর্তী গ্রামে যেতে হচ্ছে। সেখানে তার বন্ধুবান্ধবও আছে বলেই সে আশ্বাস দিয়েছে।

বাসযাত্রী আমরা। বাসের গতিবেগ দুরন্ত নয়।

সারাদিন পর বাস এসে দাঁড়াল তানা শহরে। ছোট্ট জেলা শহর।

নিম সোয়া বলল, এখানেই আমাদের ক্যাম্প করতে হবে। তানাকে কেন্দ্র করে আমরা সর্বত্র ঘুরতে পারব।

বাস থেকে নেমেই বললাম, আমরা কি হোটেল পাব এখানে!

হোটেল আছে। থাকার মত মোটামুটি ব্যবস্থাও হবে কিন্তু আমার ক'জন বন্ধু আছে এখানে। তাদের আশ্রয় নিরাপদ। সেখানেই যাব।

ছুটোউপ প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত বলল, বেশ। চল।

বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে বাঁশ কাঠ দিয়ে সারি সারি নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাড়ি। তাদের মাঝেই সাও লনের বাড়ি। সাও লন্

সরকারী দপ্তরের কেরানী। নিম সোয়ার বন্ধু। তার বাড়ীতেই উঠলাম। সাও লনের গৃহে তার বৃদ্ধা মা ভিন্ন অপর কোন লোক নেই। বেশ নিরাপদ স্থানই মনে হল। আমাদের জন্য আলাদা দু'খানা ঘর ছেড়ে দেওয়াতে ছুটোউপ বেশ সংসার বিছিয়ে নিল। সংসার মানে, নিজেদের সামান্য প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা। সেই শাশ্বত নারীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত এই ছন্নছাড়া জীবনেও। আমি দেখছিলাম, মনে মনে হাসছিলাম।

নিম সোয়া আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে সেই যে বেরিয়েছে আর ফিরল যখন তখন রাত দশটা। বারান্দায় বসে ছিলাম। শহর একদম নিস্তব্ধ। পথে একটিও মানুষের চলাচল নেই।

নিম সোয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখনও খাওয়া-দাওয়া মেটেনি। নিম সোয়া ফিরে এল উত্তেজিতভাবে। এসেই বলল, আজ রাজধানী থেকে না বের হতে পারলে আর বোধহয় আসতে পারতাম না।

কেন ?

সাও লন্ বাধা দিয়ে বলল, খেতে খেতে গল্প। রাত অনেক হয়েছে। মহামান্য অতিথিরা এখনও অভুক্ত। তুমি কথা বন্ধ করে আমার সঙ্গে এস, সবাই খেতে বসি।

নিম সোয়া কোন রকমে হাত মুখ ধুয়ে মেঝেতে বিছানো মাদুরে বসে পড়ল, আমরাও বসলাম তার পাশে। ভাত আর তরকারীর মণ্ড এল। সাও লনের বৃদ্ধা মা সবাই-এর পাতে খাবার তুলে দিতে আরম্ভ করল।

তুমি শুনেছ সাও লন্, রাজধানীতে সিহানুকপন্থীরা আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

রেডিওতে শুনেছি।

মেকং নদী পারাপারের জাহাজ বন্ধ। আজ সকালের জাহাজে না এলে আর আসাই হত না।

বললাম, তা হলে রাজধানীর অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছে।

নিম সোয়া উত্তেজিতভাবে বলল, নিশ্চয়। সান্ধ্য-আইন জারী করেছে নতুন সরকার। অবস্থা আয়ত্তে আনতে মিলিটারী ডেকে পাঠানো হয়েছে। সরকারী দপ্তরগুলো সামরিকবাহিনী পাহারা দিচ্ছে। যে সব যুবক বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল তাদের ওপর গুলী চালিয়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। (The loyal troops had crushed a march on the capital by Combodian youths, pro-Sihanouk groups) হতাহতের সংখ্যা না জানলেও সংখ্যা কম নয়।

স্বৈরাচারীরা চিরকালই এইভাবে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করে নিজেদের কবর নিজেরাই খনন করে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, বন্ধু।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এবার খোলসাভাবে জানা গেছে। আমেরিকা যাতে এগিয়ে আসে কম্বোডিয়াকে সাহায্য করতে তার জন্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে, এই সব যুবকদের বিক্ষোভ জানাতে পাঠিয়েছে ভিয়েতকংরা। অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী এই হাঙ্গামায় পেছন থেকে উৎসাহ দিচ্ছে। এরপর বলবে, ভিয়েতনামী ভিয়েতকংরা কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছে। প্রচার চলবে কয়েকদিন তার পরই যাবে আমেরিকার কাছে সাহায্য চাইতে। কম্বোডিয়া তখন পরিণত হবে পশ্চিমীশক্তির নরহত্যার দ্বিতীয় ক্ষেত্র।

আমেরিকা অতদূর এগোবে কি? অপরের ঘরের ঝগড়ায় ওরা নিশ্চয়ই মাথা দেবে না।

দেবে মঁসিয়ে, নিশ্চয় দেবে। এটাই ওদের ধর্ম। নম্ পেন রেডিওতে কেমন মিষ্টি করে বলল, ভিয়েতকং প্রভাবিত একদল যুবক কমপংচাম শহরে গভর্নরের বাড়ি দখল করে লরীতে করে নম্ পেনের দিকে আসছিল, খবর পেয়ে রাষ্ট্রের অনুগত সামরিক-

বাহিনী তাদের আটক করেছে। (The youths were manoeuvered by Vietcong into storming and sacking the court house and Governor's mansion in the City of Kompong Cham. The youths then boarded trucks and tried to move on Phnom Penh. But they were stopped and arrested by loyal troops on the road.—Government Press Note). এরপর নিশ্চয়ই বলা অনাবশ্যক যে মার্কিন গোয়েন্দাদের চক্রান্তে সিহানুক বিতাড়িত হয়েছে এবং মার্কিন যাতে শক্ত ঘাঁটি করতে পারে কম্বোডিয়াতে তার পথ প্রস্তুত করছে জঙ্গী শাসক জেনারেল লন।

এতো ঘটনা। তোমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছ না কেন? অন্তত বলা দরকার যে ভিয়েতকংরা এই হাঙ্গামায় জড়িত নয়। এটা Civil War-এর সূচনা মাত্র।

আমাদের কথা তো সারা বিশ্বে প্রচার করা সম্ভব নয়। কম্বোডিয়ার মানুষ আজ তিন ভাগে বিভক্ত। কায়েমী স্বার্থের মার্কিন তোষণকারীরা আজ ক্ষমতায়, তাদের হাতে রয়েছে সামরিক-বাহিনী। অবশ্য আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ থাকলেও বর্তমানে তারা জেনারেল লনকেই সাহায্য করবে। আরেক দল হল বিভ্রান্ত সিহানুকপন্থী। তাদের রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে বীরপূজার দিকে নজর বেশি। তারা চায় সিহানুককে ফিরে পেতে। আরেক দল রয়েছে তারা চায় দরিদ্র মানুষকে শোষণ-মুক্ত করতে। যার হাতে লাঠি তাকেই নিশ্চয়ই ভয় করে সবাই। এখন অস্ত্রের বদলা নিতে অস্ত্রের প্রয়োজন। তা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ জেনারেল লনকে গদীচ্যুত করা যাবে না।

খাওয়া শেষ করে সবাই নিজের ঘরে শুতে গেলাম।

ঘুম আর আসছে না।

খবরগুলো বড়ই এলোমেলো। বিশ্লেষণ না করলে আসল অবস্থা জানা সম্ভব নয়। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। খুট

করে শব্দ হল। কান পেতে রইলাম, কে যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাথার তলা থেকে টর্চ বের করে জ্বালতেই সামনে দেখি ছুটোউপ দাঁড়িয়ে। আমাকে জেগে থাকতে দেখে বলল, তুমিও ঘুমোওনি!

মানে তোমার চোখেও ঘুম নেই!

তা তো দেখতেই পাচ্ছ। ভাবছিলাম তোমাকে ডাকব কি না। তাই এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছি। যদি দেখতাম গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়েছ তা হলে আর ডাকতাম না।

উঠে বসলাম।

ছুটোউপ বলল, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তায় একটা লোক তো নেই-ই, উপরন্তু একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শুনতে পেলাম না। মনে হল কবরখানায় দাঁড়িয়ে আছি। কি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা! বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি, চোখেও ঘুম নেই। শেষ পর্যন্ত তোমার ঘরেই এলাম। দরজা বন্ধ না করেই শুয়েছ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এভাবে দরজা খুলে রাখা অজানা দেশে মোটেই নিরাপদ নয়।

বললাম, তুমি বস। নিরাপদে বাস করতে তো আসিনি।

তোমার কোন প্রোগ্রাম ঠিক করেছ কি?

কিছুকাল এদের মধ্যেই থাকব মনে করেছি। তুমি কি ফিরতে চাও?

ঠিক তা নয়। ছেলেটার খবর জানি না।

আমি শুধু বললাম, কিন্তু ষ্টিমার চলাচল বন্ধ। কি করে যাবে? একটু শান্ত হোক পরিবেশ। তারপর যা হয় করা যাবে।

আমি কিন্তু ব্যাংকক ফিরতে মোটেই উৎসাহী নই। কোন শহর থেকে যদি টেলিগ্রাম করে তার সংবাদ আনা সম্ভব হত তাহলে নিশ্চিন্তে থাকতাম। অবশ্য এমন কিছু চিন্তারও নেই। মাঝে মাঝে দু'চার মাস কেটে যায় ছেলের খবর পেতে। তখন পররাষ্ট্র বিভাগের মারফত সংবাদ আনতে হয়।

কম্বোডিয়ার অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সারমর্ম বের করতে পারছি না। জেনারেল লন্ ও প্রিন্স মাতাক আমেরিকার দালালী করছে সেটা স্পষ্ট কিন্তু জনমনের গতি কোন্ দিকে সেটাই বুঝতে পারছি না।

এসব চিন্তা কাল করা যাবে। চল বারান্দায় গিয়ে বসি। ঘুম তো আর হবে না।

সত্যিই সারা রাত ঘুমানো আর হল না।

সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে নিম সোয়া বেরিয়ে পড়ল। হাত-মুখ ধোয়ার অবসর পেল না। বোধহয় প্রয়োজনও মনে করেনি।

সাও নল যখন চা নিয়ে এল তখন রোদ উঠেছে। চায়ের বাটি সামনে রেখে বলল, নিম সোয়া কোথায়? বেরিয়েছে বুঝি!

বললাম, হ্যাঁ। খুব সকালে।

সাও নল চিন্তিতভাবে বলল, কাল থেকে এখানকার অবস্থা খুব ভাল নয়। রাজধানীতে যথেষ্ট সৈন্য আছে। নানাভাবে রাজধানী রক্ষার চেষ্টাও আছে কিন্তু এসব এলাকা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। যে কোন সময় ইচ্ছা করলে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ঘটিয়ে শহর দখল করতে পারে। কেন্দ্রীয় সাহায্যও আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদেরই হয়েছে যত অশান্তি। পেটের দায়ে কখনও বুদ্ধ-ভজনা করছি, কখনও যীশু-ভজনা করছি। না আছে নীতি, না আছে কোন ধর্ম।

আজকের সংবাদ শোনার প্রয়োজন। তোমার তো ট্রানজিস্টার আছে। নিয়ে এস, খবরটা শুনে আমরা কোথায় যাব তা স্থির করব।

সাও লন ট্রানজিস্টার আনতে গেল ভেতরে। আমি ছুটোউপের দিকে তাকিয়ে বললাম, নিম সোয়া নিশ্চয়ই গেছে বিদ্রোহের ভূমি তৈরী করতে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে!

সাও নল ট্রানজিস্টার নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বললাম, নিম সোয়া বোধহয় রাজনৈতিক কাজে বেরিয়েছে।

নিম সোয়া চিরকালই ঐ রকম। চাকরি করত সারশানার কারখানায়। ভাল চাকরি। এমন কি শোনা গেল, নিম সোয়া সারশানার মেয়ে সোম্মাকে বিয়ে করবে। সারশানার সব সম্পত্তির মালিক তার মেয়ে। বিয়ে করলে অর্থের অভাব হত না। কিন্তু গর্দভের মত বলল, বিয়ে আমি করব না।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন ? অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পাবি।

নিম সোয়া বলেছিল, সেটাই তো ভয়। শেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে। ওসবে আমি নেই। বেশ আছি। যখন জুটছে তখন খাচ্ছি, যখন জুটবে না তখন খাব না। তা বলে রাজার মেয়ে বিয়ে করে ভারবাহী গর্দভ হতে চাই না।

আমরা নিরাশ হলাম। নিম সোয়া মজুরদের উস্কানি দিত, ফলে চাকরিটাও গেল।

রেডিওতে সংবাদ আরম্ভ হতেই সাও লন থেমে গেল।

উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত অফিসের সকল কর্মচারী কম্বোডিয়া পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

কম্বোডিয়া সরকারের অব্যবস্থায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্থানয় সরকারী রেডিওতে বলা হয়েছে, কম্বোডিয়ার ভিয়েতনাম বিরোধী মনোভাব ও উচ্ছৃঙ্খলতাই এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছে। (Their reason for the decision was the development of the situation in Combodia since March 18 and the feverish anti-Vietnam campaign in Phnom Penh and a number of other places in Combodia).

কম্বোডিয়া সরকার রিজার্ভ সৈন্য তলব করেছে।

কারণ, রাজধানী নম্ পেনের কাছে ভিয়েতকংদের তৎপরতা বৃদ্ধি। পরিস্থিতি গুরুতর।

খবর শেষ হল।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

ছুটোউপ বলল, কাল কম্বোডিয়া সরকার ঘোষণা করেছে সিহানুকপন্থী যুবকরা হাঙ্গামা শুরু করেছে। তার জন্য কারফিউ জারী করা হয়েছে, সামরিকবাহিনী যুবকদের গতিরোধ করেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বহুজন হতাহত হয়েছে। আর আজ বলছে ভিয়েত-কংরা হাঙ্গামা করছে। কোন্‌টা যে ঠিক তা বলা কঠিন।

বললাম, বড়ই গোলমেলে ব্যাপার! ভিয়েতকং বলার অর্থ হল বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া, কম্বোডিয়ার মানুষ বর্তমান সরকারকে গ্রহণ করেছে। যা কিছু গোলমাল ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট গেরিলারা করছে। অতএব আমেরিকা সাহায্য দাও।

দাবার চাল তো ঠিকই হয়েছে। শেষরক্ষা হলেই ভাল। তবে মনে হচ্ছে শেষরক্ষা হবে না।

সিহানুক কম্বোডিয়াতে বিশেষ জনপ্রিয়। জেনারেল লন নল বে-আইনীভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। নিজেদের বে-আইনী কাজকে ভদ্র মুখোশ পরাতে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বর্তমান শাসকরা এইভাবে প্রচার চালাচ্ছে। সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন চক্রান্ত ফাঁস হলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সেজন্যই পার্লামেণ্টে প্রস্তাব পাশ করিয়ে এই অন্যায়কে সংবিধানসম্মত প্রতিপন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেনারেল লন। কম্বোডিয়ার নতুন সরকারের চরিত্র ও নীতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে।

সাও লন বলল, চেং হেং রাষ্ট্রপ্রধান। ক্ষমতার মালিক জেনারেল লন নল। তাদের শক্তির মূল আধার হল সৈন্যবাহিনী। সর্বাগ্রে সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যলাভের জন্য চেং হেং ফতোয়া জারী করেছে সৈন্যবাহিনীর ওপর। সৈন্যবাহিনীকে তার অনুগত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে এবং যাতে সিহানুক ক্ষমতালাভ করতে না পারে, সেজন্য সব

সময় সতর্ক থাকতে বলেছে। বিশেষ করে তাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা তুলে ধরেছে তাতে রয়েছে সিহানুকের পুনঃ প্রত্যাবর্তন চিরতরে রোধ। তাতেও খুশী নয় লোং নোং ও জেনারেল লন। সিহানুক গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ, তার শাসনব্যবস্থায় ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রাধান্য। তবুও গণতন্ত্রের নামে কতকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করত দেশের মানুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাদের পথ খোলা ছিল বিচারালয়ে। বিচার-ব্যবস্থার যতই ত্রুটী থাকুক, তবুও মানুষ আশ্বাস খুঁজে পেত আদালতের দরজায় দাঁড়িয়ে কিন্তু লোং নোং সেই সামান্যতম অধিকারকেও অস্বীকার করেছে জরুরী ও বিপজ্জনক অবস্থা ঘোষণা করে। ছ'মাসের জন্য জনসাধারণের সাংবিধানিক ক্ষমতা হরণ করেছে জেনারেল লন।

বললাম, জনমনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে লোং নোং সেটা এখনও পরিমাপ হয়নি।

হবেও না কোনদিন। ক্ষমতায় বসেই জেনারেল লন রাষ্ট্রপ্রধান লোং নোং-এর নামে যে সব নির্দেশ জারী করেছে তার মধ্যে প্রথমটি হল, কম্যুনিষ্টদের কঠোর হস্তে দমন কর। এই কাজে কোনরূপ বিঘ্ন যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশের অধিনায়ক ও জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের সচিবকে পদচ্যুত করা হয়েছে। কম্বোডিয়ার বর্তমান সরকার মার্কিনী ধাঁচে বলছে, কম্যুনিষ্টরা বিশ্বের শত্রু। তাদের নিপাত ঘটাও। জেনারেল লন বলেছে, ভিয়েতকং তথা ভিয়েতনামীরাই কম্বোডিয়ার আসল শত্রু। এই নির্দেশে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, এই ক্ষমতাচ্যুতির পেছনে আমেরিকার গোয়েন্দা-চক্র সক্রিয়। ক্ষমতালাভের পর কম্যুনিষ্ট নিপাতের যে প্রস্তাব ও নির্দেশ তা কার্যকরী করতে পুলিশ অধিনায়ক বিলম্ব করায় তাকে পদচ্যুত করা থেকেই বুঝতে পারা যায় এর পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে। আরও সহজ ও সরল সত্য পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই যখন এই নতুন সরকারকে স্বীকার করেনি তখন আমেরিকা কেন

রাতারাতি তাকে স্বীকার করল। উদ্দেশ্য যে মহৎ নয়, তা তো বুঝতেই পারছ।

ছুটোউীপ বলল, আমেরিকা যে দোষখোর মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকা এই অশান্তিতে কেন মাথা ঢোকাচ্ছে ? যে যুদ্ধ ছিল ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ, সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে কম্বোডিয়াতে। শুধু তাই নয়, যদি বৃহৎশক্তিরা কোন মীমাংসায় আসতে না পারে তা হলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও আছে।

বললাম, পশ্চিমী শক্তিরা বোকা নয়, ম্যাদাম ছুটোউীপ। তারা সহজে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামবে না। তারা অপরকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে। আমেরিকা ভিয়েতনামে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নাক গলিয়ে যে বোকামি করেছে সে বোকামি আর করবে না। স্থানীয় বোকা মানুষদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়ে আড়ালে যুদ্ধে এগিয়ে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে। সে সব আলোচনা করে লাভ নেই। আমেরিকা অন্যায় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার কারণও স্পষ্ট। ভিয়েতনামে তার ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে, লাওসের নোমাভান কোনঠাসা হয়েছে প্যাথেটলাওদের আক্রমণে। বর্তমানে যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তার জন্য পা-রাখার জায়গা দরকার। সে জন্যই কম্বোডিয়াকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের কি অবস্থা তা বলতে পার ?

আমরা জনসংগঠনের দিকে নজর দিয়েছি।

বললাম, শুধু জনসংগঠন ?

জনমত গঠন করতে না পারলে আমেরিকার এই আগ্রাসী নীতি রোধ করা সম্ভব হবে কি !

সেটাও ন্যায্য কথা কিন্তু একদিকে যেমন জনসংগঠন চলবে, অপরদিকে তেমনি সশস্ত্র প্রতিরোধ আরম্ভ করতে হবে। ছুটো ফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে মঁসিয়ে সাও। কম্বোডিয়াতে সিহানুকের ইমেজ এখনও নষ্ট হয়নি, সিহানুকের আদর্শ ও নীতি তাদের

৯—

সামনে তুলে ধরতে হবে। এরাও সশস্ত্র প্রতিরোধ করবে। এদের অধিকাংশই হবে দুর্বলচিত্তের লোক, এদের অপারেশন হবে ছোট ছোট ক্ষেত্রে। এরা প্রশাসনকে পঙ্গু করতে চেষ্টা করবে। আর যারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ তাদের অগ্রসর হতে হবে কম্বোডিয়ায় সামরিকবাহিনীকে মোকাবিলা করতে। দু' দিক থেকে আক্রান্ত হলে কম্বোডিয়ার এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিহ্ন হবে।

সাও লন অনেকক্ষণ ভেবে বলল, ঠিকই বলেছ। নিম সোয়া ছুটে গেছে গ্রামে গ্রামে। তার সহচরের অভাব নেই। আজকালের মধ্যে যাতে সশস্ত্র প্রতিরোধ সুরু করা যায় তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই আগ্রহী হব।

ছুটোউপ বলল, আশ্চর্য দেশ কম্বোডিয়া। মার্কিন গোয়েন্দাদের জালে জড়িয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে ওরা ছুটছে। প্রিন্স সিহানুক কম্যুনিষ্ট নয়। কম্যুনিষ্টদের প্রতি তার সহানুভূতিও ছিল না, বরং উল্টোটা। কম্যুনিষ্টদের দমনের জন্য চেষ্টার ক্রুটি করেনি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা কোন সময় কম্বোডিয়াতে অনুপ্রবেশ করলে তাদের বহিষ্কৃত করতে চেষ্টা করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে। মার্কিন সাহায্য নিয়ে কম্যুনিষ্ট-বিতাড়ন চায়নি সিহানুক। বাস্তববোধ প্রখর বলেই মার্কিন সাহায্যকে সে ভয় করেছে। সিহানুক জানত, যদি মার্কিন সাহায্য নিয়ে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধাচারণ করে তা হলে কম্বোডিয়ার প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্তে লাল হয়ে উঠবে। দেশে অশান্তি, সম্পদনাশ ও নরহত্যাকে কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারেনি সিহানুক। বোধহয় প্রতিক্রিয়াশীলদের অভিমতে এই একটিই সিহানুকের রাজনৈতিক জীবনের ক্রুটি। এই ক্রুটি সংশোধন করতে বিশ্বাসঘাতকরা কম্বোডিয়ার বুকে ডেকে এনেছে অশান্তি ও যুদ্ধ।

সিহানুককে রাশিয়া ও চীন এখনও রাষ্ট্রপ্রধান বলে স্বীকার করে।

সেইটেই সবচেয়ে বেশি অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা আশা করেছিল ঘানার নক্রুমার মত সিহানুক পথে পথে ঘুরবে কিন্তু তা আর হল না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কম্বোডিয়াতে সৈন্য নামাবে, বোমা বর্ষণ করবে। যুদ্ধের গতি ভয়ঙ্কর মোড় নেবে। এর ফল যে কি হবে তা আজ কল্পনা করা যায় না।

বললাম, আমেরিকাকে যুদ্ধে নামতে হবে। কিছুতেই কম্বোডিয়াতে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য ও প্রভাব স্বীকার করবে না, তা হতে দেবে না। পরবর্তী ঘটনা তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের গর্ভেই রয়েছে। এবার আমাদের দেখতে হবে পরিণতি।

নিম সোয়া ছুটতে ছুটতে এল।

কি খবর বন্ধু?

আমরা এগিয়ে চলেছি। মেকং নদীর কিনারায় পৌঁছতে খুব বেশি দেরী হবে না।

তোমরা কারা?

আমরা যারা কম্যুনিষ্টপন্থী। আমাদের মুক্তিফৌজ এগোচ্ছে।

কিন্তু বন্ধু নম্ পেন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, ভিয়েতকংরা কম্বোডিয়া দখলের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। টাকিতের ঘটনা শুনেছ?

টাকিতের সিহানুকপন্থীরা বিক্ষোভ জানাচ্ছে। এই বিক্ষোভ দমন করতে সরকারী সৈন্যরা গুলী বর্ষণ করেছে। হতাহত হয়েছে তিন-শতাধিক। এদের বিক্ষোভ ছিল অহিংস আন্দোলন। এতেও কম্যুনিষ্টদের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে জেনারেল লন। বিক্ষোভকারী এই নিরস্ত্র লোকেদের গুলী করে হত্যা করেছে। এদের অধিকাংশই কম্বোজী নাগরিক। এরা লনের শাসন চায় না।

রেডিওতে বলেছে, সশস্ত্র জনতা রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিবাদে সরকারী অফিসগুলিতে হানা দিয়ে

সেখানকার আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ করেছে ও সরকারী দলিলপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। এই হাঙ্গামা বন্ধ করতে সামরিক বাহিনী গুলী চালাতে বাধ্য হয়েছে।

মিথ্যা কথা। মিথ্যা প্রচার। মিথ্যা প্রচারে পৃথিবীর সামনে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার কুৎসিত চেহারাটা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে। আমরা ক্রাতিই প্রদেশ দখল করেছি সে সংবাদ তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ।

রেডিও সংবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। উত্তর ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকংবাহিনীর গতিরোধ করেছে কম্বোডিয়ান বাহিনী। কম্যুনিষ্টরা কম্বোডিয়ান ফৌজকে অবরোধ করেছিল। সেই অবরোধ ভেঙে তারা নিরাপদ এলাকায় সরে গেছে।

কথাটা আংশিক সত্য। পরাজিত কম্বোডিয়ার বিশ্বাসঘাতক-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে নম্ পেনের দিকে। পলায়ন ও পরাজয় এক কথা নয়, তাই বুঝিয়ে জনতার মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। আবার সিহানুকপন্থী সৈন্যবাহিনী সোয়েলিং প্রদেশে অগ্রসর হচ্ছে। সিহানুকের অনুগত সেনাবাহিনীকেও ওরা বলছে ভিয়েতকং। উদ্দেশ্য এইভাবে প্রচার চালিয়ে আমেরিকাকে যুদ্ধে ডেকে নামানো।

কথার মাঝে সাও লন এসে বাধা দিয়ে বলল, আরও গুরুতর ঘটনা ঘটেছে কম্বোডিয়াতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের আগে যখন ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল তখন বহু ভিয়েতনামী কম্বোডিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিল। জেনারেল লন নল এদের বিরুদ্ধে কম্বোজীদের উস্‌কে দিয়েছে। গুরুতর দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। যে সব এলাকায় ভিয়েতনামীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়েছে। সরকারী সৈন্যরাও দাঙ্গা থামাবার অজুহাতে ভিয়েতনামীদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে। এই কয়েকদিনে কয়েক হাজার পুরুষ নারী শিশুকে হত্যা করেছে। তাদের মৃতদেহ মেকং নদীর জলে

ভাসিয়ে দিচ্ছে। অভ্যন্তর থেকে মৃতদেহ ট্রাক বোঝাই করে নদীতে ফেলে দিচ্ছে।

ছুটোউপ শিউরে উঠল।

পৈশাচিক!

হিটলারকেও হার মানাবে এরা। গ্যাস-চেম্বারে হত্যার চেয়েও নৃশংস। যারা আশ্রয়প্রার্থী তাদের ওপর এই নৃশংস আচরণ অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য।

অথচ এরা দাবী করে নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই হত্যাকাণ্ড অস্বীকার করতে কম্বোজ সরকার বিবৃতি দেবে, এমন ঘটনা মোটেই ঘটেনি। রটনা মাত্র। ঘটনাটা ধামাচাপা-ই থাকত। মেকং নদীতে বহু মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখেই সন্দেহ জেগেছে। সংবাদ নিয়ে জানা গেছে নৃশংস ঘটনার কাহিনী।

ছুটোউপ বলল, আমাদের এখানে বসে থাকা উচিত নয় বন্ধু। এবার আরও পেছন হাঁটতে হবে।

কোথায় যেতে চাও?

নিরাপদ এলাকায়। বিশেষ করে মুক্ত এলাকায়।

মুক্ত এলাকাই সবচেয়ে বিপদজনক। জেনারেল লন নল ক্ষমতা দখল করে মনে করেছিল অতি সহজেই সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে জেনারেল লনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। যদি এইভাবে দেশের মানুষ সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে পারে ছুটো ফ্রন্টে তা হলে অচিরেই লনকে দেশ ছাড়তে হবে। তার একমাত্র পথ হল আমেরিকার সাহায্য।

ইতিমধ্যেই বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এটা হল গৌরচন্দ্রিকা। এর পরই আমেরিকার দ্বারস্থ হবে। লনের প্রতিনিধি বলেছে, উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং (দক্ষিণ ভিয়েতনামী মুক্তিফৌজ) অনধিকার প্রবেশ করে কম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে।

তাদের ফিরে যেতে বলা হোক। (Combodia requested the U. N. Secretary General U Thant to use his influence to get North Vietnamese and Viet Cong forces out of his territory). কম্বোডিয়ার বর্তমান সরকারকে আমেরিকা বাদে অন্য কোন রাষ্ট্র স্বীকার করেনি। তাই আবেদনটা আইনানুগ রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে আসা প্রয়োজন। তা করা হয়নি। সেজন্য বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী হবে তা বোঝা শক্ত। কম্বোডিয়ার বিশ্বাসঘাতকদের পরবর্তী কাজ হবে খাল কেটে কুমীরকে ঘরে ডেকে আনা। আর তা করবে অতি শীঘ্রই।

আমি বললাম, এর মধ্যেই অনেকদূর এগিয়েছে জেনারেল লন। সংবাদে প্রকাশ কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লন বলেছে, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ যদি কম্বোডিয়ার পরিস্থিতি গুরুতর বলে ঘোষণা করে, তা হলে সে সামরিক সাহায্যের জন্য আমেরিকার কাছে আবেদন জানাবে। ফ্রান্স ও আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নেবার ইচ্ছা তার আছে (সংবাদ- এ. পি ও রয়টার)। অর্থাৎ কম্বোডিয়া গুরুতর যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর এই অশান্তির স্রষ্টা হল জেনারেল লন। যতই জঙ্গী মনোভাব ও জঙ্গী কার্যক্রম প্রকাশ পাবে ততই জনমনে বিরূপতা দেখা দেবে। তার প্রতিক্রিয়া কত গুরুতর হয় তা শীগ্‌গীরই জানা যাবে।

ছুটোউপ বলল, আমি যতদূর জানি কম্বোডিয়াতে কোন সময়ই কম্যুনিষ্ট আন্দোলন জোরদার হয়নি। তিরিশ সালে ইন্দোচীনে প্রথম কম্যুনিষ্টপার্টি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এর নাম হয় Dong Duong Cong San Dang (Indo China Communist Party), এর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী অধিকৃত গোটা ইন্দোচীনে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা। তার মধ্যে কম্বোডিয়া অন্যতম অংশ। ভিয়েতনাম (উত্তর) যখন স্বাধীনতা অর্জন করল তখন এই কম্যুনিষ্টপার্টি ভেঙে দেওয়া হল। ভিয়েতনামে আলাদা

কম্যুনিষ্টপার্টি গঠিত হল। কারণ স্বরূপ হো-চি-মিন জানিয়ে দিল, ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্টপার্টির কার্যকলাপের সঙ্গে লাওস-কম্বোডিয়ার কোন সম্বন্ধ নেই (To show that Vietnamese communist no longer had designs on Laos and Combodia). কম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টদের নেতা সিউ হেং। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যখন গোটা ইন্দোচীনে বিদ্রোহ চলছিল তখন কম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। শেষ পর্যন্ত যখন ফরাসীদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমেছিল তখন সিউ হেং-এর দলের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশত।

নিম সোয়া বলল, কথাটা ঠিক। কিন্তু সিউ হেং কম্বোডিয়ায় গঠন করেছিল মুক্তিবাহিনী। তার নেতৃত্বেই আজ আমাদের বাহিনী জেনারেল লন নলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অবশ্য মার্কিন প্রচারকরা বলছে, সিউ হেং-কে কেন্দ্র করে ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট প্রভুত্ব কম্বোডিয়ার ওপর প্রসার করাই ছিল উদ্দেশ্য (The long term aim was to provide an extension of Vietnamese communist rule over Combodia).

এ কথা স্বীকার করি না। কম্যুনিজম জনতার স্বয়ম্ভূত সম্পদ। এই সম্পদ কেউ কাউকে দেয় না। আপনা থেকে নিপীড়িত শোষিত মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। সেই স্বাভাবিক নিয়মেই কম্বোডিয়াতে কম্যুনিজমের উদ্ভব ঘটেছে। ভিয়েতনামের ওপর দোষারোপ করার অর্থ খুবই স্পষ্ট। যে কোন উপায়ে বিশ্বাসঘাতক লন নলের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে আমেরিকাকে এই আভ্যন্তরীণ সমস্যায় ডেকে পাঠান। তাই হবে। আমেরিকা স্বাধীন দুনিয়ার মুখরোচক কথা শোনাবে আর নরহত্যায়, অবশ্য স্বদেশীয়দের নয় বিদেশীয়দের, মেতে উঠবে।

আলোচনাটা গুরুতর রূপ নিতেই আমরা চুপ করে গেলাম। অবশ্য আমরা হু'জনেই মনে মনে স্বীকার করলাম আমেরিকার চালবাজিতে ধরা পড়বে লন নল আর অদূর ভবিষ্যতে কম্বোডিয়ার ভূমি ভ্রাতৃরক্তে রাঙা হয়ে উঠবে।

নিম সোয়া একখানা বিদেশী সংবাদপত্র সামনে ধরে বলল, এই দেখ। আমি যে কথা বললাম তার পটভূমিকা তৈরী করতে আরম্ভ করেছে জেনারেল লন নলের প্রতিনিধি।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা চোখের সামনে ধরলাম।

কম্বোডিয়ার ভারপ্রাপ্ত দূত মঁসিয়ে কোসানাক দেখা করেছে বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের সঙ্গে। কম্বোডিয়ার অবস্থা জানতে একদল পর্যবেক্ষক পাঠাবার অনুরোধও জানিয়েছে। কম্বোডিয়া থেকে উত্তর ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে উ থাণ্ট যাতে প্রভাব বিস্তার করে তার জন্যও অনুরোধ করেছে। (U. N. I., P. T. I., Reuter).

পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই নিম সোয়া বলল, এবার বুঝতে পারলে তো! পথ পরিষ্কার করছে কম্বোডিয়ার তাঁবেদার সরকার। আমরা চিন্তিত হয়েছি সাধারণ মানুষদের জন্য। ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং এই অপবাদ দিয়ে কম্বোডিয়ার বর্তমান বিশ্বাসঘাতক প্রশাসক জেনারেল লন নল আমেরিকাকে ডেকে আনবে। যুদ্ধের মোড় ঘুরবে। নিরস্ত্র শান্তশিষ্ট ভিয়েতনামীদের যে ভাবে কম্বোডিয়ান সামরিকবাহিনী হত্যা করেছে তার চেয়েও গুরুতর অবস্থা হবে। স্থায়ী বাসিন্দা ভিয়েতনামীদেরও কম্যুনিষ্ট অপবাদ দিয়ে আমেরিকা আক্রমণ করবে এবং সেই সঙ্গে কম্বোজীদের নির্বিচারে হত্যা করবে

সবই ভবিষ্যতের গর্ভে। বর্তমানে আমাদের কি করণীয়।

ক্রাতি আমরা দখল করেছি। সেখানে আশ্রয় নিতে হবে। ক্রাতি খুব গুরুত্বপূর্ণ শহর। মালয় থেকে সায়গন পর্যন্ত যে পথ গেছে লাওস ও কম্বোডিয়া হয়ে ক্রাতি সেই পথের প্রহরী। সেজন্য

ক্রাতি দখল করতে চেষ্টা করবে লন নল। আমরা ক্রাতির পেছনে গিয়ে বাস করলে রাজনৈতিক অবস্থা জানতে পারব।

তাই চল।

নিম সোয়া বলল, আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব হবে না। অগ্রগামী বাহিনীর জন্য জনসংগঠন রক্ষা করে চলতে হবে আমাকে ও আমার অনুগামীদের। পেছনে গেলে আমাদের ওপর ন্যস্ত কাজ ভেস্তে যাবে।

বললাম, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে তো পারে।

নিশ্চয় পারে। তবে ঠিক পারবে কিনা জানি না। নম্ পেনেই গ্রেপ্তার করার সুবিধা ছিল। পারেনি। তখন নম্ পেনে হাঙ্গামা চলছিল। সেই সুযোগে তোমাদের সঙ্গে যখন চলে আসতে পেরেছি তখন আর পারবে না।

নিম সোয়া বার বার আমাদের পেছনে যাবার তাগিদ দিয়ে বলল, ক্রাতি যদি নিরাপদ মনে না হয় তাহলে তোমরা আরও পেছনে নিরাপদ এলাকায় যেতে পার। তবে কম্বোডিয়াতে শীগ্‌গীরই আগুন জ্বলে উঠবে! কম্বোডিয়ায় কোন অংশ মোটেই নিরাপদ নয়। আমরা আশা করি এক থেকে দু'মাসের মধ্যে নম্ পেনের পতন যদি নাও ঘটে, আমরা নম্ পেনকে ঘেরাও করতে পারব।

আমরা শ্রোতা ও দর্শক।

নিম সোয়ার কথায় কোনরূপ উত্তেজিত না হয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সারা রাত বসে ডেসপ্যাচ লিখলাম।

কম্বোডিয়াতে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হবে শীঘ্রই। জেনারেল লন নল তার অধিকার রক্ষা করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনীকে জনসাধারণের বিক্ষোভ দমনে নিযুক্ত করেছে। রিজার্ভবাহিনীকে তলব করেছে। যেসব সামরিক কর্মচারীরা সিহানুকের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের গ্রেপ্তার করেছে।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ। সৈন্যবাহিনীকে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। জেনারেল লন নল আরও একটি কূটনীতিক চাল চেলেছে। বিক্ষোভকারীদের ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং প্রমাণ করতে রেডিওতে প্রচার করছে, চল্লিশ হাজার ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং সৈন্য কম্বোডিয়ার সীমান্তে অবস্থান করছে। তাদের সরিয়ে নিতে আবেদন জানিয়েছে ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং সরকারের কাছে। বিক্ষোভকারীদের বলা হচ্ছে ভিয়েতকং। এইভাবে প্রচার চালাতে পারলে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধকে প্রসারিত করার সুযোগ ঘটবে। ভিয়েতনাম সরকার ও ভিয়েতকং সরকার তাদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে।

সিহানুক পিকিং-এ। সেখানে প্রবাসী কম্বোডিয়া সরকার গঠন করেছে। নতুন কম্বোডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উত্তর ভিয়েতনাম, ভিয়েতকং, লাওস ও কম্বোডিয়ার বিপ্লবীদের আহ্বান জানিয়েছে। এবার গোটা ইন্দোচীনে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা।

ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং অস্বীকার করেছে তাদের কোন সৈন্য কম্বোডিয়াতে যুদ্ধ করছে অথবা বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে। বরং তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, কম্বোডিয়ার নতুন সরকার শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র আশ্রয়প্রার্থী বহু বৎসরের বসবাসকারী ভিয়েতনামীদের পাইকারী হারে হত্যা করে নৃশংসতার নিন্দনীয় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই ভূমিকার।

ডেসপ্যাচ লিখে শুতে গেলাম।

আগামী কাল আবার রওনা হতে হবে।

ছুটোউপ ঘুমিয়েছে।

ধনীর সন্তান ও সুখী পরিবারের স্ত্রী ছুটোউপ কেন আমার সঙ্গে পথে পথে ঘুরবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। আমি-ই

আগ্রহী হয়ে তাকে বারবার ফিরে যেতে বলেছি তার দেশে কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হয়নি। তার এক গোঁ, 'তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না।' বলেছিলাম, মৃত্যুকে এভাবে ডেকে আনার কোন অর্থ নেই। বিশেষত তুমি মহিলা, তোমার সন্তান আছে, সংসার আছে। তোমার এই ঘুরে বেড়ান হটকারিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেন এই বিপদকে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেবে।

কিন্তু ছুটোউপকে কোন মতেই নিবৃত্ত করতে পারিনি।

কাল সকালে আবার তাকে নিয়েই রওনা হতে হবে। রাতের বেলায় সে-ই একটা জিপের ব্যবস্থা করেছে। দুর্গম পথ জেনে সব রকম ব্যবস্থাই শেষ করেছে।

সকাল হতেই ছুটোউপ প্রস্তুত হয়ে নিল।

বললাম, জিনিসপত্র যত কম হবে ততই আমরা হাত-পা মেলে চলতে পারব।

সে-রকমই ব্যবস্থা করেছি। শোবার মত সামান্য বিছানা, কিছু খাবার আর বিদেশী মুদ্রা।

সকাল বেলায় রওনা হবার আগে নিম সোয়ার সাক্ষাত পাইনি। সাও লন বিদায় জানাল। বলল, আমাদের অবস্থা তো বুঝছ। গৃহযুদ্ধ যে কি ভয়ঙ্কর তা নিশ্চয়ই বুঝছ। খুব সাবধানে থাকবে। আজ হয়ত ক্রাতি পৌঁছতে পারবে না। তাতেও অসুবিধা হবে না। গোটা দেশটা অনিশ্চয়তার মাঝ দিয়ে চলছে। তোমাদেরও চলতে হবে অনিশ্চিত অবস্থার মাঝ দিয়ে। তোমাদের যাত্রাপথ বিঘ্নহীন হোক।

হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠলাম।

যাত্রী মাত্র দু'জন।

ছুটোউপ চালকের আসনে।

গাড়ি ছুটল।

পাকা রাস্তা। উত্তরমুখী রাস্তা। মেকং নদীকে বাঁ-হাতে রেখে চলেছি। পথে থামলাম প্রে-ভাং শহরে।

প্রে-ভাং শহরে উত্তেজনার ঢেউ। শহরের সাধারণ মানুষের মুখে চোখে আতঙ্ক। সবাই শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছে। মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে মালপত্র নিয়ে লোকেরা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটছে। যাদের গাড়ি নেই, গাড়ি ভাড়া নেবার সামর্থ্য নেই, তারা পোঁটলাপুঁটলি মাথায় করে সন্তানের হাত ধরে এগোচ্ছে। তাদের চোখে দারুণ ভীতির ছাপ। অর্ধ নগ্ন শিশুরা রোদে ক্লান্ত হয়ে কোথাও কোথাও গাছতলায় বসে জটলা করছে। শহর ছাড়তে তাদের বড় কষ্ট। কিন্তু উপায় নেই।

প্রে-ভাং-এ খাবার সংগ্রহ করে গাড়িতে বসেই খাওয়া শেষ করলাম। ছুটৌউপকে সরিয়ে আমি বসলাম চালকের আসনে। গাড়ি আবার উত্তরের পথ ধরল। ছুটৌউপ বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। বললাম, পেছনের সিটে শুয়ে ঘুমিয়ে নাও। আকাশ মেঘে ঢেকেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে। আরামেই ঘুমোতে পারবে।

অনিচ্ছাতেই ছুটৌউপ পেছনের সিটে পা মুড়ে শুয়ে পড়ল। আমার দৃষ্টি সামনে। দু'পাশে সবুজ মাঠ, কোথাও পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথ, কোথাও গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গ্রাম। গ্রামের একান্তে বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া। রাস্তায় লোক চলাচল কম হলেও মাঝে মাঝে দল বেধে গাড়ি অথবা মানুষের মিছিল। সবাই বোধহয় ছুটছে আশ্রয়ের আশায়। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের সংখ্যাই বেশি। পথচারীদের মাথায় বোঝা। সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে চলেছে। কিন্তু সংসার বলতে তাদের বাঁকে ছেঁড়া ময়লা বিছানা আর দু'চারখানা মাটির অথবা এলুমিনিয়মের হাঁড়ি কড়াই বিনা বিশেষ কিছু দেখলাম না। কোন কোন দলের দু-একটা জোয়ান ছেলের কাঁধে ছোট ট্রানজিস্টার। মাঝে মাঝে

সাইকেল আরোহীদেরও দেখা গেল। তারা ঠিক পলায়নকারীদের দলের নয় বলেই মনে হল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছুটোউপ ঘুম থেকে উঠে আবার পাশে এসে বসল।

কোন গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করাও। একটু চা খাওয়া যাক।

মন্দ নয়। বলেই ব্রেক কসে গাড়ি দাঁড় করালাম রাস্তার ধারে, গাছতলায়।

ছুটোউপ চা তৈরী করল। মাটিতে বসে দু'জনে চা খাওয়া শেষ করলাম। চা খাওয়া শেষ করে গাড়িতে ওঠামাত্রই প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামল। বললাম, বৃষ্টি না থামা অবধি এখানে অপেক্ষা করলে কেমন হয়?

হয় ভালই। কিন্তু আজ রাতে আর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ। নতুন অচেনা জায়গায় বেশি রাতে পৌঁছলে বেশ অসুবিধাই হবে।

গাড়ি একটু জোরে ছাড়তে হবে।

রাস্তাও তো খুব সুখের নয়। বিপদ হতে কতক্ষণ। নাও স্টার্ট দাও। এই নির্জন স্থানে ডাকাতের হাতে পড়াও বিচিত্র নয়। আমাদের সঙ্গে তেমন কোন হাতিয়ার নেই আত্মরক্ষা করার। চল।

ছুটোউপের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। গাড়ি চলল, অবশ্য গতি খুব দ্রুত নয়।

বহুদূর থেকেই লক্ষ্য করলাম, ফৌজী কনভয় এগিয়ে আসছে। ছুটোউপকে বলতেই সে বলল, আশেপাশে যদি কোন সাইড পথ থাকে তাতে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দাও।

যদি না থাকে?

না থাকলে সব ম্যানেজ করতে হবে। অবশ্য ওরা কারা ঠিক বুঝতে পারছি না। যে পক্ষই হোক বাঁচতে তো হবে।

পাশেই একটা সরু রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। একবার

মনে হল এই পথ ধরে আত্মগোপন করি। তখুনি মনে হল আমাদের কাছে আইনসম্মত কাগজপত্র যখন আছে তখন ভয় কিসের। দ্বিতীয়ত আমাদের বয়সটা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। তৃতীয়ত ছুটোউপের চেহারার সঙ্গে কম্বোজীদের চেহারার মিল আছে যথেষ্ট। এইসব নানা ঘটনার জট পাকিয়ে আমরা নিরাপদে এগোতে পারব। ভেবেচিন্তে বললাম, আমরা আত্মগোপন করলে ওদের সন্দেহ বৃদ্ধি পাবে। তার চেয়ে সোজাই চলা যাক।

বেশি দূর অগ্রসর হতে আর পারলাম না।

সাঁজোয়া গাড়ির কনভয় সামনে পথ রোধ করল।

গাড়ি থেকে নামল দু'জন সার্জেন্ট। প্রশ্ন করল, কোথায় যাবে ?

ক্রাতি যাব।

অনেকক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একজন বলল, উত্তরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন খবর রাখ ?

না। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে কি ?

শত্রুরা উত্তর দিক থেকে ক্রাতির দিকে এগিয়ে আসছে।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

আমরা শত্রুদের গতিরোধ করতে নতুন ঘাঁটিতে অপেক্ষা করব। সেজন্য এগোচ্ছি। ক্রাতি এখন আর নিরাপদ এলাকা নয়। শহর খালি। তোমরা ওদিকে যেও না।

কিন্তু এখনও তো ক্রাতি দখল করতে পারেনি। আজ রাতে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে পারব। এখনও নিশ্চয়ই রাজকীয়-বাহিনী ক্রাতিকে সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করছে।

একজন হেসে বলল, সুরক্ষিত এমন কিছু নয়। তবে ক্রাতিকে ঘিরে ফেলতে পারেনি। ওরা সংখ্যায় কম কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। আমাদের রক্ষা-ব্যূহ যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। আমরা ট্রং মেং-এ ছিলাম। সেই শহর শত্রুরা দখল করেছে। মেকং নদীর এপারে আর কোন আশা আছে বলে মনে করি না। তোমরা

যেতে পার। তবে সাবধানে চলাফেরা কর। আচ্ছা, আমরা চলি।

পথ ছেড়ে দিল।

আমাদের গাড়ি আবার চলতে লাগল।

ছুটৌউপ বলল, কম্বোডিয়ার সামর্থ্য নেই ভিয়েতনামের সাহায্য-প্রাপ্ত কম্বোডিয়ার গেরিলাদের গতিরোধ করে। মনে হল বিনাযুদ্ধেই এরা পালিয়ে আসছে। ক্রাতির পতনও শীগ্গীরই হবে।

ক্রাতিতে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পরেই।

শহরে লোকজন নেই বললেই হয়। চারিদিক অন্ধকার। আমাদের গন্তব্যস্থল খুঁজতে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। আমরা যার আশ্রয়ে উঠলাম তার নাম সোসথেন। সোসথেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিম সোয়ার দেয়া আমাদের পরিচয়-পত্র দেখে সাদরে থাকার ব্যবস্থা করল। সোসথেন একাই ছিল। দু'দিন আগে তার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে পাহাড়ী গ্রামে তার পিসিমার বাড়ি গেছে। সেজন্য খাবার ব্যবস্থা করতে হল তাকেই। আমরা যথাসাধ্য সাহায্যও করলাম। রাতের খাওয়া শেষ করতে এগারটা বেজে গেল। শহরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে লরীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দ কানে এলেই সোসথান মাথা উঁচু করে কান পেতে শব্দ শুনছিল।

শব্দ মিলিয়ে গেলেই বলছিল, না। ওরা পালাচ্ছে।

সোসথানের পিতৃপুরুষ সংযুক্ত ইন্দোচীনের আনামের অধিবাসী। প্রায় চল্লিশ বছর আগে সরকারী কাজে তার বাবা এসেছিল ক্রাতিতে। এখানেই কম্বোজী মহিলার পাণিগ্রহণ করে বসবাস করেছে তিরিশ বছর। সোসথান তাদেরই সন্তান, ফরাসী আমলে পাঠশালায় পড়েছে। ভিয়েতনাম স্বাধীন হবার পর কিছুকাল হ্যানয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখে প্রায় সাত আট বছর আগে ক্রাতিতে

এসে বসবাস করছে তার পৈতৃক বাড়িতে। জীবিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। সংসারে তার স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র। মা মারা গেছে প্রায় পনর-ষোল বছর আগে।

সোসথানের ঘরেই আলো নিভিয়ে তিনজন গল্প করছিলাম।

আমি আশ্চর্য হচ্ছি, কেন এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তোমরা এসেছ।

বললাম, তুমি কেন রয়েছ ?

কোথায় যাব ! আগে থাকলেও মৃত্যু, পেছনে থাকলেও মৃত্যু। তার চেয়ে ঘরবাড়ী পাহারা দিয়েই থাকি। অন্তত মরার মত জায়গা তো আছে আমার ঘরে।

তুমি কেন ভাবছ এই অবস্থায় মরতেই হবে।

তোমরা বাইরের লোক। ইন্দোচীনের অবস্থার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই। চুয়াল্লিশ সাল থেকে ইন্দোচীনের মানুষ সব সময় মৃত্যুকে সামনে রেখেই জীবনযাত্রা চালাচ্ছে। যে কোন সময় যে কোন লোকের মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর ভ্রূকুটি আমাদের মোটেই চিন্তিত করে না। আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, মূল্যও নেই। ফরাসী গেল, জাপান এল ; জাপান গেল আবার ফরাসী এল ; আবার ফরাসী গেল পেলাম স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা এখন শেলের মত বিঁধছে। বিদেশী শক্তি প্রত্যক্ষভাবে হামলা করছে ইন্দোচীনের জীবনে। ওদের এই নরঘাতী লড়াইতে কি প্রয়োজন! আমরা তো তোদের স্বাধীনতা কাড়তে যাই না, আমাদের মত ছোট দেশের মানুষ সামান্য পেয়েই খুশী। আমাদের ঘরে কেন আগুন দিচ্ছিস!

বললাম, ইন্দোচীনের মানুষ যেমন শৌর্যবীর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছে তার কোন পূর্ব ইতিহাস নেই।

সোসথান বলল, তার জন্য কত ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব জান কি! আমরা তো দুর্বল জাতি। আমাদের দেবার মত

রয়েছে শুধু বুকের রক্ত। আর পৃথিবীর অমিত বিক্রমশালী আমেরিকাকে দিতে হয়েছে একচল্লিশ হাজার ছয়শত জনের প্রাণ আর পঙ্গু হয়েছে একুশ লক্ষ এক হাজার জন। এটা আমেরিকার হিসাব। আমাদের হিসাবে আরও বেশি। আমাদের কত লোক প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে উত্তর ভিয়েতনামের জনসংখ্যা মাত্র এককোটি ষাট লক্ষ। আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। এই তিন কোটি লোকের অন্তত পঁচিশ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে। লাওসের তিরিশ লক্ষ লোকের মধ্যে কম করেও পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে। এ থেকেই বুঝতে পারছ কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে আর আমাদের প্রাণের কতটা দাম! আর অর্থব্যয়। আমরা দরিদ্র। আমাদের যেসব শিল্প গড়ে উঠছিল তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে আমেরিকার বোমা। তাই শুধু ভাতের মণ্ড খেয়ে আমরা রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করছি। ব্যয় যতটা অপরের তার কণিকাও আমাদের নয়। আমেরিকার দৈনিক যুদ্ধের ব্যয় দাঁড়িয়েছে চৌত্রিশ কোটি সাতাশি লক্ষ টাকা। (Meanwhile, the war is currently costing the U. S. taxpayer an estimated 46. 500.000 dollars (Rs. 34. 87. 50000/-) a year.—Reuter). এ থেকেই আন্দাজ করতে পার কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে ইন্দোচীনে। আমরা যদি ভীরু হতাম, আমরা যদি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে না পারতাম তা হলে পরাধীনতার শেকল পায়ে বেঁধে আমরা অপরের করুণার ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হতাম।

এতেও তো তোমরা দমে যাওনি।

না। আরও ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। সিহানুককে তাড়িয়েছে। সিহানুক এতকাল ছিল নিরপেক্ষ। তার নিরপেক্ষতাই তার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। তাকে যেমন সমাজতন্ত্রীরা বিশ্বাস করত না, তেমনি বিশ্বাস করত না সাম্রাজ্যবাদীরা।

সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে সিহানুক ক্ষমতাচ্যুত। তাকে আশ্রয় দিয়েছে চীন ও রাশিয়া। ভিয়েতনামের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। অস্থায়ী সরকার গঠনও করেছে। সিহানুক এর মধ্যেই হ্যানয়, লাওস ও কম্বোডিয়ার প্রগতিশীল নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও শেষ করেছে। সিহানুক বিবৃতি দিয়েছে, সে কম্বোডিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করবেই। লন নল তার অন্যায় স্বীকার করে যদি ক্ষমতা ত্যাগ না করে তা হলে আজ যে যুদ্ধ চলছে তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত জয় কার হবে তা বলা কঠিন। তবে সিহানুক মনে করে কম্বোডিয়াতে দ্বিতীয় লাওস অথবা দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি হবে। অবশ্য আমেরিকা যদি সংযত হয় তা হলে অন্য কথা। (Shihanouk said after the Combodian *coup* last March that the action of his opponents would turn Combodia into a second Laos or second Vietnam). আমরা ক্রমেই সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। জেনারেল লন নল আমেরিকার সাহায্য চেয়েছে। আমেরিকা বর্তমান সরকারকে স্বীকার করেছে যে রাজনীতিক চিন্তায় সেই চিন্তাতেই আমেরিকা কম্বোডিয়াকে সক্রিয় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনিবার্য।

-

রাত কিন্তু নিশ্চিন্তে কাটলো না। শেষ রাতে কামানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অবিশ্রান্ত আওয়াজে জেগে উঠল গোটা শহর। অন্ধকারে বোঝা গেল না কি ঘটছে, কোথায় ঘটছে। তাড়াতাড়ি সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোসাথানও আমাদের সঙ্গী। সোসাথান বলল, সামনের ঐ দেওয়ালটার পাশে গা ঢাকা দিয়ে বস।

বিবেচনা করার সময় ছিল না। সোসাথানের নির্দেশমত দেওয়ালের পাশে বসলাম।

সোসাথান ফিসফিস করে বলল, শহরের বেশির ভাগই বাড়ি বাঁশ আর কাঠের। কামানের গোলা এসে পড়লে এখুনি আগুন ধরে যাবে।

আক্রমণকারীদের লক্ষ্য এই কি শহর? শহরে তো কোন সামরিক ঘাঁটি নেই। এখানে কেন আক্রমণ করবে!

সামরিক ঘাঁটি নেই ঠিকই কিন্তু জেনারেল লনের অনুচররা লুকিয়ে আছে শহরের চোরা গলিতে। তারা শহরে আগুন দিতে পারে।

জনসাধারণ বাধা দেবে না?

কোথায় জনসাধারণ? শতকরা বিশজন লোকও শহরে নেই। দস্যুদের কাজে বাধা দিলে দস্যুরা পালাবার আগে নরহত্যা করতেও ত্রুটি করবে না। তারপরই ওরাই প্রচার করবে, কম্যুনিস্ট আক্রমণকারীরা অসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছে।

শহরের আশপাশ থেকেও গোলাবর্ষণের আওয়াজ আসছে।

মনেহল উভয় পক্ষই প্রস্তুত।

কিন্তু সকাল না হতেই শহররক্ষাকারীদের গোলাবর্ষণের আওয়াজ বন্ধ হল। তারপরই লরী চলার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু যুদ্ধ তখন শহরের পথে। বিশ্বাসঘাতকদের ঘিরে ফেলেছে আক্রমণকারীরা। হ্যানয় থেকে নম পেন যাবার রাস্তায় তখনও গোলাবর্ষণ চলছে।

বেলা বাড়তেই শহর শান্ত হল।

কিছুক্ষণ আগে যে গুরুতর যুদ্ধ হয়েছে শহরে ও তার উপকণ্ঠে তার কোন চিহ্নই নেই। শতাধিক মুক্তিফৌজ শহরের কেন্দ্রে এসে জমায়েত হল। অথচ শহর রক্ষা করতে পাঁচশতাধিক সশস্ত্র বাহিনী ছিল। কোন পক্ষে কত হতাহত হয়েছে তা জানা না গেলেও

মোটামুটি খবর হল হতাহতের সংখ্যা নাম মাত্র। জেনারেল লনের সৈন্য যে কেউ মারা গেছে তা মনে হল না। শহরের বুকে যা দু' একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল তারা কেউ সামরিক বাহিনীর লোক নয়। দখলকারী সৈন্যরা তখন শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত। শহরের অতি সামান্য জনসংখ্যা ধীরে ধীরে শহরের কেন্দ্রে সমবেত হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। তারা যেন এদের আগমণ প্রত্যাশায় ছিল।

আমরা ঘরে ঢুকে মনে মনে হিসাব করছি।

সোসাথান রেডিও সেট এনে আমাদের সামনে রেখে বলল, এখনই সংবাদ পাওয়া যাবে।

নম পেন থেকে প্রচার করা হচ্ছিল :

ভিয়েতকং বাহিনী কম্বোডিয়ার সরকারী সেনাদের আক্রমণ চালিয়ে রাজধানী নম পেনের চুয়ান্ন কিলোমিটার দূরত্বে এসে পৌঁছেছে। ভিয়েতকংদের সর্বশেষ আক্রমণের ফলে রাজধানীর পরিস্থিতি বেশ থমথমে হয়েছে।

গতকাল ভিয়েতকং সেনা মেকং নদীর ধারে নিয়াক লুয়ং শহর দখল করেছে। নিয়াক লুয়ং রাজধানী থেকে চুয়ান্ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগকেন্দ্র।

ভিয়েতকং বাহিনীকে প্রেভাং, কামপেট ও টাকেও প্রদেশে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

বেআইনীভাবে ভিয়েতকং বাহিনী কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে। কম্বোডিয়ার সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভিয়েতকংরা কম্বোডিয়াতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে চাই। আজ নম পেনে যে সব বিদেশী রাষ্ট্রদূত আছে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিন হাজার ভিয়েতকং সীমান্তের সাত কিলোমিটার ভেতরের

একটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তে অবস্থিত তিনটি প্রদেশে ভিয়েতকংরা বার বার আক্রমণ করেছে, আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করছে। এখনও যুদ্ধ চলছে।

বেতারের সংবাদ শোনা শেষ করে সোসাথান বলল, শুনলে তো দেশের অবস্থা।

আমাদের কাজ সংবাদ সংগ্রহ। ওটা তো সরকারী চালুনি দিয়ে ছাঁকা খবর। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনতে চাই এবং নিজেরাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে চাই।

আজ তো প্রত্যক্ষ করলে।

প্রথমে কানে শুনলাম। সকাল বেলায় দেখলাম সরকারী সৈন্য পালিয়েছে। বলতে গেলে কোন যুদ্ধই হয়নি। বিনা বাধায় মুক্তিফৌজ দখল করেছে এই শহর। হতাহত নাই বললেই হয়।

আজ আবার দেখবে দলে দলে লোক ফিরে আসছে শহরে। আবার জন-কোলাহলমুখর হবে গোটা শহর। আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসবে।

ছুটৌউপ এবার গেল খাবার ব্যবস্থা করতে।

আমি বসলাম ডেসপ্যাচ লিখতে।

সোসাথানকে বললাম, আমার চিঠিপত্র পাঠাব কি করে ?

হ্যানয়ের পথে। ভারত হ্যানয় মহব্বত আছে। হ্যানয় থেকে সোজা চিঠি পৌঁছবে তোমাদের দেশে।

সোসাথানের ওপর ভরসা করেই চিঠিপত্র তার হাতেই তুলে দিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম : তোমরা কি চাও সিহানুক আবার ক্ষমতায় ফিরে আসুক ?

আমাদের এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। সিহানুককে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না অনেকেই। তবে

সিহানুক বর্তমানে সমাজতন্ত্রী শিবিরের আশ্রয় নিয়েছে। আমরা আশা করছি সিহানুক তার মতবাদ বদলাবে। সিহানুক মার্কিনপন্থী নয় সেটাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য, তার নিরপেক্ষনীতির মেকি প্রয়াস। অবস্থা বিপাকে সিহানুক আশ্রয় নিয়েছে পিকিং-এ। ইতিমধ্যে লাওস, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণভিয়েতনাম মুক্তিফৌজ, কম্বোডিয়ার মুক্তিফৌজের নেতাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সিহানুক তার মত বদলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে। যদি আমরা সমাজতন্ত্রী সিহানুককে পাই, তা হলে তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

সোসাথান কিছুক্ষণ থেমে বলল, আমাদের দেশের বড় সমস্যাই হল ভূমি-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা। বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে এই দুটি সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নেই। সিহানুক শিক্ষা বিস্তার করেছে, ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে। কোন ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি, যুবকদের কর্ম-সংস্থানও সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে মাত্র পাঁচ হাজার লোক কাজ করে। আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে কাজ করে প্রায় চার হাজার লোক আর বে-সরকারী শিল্পে কাজ করে আঠারো হাজারের মত লোক। ষাট লক্ষ লোকের দেশ কম্বোডিয়ার কর্মসংস্থানের এই হল বর্তমান চিত্র। কম্বোডীয় মুদ্রা রিয়েলের মূল্য হ্রাস করেও দেশের কোন উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়নি। যদি ভূমিব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় সামন্তদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চাষীর হাতে দেওয়া যায়, যদি সেচ-ব্যবস্থা জোরদার করে চাষের উন্নতি ঘটানো যায়, তা হলে বহুলোকের যেমন কর্মসংস্থান সম্ভব, ঠিক তেমনি সম্ভব ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলেই অশান্তি থাকবে, কর্মসংস্থান কমে যাবে, উৎপাদনের কোন উৎকর্ষতা ঘটবে না। সিহানুক যদি ফিরে এসে এই সব সংস্কারমূলক কাজে হাত দেয় তা হলে দেশের লোক তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাবে।

বললাম, বেশ বেলা হয়েছে। কাল রাতে তো এসেছি। এসেই কামান গর্জন শুনেছি। এবার একটু শহরটা ঘুরে দেখতে চাই। যাবে একবার আমার সঙ্গে ?

নিশ্চয় যাব। তবে খেয়ে-দেয়ে তিনজনে বের হব। তোমাদের তো গাড়ি আছে। শহর ঘুরে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে।

ছুটৌউপ মাঝে মাঝে আমাদের কথায় যোগ দিচ্ছিল আর রান্নার দিকে নজর দিচ্ছিল। সোসাথান অশান্তির আশঙ্কায় কিছু খাবার মজুত রেখেছিল ঘরে। অন্তত একজন লোকের একমাসের মত আহার্য ছিল তার ঘরে। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে কিছু চাল ও শুকনো তরকারী। ছুটৌউপ নিরামিষ তরকারীর ঝোল আর ভাত রেঁধে সবাইকে স্নান করে নিতে বলল। নিজেও স্নানে গেল।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করে তিনজনে জিপে করে বের হলাম।

শহর নিস্তব্ধ।

রাস্তায় মাঝে মাঝে দু-একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সবাইয়ের চোখে মুখে কেমন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। সহজ সরল ভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। পথঘাট পরিষ্কার।

বললাম, যারা শহর দখল করেছে তারা কি ভিয়েতকং ?

না। এরা খ্মের সেরাই অর্থাৎ স্বাধীন কম্বোডিয়া বাহিনী। স্ট্রুং ট্রেং এলাকায় এরা প্রবল। এদের কেউ বলে মার্কিনপন্থী, কেউ বলে ভিয়েতনামপন্থী। কিন্তু এরা কোন পন্থীই নয়। এরা কম্বোডিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করে এসেছে। বর্তমানে জেনারেল লনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এরা সক্রিয়। এদের সঙ্গে রয়েছে লাল কম্বোডিয়া (খ্মের রুজ) দল। এদের কর্মকেন্দ্র ছিল বাটামবাং, কাম্পোট ও কমপোঙ্কচাম প্রদেশে। এরা এই তিন প্রদেশেই মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছিল সিহানুকের সময়েই। এদেরই ভিয়েতকং অপবাদ দিয়েছে সিহানুক

নিজেই। এরা তবুও নম পেন সরকারকে অগ্রাহ্য করেই নিজেদের শাসনব্যবস্থা গড়েছে, শোষণমুক্ত করেছে জনগণকে। এরাই এখন সব চেয়ে বেশি সক্রিয়।

ছুটোউপ বলল, তুমি যে ভাবে এদের কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই খ্‌মের রুজ (লাল কম্বোডিয়া) বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

অবশ্যই। এই দলে রয়েছে নওজোয়ান ছাত্রের দল, শিক্ষকের দল, আর ফরাসী দেশে শিক্ষিত একদল দেশপ্রেমী সমাজতন্ত্রী। এরাই কম্বোডীয় মানুষদের অভিলাষ পূর্ণ করতে সমর্থ। এরা যে ভাবে জেনারেল লনের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে অচিরেই কম্বোডিয়ার মুক্তি সম্ভব হবে।

তুমি কি মনে কর আমেরিকা এভাবে অগ্রসর হতে দেবে ?

দেবে না। অন্তত সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে তা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এতে যুদ্ধের বিস্তার ঘটবে। ইন্দোচীনের মানুষ সবাই এক গোষ্ঠীভুক্ত। ভিয়েতনাম অথবা লাওস অথবা কম্বোডিয়া সবার স্বার্থই এক ও অভিন্ন। আমেরিকা যদি আক্রমণ চালায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে গোটা ইন্দোচীনে। যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে।

সেই আশঙ্কাই রয়েছে বলেই জানতে চাইছি। আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চালাতে পারবে কি !

ভিয়েতনাম যদি পারে আমরাও পারব। কেন পারব না।

আমরা শুনেছি তোমাদের খ্‌মের রুজ দলের পরিচালক কয়েকজন অভিজাত। তারা মধ্যযুগীয় সামন্ত।

সব সত্যি না হলেও কিছুটা সত্যি। অভিজাত ছিল ওরা, বর্তমানে ওরা সর্বহারা। কম্বোডিয়ার রাজার একদল উপদেষ্টা ছিল। সেই উপদেষ্টা দলের একজন সদস্য রয়েছে এই দলে। আর রয়েছে

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী চাউ সাং ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সোনেম। কিন্তু তারাই একমাত্র পরিচালক নয়। আমাদের যে পরিচালক মণ্ডলী আছে তারই সদস্য মাত্র। এর অর্থ এ নয় যে অভিজাতধর্মী আন্দোলন এরা করবে। এরাও সাধারণ মানুষদের একজন হয়ে সাধারণের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছে। এদের অবদান সন্দেহজনক নয় মনে করি।

শহরে কি মানুষ ফিরে আসবে না ?

শীগ্‌গীরই আসবে। আমরাই সবাইকে শহর ছাড়ার উপদেশ দিয়েছি। কোন হাঙ্গামায় যাতে কেউ জড়িয়ে না পড়ে, যাতে কোন প্রাণহানি না ঘটে তার জন্যই আমাদের এই ব্যবস্থা। রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর নৈতিক বল সন্দেহজনক। আমরা জানি বলেই চুপ করে ছিলাম। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বহু মত। জেনারেল লনের জন্য যারা যুদ্ধ করছে, তারা ভয়ে যুদ্ধ করছে, সিহানুকের প্রভাব কোনমতেই ওরা ভুলতে পারেনি। সেজন্য জেনারেল লনের হাতে যে সৈন্যবাহিনী তারা মোটেই লনের প্রতি অনুগত নয়। এই কারণেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে বিনা যুদ্ধেই তারা পলায়ন করছে।

তা হলে লন যেমন বিনা যুদ্ধে ক্ষমতালাভ করেছে ঠিক তেমনি বিনা যুদ্ধেই তোমরা যুদ্ধ জয় করছ। মোটামুটি সারাংশ তাই।

তা হবে না ম্যাদাম। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী সেনানায়ক আছে যারা হঠকারীর মত অনুচরদের এগিয়ে দেবে মৃত্যুর দিকে। এই সব সেনানায়কদের ওপর ভরসা রেখেই জেনারেল লন ক্ষমতা দখল করতে সাহস পেয়েছে। নইলে কখনই সে সাহস পেত না। রাজবাড়ির চক্রান্তে লন যোগ দিয়ে আরেকজন রাজপুত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার চেষ্টা করেছে। কূটনীতির দিক থেকে লন খুব ভুল করেনি কিন্তু যাদের ভরসা করেছে এবং যারা তার পৃষ্ঠপোষক তারা কতদূর কি করে তা দেখতে হবে।

আমাদের মনে হচ্ছে উভয় পক্ষই কায়েমী স্বার্থের এজেন্ট। এদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা বোধহয় ভুল হবে।

আজকের শিক্ষাই আগামী দিনের মানুষ তৈরী করবে আগামী দিনের ওপর ভরসা রাখাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে মানুষকে অবিশ্বাস না করে তাকে গতিপথে চলতে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ।

দূর থেকে চীৎকারের শব্দ ভেসে আসতেই গাড়ি একপাশে দাঁড় করিয়ে বললাম, সামনে গোলমাল মনে হচ্ছে।

সোসাথান হেসে বলল, না। বিজয় উৎসবে বের হয়েছে সবাই। শহরে যে ক'জন লোক আছে তারা নিশ্চয়ই বিজয় উৎসবে বের হয়েছে। আমরা এটাই আশা করেছিলাম। শহরে নিতান্ত লোকের অভাব নইলে বিজয় উৎসব দেখবার মত হত। চল এবার পায়ে হেঁটে সব কিছু দেখে বেড়াই।

শহর কিন্তু সুন্দর ভাবে সাজানো।

পার্ক, খেলার মাঠ, সরকারী দপ্তর এমন পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দেখলে সত্যিই আনন্দ পাওয়া যায়। সরকারী দপ্তরের মাথায় তখন লাল পতাকা উড়ছে। সারিবদ্ধ চার-পাঁচশত লোক যাদের বেশির ভাগই অতি দরিদ্র, লাল পতাকা নিয়ে জয়ধ্বনি দিতে দিতে পথ পরিক্রমা করছে। নারীর সংখ্যা অতি সামান্য। কিছু বয়স্কা মহিলা আছে তাদের সঙ্গে আছে অতি অল্প সংখ্যক যুবতী। তারা যখন আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল তখন সোসাথান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের মনেই বলল, এরা এবার মুক্তি পেল।

কারা?

ঐ যে যুবতীদের দেখলে।

ওরা কারা?

ওরা দেহ উপজীবিনী। যুবতী মেয়ে সবাই চলে গেছে শহর থেকে। রাজকীয় সামরিক বাহিনীর অফিসাররা ওদের আটকে রেখেছিল, যেতে দেয়নি নিরাপদ এলাকায়। আর যাবেই বা

কোথায়! ওদের যেমন গৃহ নেই, তেমনি স্বজনও নেই। ভাগ্যের তাড়নায় শহরে এসেছিল। দারিদ্র টেনে নামিয়ে ছিল পঙ্কিল পথে। এবার ওরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। ওদেরই মনে হল সবচেয়ে উৎসাহী।

ছুটোউপ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি মন্তব্য না করে চলতে থাকি।

সোসাথান বলল, সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা জীবনকে ভোগ করতে জানে। মদ ও মেয়েমানুষ নিয়েই ওদের যত কারবার। নিজেরাও যেমন অসদাচার করেছে তেমনি অসদাচারের পথে টেনে নামিয়েছে এদেশের লোককে। সিহানুক ক্ষমতায় আসার আগে প্রকাশ্যে নারী বেচাকেনা হয়েছে কম্বোডিয়ার বাজারে। সুন্দরী যুবতীদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ওরা বাজারে বিক্রি করেছে হাজার দেড় হাজার রিয়েলের (কম্বোডিয়ার টাকা) বিনিময়ে। সে অবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না। এখনও লাওসে এই অবস্থা চলছে।

চল এবার সরকারী দপ্তরটা দেখিয়ে আনি।

সোসাথানের পেছন পেছন সরকারী দপ্তরে ঢুকলাম। আধুনিক ধরণের বাড়ি। টেবিল চেয়ার সাজানো। দরজায় দরজায় প্লেট ঝুলছে। কম্বোজী ভাষায় লেখা কোনটা কোন দপ্তর। ঘরগুলো সব খালি। ছোট দেশের ছোট দপ্তর। দরজায় দখলকারী শান্ত্রীরা পাহারা বসিয়েছে। তাদের অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করলাম। সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দপ্তরের আসল চেহারা দেখা গেল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে ঘরগুলো। নতুনই তৈরী হয়েছে বাড়িটা। রোদের আলোতে ঝলমল করছে সরকারী কর্মচারী একজনও নেই।

সব পালিয়েছে। বলল সোসাথান।

ওরা বুঝি জেনারেল লনের অনুগত?

তা নয়। আতঙ্কে। গত রাতের যুদ্ধ যে কয়েক ঘণ্টাতেই

শেষ হবে, অথবা শহরে এত শীঘ্র শান্তি ফিরে আসবে তা ভাবতেও পারেনি। আছে কোথাও লুকিয়ে। আসবে দু-একদিনের মধ্যে। আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

তোমার স্কুলও তো বন্ধ। কতদিন বন্ধ থাকবে?

স্কুল বন্ধ থাকবে। ছাত্রদের মধ্যে যারা ষোল বছরের উর্ধ্বে তাদের প্রায় সবাই গেছে যুদ্ধে অথবা ট্রেনিং নিতে। ছোট ছোট শিশুদের পড়ানো ভিন্ন আর কোন কাজ নেই। শিক্ষকদের অনেকেই গেছে মুক্তিফৌজে। আমরা আছি স্কুল চালাতে আর সংগঠন গড়ে তুলতে।

এত অল্প সময়ে তোমরা এভাবে সংগঠিত হলে কি ভাবে?

আমাদের সংগঠন বহুদিন থেকেই কাজ করছে। সিহানুকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়নি। সিহানুক যদি মার্কিনপন্থী হত তা হলে পাঁচ বছর আগেই আমাদের লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হত কিন্তু সবাইকে খুশী করার সিহানুকের যে মনোভাব ছিল তা আমাদের সংগঠনকে মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। তখন সিহানুক ছিল সরকারের একজন। মাঝে মাঝে পুলিশ ও সৈন্য পাঠাত গোরিলাদের আয়ত্তে রাখার জন্য। এখন সিহানুককেই গোরিলাদের সঙ্গে এসে নেতৃত্ব দিতে হবে। সিহানুক জেনারেল লনের সরকারের উৎখাতের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমরা সেই কাজ ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে এসেছি। নতুন কোন সংগঠন গড়তে হয়নি। আঠার মার্চ থেকেই আমাদের প্রস্তুতি চলেছে। মার্চ মাস শেষ হতে না হতেই আমরা কম্বোডিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ প্রায় নিজেদের দখলে এনেছি। অবশ্য যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলবে।

আজকের এই বিজয় উৎসবে তুমি কেন অংশ গ্রহণ করছ না?

আমিও এরই অংশ। আমার কাজ হল প্রশাসনকে সাহায্য করা। লনের প্রশাসন ব্যবস্থা নেই। এখন কিছু দুষ্ট লোক জনজীবনকে বিপন্ন করবে এ আশঙ্কা আছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাই

আমাদের প্রথম কাজ। এরপরই প্রয়োজন খাবারের ব্যবস্থা করা। তোমরা যদি কয়েক দিন থাক তা হলেই বুঝতে পারবে আমাদের কার্যপদ্ধতি। এখনও যোগাযোগ সৃষ্টি করা যায়নি। অগ্রগামীদল শহর দখল করেছে। এরপর আসবে মূল বাহিনী, তাদের কাজ হবে অসামরিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এগিয়ে চলা। বিশেষ করে অধিকৃত অঞ্চলকে রক্ষা করার দায়িত্বও যথেষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার খুঁটিনাটি জিনিসগুলো রপ্ত করতেই তো কয়েক মাস কেটে যাবে!

কয়েকটা দোকানের দরজা অর্ধেকটা খোলা আছে দেখা গেল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে যাতে কারও কোন কষ্ট না হয় তার জন্য দখলকারী বাহিনী দোকান খোলার দিকে বেশি নজর দিয়েছে। খোলা দোকানগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থাও তারা করেছে।

একটু চা খাবে?

আমি কেমন মোহাচ্ছন্ন। কাল রাতে যুদ্ধ। আজ সকালে নির্জনতা। তারপর বিজয় মিছিল। তারপরই স্বাভাবিক জীবনের সন্ধান। কি করে সম্ভব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। অথচ তা ঘটেছে চোখের সামনে। আজগুবী কিছুই নয়।

চা খাবে কি?

চল।

চায়ের দোকানে বসলাম। কয়েক টুকরো রুটিও পেলাম।

খেতে খেতে ছুটোউপ বলল, আশ্চর্য! এ অবস্থা মোটেই আশা করিনি কখনও। কিন্তু অবস্থা বেশ উপভোগ করার মত হয়ে উঠেছে।

সোসাথান কোনক্রমেই আমাদের যেতে দিতে রাজি নয়। ধীরে ধীরে শহরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল। আবার গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি পণ্য আসতে থাকে গ্রাম থেকে শহরে। আবার ফতুয়া গায়ে দিয়ে চাষীরা ক্ষেতের কাজে নেমেছে, নতুন সরকারের বক্তব্য মাঝে মাঝে মাইকে ঘোষণা করছে। দিন বেশ কাটছে।

রাতের বেলায় সবাই চিন্তিত হয়। শহরের নারী-পুরুষ দল বেঁধে নিকটবর্তী গ্রামে অথবা পাহাড়ী বনে আশ্রয় নেয়। শহর তখন জনশূন্য। অন্ধকারে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে বড় বড় বাড়িগুলো। কোথাও আলোর চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। আমরা তিনজন তিনটি ঘরে বন্দীর মত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার সকাল হয়, আবার জনতার ভীড় জমে। যারা রাতের বেলায় নিরাপদ আশ্রয়ে গেছে তারা আবার ফিরে আসতে থাকে। আবার যেন স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে।

সোসাথান বলল, এখনও শহর নিরাপদ নয়। রাতের অন্ধকারে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারে। সেই আশঙ্কা আছে বলেই শহরবাসী সবাই বেরিয়ে পড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

বললাম, যুদ্ধের সময় কোন স্থানই নিরাপদ নয়। দখল করলেই তা চিরস্থায়ী হবে এমন গ্যারান্টি কোথায়। মধ্যযুগের যুদ্ধ তো নয়। একদিন বা একবেলার যুদ্ধে জাতির ভাগ্য নির্ণীত হয় না বর্তমান যুগে। যুদ্ধ হল সর্বনাশা।

ক'দিনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

বললাম, আরও এগিয়ে যেতে চাই বন্ধু।

কোথায় যাবে! আমরা এখন নম্ পেনের আঠার বিশ মাইলের মধ্যে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে নম্ পেনের পতন ঘটা বিচিত্র কিছু নয়। এখান থেকেই সব কিছু দেখে যাও।

বললাম, অত সহজে তা হবে না।

কেন?

আমেরিকা। কোনমতেই আমেরিকা কম্বোডিয়ার এই অবস্থা সহ্য করবে না। কম্যুনিষ্টরা দখল করবে কম্বোডিয়া আর মার্কিন কর্তারা চোখ বুঁজে দেখবে এ ভরসা কে দিল! মার্কিন কর্তারা জানে, কম্বোডিয়া হাতছাড়া হলেই ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি মার্কিনের পরিপন্থী হবেই হবে।

সোসাথান স্বীকার করল। তবে যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে যে ফিরিস্তি দিল তা থেকে বেশ বুঝতে পারলাম, কম্বোডিয়ার লন্ বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে স্বাধীন কম্বোডিয়া বাহিনী, লাল কম্বোডিয়া বাহিনী। সিহানুক পন্থী অনুগত বাহিনী আর তাদের সাহায্য করতে উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজ তথা ভিয়েতকং বাহিনী। এরা সম্মিলিতভাবে জেনারেল লনের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে লাল কম্বোডিয়া (খ্মের রুজ) দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছে। মেকং নদীর পূর্ব তীরে জেনারেল লনের অস্তিত্বই নেই। লন যে বাহিনীর ওপর ভরসা করে যুদ্ধে নেমেছে তারা পরাজিত হয়ে খ্মের রুজে যোগ দিচ্ছে। লনের সামরিক বাহিনীতেও নৈতিক বল লোপ পাবার উপক্রম।

বললাম, মেকং নদীই ওদের রক্ষা করবে।

সোসাথান বলল, জেনারেল লন সেই আশাই পোষণ করে। তবে আমরাও নদী পার হবার কটা ঘাঁটি দখল করেছি। এবার উত্তর দিক থেকে আমরা নদী পারাপার করার ব্যবস্থা করছি। নদী পার হয়ে কিছু সৈন্য এগিয়েছে। উত্তর থেকে আক্রমণটা জোরদার করা সম্ভব হলে নম্ পেনের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং তা সম্ভব হবে অবিলম্বে।

তোমরা যে স্বাধীন কম্বোডিয়া বাহিনীর কথা বলছ তারা তো আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট। তারা জেনারেল লনকে আক্রমণ না করে তোমাদের আক্রমণও তো করতে পারে। তখন তোমরাই তো বিপন্ন হবে।

সোসাথান শুধু হাসল।

হাসছ কেন?

তুমি তো জানো দক্ষিণ লাওস দখল করেছে প্যাথেট লাও! আর সমতলভূমি দখল করেছে প্যাথেট লাও, উত্তরের নাম-থা থেকে দক্ষিণের কম্বোডিয়া সীমান্ত অবধি সকল অংশই প্যাথেট লাওয়ের দখলে। একমাত্র ভিয়েনটাইন আর তার আশেপাশের পঞ্চাশ ষাট

মাইল রয়েছে ফৌমী নোসাভানের দখলে। এই দখল কি করে সম্ভব হল জানো। যখনই প্যাথেট লাও বাহিনী আক্রমণ করেছে তখনই নোসাভানের সৈন্য দৌড়ে পালিয়েছে। প্যাথেট লাওয়ের একশ' সৈন্য নোসাভানের দু'হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছে। কি করে তা সম্ভব হয়েছে জানো? যখন দু'একটা বন্দুকের শব্দ শুনেছে আর গুজব ছড়িয়েছে ভিয়েতমিন সৈন্য আসছে, সঙ্গে সঙ্গে নোসাভানের সৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করেছে। (The Pathet Lao did little more than blow its trumpet and the Royal walls of Laos collapsed.—Warner). স্বাধীন কম্বোডিয়া বাহিনীর অবস্থাও তাই। নোসাভান লক্ষ লক্ষ ডলার পাচ্ছে আমেরিকার কাছ থেকে, সেই টাকায় গড়ে তুলেছে সৈন্য-বাহিনী। সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা টাকা তছরূপ করছে, যোদ্ধাদের নৈতিক বল নষ্ট হয়েছে। মার্কিনের টাকায় স্বাধীন কম্বোডিয়া গড়ে উঠলেও সেখানেও ঐ একই দশা। সিহানুকের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করা আর খ্মের রুজের সঙ্গে লড়াই করা এক ঘটনা নয়। আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

আলোচনা করেছি ক'দিন। আকাশে বিমানের শব্দ হলে তাকিয়ে দেখেছি, মাঝে মাঝে ট্রেনচেও আশ্রয় নিতে হয়েছে। সামরিক বাহিনীর অগ্রগতি, ব্যস্ততা ও তৎপরতাও দেখেছি। মাঝে মাঝে ছুটোউপের হাত ধরে বেড়াতেও বের হয়েছি, খবর শুনেছি, গুজব শুনেছি। বেশ তুষ্ণিভাব ধারণ করেই আছি।

একদিন শুনলাম নম্ পেনের ষাট মাইলের মধ্যে মুক্তিফৌজ।

পরের দিন শুনছি তিরিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে মুক্তিফৌজ।

তারপর একদিন!

মে মাসের দুই তারিখে বিস্মিত ভাবে বিশ্ববাসী শুনল, আমেরিকান সৈন্য কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে।

আমরাও শুনলাম সংবাদ।

হন্তদন্ত হয়ে সোসাথান বলল, তোমার কথাই ঠিক মিলিয়ে দিনহা। আমেরিকা কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে।

স্বাভাবিক।

সারা পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তা শুনেছ?

তাও শুনেছি। সোবিয়েত রাশিয়া বলেছে, মার্কিন সৈন্যদের জন্য আরও হাজার হাজার কফিনের দরকার হবে। অর্থাৎ এই আক্রমণের পরিণাম গুরুতর হবে (Thousands upon Thousands of new coffin for American saldiers).

আমেরিকা বলছে, কম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী বনাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে ভিয়েতকংরা আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উৎখাত করতে এই আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন। (Border sanctuaries in Cambodia were ordered to the wiped away by President Nixon). আমেরিকার মত দেশের প্রেসিডেন্ট মূর্খের মত এই আদেশ জারী করে বিশ্বের নিন্দা অর্জন করবে। সোভিয়েতের সতর্কবাণী মোটেই শুনবে না। অথচ এই গোঁয়াতুর্মির জন্য আমেরিকাকে বহু রক্ত ক্ষয় করতে হয়েছে ভিয়েতনামে কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেনি। রাশিয়ার সংবাদপত্রসমূহ তারস্বরে চীৎকার করছে, এই আক্রমণ ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি চিরতরে বিলুপ্ত হবে। (The American move was frought with dangerous consequences for peace in South-East Asia).

আমি বললাম, রাশিয়া নরোদমকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চীন তো সাহায্য করবেই। কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীরা এই আক্রমণকে সমর্থন করবে কি?

তারাও সমর্থন করবে না। আমেরিকার সর্বস্তরের মানুষ

নিকসনের এই হঠকারিতার প্রতিবাদ জানিয়েছে। (This new extension of agression has promted indignation from wide circles of American Society) আমেরিকার ঘরে বাইরে বিপদ। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ আমেরিকার এই কাজকে যেমন সমর্থন করে না, তেমনি তাদের দেশের মানুষরাও সমর্থন করছে না। পরিণামে আমেরিকায় আবার আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা হতে পারে যে কোন সময়।

চীনের মতিগতি এবার ভাল করে জানা গেছে। চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং মে-দিবস উৎসবে প্রিন্স সিহানুককে সঙ্গে করে আতসবাজী জ্বালানো দেখেছে। (Chairman Mao Tse Tung and Prince Sihanouk in a public show of unity, stood together of Peking's main square last night as May-Day fireworks whistled and boomed around them). মাও সেতুং তথা চীন সিহানুককে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাবে। সিহানুক প্রবাসে সরকার গঠন করেছে। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে চীন ও রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সিহানুক লড়াই করবে আমেরিকা ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে।

ঠিক বুঝতে পারছি না অবস্থা। আশঙ্কা আছে গুরুতর পরিণতির।

অবশ্যই তা স্বীকার করি। আমরাও সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

পথে দেখা হয়েছে যাদের সঙ্গে তারা সবাই অপরিচিত। সবাইয়ের চোখে জিজ্ঞাসাপূর্ণ কেমন একটা ভীতির ছাপ। তারাও কি সোসাথানের মত অগ্রিম প্রশ্ন রেখেছে নিজেদের জীবনের কাছে! তারাও কি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অনাগত তমসাবৃত দিনগুলোর দিকে চেয়ে আছে!

রাত কটা?

ন'টা বেজে গেছে।

ছুটোউপ শোবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। আমিও চিন্তা করছিলাম খাওয়া শেষ হলেই শুয়ে পড়ব। সামনে খাবার প্রস্তুত। সোসাথানের জন্য অপেক্ষা করছি। সোসাথান গেছে দলীয় কাজে শহরের অপর প্রান্তে। শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে আশা করছিলাম। ছুটোউপ বিছানা প্রস্তুত করে আমার ঘরে এসে সবে মাত্র বিছানার পাশে বসে বলেছে, আজ শহরে বোধহয় কেউ নেই। বলা শেষ হবার আগেই আকাশে বিমানের ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ শোনা গেল। ছুটোউপ কথা থামিয়ে বলল, বিমান আক্রমণের ভয় আছে নিশ্চয়ই।

তার কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটার আওয়াজ এল কানে। ঘর-বাড়ি দুলে উঠল। পর পর কতকগুলো বোমা ফাটার আওয়াজ। নিকটেই কোথাও শত্রু আঘাত করেছে, গোটা শহর কেঁপে উঠছে। আমরা নিরুপায়ের মত তাড়াতাড়ি চৌকির তলায় আশ্রয় নিলাম। ছুটোউপ আমার পাশে আমাকে জাপটে ধরে রয়েছে। চার পাঁচ মিনিট মাত্র। বিমান ফিরে যাওয়ার আওয়াজও পেলাম। কিন্তু তখনও সাহস করে বাইরে বের হতে পারছিলাম না। বোমা যে হাজার দেড়হাজার গজের মধ্যে পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চৌকির তলা থেকে বের হবার আগেই নজর পড়ল দূরের আকাশ লাল। আগুন লেগেছে কোথাও না কোথাও। তাড়াতাড়ি বের হলাম চৌকির তলা থেকে। বাইরে তাকিয়ে দেখি শহরের বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলছে। শহর তখনও নিস্তব্ধ। দু'চারটে কুকুরের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, লোক চলাচলের কোন শব্দ নেই। আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা অবাক হয়ে দেখছি। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মাঝে মানুষের কোন চিহ্ন নেই। আগুন নেভাবার কোন ব্যবস্থা নেই। বোধহয় কোন লোকও নেই। সোসাথানেরও দেখা নেই। সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। দুর্বিষহ মনে হচ্ছিল পরিবেশ।

ছুটৌউপ চুপিচুপি বলল, শহরে আমরা ছু'জনই বোধহয় জীবন্ত মানুষ!

আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে আমাদের ঘাড়ে বোমা পড়লে শহরের পরিচয় দেবার মতও বোধহয় কেউ থাকত না।

কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে! সোসাথান কি?

চেনা যাচ্ছে না। চুপ করে বসে পড়। ঠিক যে কে তা ঠিক করতে না পারলে আমরা যে জীবিত তা এই রাতে জানিয়ে লাভ নেই। বিপদ হতে পারে।

একটা ছায়া এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে প্রায় তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে নিল এদিক-ওদিক। আবার এগিয়ে এল।

হ্যাঁ। সোসাথান।

ডাকলাম, সোসাথান।

দৌড়ে এসে সোসাথান থামল আমাদের সামনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম। ভেবেছিলাম তোমাদের আর জীবিত দেখতে পাব না।

কপালে ছুঃখ আছে, নইলে বোমাগুলো তোমার বাড়িতেই পড়তে পারত। আমরাও চিন্তা করছিলাম তোমার কথা। তোমার কোন আঘাত লাগেনি এই জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সোসাথান হেসে বলল, গোটা কয়েক কুকুর, ঘোড়া আর গরু ভিন্ন কোন মানুষ বোধহয় মরেনি।

শহরে লোকই নেই।

না থাকলেও যা কিছু আছে তারা অতি সাবধানী। তারা বোধহয় মরেনি। সকাল না হলে খবর ঠিক পাওয়া যাবে না।

কেউ তো বাধা দিল না!

অর্থাৎ কেউ সামরিক অবস্থান জানিয়ে দেয়নি, এই তো? যুদ্ধ তো চিরকালই যুদ্ধ। বুদ্ধির যুদ্ধটা সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। মার্কিন বোমারুর দল শহর ধ্বংস করতে এসেছে, আমাদের কাজ হল এগিয়ে

চলা। তারা তাদের কাজ করেছে, আমরা আমাদের কাজ করছি। ওদের লক্ষ্যস্থল যে কি তা আমরা অনুমান করেই শহর থেকে অধিবাসীদের সরিয়ে দিয়েছি। শহর অরক্ষিত আকাশ পথে কিন্তু স্থলপথে শহর দুর্ভেদ্য। তাই বোমা মেরে ওরা দেশ জয় করতে পারছে না, আমরা আকাশ পথে হামলা না দিয়েও ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

ছুটোউপ বলল, সবই বুঝলাম। এবার খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নাও। রাত এগারটা বাজতে চলল। এখন খেয়ে না নিলে…।

আবার শোনা গেল বিমানের শব্দ।

বললাম, আবার বোমারুর দল আসছে।

সোসাথান বলল, খাবার নিয়ে নাও সঙ্গে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই আবার হামলা করবে। আমরা ট্রেনচে বসেই খাব।

খাবারগুলো তোয়ালে জড়িয়ে তিনজন ঘর ছেড়ে বের হলাম রাস্তায়। সামনেই ট্রেনচ্। দু' ফার্লং দূরে আগুন জ্বলছে। আগুনের নিশানায় এবারও বোমা বর্ষণ করবে এ আশঙ্কা ছিল। ঢুকে পড়লাম ট্রেনচে। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই বোমা ফাটল। কাছে নয়, প্রায় এক মাইল দূরে। মাটি কেঁপে উঠল।

সোসাথান বলল, সিহানুকের যে সামরিক ছাউনি ছিল তার ওপর বোমা বর্ষণ করছে বলেই মনে হচ্ছে। ওদের বিশ্বাস পুরানো ছাউনিতে আমাদের সৈন্যরা ঘাঁটি করেছে। দেখা যাক কি হয়।

পর পর অনেকগুলো বোমা ফাটল। মনে হচ্ছিল ঐ আওয়াজে কানের পর্দা বুঝি ফেটে গেল।

সোসাথান বলল, খাবার দাও ম্যাদাম। এই ফাঁকে খেয়ে নি'। মরতেই যদি হয় না খেয়ে মরব কেন!

ছুটোউপ তোয়ালে থেকে খাবার বের করে দিল। আমাকেও দিল। নিজেও খেল। আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই বোমা ফাটা বন্ধ।

বের হলাম ট্রেনচ্ থেকে। সোজা উঠে গেলাম নিজেদের ঘরে।

ছুটোউপ বলল, এবার সময় আছে আমরা শহরের বাইরে কোথাও চলে যাই। আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে আবার আক্রমণ করবে এই শহর। মার্কিন বোমারুর দল কোনক্রমেই সুস্থির হতে দেবে না। আরেক ব্যাচ্ আসার আগেই একটু নিরাপদ স্থানে যেতে চাই।

বললাম, আর দু' ঘণ্টা রাত কাটতে কি দেরী হবে! আমার মনে হয় আজ আর ওরা ফিরে আসবে না।

সকালবেলায় তিনজনেই বের হলাম শহর দেখতে।

তখনও কয়েকখানা খড়ের বাড়িতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে, কতকগুলো টালির বাড়ি উড়ে গেছে, কয়েকটা পাকাবাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষের মৃতদেহ নেই। কয়েকটা ট্রেনচে কয়েকটা পুরুষের মৃতদেহ দেখা গেল ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। সংখ্যা খুবই কম। বোমা বর্ষণের সংখ্যানুপাতে তা গণনীয় নয়। পথে রক্তের দাগ। কুকুর, মোষ, গরু, ঘোড়া, গাধার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের রক্তের ছাপ রয়েছে পথে। বীভৎস সে দৃশ্য! গত রাতে যারা বোমার হাত থেকে বেঁচেছে তারা ইতিমধ্যে শহর পরিষ্কার করতে লেগে পড়েছে। ভাল করে ঘুরে-ফিরে দেখলাম শহরের শতকরা পনের ভাগ বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাদের বাড়ি তারা সকাল বেলায় ফিরে এসেছে অবস্থা দেখতে।

সোসাথানের বাড়িতে এসে খাবার ব্যবস্থা শেষ করতেই বেতার-সংবাদ শোনা গেল। সায়গন থেকে প্রচার করা হচ্ছিল, গত রাতে বোমা বর্ষণে দুইশত দুইজন ভিয়েতকং ও ভিয়েতনামী নিহত হয়েছে।

ছুটোউপ বলল, এই সংখ্যাটা কি করে ওরা আবিষ্কার করল?

বললাম, যুদ্ধের বড় কাজ হল প্রচার। মিথ্যা প্রচারের প্রভাবে হিটলার বিশ্বজয় শেষ করে ফেলেছিল আর কি! আর মার্কিনদের প্রচার-ব্যবস্থা ফুয়েরারের চেয়ে শতগুণ বেশি। গোটা শহরে তিনজন অথবা চারজন বেসামরিক ব্যক্তি মারা গেছে, আর মরেছে কতকগুলো অবলা পশু। তাদের হিসাব না দিয়ে দুইশত দুইজনকে হত্যা করার সংবাদ খুবই সুখের নয় কি! আর ওদের নিহতের সংখ্যা মাত্র দুই। তা হলে গড়ে প্রায় একজন মার্কিনের বিনিময়ে একশ' জন ভিয়েতকং প্রাণ দিয়েছে। সায়গনে মার্কিনের পাঁচ লক্ষ সৈন্য নেমেছে। একদিনে সেই হারে শত্রু নিপাত করতে পারলে গোটা ইন্দোচীনের জনসংখ্যাই নির্মূল হয়ে যাবে। আজগুবী প্রচার শুনে কেউ কি বিভ্রান্ত হয়!

তা হয় মঁসিয়ে সিনহা। আমরা যে সংবাদ পাই তা পরিবেশন করা হয় সায়গন থেকে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমেরিকা-প্রদত্ত সংবাদ দেওয়া হয়। যার ফলে সত্য ঘটনা চাপা পড়ে যায়। মার্কিন সরকারী প্রচার-ব্যবস্থা যতই শক্ত হোক, কোন কোন মার্কিন সাংবাদিক প্রত্যক্ষদর্শী সত্য ঘটনা বিবৃত করতে ভীত হয় না। আমাদের দেশে বহু মার্কিন সাংবাদিক এসেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের অধিকাংশই সত্য ঘটনা উদ্ঘাটনে যথেষ্ট চেষ্টা করে।

তুমি ঠিকই বলেছ ম্যাদাম ছুটোউপ। তা যদি না হত, তা হলে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা জানতে পারতাম না। মারটিন লুথার কিংকে হত্যা করার সংবাদ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে মার্কিন সাংবাদিকরাই সাহায্য করেছে। আমেরিকা ভিয়েতনামে কি করছে না করছে তা প্রচার করতে নির্ভীক অনেক মার্কিন সাংবাদিককেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। আবার আজকের খবরই শোন, নিকসন যে কম্বোডিয়া আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছে

তা মার্কিন জন-সমর্থন লাভ করেনি। সমগ্র মার্কিন মুলুকের ছাত্ররা এই কাজের প্রতিবাদ করেছে ও করছে। (Students opposed to President Richard Nixon's decision to send American troops into Combodia have stayed protests across the United States). শুধু তাই নয়। ছাত্ররা নিকসনের কুশ-পুত্তলিকা দাহ করেছে আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায়। বহু জায়গায় ছাত্ররা আগুনে বোমা মেরেছে, পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গাও হয়েছে। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে গোটা মার্কিন দেশ আজ গরম হয়ে উঠেছে। (The President was burned in effigy at one compus. Reserve Officer Training Corps offices were fire bombed at two colleges and students clashed with the police elsewhere). যুদ্ধ চাই না। শান্তি চাই। ধ্বনি দিচ্ছে আমেরিকার ছাত্ররা। এই সব সংবাদ গোপন করেনি সাংবাদিকরা। এমন কি রিজার্ভ অফিসারদের অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেবার সংবাদও আজ শুনিয়েছে।

বললাম, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা তো জানা নেই। বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব সংবাদ আসছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে হয়ত আমরা আসল অবস্থা উপলব্ধি করতে পারব।

বিভিন্ন তারিখের সংবাদপত্র খুলে ধরলাম।

আংটাসোম, এপ্রিল ২৫, সংবাদদাতা মেজর জেনারেল আম রং (কম্বোডিয়ান বাহিনী):

আমাদের এখানে হাতাহাতি লড়াই চলছে।

প্যারাসৈন্য নামানো হয়েছে। রাজধানী এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। এই শহর বহু পথের সংযোগস্থল। শহর রক্ষা করতে না পারলে, পথগুলো দখলে না রাখতে পারলে রাজধানী বিপন্ন হবে।

প্যারাসৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে কিন্তু পথগুলো এখনও বিদ্রোহীদের ও ভিয়েতকংদের হাতে। এই পথ দখল করতে আমরা

হাতাহাতি যুদ্ধ করছি। গোলন্দাজ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী প্যারাসৈন্যদের সাহায্য করছে। আজ পর্যন্ত কম্বোডিয়ার যুদ্ধে এ রকম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কোথাও হয়নি (The battle was the worst of a number of armed clashes in Combodia today).

মেজর জেনারেল আম রং আরও সংবাদ দিয়েছে : ভিয়েতনাম সীমান্তের বিশ মাইলে এবং রাজধানী থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে স্থানীয় লোকেরা বিদ্রোহীদের ও ভিয়েতকংদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ভিয়েতকংরা সমুদ্রতীরবর্তী কেপ শহর দখল করেছে। এখানকার অধিবাসীরাও ভিয়েতকংদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ছুটোউপ বলল, আমেরিকা এই গৃহযুদ্ধে যদি হস্তক্ষেপ না করত তা হলে আগামী মাসের মধ্যেই সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যেত। এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলছে, এটা কম্বোডিয়ার আক্রমণ নয়। (This is not an invasion of Cambodia. The areas in which these attacks will be launched are completely occupied and controlled by North Vietnamese forces. Our purpose is not to occupy the areas. Once enemy forces are driven out of these sanctuaries and their military supplies destroyed, we will withdraw) শত্রুরা এই সব এলাকা দখল করে রেখেছে। তাদের কম্বোডিয়া থেকে বিতাড়িত করব, তাদের সরবরাহের পথ বন্ধ করব। তারপর আমরা ফিরে যাব। এর অর্থ স্পষ্ট। কোনক্রমেই দু'চার দশ দিনে তা সম্ভব নয়। এমন কি একযুগেও তা সম্ভব নয়, তা নিকসন নিজেও জানে। তবুও যখন কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছে মার্কিন সৈন্য তখন সহজে কম্বোডিয়ার সমস্যা সমাধান হবে না।

সোসাথান বলল, আমেরিকা এবার রাজনৈতিক আরেকটা চাল দিয়েছে। মার্কিন তাঁবেদার ইন্দোনেশিয়াকে দিয়ে মীমাংসার সূত্র খুঁজতে বিশটা রাষ্ট্রের সম্মেলন ডেকেছে। মার্কিন কর্তারা জানে তাদের অনুগত ভৃত্য ইন্দোনেশিয়া জেনারেল লনকেই সমর্থন করবে এবং জেনারেল লনের স্বার্থে একটা মীমাংসার চেষ্টা করবে। বে-আইনী ভাবে বিশ্বাসঘাতক লন যা করেছে তাকে পবিত্র মন্ত্র দিয়ে ধুয়ে মুছে এমন ভাবে খাড়া করবে যাতে এশিয়ার কেউ কোন প্রকারে লনকে নিন্দা করতে না পারে আর আমেরিকার কাজকে বিজ্ঞোচিত মনে করে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আদম মালিকের এই ছলনায় ধরা দেয়নি চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তান, বর্মা ও সিংহল। বাকি দেশগুলোর অভিমত এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি। শোনা যাচ্ছে মাত্র এগারটি রাষ্ট্র এতে সম্মতি দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম যারা প্রত্যক্ষ ভাবে পশ্চিমী শক্তির তাঁবেদার। যারা সমর্থন জানায়নি তারা বলছে, এ সম্মেলন কোন কিছুই করতে পারবে না। আমেরিকার স্বার্থরক্ষাই হবে সম্মেলনের কাজ। জেনেভায় দু'বার সম্মেলন বসল। দু'বার যুদ্ধ-বিরতির চেষ্টা হল, সবাই স্বীকারও করল শান্তি বজায় রাখবে, অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার শপথ নিল অথচ কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে লাওসে, ভিয়েতনামে এবং এখন আমাদের দেশে মার্কিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় যুদ্ধ চলছে। পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ, সত্তর সালেও তা থামেনি।

ছুটৌউপ বলল, সবচেয়ে সুন্দর হল আমেরিকার প্রচার-ব্যবস্থা। আগে পৃথিবীর লোক জানত না আমেরিকার অমিত শক্তির কথা। আমেরিকা দাবী করছে, প্রথম দিনের যুদ্ধে তারা বার টন গোলা-বারুদ, নয় হাজার কিলোগ্রাম রকেট, পনেরশত রাইফেল, একশত

মর্টার কেড়ে নিয়েছে ভিয়েতনামীদের কাছ থেকে। তাদের লক্ষ্য হল মুক্তিফৌজের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ধ্বংস করা। তারা অতর্কিত আক্রমণ করে রবার উৎপাদন কেন্দ্রের মেমোত শহর ধ্বংস করে দিয়েছে। মৃতসংখ্যা তাদের কমপিউটারে গুণতি করা হচ্ছে। কয়েক হাজার তো নিশ্চিত।

আমি বললাম, আরও একটা সুন্দর সংগঠন আছে মার্কিন মুলুকে। তার ব্রাঞ্চ অফিস কাজ করছে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই। এদের কাজ হল অপরের ঘরে অশান্তি ঢুকিয়ে দেওয়া। আমেরিকায় মৃত্যুর উপকরণ তৈরী হয় ব্যক্তিগত মালিকানায়। অস্ত্র তৈরীর অধিকার রয়েছে বেসরকারী কারখানার মালিকদের। তাদের কাজ হল পৃথিবীতে অশান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করা। যতদিন পৃথিবীতে অশান্তি থাকবে ততদিন একচেটিয়া এই পুঁজিবাদীরা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করতে পারবে। যেদিন পৃথিবীতে নেমে আসবে শান্তি সেদিন এই মৃত্যুদূতরাও বেকার হবে, আমেরিকার যুব-সম্প্রদায়েও বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মার্কিন সমাজ-জীবন হবে বিপর্যস্ত। সেজন্য আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-চক্র বিনা দ্বিধায় সভ্যতার নিম্নতম মান রক্ষা না করে অপরের ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাদের কৌশলের জালে জড়িয়ে পড়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বহু অনুন্নত দেশ এখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার জোগাড়।

এদের বড় কাজ হল যে সব দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র রয়েছে সে সব দেশে সংসদের সদস্যদের হাতে রাখা, এই সব সংসদ-সদস্যদের মধ্যে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল দল আছে তাদের অর্থ যোগান দেওয়া। এর ফলে ঘানায়, কম্বোডিয়াতে, ইন্দোনেশিয়াতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর ওপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছে এরা। ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে কোন প্রগতিশীল ভাবধারা যাতে মাথা তুলতে না পারে তার জন্য কোটি

কোটি ডলার ব্যয় করে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে রেখেছে। কোন ক্রমেই কোন সময় কোন স্বাধীন উন্নতিশীল ভাবধারা যাতে প্রসার লাভ না করতে পারে তার জন্য ইয়াঙ্কি সভ্যতাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষদের করে তুলছে বিলাসী, মদ্যপ, যৌনাসক্ত ; নারীদের করে তুলছে যৌন লিপ্সা জাগিয়ে তোলার এজেন্ট।

সোসাথান বলল, এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকার অনুগত সব দেশেই। কম্বোডিয়াতেও মার্কিনী প্রভাব পড়েছিল। সিহানুক সেই প্রভাবমুক্ত হতেই চেষ্টা করেছে বলেই তাকে তাড়ান হয়েছে। আজকের আরেকটি সংবাদ হল, ক্যাথলিকদের বের করে দেওয়া হচ্ছে নম্ পেন থেকে। কম্বোডিয়াতে বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে জেনারেল লন কোন ত্রুটিই রাখছে না। মেকং নদীতে যে সব হাউস-বোট ছিল সেগুলো দখল করেছে সরকারী ফৌজ। ক্যাথলিক গ্রাম থেকে প্রায় এক হাজার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ক্যাথলিকরা সিহানুকপন্থী অথবা খ্মের রুজপন্থী এই সন্দেহে পাইকারী গ্রেপ্তার করছে তাদের। তাদের ভাগ্যে যে কি আছে তা কে বলতে পারে! তবুও কম্বোডিয়ার জনমতকে দমন করে মার্কিনের হাতে তাদের তুলে দিতে দেবে না দেশের মানুষ। এটা নিশ্চিত।

খবর না গুজব তা বুঝতে পারছি না।

একজন বলে গেল আংতাসোন বিদ্রোহীরা দখল করেছে।

আরেকজন পরক্ষণেই সংবাদ দিল, সমুদ্র কিনারায় নির্জন কেপ শহর দখল করেছে বিদ্রোহীরা।

মেজর জেনারেল আম রংও স্বীকার করেছে জেনারেল লনের সৈন্য-বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে।

বিদ্রোহীরা নম্ পেনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য এই ভাবে শহর দখল করছে। সায়াং শহরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের শতাধিক প্রাণ হারিয়েছে। সায়াং আবার দখল করেছে জেনারেল লনের সৈন্য।

আমাদের আলোচনায় যোগ দিল সাম ওয়া।

সাম ওয়া সীমান্তের অধিবাসী। তার স্বামীর সঙ্গে ছেলে মেয়ে নিয়ে গতরাতে এসে পৌঁছেছে। সে যখন শহরের উপকণ্ঠে তখন মার্কিন বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ চলছে। সাম ওয়া শহরের বাইরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সকাল বেলায় আকাশ পরিষ্কার হবার পর শহরে ঢুকেছে। অনেক সন্ধান করে এসেছে সোসাথানের কাছে। আশ্রয়প্রার্থী সে।

সোসাথান হেসে বলল, মৃত্যুকে সামনে রেখে সতর্কভাবে যে কোন বাড়িতে বাস করতে পার। আমরাও মোটামুটি আশ্রয়প্রার্থী। তবে ঘর ছাড়িনি।

না ছেড়ে উপায় ছিল না, বলল সাম ওয়া।

কেন পালিয়ে এসেছো ?

সরকারী সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালাবার সময় যথেচ্ছ অত্যাচার করছে গ্রামবাসীদের ওপর। কাউকে গ্রেপ্তার করছে, কাউকে অমানুষিক প্রহার করছে, মেয়েদের বেইজ্জত করছে। না পালিয়ে উপায় ছিল না।

তোমার স্বামী কোথায় ?

শহরের বাইরে ফৌজী দপ্তরে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এক্ষুনি এসে যাবে।

সোসাথান কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমার ঘরেই তোমরা থাকতে পার। তোমার স্বামীকে খুঁজে নিয়ে এস।

সাম ওয়া ওঠবার নাম করল না। বলল, আর হাঁটতে পারছি না। দুটো ছেলে-মেয়েকে কোলে করে একরাতে ও দিনে তিরিশ মাইল পথ হেঁটে এসেছি। এই দেখ পায়ের গোড়ালি কেমন ফুলে উঠেছে। ভেবেছিলাম সায়গনের দিকে যাব। শুনলাম সেখানেও গুরুতর গোলমাল। কম্বোডিয়া রাষ্ট্রদূতের অফিস লুঠ করেছে সায়গনের গুণ্ডারা।

কিন্তু সায়গনের সঙ্গে কম্বোডিয়ার কোন কূটনৈতিক সম্পর্কই তো নেই। তেষট্টিসালে কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত ফিরে এসেছে।

অফিসটা তো ছিল। তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

বাড়িওলার বাড়ি ভেঙেছে।

সাম ওয়া ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, তাই হবে।

ছুটোউপ ইতিমধ্যে ভেতরে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে সাম ওয়ার হাতে সবুজ চা তুলে দিল। সাম ওয়া কিছুটা চা খেয়ে বাকিটা শিশুদের খাইয়ে কিছুটা দম ফেলার অবসর পেল। বলল, সায়গন থেকে ছ'জন নেতা আসছে কম্বোডিয়াতে। এখানে ছ' লক্ষ ভিয়েতনামী বাস করে। তাদের অবস্থা দেখতে আসছে।

সোসাথান গম্ভীর ভাবে বলল, ভালই হবে। ওরা এলেই দেখতে পাবে মেকং-এর স্রোতে ভেসে চলেছে শতশত ভিয়েতনামীর মৃতদেহ। এই ভাবে পাইকারী হত্যা হিটলারও করেছে কিনা সন্দেহ। ছ'লক্ষ লোক খুঁজতে ছ'জন আসছে, গুণে শেষ করতে পারবে কি!

ছুটোউপ চুপ করে শুনছিল।

সাম ওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

আমি ট্রানজিসটারের চাবি ঘোরাচ্ছি।

আমরা সংবাদ জানতে চাই।

ছুটোউপ বলল, ব্যাংকক বেতার ধরতে পারবে কি? দাও আমাকে। ব্যাংকক বেতারেই সব খবর পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

ছুটোউপ ট্রানজিসটার টেনে নিয়ে বহুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যাংকক স্টেশন ধরল। তখন গান হচ্ছে। ইংরেজি ঝাঁজের বাজনা, ইংরেজি সুর, ইংরেজি বয়ান। অভিনিবেশ সহকারে শুনতে শুনতে ছুটোউপ বলল, এখুনি সংবাদ রিলে করবে।

থাইভাষায় সংবাদ বলা শেষ করল বেতার-ঘোষক। আমি মুখ তুলে তাকালাম ছুটোউপের দিকে। উদ্দেশ্য সংবাদগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিক্‌।

ছুটোউপ বলল, থাইল্যাণ্ড আমেরিকার মস্ত বড় উপনিবেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এমন নিরাপদ আশ্রয় মার্কিনদের জন্য আর নেই। প্রিন্স সিহানুক থাইল্যাণ্ডের নীতিকে কোন সময়ই স্বচক্ষে দেখেনি। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। কম্বোডিয়া তার নিকট প্রতিবেশী থাইল্যাণ্ড ও সায়গন সরকারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছেদ করেছিল। আজকের বেতারে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এবার সিহানুক নেই, নিশ্চয়ই জেনারেল লন মুক্ত-দুনিয়ার ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। আবার বন্ধুত্ব স্থাপনও হবে।

তাতে থাইল্যাণ্ডের কি লাভ?

লাভ অনেক। প্রভু আমেরিকাকে খুশী করতে থাইল্যাণ্ডও যুদ্ধে নেমে পড়বে। থাই প্রধানমন্ত্রী ফিল্ডমার্শাল কিত্তিকাচরণ আশ্বাস দিয়েছে যদি নতুন করে কম্বোডিয়া থাইদেশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে তা হলে কম্বোডিয়াকে নানা প্রকারে সাহায্য করার বিষয় চিন্তা করবে। তবে কি রকম সাহায্য করবে তা বলেনি প্রধান-মন্ত্রী। আমরা মনে করতে পারি এ সাহায্য সামরিক সাহায্য। লাওসের ফৌমী নোসাভানকেও থাইল্যাণ্ড সাহায্য করছে প্যাথেট লাওদের বিরুদ্ধে। অবশ্য আসল সাহায্যকারী আমেরিকা। থাইল্যাণ্ডের বেনামিতে এই সাহায্য পাবে এই দুই দেশ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাঙ্গামার প্রথম দিকে আমেরিকার জেনারেল লনকে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে, এখন তো নিজেই যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

সাম ওয়া সপরিবারে আমাদের অতিথি। তবে আমাদের কারও পোষ্য নয়। তার স্বামী সাম লো কর্মঠ পুরুষ। অন্য সবাইয়ের মত সে-ও সপরিবারে রাতের বেলায় বনে আশ্রয় নেয়। দিনের বেলায় নতুন সরকারের মাল বয়, মজুরী পায়। তাতেই

তাদের খাওয়ার খরচ চলে যায়। সাম ওয়া কিছু কিছু মোট বয়। জ্বালানি এনে দেয়। তাতেও কিছু আয় হয়।

সাম ওয়াকে পেয়ে ছুটোউপ সময় কাটাবার সঙ্গী পেল। তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে অবসর কাটাত। সাম ওয়া মাঝে মাঝেই ছুটোউপকে বলত, রাতের বেলায় বনে আশ্রয় নেওয়াই মঙ্গল। কেন তোমরা এখানে থাক। তোমার স্বামীকে বুঝিয়ে বল।

ছুটোউপ খুব কৌতুক অনুভব করত। আমাকে বলত, সাম ওয়ার বিশ্বাস আমি তোমার স্ত্রী।

বলতাম, যা হোক একটা সম্পর্ক তো খুঁজে পেয়েছে। এটাই যথেষ্ট। অবশ্য আমরা দু'জন এত দিন মানে প্রায় চার মাস এক সঙ্গে বাস করছি। বসবাসের ভঙ্গীটা সামাজিক বিধানে অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। তাই স্বাভাবিক ভাবে ওটাই মনে করেছে। তার জন্য তুমি নিশ্চয়ই লজ্জিত নও।

ছুটোউপ বলত, ঠিকই বলেছ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকতেও কোন আপত্তি নেই, বাস্তব বোধটাকে মর্যাদা দিতেও আপত্তি নেই। আসল বিঘ্ন হল আইন।

আমি আর ও-বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতাম না।

সাম ওয়া বলত মাঝে মাঝে তার দেশের কথা। তার জ্ঞান হওয়া অবধি শুনছে, যুদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। যুদ্ধের ধাক্কাও আসছে মাঝে মাঝে তাদের ওপর। সেই ধাক্কা সামলাতে হয়রাণ, ঘর ছাড়তে হয়েছে বার বার। তবুও তখন যুদ্ধ হচ্ছিল কম্বোডিয়ার বাইরে, তার দেশে নয়। বোমা ফাটছে, তার শেল এসে তছনছ করছে কম্বোডিয়ার সীমান্ত। আরও অনেক ঘটনা বলত। কখনও কখনও ভূতের গল্পও বলত। আমরা নিবিষ্টভাবে শুনতাম।

কিন্তু আমাদের ঘর ছেড়ে পালাতে হবে তাতো ভাবিনি। পরের জমি চষে খেতাম। তাতে যা হোক এক বেলায় দু'মুঠো জুটত। এখন তো কিছু জুটছে না।

কেন ঘর থেকে পালিয়েছিল তা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। সে নিজেই বলেছিল। তার বক্তব্য হল, অশান্তি তাদের দেশের ভাগ্যলিপি হলেও কোন সময়েই তাদের ঘর ছাড়তে হয়নি। এবার তাও করতে হয়েছে। এর জন্যই যা কিছু দুঃখ।

বললাম, যুদ্ধ অনেক পরিবর্তন আনে। সামাজিক পরিবর্তন হল যুদ্ধে বিপর্যস্ত জাতির পক্ষে অপরিহার্য। যোদ্ধা জাতের সামাজিক ব্যবস্থায় বহু উদারতাও থাকে। না, থাকলে কোন জাতির পক্ষেই আত্মরক্ষা সম্ভব হয় না। যে সব জাতিকে বাঁচার তাগিদে লড়াই করতে হয় তারা সমাজ-ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক এমন কোন আইন-কানুন প্রবর্তন করতে পারে না যার ফলে তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পঙ্গু হতে পারে। এরজন্য ঘর ছাড়তে হয়। বিধবা বিবাহের প্রয়োজন হয়। খাদ্যাখাদ্যের বিচার করার অবকাশ থাকে না, পরিধেয় সম্বন্ধেও সতর্ক হয়। ঢিলেঢালা কাপড়জামা তাদের পক্ষে বর্জনীয়। তারা কষ্টসহিষ্ণু হয়। মেহনত করতে বিমুখ হয় না। দুঃখ-দুর্দশাকে স্বীকার করেই তারা বাঁচতে চায়।

সাম ওয়া কতটা আমার কথা বুঝত বা বিশ্বাস করত তা জানি না। সেদিন রাতে ফিরে যাবার সময় আবার অনুরোধ জানাল তাদের সঙ্গে বনে আশ্রয় নিতে। আমরা কোন ক্রমেই রাজি না হওয়াতে সে বেশ অসন্তুষ্টভাবে ছেলে-মেয়ে কোলে করে স্বামীর পেছন পেছন বনের দিকে এগিয়ে গেল।

সে রাতেই আবার বিমান হামলা। আবার বৃষ্টির ধারার মত বোমাবর্ষণ, আবার অগ্নিকাণ্ড। আমরা ট্রেনচে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। আমার পাশে ছুটোউপ, তার পাশে সোমাথান। একবার বোমাবর্ষণ করে বিমান ফিরে গেল। আমরা ট্রেনচের বাইরে এসে ভাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় আবার বিমান আক্রমণের সঙ্কেত পেলাম। আবার ট্রেনচে নামতে হল। এবারের আক্রমণের জোর যেন প্রথম বারের চেয়েও বেশি।

বোমার আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম। তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে কানে জড়িয়ে নিলাম। দু'তিন শ' গজের মধ্যেই বোমা ফাটছে। আগুনের ফোয়ারা ছুটে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। কোন রকমে অক্ষত অবস্থায় তখনও আমরা ট্রেনচে শুয়ে আছি। যে কোন সময় সোজাসুজি বোমা আমাদের ওপরও পড়তে পারে। কিছু আশার কথা হল, ট্রেনচ্‌টি কতকগুলো রবার গাছের তলায় কাটা হয়েছিল। বোমা গাছকে আঘাত না করে তবেই নীচে পড়তে পারে না। তাতে ক্ষতির আশঙ্কা কম।

সোসাথানকে বললাম, এই পরিত্যক্ত শহরে বারবার কেন আক্রমণ করছে?

যুদ্ধের নীতি তো বুঝি না। তবে সরবরাহের পথ রোধ করতেই এই ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আমাদের সেনারা এগিয়ে গেছে নম্‌ পেনের দিকে। এ শহর এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানই নয়। অথচ এর ওপর হামলা করছে। একমাত্র কারণ সরবরাহ বন্ধ করা। এই শহরের সঙ্গে হো-চি-মিন পথ যুক্ত, সে জন্যই এই পরিত্যক্ত শহরকে রেহাই দিচ্ছে না। তবে ওদের মিস ফায়ার আমাদের পক্ষে শুভ। তবে নিশ্চয়ই আমেরিকার যুদ্ধবাজরা বুঝতে পেরেছে অনর্থক এই বিমান আক্রমণ।

অল ক্লিয়ার সঙ্কেত শোনা গেল।

আবার ট্রেনচ্‌ থেকে বের হলাম। ইচ্ছা ছিল রাতের বেলায় সব কিছু দেখে আসি। আগুন-ধ্বংসলীলাকে প্রত্যক্ষ করতে পেরে খুবই রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। তবে অন্ধকারে সব কিছু দেখার সুযোগ ছিল না। কোন রকমে নিজেদের আশ্রয়ে প্রবেশ করলাম।

সংবাদ নম্‌ পেনের।

নম্ পেনের বিমানবন্দরে আমেরিক্যান বিমান নামছে। সেই বিমান পাহারা দিচ্ছে সামরিক বাহিনী। সামরিক পাহারায় বড় বড় কাঠের বাক্স নামানো হয়েছে। বাক্সের আকার সন্দেহজনক, তার চেয়ে বেশি সন্দেহজনক সামরিক পাহারা। অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কোন বিমান নামতে দেওয়াও হচ্ছে না। কাউকে বিমান-ঘাঁটিতে প্রবেশ করতেও দিচ্ছে না।

আমেরিকা নিশ্চয়ই কম্বোডিয়ায় লন্ সরকারের জন্য মিঠাইমণ্ডা বিমানে ভর্তি করে পাঠাচ্ছে না। এই বিমানগুলো এসেছে এপ্রিল মাস ধরেই। তাতে নেমেছে সামরিক উপকরণ। এগুলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপরই আমেরিকা এবার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমেছে। মার্কিন দেশ কি এশিয়ায় আর একটা ভিয়েৎনাম সৃষ্টি করার ঝুঁকি নেবে? গত দশ বছর ধরে ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিনরা জড়িয়ে পড়েছে, নাজেহাল হয়েছে; বিশ্বের সবাই তাদের নিন্দা করেছে। নিজের দেশেও মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। নিজের দেশের যুব-সমাজের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে। তবুও যুদ্ধবাজরা থামতে চায়নি।

আমেরিকার সেনেটেরাও এবার ক্রুদ্ধ। এভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্য তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সিনেটের সদস্যরা কম্বোডিয়ায় কোন রকম অস্ত্র সাহায্য পাঠাবার প্রবল বিরোধিতা করছে।

"বৈদেশিক যোগাযোগ-রক্ষা কমিটির সমস্ত সদস্য একযোগে পররাষ্ট্র-সচিব রজারসকে তাদের আপত্তি জানিয়েছে। সেনেটের ফুলব্রাইট প্রভৃতি উদারনৈতিকরা দাবী করেছে, অস্ত্র তো নয়ই, এমন কি উপদেষ্টাও পাঠান চলবে না।"

মার্কিন সরকার কিন্তু কোন ক্রমেই স্বীকার করছে না বিমান চলাচলের গোপন রহস্য। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই সব বড় বড় বাক্স করে পাঠানো হচ্ছে খাবার, রেডিও, যোগাযোগের সরঞ্জাম। আর সেগুলো পাঠান হচ্ছে মার্কিন দূতাবাসে।

সেনেটের ফুলব্রাইট বলছে, তা নয়। ওগুলো কোটি কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম।

ফুলব্রাইটের বক্তব্য প্রমাণ হল আমেরিকা যখন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামল।

মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী কম্বোডিয়াতে ঢুকে পড়েছে। মার্কিন সরকার হাজার হাজার রাইফেল পাঠিয়েছে কম্বোডিয়াতে। আমেরিকা জেনারেল লনকে স্বীকার করেছে। কম্বোডিয়ার নতুন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বদ্ধপরিকর।

কম্বোডিয়ার নতুন সরকার নিরপেক্ষ থাকতে চায়। আমেরিকা ও সায়গনের সৈন্য যখন কম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং-সৈন্যদের বিতাড়িত করার অজুহাতে ঢুকে পড়ল, তখন কম্বোডিয়ার নতুন প্রধান মন্ত্রী চীৎকার করে উঠল, আমরা আমেরিকার সাহায্য চেয়েছি বিদ্রোহীদের দমন করতে। আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বলিনি। তাদের প্রবেশ করতে বলিনি। আমাদের দেশে ওরা আমাদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে। আমরা এটা চাইনি, চাইনি।

কিন্তু!

কম্বোডিয়াকে বিদ্রোহী তথা ভিয়েতকং আর ভিয়েতনামীদের হাতে তুলে দেওয়াও আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। আরও একটি রণাঙ্গন তৈরী হবে কম্বোডিয়াতে। এতে যে এশিয়াতে নতুন করে আগুন জ্বলবে। আমেরিকার এই অগ্নি-উপাসনাকে রোধ করতে আমেরিকার যুবকরাও দেশের মধ্যে আগুন জ্বালাবে।

আগুন নেভাতে আগ্রহী ইন্দোনেশিয়া।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়েছে সম্মেলনে বসতে। এই সম্মেলন স্থির করবে কি করে আগুন নিভিয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করা যায়। কিন্তু

সাড়া দেয়নি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভারত, সিংহল, বর্মা; এমন কি সিয়াটোর সদস্য পাকিস্তানও এতে যোগ দিতে চায়নি। যারা যোগ দেবে তাদের সবাই মার্কিন তাঁবেদার। আশা আছে তাদের দ্বারা অন্তত কোন সময়েই আমেরিকার স্বার্থহানি করবে না। মোটামুটি এই সম্মেলন হবে প্রহসন। আর প্রহসনের উদ্যোক্তাদের পেছনে রয়েছে আমেরিকার অদৃশ্য-নির্দেশ। আমেরিকা যে সাধুপুরুষ তা প্রমাণ করতেই এই অধিবেশন। এই ভাবেই নিজেদের সাধুসজ্জন প্রমাণ করতে জেনারেল লন্ নল প্রচার করছে আমেরিকা তার বিনা অনুমতিতেই কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে। তা যদি ঠিক হয়, তা হলে আমেরিকা নিশ্চয়ই আক্রমণকারী। এর জন্য অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

এবার সংবাদ শুধু নয়। এবার সংবাদ লেখা আরম্ভ হয়েছে রক্তের অক্ষরে। পঁচিশ বছর আগে যাদের জন্ম ভিয়েতনামের মাটিতে, তারা জেনেছে যুদ্ধকে একমাত্র সত্য বলে। ঠিক তেমনি সত্তর সালে যারা জন্মাবে, তারাও পঁচিশ বছর পরে হয়ত দেখবে একমাত্র যুদ্ধই সত্য। আমেরিকার হস্তক্ষেপ সেই মর্মান্তিক সত্যের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে কম্বোডিয়াকে।

এবার সংবাদ পিকিং থেকে।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক প্রবাসে কম্বোডিয়া সরকার গঠন করেছে। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজের অস্থায়ী সরকার, প্যাথেট লাও সরকার ও অনেকে।

সিহানুক লাওস, উত্তর ভিয়েতনাম, চীনের সঙ্গে কম্বোডিয়ার উদ্ধারের জন্য পরামর্শ করেছে।

স্বয়ং চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সঙ্গে তাকে পাশাপাশি উৎসবে যোগ দিতে দেখা গেছে 'মে-ডে' অনুষ্ঠানে। সিহানুক তার সহকর্মী ও সহযোগী পেন নিউথকে তার মন্ত্রী-পরিষদে স্থান দিয়েছে। নির্দেশ

দিয়েছে যে সব অঞ্চল মুক্ত হবে, তাতে অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে। ইতিমধ্যে মেকং নদীর পূর্বতীর থেকে বিশ্বাসঘাতক জেনারেল লন্ নলের বাহিনী বিতাড়িত হয়েছে।

দক্ষিণ লাওসে নোসাভানের প্রাধান্য ছিল এতকাল। সেখান থেকেও প্যাথেট লাও বাহিনী আমেরিকার দালাল নোসাভানকে বিতাড়িত করেছে। এবার ভিয়েনটাইন দখলের জন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে প্যাথেট লাও বাহিনী। নোসাভান আমেরিকার কাছে আবেদন পাঠিয়েছে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য পাঠিয়ে লাওসের দক্ষিণ অঞ্চল উদ্ধার করতে। একেই কম্বোডিয়াতে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা এবার লাওসে প্রবেশ করলে ইন্দোচীন ক্ষত-বিক্ষত হবেই হবে।

মার্কিন সৈন্য কম্বোডিয়ার এই গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে।

বীর কম্বোডিয়ার মুক্তিকামী সৈন্যবাহিনী প্রবল বেগে বাধা দিচ্ছে প্রবল শক্তির আধার আমেরিকাকে। এখানে ইন্দোচীনের জন্য নতুন ইতিহাস লেখা হবে। সিহানুকের ভবিষ্যত-বাণী সত্য প্রমাণিত হবার পথে। (Prince Norodam Sihanouk who said after the Cambodian Coup last March that the action of his opponents would turn Cambodia into a second Laos or a second Vietnam will now have the satisfaction of seeing the prediction proved correct).

রাজনৈতিক সংবাদ।

জেনারেল লন্ নলের রাজত্ব অথবা তার সায়গনী বান্ধবরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে এই দুঃখজনক অবস্থাকে ডেকে এনেছে। আশা করা গিয়েছিল আমেরিকা জনসনী যুগে যে ভাবে ভিয়েতনামে যুদ্ধ ছড়িয়েছে সে পথ পরিহার করবে এবং আরও বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তা না করে যুদ্ধকে আরও ছড়িয়ে দিতে

সাহায্য করছে। প্রথমে মনে করা গিয়েছিল নিকসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টদের চেয়ে আরও ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে কিন্তু আমেরিকার সৈন্যকে ভিয়েতকং-কে বিতাড়ণের অজুহাতে কম্বোডিয়াতে পাঠানো খুবই ভুল হয়েছে। এই হঠকারিতার ফল হবে গুরুতর। টনকিন উপসাগরের সামরিক সমস্যা নিয়ে জনসন যে হঠকারিতা করেছে, সেই হঠকারিতাই করতে এগিয়ে গেছে নিকসন। ভিয়েতনামের যুদ্ধ আর ভিয়েতনামে সীমাবদ্ধ নয়। গোটা ইন্দোচীনে তা ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা স্বনামে বেনামে ভিয়েতনামে, লাওসে, কম্বোডিয়াতে যুদ্ধে নেমেছে। লাওসের চেয়েও কম্বোডিয়ার যুদ্ধ গুরুতর হবে এমন আশঙ্কা আছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবস্থা সৃষ্টি হবে কম্বোডিয়াতে। অদূর ভবিষ্যতে থাইল্যাণ্ডও জড়িয়ে পড়তে পারে।

অবশ্য আমেরিকার পক্ষে এই গোলমালের সময় নীরব দর্শক থাকাও সম্ভব ছিল না। তাদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই হাতে তুলে নিতে হয়েছে। ভিয়েতনামী কম্যুনিষ্টরা সিহানুককে বিতাড়ণের পর তাদের বিপদও বুঝতে পেরেছে। তারাও কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে জেনারেল লন্ নলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এগিয়েছে। জেনারেল লন্ মনে করেছিল আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট হয়ে সে যে-কোন ভাবে কম্যুনিষ্টদের মোকাবিলা করতে পারবে। সেজন্য সিহানুকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন সিহানুককে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে কম্বোডিয়ার জনসাধারণের একাংশ, খ্মের রুজ, খ্মের সেবাই, ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংরা যুদ্ধে নেমে পড়ল তখন জেনারেল লন্ বুঝতে পারল সে কত দুর্বল। কম্যুনিষ্টরা ক্রমেই এগিয়ে এসে রাজধানী নম্ পেনকে ঘিরে ফেলছে। এখন নিরুপায়ের মত চীৎকার করা ভিন্ন আর কোন পথই তার সামনে খোলা ছিল না। এপ্রিল মাসের শেষ-সপ্তাহ পর্যন্ত ভিয়েতকংরা কম্বোডিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পথের পাঁচটি

দখল করেছে আর সমস্ত উত্তর-পূর্ব কম্বোডিয়া তারা দখল করছে (The entire North-East had been written off as lost). জেনারেল লন্ পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ হলেও তার সহকর্মীরা কিন্তু তখনও আকাশ-কুসুম রচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস, কম্বোডিয়া অবশ্যই এই সব কম্যুনিষ্টদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। এমনও মূর্খ রয়েছে, তার সঙ্গে যারা কৌতুক অনুভব করছিল কম্যুনিষ্টদের এই আক্রমণ দেখে। তারা জোর করে বলছিল, বছরের পর বছর আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারি। (The Vietnamene attacks amuse us. We can hold out for years) কিন্তু কঠিন বাস্তব সম্মুখে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই বলেই জেনারেল লন্ অনবরত মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করছে।

কিন্তু সায়গনের যুদ্ধবাজরা আর তাদের ওয়াশিংটনের প্রভুরা কিন্তু মোটেই কৌতুক অনুভব করছিল না। বরং তারা অসোয়াস্তি-বোধ করছিল। সুশিক্ষিত ভিয়েতনামী সৈন্যদের তুলনায় কম্বোডিয়ার সৈন্য কোন যোগ্যতার দাবীই করতে পারে না। সায়াং শহরে একশত ভিয়েতনামী চার হাজার কম্বোডিয়ান সৈন্যকে পাঁচদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। এ থেকেই বেশ জানা যায়, কম্বোডিয়ার সামরিক যোগ্যতা কোন ক্রমেই ভিয়েতনামীদের যোগ্যতার সমকক্ষ নয়। তবে এই যুদ্ধ কোন সামরিক কারণে নয় বলেই মনে হয়। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রিন্স সিহানুক কয়েকদিন আগে লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টদের সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত-কর্মপন্থা আলোচনা করেছে। পিকিং-এর নেতারা এবং হ্যানয়ের নেতারা কোন সময়ই প্রিন্সকে সমাজতন্ত্রী বলে বিশ্বাস করেনি। এমন কি কম্বোডিয়ার কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সিহানুক যে সব দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তার জন্য কম্বোডিয়ার

কম্যুনিষ্টরাও তার ওপর বিশেষ খুশী ছিল না। কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে সিহানুককে আজ বামপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। অন্যান্য সমাজবাদী দেশের পূর্ণ সমর্থন পেলে সিহানুকই কম্বোডিয়ার বামপন্থী National United Front-এর নেতৃত্ব দান করতে পারবে। যদি সিহানুক কম্যুনিষ্টদের সাহায্যে কম্বোডিয়াতে পা রাখতে পারে, তা হলে জেনারেল লন নলকে বিতাড়ণ করা মোটেই কঠিন হবে না। সিহানুক ক্ষমতা ফিরে পেলে আর সে রাজপুত্র বলে পরিচয় দেবে না, সে নিজেকে জনসাধারণের একজন রূপে পরিচয় দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেই করবে। এতকাল যে নীতি অবলম্বন করে সিহানুক পশ্চিমী শক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে, আবার সমাজবাদী শিবিরের আস্থা অর্জন করতে পারেনি, সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং হ্যানয়ের অতি ঘনিষ্ঠ মিত্ররূপেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পুঁজিবাদকে নির্মূল করতে আত্মোৎসর্গ করবে।

নিকসন এই সব চিন্তাই করেছে। ওয়াশিংটনের রাষ্ট্র-নেতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বিদায় নিতে মোটেই রাজি নয়। ওয়াশিংটনের কর্তারা সহজে কম্বোডিয়ার হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না কিন্তু নীরব-দর্শক থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কম্যুনিষ্টরা দেশের পর দেশে প্রভাব বিস্তার করবে, এটা পুঁজিবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে অসহ্য। এই অসহ্য অবস্থাকে জয় করতেই কম্বোডিয়াতে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু এর পরিণাম কি!

অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ঘটানো প্রয়োজন।

নিকসন যখন শুধুমাত্র অস্ত্র সাহায্য দিতে চেয়েছিল তখনই তার দেশে ও বিদেশে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল জনসাধারণ। এবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেমে স্বদেশে অশান্তি ও বিদেশের দুর্নাম মাথায় পেতে নিতে হচ্ছে নিকসনকে। নিকসন ভিয়েতকংদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

কম্বোডিয়া প্রবেশ করায় যে আদেশ দিয়েছে তা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমেরিকার জনমত এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আরও তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে জেনারেল লন নলের ঘোষণা শুনে। জেনারেল নল ঘোষণা করেছে তার অজ্ঞাতে আমেরিকা কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে (Many people must have been particularly shocked by General Lon Nol's disclosure that the offensive was undertaken without his knowledge). নিকসনের উপদেষ্টা পেন্টাগন এই যুদ্ধের জন্য উপদেশ দিয়েছে রাজনৈতিক কারণে। অতীতেও পেন্টাগন এমন কতকগুলো উপদেশ দিয়েছিল, তার পরিণাম আমেরিকার পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়েছে। পেন্টাগনের হিসাব বেশির ভাগই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আদম মালিক এই অবস্থাকে সংযত করতে সম্মেলন ডেকেছে। তাও সাফল্যলাভ করবে না। আদম মালিক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। গুরুতর যুদ্ধের সম্মুখে সবাই দাঁড়িয়ে। মাও-সেতুং যেভাবে সিহানুককে গ্রহণ করেছে, তাতে বিশ্বের শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ চিন্তিত। (The outcome of Prince Sihanouk's meeting with Mr. Mao Tse Tung will be the subject of much anxious speculations). অতএব সাবধান। রক্তে রাঙা হয়েছে লাওস। রক্ত বয়ে চলেছে ভিয়েতনামে। এর পর কোন ক্রমেই কম্বোডিয়াকে রক্তস্নাত করা উচিত নয়।

ভারতীয় সংবাদ।

প্রেসিডেন্ট নিকসন মার্কিন দেশের ঈগলদের প্রতিনিধি। কম্বোডিয়ার নতুন সরকার নিরপেক্ষ থাকতে চায়, কিন্তু ভিয়েতকং ও উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যরা সেখানে ঢুকে পড়েছে। কম্বোডিয়া দেশটাও তাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমিরিকা যদি

কম্বোডিয়ায় আর একটি রণাঙ্গন তৈরী করে, তাহলে এশিয়ায় যে শুধু নতুন করে আগুন জ্বলবে তাই নয়, আমেরিকার যুবকরাও দেশের মধ্যে আগুন জ্বালাবে বলে শাসিয়েছে।

কম্বোডিয়াতে সব শেষ পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারত সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। ভারতের আশঙ্কা বিদেশী শক্তি কম্বোডিয়ার মাটিতে যুদ্ধ করে আর একটি লাওস অথবা ভিয়েতনাম সৃষ্টি করবে। ভারতের আরও আশঙ্কা, প্রিন্স নরোদম সিহানুক প্রবাসী সরকার গঠন করে নতুন কম্বোডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উত্তর ভিয়েতনামী, লাওস ও কম্বোডিয়ার গোরিলাদের সম্মিলিত সংগ্রামের যে ডাক দিয়েছে তার ফলে সারা ইন্দোচীনে যুদ্ধের আগুন জ্বলবে।

তারই সূচনা হয়েছে।

নম্ পেনের খবর।

কম্বোডিয়ার সৈন্যরা সায়াং আবার দখল করেছে। যুদ্ধে একশত ভিয়েতকংকে হত্যা করা হয়েছে। এই শহর দু'বার হাত বদল হয়েছে।

ভারতের কয়েকটি আমেরিকার অর্থপুষ্ট দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল কম্বোডিয়াতে মার্কিন আক্রমণকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

মার্কিন ও সায়গনের দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজ কম্যুনিষ্টদের প্রধান সরবরাহ পথ সাত নম্বর সড়কটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অন্যদিকে ভিয়েতকংরা একটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে এবং নম্ পেনের দক্ষিণে তিনটি শহরে আক্রমণ চালিয়েছে। মেকং নদীর পূর্বদিকে কম্বোডিয়ার প্রায় সবটাই এখন কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণে।

ভিয়েতকং সৈন্যরা মেকং নদীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ফেরীঘাট দখল করেছে। নম্ পেনের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। কম্যুনিষ্টপন্থী কম্বোডীয় সৈন্যরাও ভিয়েতকংদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ফেরীঘাট বে-দখল হওয়াতে নম্ পেনের সঙ্গে মেকং নদীর অপর

সায়েরর বর্তমান সরকারী সৈন্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই ফেরীঘাট নম্ পেন থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছে, কম্বোডিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে নিকসন মার্কিন জনসাধারণ ও পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

চীন মার্কিনের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে ইন্দোচীনের জনগণকে চীনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। সর্বপ্রকারে কম্বোডিয়ার এই যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র বিক্ষোভ জানাচ্ছে নিকসন-নীতির বিরুদ্ধে। পুলিশের গুলীতে কয়েকজন ছাত্র হতাহত হয়েছে। পুলিশ যুদ্ধবিরোধী তৎপরতার জন্য বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘেও বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকার এই এক তরফা আক্রমণকে সবাই সমর্থন জানাতে পারেনি। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট বিশেষ চিন্তিত। আমেরিকার হিসাবে ভিয়েতকং ও ভিয়েতনামীদের মৃত্যু-সংখ্যা তেরশত আর মার্কিন সৈন্যদের মাত্র এগারজন আর সায়গন বাহিনী ছিয়াশীজন এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে।

সংবাদগুলো পড়তে পড়তে থমকে গেল ছুটোউপ।

হবার বাণিচার একটা শহর ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে মার্কিন বোমার আঘাতে। এটাই নাকি ছিল কম্যুনিষ্টদের বড় কেন্দ্র। এখান থেকে তারা সায়গনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা কুয়াং বিন যাব।

সে আবার কোথায়?

এপারেই ভিয়েতনামে। মার্কিন সৈন্য এই স্থানটি দখলের জন্য

এগিয়ে আসছে। আমাদের ঠাকুর দেখতে হবে কে সাফল্য লাভ করে। বাকে কি?

বললাম, তোমার ওপর আমার বঙ্গবন্ধুদের শান্তির ধ্বজা দিয়েছি তখন তোমার আদেশ এবং নির্দেশ পালন ও উপদেশ গ্রহণ আমার পক্ষে বাধ্যতামূলক।

আমরা ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব।

তা জানি। মৃত্যুকে অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি তো দেখিয়েছি। আজ পর্যন্ত যা যা দেখেছি তা লিখে তোমার কাছে পাঠাব। তারপর চলব তোমার নির্দেশ মত।

লেখা কিন্তু আজ রাতেই শেষ করতে হবে। অধিক সময় আমাদের হাতে নেই। সোলায়মানকে বলে কোন সামরিক গাড়িতে করে যাব, যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তা দেখতে হবে।

বললাম, অবশ্যই। তুমি তাকে অনুরোধ জানাবে।

সোলায়মান খাবার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই। আমাদের আশ্রয় নিতে হল অ্যাম্বুলেন্সে। অ্যাম্বুলেন্সের পরিচালক তরুণ বলল, বিপদ নেই মঁশিয়ে। হাসপাতালেও বোমা ফেলেছে মার্কিনরা। সেখানে শহরে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করবে স্থির করেই আক্রমণ চালিয়েছিল কিন্তু নাশ করেছে শহরের অসামরিক অধিবাসীদের এলাকা। মরেছে শতাধিক, জখম হয়েছে বহু। মৃতের সংখ্যায় শিশুরা প্রায় একশত। হাসপাতাল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। কল্পনা করে তোমাদের সাথে মিশছি কিন্তু বিপদ হলে যোগাযোগ কর না।

সোলায়মানের কাছে বিদায় নিয়ে ছুটোমিডেলের হাত ধরে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলাম মাঝরাতে। ঝিরঝিরে আলো জ্বেলে গাড়ির কনভয়ের সাথে চললাম অজানা কুয়াশা-ঘিরা দেশে।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকা রাস্তা পেলাম। গাড়ির গতিবেগও বৃদ্ধি হল।

দু'জনেই জীর্ণ স্ট্রেচারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল বেলায়

গাড়ি দাঁড়াল একটা গ্রামে। ড্রাইভার আমাদের ডেকে তুলে বলল, এখানে সারাদিন বিশ্রাম করব। স্নান-আহার যা করার এখানেই করতে পার।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নেমে পড়লাম।

ড্রাইভার মৃদু হেসে বলল, তোমাদের খাবারের খোঁজে যেতে হবে না। আমাদের মেস্ আছে। আমরাই ব্যবস্থা করব। তোমরা স্নান করে নিতে পার। খুবই গরম। স্নান করলে দেহটা ঠাণ্ডা হবে।

তার উপদেশ মতই স্নান করে এলাম। নিজেদের সঙ্গে যে শুকনো খাবার ছিল, তা খেয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় ড্রাইভার ফিরে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, কি সংবাদ বন্ধু!

সংবাদ খুব ভাল নয়। গাড়িটা গাছের আড়ালে রেখে দিচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে চল খাওয়ার হাঙ্গামাটা মিটিয়ে আসি।

বললাম, সংবাদটা কি?

হ্যানয়ের পথে কুয়াং-বিন। কাল মার্কিন বিমান উত্তর ভিয়েতনামের কুয়াং-বিন আর নি-আন আক্রমণ করেছিল। মার্কিনদের গতি এখন আর শুধু কম্বোডিয়া, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েতনাম নয়। তাদের লক্ষ্য উত্তর ভিয়েতনামকে ধ্বংস করা। এক শতাধিক বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। নারী-শিশুর সংখ্যাই বেশি। ভিয়েতনামী সৈন্যরাও মার্কিন-বিমান ধ্বংস করেছে, ঘায়েল করেছে। আমাদের বেস থেকে আদেশ পেয়েছি মেকং নদীর ওপারে ফিরে যাবার। লাওসের দক্ষিণ অঞ্চল প্যাথেট লাওরা দখল করেছে। উত্তর কম্বোডিয়া আমাদের দখলে। সেখান থেকে দক্ষিণে নম্ পেন অবরোধ করতে অগ্রসর হবার নির্দেশ পেয়েছে সবাই।

বললাম, তোমার ইচ্ছানুযায়ীই চলব। চল তোমাদের বেস কিচেনে।

ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল তাদের বেস কিচেনে। হাসপাতালের সঙ্গেই কিচেন। খাবার ব্যবস্থাও হল। এতদিন কম্বোডিয়াতে বাস করেছি কিন্তু এত নিম্নমানের খাবার এর আগে আর খেতে হয়নি। ভাতের মণ্ড ও একটা পোড়া মাছের টুকরো ও লবণ। পেট ভর্তি করে ভাত খেলাম। উপচারের প্রশ্ন মনে জাগেনি। কিন্তু ভেবেছি এই খাবার খেয়ে কি করে এরা লড়াই করছে ঘি-মাখন-দুধ-মাংস-ফল-সব্জী ইত্যাদি ভোজী নধরকান্তি ইয়াঙ্কীদের সঙ্গে। যুদ্ধটা তাহলে দেহের বলে হচ্ছে না। যুদ্ধ হচ্ছে মনের বলে। নইলে এই মানুষগুলো যুদ্ধ করতে পারত কি!

খাওয়া শেষ হতেই তিনজনেই গেলাম হাসপাতালের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। ছোট্ট একটা খড়ের ছাউনিতে আস্তানা ডাক্তার ক্যাপটেন অংসিমের। সেও কিচেনে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। আমাদের দেখে স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের তো চিনতে পারলাম না!

নিজেদের পরিচয় বললাম।

পরিচয় শুনেই জিজ্ঞেস করল, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ। এইমাত্র কিচেন থেকে খেয়ে এলাম।

তোমরা বস। আমার খাবারটা আনিয়ে নিচ্ছি। খেতে খেতে গল্প করব।

ড্রাইভারকে খাবার আনতে বলতেই সে চলে গেল। ক্যাপটেন বলল, কেমন মনে হচ্ছে?

কিসের?

যুদ্ধের।

যুদ্ধকে কখনও ভাল লাগে কি? তবুও চলছে। মানিয়ে নিয়ে চলছি। ভাবছি কবে এর শেষ হবে।

বিশ বছর। বিশ বছর। ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে চব্বিশ বছর আগে। এর মধ্যে স্বাধীনতা পেয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম,

এখনও বাকি লাওস, কম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম। চোদ্দ বছর যুদ্ধ চলছে এসব দেশে, আরও ছ' বছর নির্ঘাত যুদ্ধ করতে হবে। তারপর হয় এস্পার না হয় ওস্পার। মানচিত্রে আমাদের অবস্থান থাকবে না হয় মুছে যাবে।

ভাত ও পোড়া মাছ নিয়ে এল ড্রাইভার।

ক্যাপটেন পরিতোষ সহকারে খেতে খেতে বলল, তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হয়েছে। আমাদের সাপ্লাই কিছুটা বাধা পেয়েছে। আমেরিকা চেষ্টা করছে সাপ্লাইয়ের পথ রোধ করতে। তবে এটা সাময়িক। আবার স্বাভাবিক হবে দু' চার দিনেই। যুদ্ধ যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু, তা তোমরা দু'জনেই জানো না। ম্যাদাম ছুটোউপ কিছুকাল জাপানের শেকলে বাঁধা ছিল, কিছুটা তার মনে আছে নিশ্চয়ই। আর তোমরা তো ইংরেজের পক্ষপুটে বসে থেকেছ, যুদ্ধকে চিন্তাও করতে পার না। যুদ্ধে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হবে। যুদ্ধ থামলে তখন নতুন করে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আমরা তো এসেছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে।

নম্ পেনের ঐ বিশ্বাসঘাতক লনের সাহায্যেও বহু সাংবাদিক এসেছে। তারাও তোমার মত রিপোর্ট লিখছে। সে রিপোর্ট যাচ্ছে সায়গনের মারফত। অর্থাৎ তারা আমেরিকার দেওয়া সংবাদ পরিবেশন করছে। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে চাইছে, কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছে আমেরিকা। আর যারা মুক্তিফৌজ তাদের বলা হচ্ছে ভিয়েতকং গোরিলা। এই গোরিলাদের বিধ্বস্ত করতেই আমেরিকা বুকের রক্ত ও ঘরের কড়ি দিয়ে মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করছে। আমরা যে স্বাধীনতা চাই, আমরা যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা চাই, আমরা যে পুঁজিবাদীর খপ্পরে থাকতে চাই না, তা কখনও ওরা বলছে না। ওদের কথা হল, আমরা কম্বোডিয়ান নই। ওদের কথামৃতে পাবে যারা জেনারেল লনের আদেশে যুদ্ধ করছে তারাই কম্বোডিয়ান। তার বিরুদ্ধাচারী সবাই ভিয়েতকং অথবা ভিয়েতনামী। অর্থাৎ

কম্বোডিয়ার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি তা বলার মত নৈতিক শক্তিও ওদের নেই, মনোবলও নেই। তোমরা তো কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছ, তোমরাই বুঝবে সত্য ঘটনা কি। আমেরিকা ভিয়েতকং বিতাড়ণের নামে কম্বোডিয়ার নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করছে। কিন্তু মঁসিয়ে সিনহা, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন শক্তিই জন-জাগরণকে রোধ করতে পারেনি। সাময়িক বিরাম বা বিরতি ভবিষ্যত কখনই নির্দেশ করতে পারেনি। কম্বোডিয়ার মানুষ মুখ ফুটে কথা বলতে পারছে না। যদি তারা কথা বলার অধিকার পেত, তা হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর কতটা ঘৃণা আমরা পোষণ করি, তা তোমরা জানতে পারতে।

ডাক্তার খাওয়া শেষ করে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল, চল আমাদের হাসপাতালে। তোমরা নিজের চোখে দেখে আসবে কম্বোডিয়ার কোন্ মানুষ যুদ্ধ করতে আহত হয়েছে আর কোন্ মানুষ মার্কিন বোমায় ঘায়েল হয়েছে। আমার হাসপাতালে সবাই কম্বোডিয়ার নাগরিক। যারা ভিয়েতনামী তারাও গত বিশ-বাইশ বছর যাবত এখানে বাস করছে। তাদের এক জেনারেশন এখানে বাস করার পর কি তারা আর ভিয়েতনামী থাকতে পারে! কম্বোডিয়ার সুখ-দুঃখের সঙ্গেই তারা জড়িয়ে আছে।

ছুটোউপ বলল, যুদ্ধটা আরও ছড়িয়ে পড়বে। থাইল্যাণ্ডে মার্কিন সাপ্লাই বেস। এরপর প্যাথেট লাও, কম্বোডিয়ান মুক্তিফৌজ থাইল্যাণ্ডেও আঘাত হানবে, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু যুদ্ধই কি সব সমস্যার সমাধান এনে দেবে!

দেবে। দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে করতে পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যখন পুঁজিবাদীরা মানুষের জীবনের মূল্য দিতেও ভুলে গেছে। সম্পদের কথা বলাই বাতুলতা। কিন্তু সবলকে বল দিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। সবল যেদিন থেকে জেনেছে, দুর্বলও প্রত্যাঘাত করতে জানে, সেদিন থেকেই

তারাও সমাজ-ব্যবস্থা বদল করার চিন্তা করছে। শুধু প্রত্যাঘাত তাদের শুভ চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। কঠিন আঘাতের ভয়ে ওরা নিশ্চয়ই অপরের অধিকারে আর হামলা দিতে সাহস পাবে না। এই কঠিন আঘাত হানার জন্য আমরা প্রস্তুত, সমাধানের রাজপথ প্রায় উন্মুক্ত। চল, এবার হাসপাতাল দেখে আসবে।

বললাম, চল। আমাদের তো সেই রাতের বেলায় পথ চলতে হবে।

ডাক্তারের পাশাপাশি চলছিলাম। ডাক্তার বলল, দিনের বেলাতেও চলতে পার। শত্রু রাতের অন্ধকারের সুযোগে বেশি হানা দেবার চেষ্টা করে ? আমরাও সুযোগ মত চলাচল করি। বিপদ কোথায় নেই বলতে পার। বিপদকে উপলক্ষ্য করেই আমাদের ছুটতে হয়, হবে। সেজন্য আমরা একমাত্র সুযোগের প্রতীক্ষা করি, সেটা দিনেই হোক আর রাতেই হোক।

হাসপাতালের সামনে য়্যাম্বুলেন্সের ভীড়। রুগী নামানো হচ্ছে।

ডাক্তার স্থির হয়ে দাঁড়াল হাসপাতালের দরজায়। আমরা তার পাশে দাঁড়িয়ে।

দেখ। এই লোকটা সাধারণ গ্রামের চাষী। যোদ্ধা নয়। গোরিলা নয়। একেবারে দেহাতী গাঁইয়া। এই লোকটার পরিবার পরিজন কোথায়, তা এ জানে না। একখানা হাত উড়ে গেছে। মুখটা পুড়ে গেছে। বোধহয় অন্ধ হয়ে যাবে।

চার্টের দিকে নজর দিতে দিতে বলল, এই হল আমেরিক্যান সভ্যতা। আমাদের সঙ্গে আমেরিকার কোন শত্রুতা নেই, আমরা আমাদের দেশের কথাই ভাবি। ঐ চাষী বোধহয় তার গ্রামের কথাই ভাবে কিন্তু তাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে মার্কিনী বোমায়। অসহ্য এই অত্যাচার।

বললাম, গায়ে চাদরটা টেনে দিতে বল, ডাক্তার। এ দৃশ্য অসহ্য !

পুরুষ নার্স চাদর টেনে দিল তার গায়ে।

এই দেখ একটি শিশু। বাঁচবে না। বুকটা ফুটো হয়ে গেছে। বাবা মাও এসেছে। ঐ ওপাশে চল দেখে আসি। এই ওর বাবা। সমস্ত দেহটা পুড়ে গেছে। এও বাঁচবে না বলেই মনে হয়। একেবারে বেগুনপোড়া। পোড়ার যে কি যন্ত্রণা তা বোধহয় জানো। অথচ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে না। জ্ঞান নেই। মাথার চুল, ভ্রূ, চোখের পাতা পর্যন্ত পুড়ে গেছে। এই ওর মা। পা দুটো শুধু কিছুটা চামড়ার সঙ্গে ঝুলছে। কেউ বাঁচবে না মঁসিয়ে। কেউ বাঁচবে না। এদের কি অপরাধ! এরা পাহাড়ের কোলে ছোট্ট ঝুপড়িতে বাস করে। দিন-মজুর। এরা খেতেও চায়নি, আশ্রয়ও চায়নি। এরা কম্বোডিয়ার মানুষ, এরা কি ভিয়েতকং! জেনে নাও এদের কাছ থেকে। নৃশংস!

আর দেখতে চাই না ডাক্তার।—কাতর কণ্ঠস্বর ছুটোউপের।

চল বিশ্রাম করবে!

আমার বোধহয় বমি হয়ে যাবে। উঃ, এত রক্ত!

তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্টের শিশি ছুটোউপের নাকের কাছে ধরে ডাক্তার বলল, নার্ভাসনেস দেখা দিয়েছে। তুমি ঐ বেঞ্চটার ওপর শুয়ে পড় ম্যাদাম। ড্রাইভার একটু জল নিয়ে এস।

নরহত্যার এমন কুৎসিত দৃশ্য জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। চাক্ষুষ দেখে আমিও ঘাবরে গিয়েছিলাম। আবার যখন গাড়িতে উঠে যাত্রা সুরু হল তখন পর্যন্ত মাঝে মাঝেই হাসপাতালের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আর দেহটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠছিল।

গাড়ি কোথায় যাবে, ড্রাইভার?

ফেরীঘাট অবধি। ওপারে যুদ্ধ হচ্ছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। ওপার থেকে যারা আসবে, মানে যে সব রুগী আসবে তাদের এপারের মুক্ত এলাকার হাসপাতালে পৌঁছান আমার কাজ।

ওখান থেকে আমরা কোথায় যাব ?—প্রশ্ন করল ছুটোউপ।

বললাম, আমাদের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থল নেই। ওপারে গেলেও কোন অসুবিধা নেই, এপারে থাকলেও নেই। ফেরীঘাট পৌঁছে তবেই স্থির করব কোথায় যাওয়া হবে।

ডাক্তারের চিঠিখানা আছে তো ? তার ভগ্নিপতির নামে যে চিঠি দিয়েছে সেই চিঠি ?

আছে। কিন্তু ওপারে না গেলে কোনক্রমেই তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। হ্যাঁগো মঁসিয়ে ড্রাইভার, আজ কি পৌঁছতে পারব ফেরী ঘাটে ?

আশা তো করছি। রাত দুটো নাগাদ পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে। তবে পথে কোন বিঘ্ন ঘটলে দেরী হতেও পারে।

বলতে বলতে গাড়ির স্পীড কমাল ড্রাইভার।

নিজের মনেই বলল, কনভয়।

কাদের ?

আমাদের মনে হচ্ছে। সিগন্যাল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি। তবে ভয়ের কিছু নেই। শত্রুর হলে ওরাই পালাবে। না, আমাদেরই কনভয়। গাড়ি সাইড করছি ওদের রাস্তা ছেড়ে দিতে। ফ্রণ্টে যাচ্ছে।

গাড়ি একপাশে দাঁড় করাল।

দু'তিনটে গাড়ি বেশ বেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। আকাশে সবে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আবছা আলোতে আরোহীদের দেখা গেল। রাইফেল উঁচিয়ে ওরা যাচ্ছে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

বললাম, এই ক'জন ফ্রণ্টে গিয়ে কি করবে! আমেরিকার অসংখ্য সৈন্য, প্রচুর সমর-উপকরণ।

ড্রাইভার শুধু হাসল।

তিনজন পাশাপাশি বসে। দৃষ্টি আমাদের সামনে। আধা-জ্যোৎস্নায় ভূতের মত খাড়া হয়ে আছে পাহাড়গুলো, গাছের ছায়াতে

অন্ধকার করে রেখেছে পথটা। গাড়ির মৃদু আলোতে আরও অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে উঠেছে পথ। কোথাও জনপ্রাণী নেই। ভেতরে তিনজন হাসপাতাল-কর্মী ঘুমোচ্ছে। ইনজিনের গোঁ-গোঁ শব্দ বিনা আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

আবার মনে হল গাড়ির কনভয় আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

বললাম, আবার গাড়ি আসছে।

ড্রাইভার বলল, হুঁ। সবাই ফ্রন্টে যাচ্ছে। আমেরিকা বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে ভেবেছে সব যেন খতম। এবার পালটা আক্রমণ সুরু হবে।

এই কয়জনে পাল্‌টা কি আক্রমণ করবে?

অবশ্য এরাই সব নয়। তবুও আমাদের হিসেবে একজন সমান চারজন। আমাদের একজন সৈনিক লড়াই করবে শত্রুর চারজনের সঙ্গে। সায়াং-এর যুদ্ধের খবর শুনেছ তো। একশত সৈনিক চারহাজার সৈন্যকে কাবু করে ফেলেছিল। শহর দু'বার হাত বদল হয়েছে একশত জনের ক্ষমতায়। যুদ্ধটা আমাদের পেশা নয়। আমেরিকা নানা দেশে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছে, ওটা ওদের পেশা। আমেরিকায় যারা লুম্পেন তাদের জন্য সৈন্যবিভাগ খোলা থাকে সব সময়। আমরা বাঁচার দায়ে যুদ্ধ করতে শিখছি। তাই আমাদের স্ট্রাটেজি আরও উন্নত। ওরা দখল করতে এসেছে, আমরা আত্মরক্ষায় নেমেছি। ক্ষয়-ক্ষতি ওদের বেশি হবেই হবে। আমরা যুদ্ধ শিখেছি মাও সেতুং-এর কাছ থেকে। মাও-এর প্রদর্শিত পথই ইন্দোচীনকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের সেনাপতিরা রাজার হালে বসে থাকে না, তারা আমাদেরই একজন। এক মুঠো ভাত জুটলে সাধারণ সৈনিক ও সেনাপতি ভাগ করে খায়। একই শয্যায় সবাই শোয়। এই তো আমাদের শক্তির উৎস। সাম্য আমাদের মুখের কথা নয়। সাম্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও সত্য।

গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলল, আবার সাইড নিচ্ছি।

আবার গাড়ি দাঁড় করালো।

আবার চুপ করে বসে।

কনভয়ের তিনখানা লরী পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আবার আমাদের যাত্রা স্থরু।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত ছুটো বেজে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কতটা পথ আর বাকি?

আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। পনের কিলোমিটারের বেশি নয়।

আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মেকং নদীর কিনারায়। সামনেই ফেরীঘাট। সমস্ত অঞ্চল নিস্তব্ধ।

তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি গাড়ি গ্যারেজ করব।

বললাম, তাই কর।

গাড়ি একটা টিনের চারচালা ঘরের সামনে এনে দাঁড় করাল। গৃহস্থ সবাই শেষ রাতেও জেগে ছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে দরজা খুলে প্রশ্ন করল।

ড্রাইভার উত্তর দিতেই ছ'জন এগিয়ে এসে বলল, গাড়ি রেখে ভেতরে এস।

ওদের সঙ্গেই ভেতরে ঢুকলাম।

মিটমিট করছে একটা কেরাসিন-বাতি। বেশ বড় ঘর। তাতে ছয়জন লোক। সবাই অস্ত্রসজ্জিত। আমাদের বসতে দিল। একজন জিজ্ঞেস করল, জল খাবে?

বললাম, পেলে ভাল হয়।

জলের ব্যবস্থা করতে উঠে গিয়ে মাটির কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা ?

কম্বোডিয়ান লিবারেশন আর্মি।

আর কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না। ওদের পরিধেয় কোন সামরিক পোষাক নয়। চিনে ওঠাই দুষ্কর। হাতে হাতিয়ার। সে হাতিয়ার যুদ্ধের জন্য অথবা ডাকাতির জন্য তা বুঝাও দুষ্কর।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, যুদ্ধের অবস্থা কি ?

শত্রুরা তো অনেক কথাই বলছে। আমেরিকা নাকি আমাদের বিবরঘাঁটি খুঁজে পেয়েছে। সেগুলোর ওপর তারা বোমা ফেলছে। আমাদের সংবাদ হল, আমেরিকা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর বোমা বর্ষণ করছে। গোল করে গ্রাম ঘিরে ফেলছে বিমান দিয়ে। গ্রামের ওপর অবিরত বোমা ফেলে গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। পেছনে সায়গনের সৈন্য ও মার্কিন সৈন্যরা যাতে নিরাপদে পথ পেরোতে পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। পথের দু'ধারে যত গ্রাম আছে, তা প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে।

তোমাদের এদিকে বোমা বর্ষণ হচ্ছে কি ?

হচ্ছে। থাইল্যাণ্ড থেকে আসছে আমেরিকার বোমারু বিমান, তবে সংখ্যায় খুব বেশি নয়। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে যে ভাবে ওরা অগ্রসর হচ্ছে অথবা হতে চাইছে সে ভাবে এদিকে অগ্রসর হবার কোন পথ নেই। ওরা বলছে বোমাবর্ষণে ভিয়েতকং আর ভিয়েতনামী সৈন্য হাজারে হাজারে হতাহত হয়েছে। মুখোমুখী যুদ্ধ মোটেই হয়নি। ফিস্‌হুক দিয়ে ওরা বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে। আমাদের কাছে সংবাদ শুধু সন্দেহ বশে গ্রামের সাধারণ নাগরিকদের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য গুলি ব্যয় করতেও ওরা কার্পণ্য করেছে। সোজা তলোয়ারের ঘায়ে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে শতশত নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে, যে পথে ওরা এগিয়ে এসেছে। তবে আর বাছাধনরা এগোতে পারছে না। এবার আমাদের সৈন্যরাও প্রতি-আক্রমণ

আরম্ভ করেছে। ওরা যেমন যুদ্ধ হ্যানয় থেকে নম্ পেন অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরাও তেমনি ওদের নির্মূল করতে লাওস, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার শক্ত ঘাঁটিগুলোতে আঘাত করতে আরম্ভ করেছি।

তোমরা তো বিশেষ অগ্রসর হতে পারনি।

যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা দেখে তার ভবিষ্যত বলা যায় না। শুনেছ বোধহয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের সায়গনের একজন মেজর জেনারেল মারা গেছে। ওরা বলছে, হেলিকপটার-সংঘর্ষ। আমরা বলছি, আমাদের স্থল-সৈন্যের রাইফেলের গুলিতে হেলিকপটার ধ্বংস হয়েছে। তবে আমরা তো মৃত্যুকে সামনে রেখেই চলছি। মরতে আমাদের হবেই। তবে কাপুরুষের মৃত্যু হবে না। আমরা শত্রু মেরেই মরব।

তোমরা এখানেই থাক?

না। আমরা এখন এখানে আছি। আবার ক'দিনের মধ্যে কোথায় যেতে হবে তার ঠিক কি। এখানে জেনারেল লনের যে সব রক্ষী ছিল তাদের তাড়িয়েছি। এবার এই ফেরীঘাট পাহারা দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আশ্রয় করে নিতে হয়েছে। সারা দিনরাত সতর্ক পাহারা দিতে হচ্ছে। সারা রাতে আমাদের ফেরী পারাপার করতে হচ্ছে। দেখেছ নদীর কি ভয়ঙ্কর চেহারা এখানে। এই প্রবল স্রোতে ষ্টিমারে পারাপার চলছে। শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কাও রয়েছে। আমাদের কাজ যেখানে শত্রু সেখানে ছুটে গিয়ে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করা, তাদের পঙ্গু করা।

সকাল হতে আর বিলম্ব নেই।

খবর পেলাম, আজই বহু সৈন্য ওপারে যাবে। তাদের সঙ্গে আমরাও ওপারে যেতে পারি। আমাদের বিনা বাধায় চলাচলের উপযুক্ত দলিল আছে। সেজন্য চিন্তার কারণ নেই।

ছুটোউপ বলল, দিনের ট্রিপে নয়। রাতের ট্রিপে ওপারে যাব। এবেলায় এপারেই থাকব।

আমি আর আপত্তি না জানিয়ে চুপ করে গেলাম। আমাদের আশ্রয়দাতাদের কাউকেই দেখতে পেলাম না। তারা কোথায় আত্মগোপন করেছে জানি না। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেডক্রশ মার্কা গাড়িখানা। ক'দিন এই গাড়িই আমাদের আশ্রয় ছিল। আজ থেকে এর সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ড্রাইভারকে দেখলাম ট্রানজিসটার খুলে গান শুনছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নতুন খবর কিছু আছে?

আছে। খাস আমেরিকায় গোলমাল। কম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণের জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন যাতে অর্থ বরাদ্দ করতে না পারে সেজন্য তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের কথা আলোচনা করছে আমেরিকার সেনেটররা। ওদিকে বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ করেছে। মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড়হাজার ছাত্র সেখানকার সামরিক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র তছনছ করেছে। সমগ্র আমেরিকায় প্রায় একলক্ষ ছাত্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে; পুলিশ গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যাও করেছে। ওরগেন স্টেটের হোবারট কলেজে আগুনে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। নিউইয়র্কে ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ করে বসে আছে। হাজার হাজার ছাত্র সহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। কম্বোডিয়াতে প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিনী যুদ্ধ তাদের দেশের মানুষই পছন্দ করছে না। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমেরিকায় এ রকম ঘটনায় অভিনবত্ব আছে।

এতেও কি নিকসন থামবে?

নিকসন তো বলছে তিরিশে জুন পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।

তাতে লাভ?

আশা করছে এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্ত থেকে মুক্তি ফৌজদের বিতাড়ণ করতে পারবে।

এত সহজে যদি তা হত, তা হলে বিগত পনর-ষোল বছরেই তা পারত।

সেতো সত্যি কথা। আসল কথা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়ে হুনিয়ার শান্তি নষ্ট করাই হল মার্কিনী উদ্দেশ্য। কম্বোডিয়াকে কোন মতেই হাতছাড়া করবে না আমেরিকা। তার জন্যই এত সাহায্য ও সাহায্যের অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো করে তোলা। আরও খবর আছে। হুনিয়ায় স্বাধীন মত দেবার মত রাষ্ট্রও আছে। তারা কি বলছে শোন। ভারত বলছে, কম্বোডিয়া থেকে অবিলম্বে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা হোক। ফ্রান্স বলছে, কম্বোডিয়াতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম (সায়গন) ও মার্কিন হস্তক্ষেপের আমরা বিরোধী। যে কাজ বিরোধীকে আরও বৃদ্ধি করে, দীর্ঘস্থায়ী করে, এমন কাজ যারা করে ফ্রান্স তাদের বিরোধী। সবাই চায় মার্কিন হাত উঠিয়ে নিক ইন্দোচীন থেকে। কিন্তু চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে! মার্কিন লড়াইতে নেমেছে তার পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষা করতে। সে বিষয়ে কারও উপদেশ তারা শুনবে না।

ছুটোউপ বলল, আমেরিকার বর্তমান কার্যক্রম আর হিটলারের কার্যক্রম একই প্রকার। অপরের দেশে সৈন্য পাঠিয়ে হাহাকার সৃষ্টি করতে আমেরিকার ভূমিকা আর নাৎসীদের ভূমিকায় কোন পার্থক্য নেই। নৃশংসতায় এরা নাৎসীদেরও হার মানিয়েছে (U. S.—South Vietnum military operation inside Cambodia can be compared with the Nazi invasion and brutalities in Europe during World War II—Reuter). কিন্তু কেন?

ভবিষ্যত মার্কিনীদের জগতের সম্মুখে ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত করে তুলতে! মার্কিন পুঁজিপতিরা আজ তাদের দেশে যে বিক্ষোভকে

উপেক্ষা করছে, সেই বিক্ষোভ ভবিষ্যতে তাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করবে।

ড্রাইভার আমার মন্তব্যে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো।

বললাম, পরের ঘরে আগুন দিলে নিজের ঘরেও আগুন লাগে আমেরিকার বড় ব্যবসা হল নরহত্যা এবং নরহত্যায় সাহায্য করা। এমন দিন আসবে যেদিন এই নিন্দনীয় আমেরিক্যান নীতি বুমেরাং হয়ে আমেরিকার সমাজ-জীবনেই আঘাত করবে। সেদিন খুব দূরে নয়।

ড্রাইভার আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলল, তোমাদের তো খাওয়া হয়নি। চল, দেখি কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা। নদীর ঘাটে যত দোকান ছিল শুনেছি সব তো বন্ধ! কোথাও দরজা খোলাতে পারলে কিছু পেটে পড়বে। এস।

তোমার খাবার ব্যবস্থা কোথায়?

প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ফৌজী ক্যাম্পে। এখানে তো সৈন্য নেই দেখছি। ফেরীঘাট পাহারা দিচ্ছে সামান্য কয়েকজন, আর দূরে ঘাট ঘিরে রেখেছে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য। এরা আগে ছিল রয়েল কম্বোডিয়া বাহিনীতে। জেনারেল লনকে এরা গ্রহণ করতে পারেনি। বিদ্রোহী হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওদের আমিও একজন। ওদের সঙ্গেই খাবার ব্যবস্থা। তোমাদের জন্য কিছু তো খুঁজে বের করতে হবে।

বিকেল বেলায় ড্রাইভার খবর দিল, আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী মেকং নদীতে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ জলপথ অবরোধ করতে অগ্রসর হয়েছে।

হ্যাঁ। কিন্তু ষাট সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত এগোতে পারবে। যুদ্ধ-জাহাজ তার বেশি অগ্রসর হতে পারবে না। নম্ পেনকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছে। আমরা অনেক ওপরে আছি। উজানে এত দূর আসতে পারবে না। এখানে সংবাদ এসেছে, নম্

পেনের উত্তর দিকের ফেরীঘাট আমেরিকা দখল করেছে। আমাদের বাহিনী যাতে নদী অতিক্রম করতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। মেকং নদীর পূর্ব দিকের সমগ্র অঞ্চল আমাদের দখলে। নম্ পেন থেকে আঠার মাইল দূরে আমাদের বাহিনী উপস্থিত। পূর্ব দিকের চাপ কমাতে 'ক্রিস হক পয়েন্ট' থেকে আমাদের আক্রমণ করছে আমেরিকা। এদিকে নদী পার হলেই নম্ পেনের পতন হতে পারে এই আশঙ্কায় পূর্ব দিকের সৈন্য যাতে পশ্চিম দিকে না আসতে পারে, তার জন্য সপ্তম নৌবাহিনী এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের আক্রমণ হবে উত্তর দিক থেকে। আমাদের পক্ষে এই ফেরীঘাট এবং আরও উজানের কয়েকটি ফেরীঘাট দখল রাখতে হচ্ছে সৈন্য ও সরঞ্জাম পারাপার-ব্যবস্থা চালু রাখতে।

এখানেও তো বিমান আক্রমণ চলছে।

চলছে ঠিকই কিন্তু বিমান-আক্রমণ কোন দেশ জয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্থলবাহিনী অগ্রসর হতে পারছে না। বিমান দিয়ে কি করবে। কতকগুলো অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা ভিন্ন আর কি হতে পারে। সেজন্য আমরা ভীত নই।

কিন্তু পারাপার-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে পারে।

তা তো সম্ভব। যুদ্ধ তো বিপর্যয়। বিপর্যয় রোধ করে কেউ কি যুদ্ধ করতে পারে। আমাদের আছে সাহস আর নিষ্ঠা। ওদের আছে নিষ্ঠুরতা আর ভীতি। এ দুটোর পার্থক্যই আমাদের বিপর্যয়ের মাঝ থেকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ঐ দোকানটা বোধহয় খোলা। চল ওখানে।

দোকানের একটা দরজা খোলা। একটি মহিলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাকেই জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবার আছে?

মাথা নাড়ল মহিলা।

দাও। তোমরা সবাই দোকান বন্ধ করে রেখেছ কেন?

মহিলাটি ইতস্তত করে বলল, সবাই বলল।

কি বলল ?

দোকান খুলিস না। ডাকাতের হামলা হচ্ছে, সব লুটে নেবে।

তাই বুঝি দোকান বন্ধ করেছ ?

মহিলাটি হেসে বলল, আমরা তাও প্রাণের ভয় না করে এখানে আছি। সবাই তো পালিয়ে গেছে। পরশু দিন কেমন গোলা পড়েছে তা বুঝি জান না, উঃ! আমার ঘরে কিছু পিঠে ভিন্ন আর কিছু নেই। শুধু চা পাবে। এ দিয়ে হবে তো ?

ছুটোউন বলল, খুবই হবে। যা আছে দাও।

সত্যিই সেদিন যা খেতে পেয়েছিলাম তার খাদ্যমূল্য যাই হোক না কেন, অমূল্য মনে হয়েছিল আমাদের কাছে।

আমরা বিকেল বেলায় নদীর ধারে বালির চরে বসে ছিলাম। নদীর জলের রং কিছুটা ঘোলা। ওপারে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে হল। জলস্রোতও বেশ প্রবল। ছোট ছোট ঢেউ নদীর কিনারায় আছড়ে পড়ছিল। আমরা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের মধ্যে কর্মতালিকা স্থির করছিলাম। ছুটোউনের ভ্রমর-কালো চোখের মণিতে যেন দেখতে পেলাম কোন অব্যক্ত ব্যথা। কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছিল না। আমি কথা বলতে বলতে থামছিলাম, তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ছুটোউন তার করুণদৃষ্টি আমার মুখের দিকে উঁচু করে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল।

আমাদের স্টিমার ছাড়বে রাত একটার সময়।

বললাম, হুঁ।

পেছন থেকে ডাক শুনলাম, তোমরা কে ?

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম একজন প্রৌঢ়কে। পরনে পাজামা, গায়ে তোলা কামিজ, হাতে কাপড়ের ছাতা। আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে আমাদের অলক্ষ্যে।

তোমরা কে ?

আমরা পরিব্রাজক।

এখানে কেন?

নদী দেখতে।

ভাল কাজ নয়। ফিরে যাও। জায়গাটা বিপদসঙ্কুল। যে কোন সময় বিপন্ন হতে পার। তোমরা কি কম্বোজী? কম্বোজী নও। ভিয়েতনামী, উহুঁ। বস, বস। বিদেশীর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয় এই জায়গা। আমরাই এখান থেকে বাস উঠিয়ে মেয়েদের আর শিশুদের দূর গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বললাম, আমরা বিপদ জেনেই এসেছি।

বেশ বেশ, বলতে বলতে প্রৌঢ় বসল পাশে।

জিজ্ঞেস করল, কি দেখলে?

বললাম, সবই সুন্দর। সব চেয়ে সুন্দর এই নদী।

হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের সব সৌন্দর্য চুষে নিয়েছে জমিদাররা। গ্রামে গ্রামে বড়লোকেরা আর অভিজাতরা গরীবদের শোষণ করেছে। সুন্দর দেশে মানুষ নেই, সব কঙ্কাল। কঙ্কালের রাজ্যে এসেছ মাদামোয়াজেল। শুধু দুঃখ। আমাদের এই অঞ্চলে লিবারেশন আর্মি গড়ে না উঠলে কি যে হত, তা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। ওরা বলে, এরা সমাজের শত্রু। সমাজের শত্রুদের হত্যা করাই হল শোষিত মানুষের কাজ। আমেরিকার সাহায্যে এই সব বড়লোক অভিজাতরা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। যদি আমরা আমেরিকাকে সাহায্য করি তা হলে এই সব নিষ্ঠুর লোক আবার সমাজের মাথায় বসবে। তাই তো এত গোলমাল। (If the American clique succeeded the cruel landlords and others would return to the villages to seize land and collect back rent). আমরা তা হতে দেব না। আমরা যাদের তাড়িয়েছি তাদের আর ফিরতে দেব না।

তুমি কোথায় থাক?

ঐ সামনের গ্রামে। হো-থান। ছোট্ট গ্রাম হো-থান। তার আবার তিনজন জমিদার। তাদের শেষ করেছে মুক্তি ফৌজ। ওদের লোকজন সব পালিয়েছে। আমরা চাষী। এই যে পাকা চুল দেখছ, এটা রোদে পেকেছে, খেতে না পেয়ে পেকেছে। উঃ, কি সর্বনাশা ঐ সব জমিদার!

প্রৌঢ় নিজের মনেই বিড়বিড় করে কি সব বলতে থাকে।

হাঁ, হাঁ সেই মেয়েটা লং আলের মেয়ে। পেটে বাচ্চা ছিল। মুগুড় দিয়ে পেটে এমন আঘাত করেছিল। উঃ! মরে গেল মেয়েটা, মরে গেল তার পেটের ছেলেটা। ঐ সব ফরাসী শয়তানের দোসর। ওদের দয়ামায়া নেই। ওরা কত যে অত্যাচার করেছে! আরে হো, শুনে যাও।

তাকিয়ে দেখলাম পাতার তৈরী ছাতা মাথায় দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা জোয়ান ছেলে। দেহটা নগ্ন। পাতলুন পরিধানে। তাও হাঁটুর নীচ অবধি। প্রৌঢ়ের ডাক শুনে এগিয়ে এল।

কি খবর খুড়ো?

তোদের খবর কি?

আমাদের খবর ভাল।

আহা, তা জানতে চাইছি না। যুদ্ধের খবর বল।

আর যুদ্ধ! আমরা এখন গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামের মাল বিক্রির ন্যায্য বাজার তৈরীতে ব্যস্ত। আমাদের স্বাস্থ্য-কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। সেখানে দাই আর নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আহা, তা শুনতে চাই না বাপু। এই যে আমেরিকা আর থাই। এরা তো লনের পক্ষ নিয়ে হামলা করছে, এদের কথা জানতে চাইছি। এদের কথা বল না বাপু।

হো একটু হেসে বলল, এতো সবাই জানে। তুমি কি কিছুই জানো না! শুনেছ কি কয়েক হাজার লোককে কোতল করেছে

দুষমনরা। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর লনের ভাড়া করা সৈন্যরা পালাচ্ছে, তাদের জায়গায় আসছে মার্কিন ডাকাতরা। তবে আমরা তো সংগঠন ভাল করে গড়তে পারিনি। প্রিন্স সিহানুক আমাদের কাজ করতে দেয়নি, আবার লন্ তো এই দেড়-মাসে আমাদের হাতে মাথা কাটছে। যারা বলছে, জমিদার চাই না তাদের দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সরকারী সৈন্য। তারপর সে সব লোকের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আরেক উৎপাত আরম্ভ হয়েছে নদীর ওপারে। জোয়ান ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ করতে।

প্রৌঢ় মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, তাই তো হে! যাক। দেখা যাক। তামাক আছে? দে তো একটু। পাতাও নেই। পাতাও দিস। আগুনটাও ভুলে এসেছি। দে বাপু। বুড়ো মানুষ। বুঝছিস তো কিছুতেই আর শান্তি নেই। এখন কবে যে কবরে শোব! ভগবান তথাগত নির্বান দান করুক।

মরবে কেন খুড়ো। আরও দশ বছর বাঁচতে হবে। শয়তানদের হাত থেকে মুক্তি চাও না বুঝি!

দশ বছরে কি হবে রে বাপ্। আরও অনেক বছর দরকার।

আমরা তো মনে করছি দশ বছরেই শেষ করতে পারব। নদীর এপার থেকে তো শয়তানদের শেষ করেছি। এবার ওপারে লড়াই।

প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনলে তো আমাদের কথা। বড়ই বিপদ। নদীর ধারে এভাবে এস না, তোমাদের বিপদ হতে পারে।

কেন? প্রশ্ন করল হো।

জায়গাটা ভাল নয়। কখন গুলি খেয়ে মরতে হবে। এত কিছু খেয়ে মরার থাকতে কেন গুলি খেয়ে মরবে! বিদেশী লোক আমাদের অতিথি। সাবধান করছি। আরে, সূর্যটা ডুবছে দেখছি

চল এবার ঘরের দিকে। তুই তো যাবি। যাবার সময় আমার নাতনীটাকে নিয়ে যেতে হবে। ওর মা আবার গেছে কি যেন শিখতে। তা শিখুক। নে, চল। আচ্ছা, নমস্কার। তোমরাও চলো। এখানে আর থেকো না, বাপু।

ওদের সঙ্গে আমরাও উঠলাম। ওদের পেছন পেছন ওপরে এসে নিজেদের আশ্রয়স্থলে হাজির হতেই দেখলাম সকালে ছ'জনের দু'জন ফিরে এসেছে। সেগুনপাতার দোনায় কিছু খাবার। আমাদের দেখেই বলল, তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। সারাদিন তো পেটে কিছু পড়েনি। এবার কিছু পেটে দাও।

বললাম, খেয়েছি আমরা। একেবারে শুকনো নয়।

এখানে তো খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। নদীর ধারে যারা ছিল তারা নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে। তোমাদের খাবার আনতে দেরী হল। ভালই হয়েছে কিছু জুটিয়েছ। আমাদের তো কোন সময়ের ঠিক নেই। খাওয়াটা আমাদের মুখ্য নয়। যতদিন বাঁচব ততদিন বাঁচার জন্যই যা কিছু পেটে দিতে হবে।

খাবার সামনে রেখে মাটির ভাঁড়ে জল এগিয়ে দিল।

ক্রমেই রাত বাড়তে থাকে।

গতরাতের একজন সঙ্গী বলল, তোমাদের ষ্টিমার ছাড়বে রাত একটা থেকে। পরপর তিনবার ট্রিপ দেবে। তার পরও দিতে পারে। তোমরা প্রথম ট্রিপেই যেতে পারবে। সব ব্যবস্থা করা আছে। আমাদের একজন গিয়ে তোমাদের ষ্টিমারে তুলে দিয়ে আসবে।

বললাম, ধন্যবাদ।

তোমরা বিদেশী। তোমাদের সুখ-সুবিধা দেখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের নেতাদের বিশেষ নির্দেশ আছে তোমাদের সব ব্যবস্থা করার।

চারিধার নিস্তব্ধ।

ঘরের মধ্যে আমরা পাঁচ-ছ'জন চুপ করে বসে। কারও আগ্রহ

নেই ঘুমোবার। ছ'জন মাত্র ঘুমোচ্ছে একপাশে মেঝেতে ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে। ওরা শেষ-রাতের সেন্ট্রি।

ছুটোউপ ইসারায় ডাকল। কাছে যেতেই কানে কানে বলল, খুবই গরম। চল, আমরা বাইরে গিয়ে বসি। নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে একটু ঝিমিয়ে নিতে পারব। ওরা আমাদের নিশ্চয়ই ডেকে নেবে। চল।

ষ্টিমারে যখন উঠলাম তখন রাত ছটো বেজে গেছে। পর পর ছটো ট্রিপ দিয়ে তারপর আমাদের জায়গা হল ষ্টিমারে। এম্বারকেশন অফিসার সতর্ক করে বলেছিল, প্রথম ছই ট্রিপে বিস্ফোরক অস্ত্র যাবে। তোমাদের পক্ষে অস্ত্রের ষ্টিমারে যাওয়া ভাল হবে না। তৃতীয় ট্রিপে কতকগুলো অসামরিক লোকের সঙ্গে ষ্টিমারে উঠলাম। আমাদের নিরাপদে পারাপার করতে নিয়ম মত পাহারার বন্দোবস্তও ছিল।

আমরা কেবিনেই স্থান পেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গী ছিল কয়েকজন যুবক। তাদের কথা-বার্তায় মনে হল ওরা মোটেই অসামরিক লোক নয়। প্রয়োজনে অসামরিক বেশ-ভূষাতেই নদীর ওপারে চলেছে।

তোমরা কোথায় যাবে? জানতে চাইল একজন।

আমরা কোথায় যাব তা আমরা জানি না। কোন রণক্ষেত্রে। অবশ্য যুদ্ধ করতে নয়।

গোটা ষ্টিমারে মহিলা বলতে একমাত্র ছুটোউপ। তাদের আগ্রহ বোধহয় সেই জন্য। মহিলাদের পক্ষে রাতের বেলায় এভাবে চলাচল তাদের পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক যে নয়, তা কথা-বার্তায় বুঝিয়ে দিল।

বললাম, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

তোমাদের ভাষায় বলতে হয়, কোথায় যাব তা আমরা জানি না। কোন রণক্ষেত্রে। অবশ্য যুদ্ধ করতে।

আমাদেরও তাই মনে হয়েছে।

আমরা জন্ম-অবধি শুনছি যুদ্ধ। অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যেই আমাদের জন্ম, যুদ্ধের মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি। আমাদের জন্য যুদ্ধই হল একমাত্র শেষ পথ। অন্য কোন পথ নেই আমাদের সামনে।

এর শেষ কি নেই?

শেষ একদিন হবেই হবে। তবে আমাদের জীবন-কালে তা হবে কি না, তা বলতে পারি না।

চুপ করে গেল যুবকটি।

আরেকজন বলল, আমাদের জন্মের আগেই যুদ্ধ আরম্ভ। যখন ছোট ছিলাম তখন শুনেছিলাম, ফরাসীরা ইন্দোচীন থেকে পালিয়েছে।

প্রথম যুবক বলল, ফরাসীদের পতন ঘটল দিয়েনবিয়েনফুতে। তারপর তারা চলে গেল অথবা যেতে বাধ্য হল। আমাদের মুরুব্বীরা মনে করেছিল এইখানে যুদ্ধ শেষ। তা আর হল না। যেদিন সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারল দিয়েনবিয়েনফুতে ফরাসীদের গুরুতর পরাজয় ঘটেছে, সেদিন তৎকালীন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও বর্তমান প্রেসিডেণ্ট নিকসন ঘোষণা করেছিল, ফরাসীরা চলে এলে আমেরিকা তার সৈন্য পাঠাবে ফরাসী সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। (Nixon declared that if the French withdrew, The United States would have to send troops)—এই ঘোষণায় থেকে গেল ইন্দোচীনের ভবিষ্যত-দুর্ভাগ্য।

ফরাসীরা একটা মীমাংসায় আসতে চায়।

বিদোলত ছিল ফরাসী প্রধানমন্ত্রী। সেও মীমাংসা চেয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে সাম্রাজ্য রক্ষার চিন্তাও করেছিল কিন্তু তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মেন্দেস ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল, এক মাসের মধ্যে ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধান করবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। যদি তা না হয়, তা হলে পদত্যাগ করবে।

কারণ যে সব ফরাসী-যুবক যুদ্ধবিদ্যায় স্নাতক হয়ে বের হচ্ছে মিলিটারী কলেজ থেকে, তাদের সমসংখ্যক অফিসার ইন্দোচীনে মারা যাচ্ছে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সংগ্রামে। (The French people were clamouring for the end of a war that among other things, was killing annually as many French officers as the French military academy graduated). দ্বিতীয়ত শান্তি স্থাপন হলে ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ইন্দোচীনে লাভবান হবার সম্ভাবনা।

ইংরেজ, রাশিয়া, অন্যান্য শক্তি চায় শান্তি ফিরে আসুক ইন্দোচীনে। কিন্তু আমেরিকা তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করল। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ফস্‌টার জন ডালেস প্রতিবাদ জানাল। ডালেসের আশঙ্কা ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপিত হলে ইন্দোচীন চীনের খপ্‌পরে গিয়ে পড়বে। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার ডালেসকে সমর্থন জানাল। আইজেন হাওয়ার সাংবাদিক মারফত সারা বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিল, জেনেভার শান্তি-সম্মেলনে আমেরিকা যোগ দেবে না। কোন দিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।

সব প্রতিবাদ সত্ত্বেও চুয়ান্ন সালে জেনেভার চুক্তি হল শান্তি স্থাপনের জন্য। আমেরিকা সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তখনই ইন্দোচীনে অশান্তির বীজে অঙ্কুর দেখা দিল এবং আমেরিকা খোলাখুলি ভাবে ইন্দোচীনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এল।

শান্তি-সম্মেলন আরম্ভ হবার আগেই তাকে ধ্বংস করার আমেরিকার এই অপচেষ্টা সফল হয়নি। মার্কিন ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হল। মার্কিনরা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেই মনে করে। তাদের বিশ্বাস সামরিক শক্তি দিয়ে পুঁজিবাদী মতবাদের বিস্তার ঘটাবে পৃথিবীতে।

একুশে জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

ভিয়েতনামকে সাময়িক ভাবে বিভক্ত করা হল।

স্থির হল গণভোটে ভিয়েতনামীরা স্থির করবে তাদের ভবিষ্যত।

কিন্তু তা হতে দেওয়া হল না। আমেরিকা জানে, তা হলে কম্যুনিষ্টরাই জয়লাভ করবে। সেজন্য তাড়াতাড়ি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ করার ব্যবস্থা করল। যারা উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে বের করে দেওয়া হল। আরম্ভ হল পরবর্তী আরও রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা। পরবর্তী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি স্বীকার করল, আমার সঙ্গে যত লোকের কথা হয়েছে তা থেকে জানতে পেরেছি, যদি কোন সময় গণভোট গ্রহণ করা হয় তা হলে শতকরা আশীটি ভোট পাবে হো-চি-মিন। (I have never talked or corresponded with a person knowledgable in Indo-China affairs who did not agree that had elections been held as of the time of the fighting, possibly 80 per cent of the population would have voted for Ho-Chi-Min). অতএব মার্কিন স্বার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সে যুদ্ধ শত বৎসরের যুদ্ধ হলেও।

তখনই আমেরিকার নজর ছিল কম্বোডিয়া আর লাওসের দিকে। এই দুটো দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকায় সহজে কম্যুনিজিম অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। এই বিশ্বাসে লাওসে ফৌমী নোসাভানকে উৎকোচে বশীভূত করেছিল, যার ফলে লাওস রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। আমাদের সিহানুককে কোন ক্রমেই যখন বশীভূত করতে পারল না, তখন জেনারেল লনকে উৎকোচে বশীভূত করে বিশ্বাসঘাতকতার নিকৃষ্ট নিদর্শন স্থাপন করেছে আমেরিকা।

এরপর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তা না হলে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে বাস করা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। ভিয়েতনামের যুদ্ধে যে বর্বরতা দেখাচ্ছে আমেরিকা, তার

চেয়েও বেশি বর্বরতা দেখা যাবে কম্বোডিয়াতে। এখান থেকে আমেরিকাকে উচ্ছেদ করতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আমেরিকার আর কোন পা রাখার জায়গা থাকবে না। ভিয়েতনাম বাষট্টি সালের জুন মাসে চোদ্দশ' গ্রাম ধ্বংস করেছে। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করতে না পেরে জমির শস্য রাসায়নিক বিষ ছড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিষে বহু গৃহপালিত পশু মারা গেছে। এই যে পথ, এ পথ নোংরা ও নিষ্ঠুর। ঠিক এই ভাবেই ফ্রান্স আলজেরিয়ার মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণ করেছিল। আর ফ্রান্সের এই নিষ্ঠুরতাকে আমেরিকাই নিন্দা করেছে। অথচ আমেরিকা ফ্রান্সের চেয়েও নোংরা পথ ধরেছে ভিয়েতনামের মুক্ত ফৌজকে নির্মূল করতে। (This is a dirty, cruel war, as dirty and as cruel as the war waged by French forces in Algeria which so shocked the American concience.—Toronto Telegram). অথচ দক্ষিণ-ভিয়েতনামের শতকরা নব্বই ভাগ জমি আর আশী ভাগ জনসংখ্যা মুক্ত এলাকায় বাস করছে। (The Nation, 19 January 1963) আমেরিকা যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা রক্ষার নামে কৃষক-মজুরদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, কম্বোডিয়ার জেনারেল লন নল সরকারকে রক্ষার অজুহাতে সেই ভাবেই কৃষক-মজুরদের হত্যা আরম্ভ করেছে। আমেরিকা তার সমগ্র শক্তির শতকরা তিরিশ ভাগের বেশি নিয়োগ করেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে, এবার দশ থেকে পনের ভাগ নিয়োগ করবে কম্বোডিয়াতে।

জুন মাসেই কম্বোডিয়া অপারেশন শেষ হবে!

মোটেই নয়। আমেরিকা একবার যেখানে এসে জহ্লাদের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখান থেকে সহজে হাত ওঠাতে চায় না। কোরিয়াতে সেই অবস্থাই ঘটেছিল। উত্তর কোরিয়ার দুর্বলতার সুযোগে ইয়েলু নদী অবধি এগিয়ে এসে চীনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছিল। পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চীনা স্বেচ্ছাসৈন্য সেখানে হাতিয়ার নিয়ে

হাজির না হলে উত্তর কোরিয়াকে রক্ষা করা যেত না। সেখানেও প্রতিটি ইঞ্চি জমি রক্তে লাল হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়াতেও প্রতি ইঞ্চি জমি লাল করে তুলেছে। এবার কম্বোডিয়ার পালা। লাওসে প্রত্যক্ষভাবে অতটা যোগ দিতে না পারলেও নোসাভান আমেরিকার সাহায্যেই লাওসের জমি রাঙিয়ে তুলেছে।

তোমরা কি মনে কর কম্বোডিয়া নিষ্কৃতি পাবে। না, পাবে না। কম্বোডিয়াকেও বুকের রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

এদের কথা শুনছিলাম আর নদীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

ষ্টিমারের কোথাও কোন আলো নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোর মত ষ্টিমারের সার্চ-লাইটের আলো জ্বেলে সারেং পথ দেখছিল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। প্রথম রাতে বেশ জ্যোৎস্না থাকলেও শেষ-রাতে পরিষ্কার আকাশে শুধু তারার মেলা। নদীর এপারে-ওপারে কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। ক্রমেই ষ্টিমারের গতি কমে গেল। সবাই বেশ নড়েচড়ে প্রস্তুত হতে থাকে। নদীর অপর তীর নিকটেই।

ইনজিন বন্ধ করে দিল।

ষ্টিমার ধীরে ধীরে জেটির কিনারায় ভিড়তে থাকে।

আমাদের সহযাত্রী দু'জনই বলল, আবার দেখা হবে।

বলেই তারা হেসে উঠল।

তাদের একজন বলল, দেখা হবে না মঁসিয়ে। জান তো সতর্ক না করে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করছে আমেরিকা ন্যাপাম বোমা মেরে। কত লোক যে অন্ধ খঞ্জ হয়েছে, কতলোক যে পঙ্গু হয়েছে, কত লোক বিষাক্ত রাসায়নিক বোমায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তার হিসাব নেই। সেই বে-হিসাবী হতাহতের মধ্যে আমরাও হয় তো চাপা পড়ে যাব। আর দেখা হবে না। তবুও দশ নম্বর রেজিমেন্টে খোঁজ করলে আমাদের পেতে পার। আমেরিকার এই ধ্বংস-লীলায় প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্বের শ্রদ্ধাভাজন

মানবতাবোধসম্পন্ন মনীষী পরট্রাণ্ড রাসেন। (I raise my voice because the war which is being conducted is an atrocity. Napalm Jelly Gasoline is being used against whole villages, without warning. Chemical warfare is employed for the purpose of destroying cattles and livestock and to starve the population.—Russel). এ অবস্থার চেয়েও কঠিন অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত। আমেরিকা ইতিমধ্যেই মেমাতো শহরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। গ্রামের পর গ্রাম কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে নম্‌ পেনকে রক্ষা করতে। সপ্তম নৌ-বাহিনী পাহারা দিচ্ছে মেকং নদী। এবার বোধহয় যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝছ। এরপর আনবিক বোমা। সেটাও সহ্য করতে হবে।

ছুটোউপ বলল, পৃথিবী ধ্বংস হবে, সভ্যতার শেষ-চিহ্ন মুছে যাবে।

তাই হবে মাদামোয়াজেল। তাই হবে।

বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে তারা নেমে গেল জেটিতে। আমরাও মাটিতে পা দিয়ে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলাম। এতক্ষণ তবুও একটা ছাউনী ছিল মাথার ওপর। এখানে খোলা আকাশের তলায় আমাদের আশ্রয়।

শেষ-রাতে কোথায় যাবে ছুটোউপ। জেটিতে রাত কাটিয়ে সকালে কোন আশ্রয় খুঁজে নেব।

ঠিক বলেছ। ওখানে টিনের চালা দেখছি। চল ওর তলায় বসি গিয়ে।

ওখানে বোধহয় চেকিং হচ্ছে। ওখানে যাওয়াই ভাল। ওদের কাছেই জানতে পারব কোথায় যাওয়া সঙ্গত। ওরা আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থাও করে দিতে পারে বাকি রাতটুকুর জন্য।

এগিয়ে গেলাম সেই টিনের চালার নীচে।

চেকিং অফিস ঠিক নয়। যে সব যোদ্ধা আসছে তাদের বিহিত-

ব্যবস্থা করার কেন্দ্র। সেখানে আমাদের সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল। তারা মৃদু হেসে বলল, আবার দেখা হল।

আমরাও হাসলাম।

তোমরা কোথায় যাবে স্থির করেছ, মানে সাময়িক আশ্রয় কোথাও আছে কি?

বললাম, না। এদের কাছে এসেছি সন্ধান করতে।

এখান থেকে ফৌজী ব্যারাকে যাবার পথ-নির্দেশ পাবে। আমাদের ব্যারাক মানে কোন ঘর-বাড়ি নয়, খোলা আকাশের তলায় রোদ বৃষ্টি থেকে আচ্ছাদন মাত্র। আর সামান্য আহার্যের ব্যবস্থা। সেখানে মহিলারা কোন ক্রমেই থাকতে পারবে না। তোমরা বরং এই টিনের চালাতেই থেকে যাও। সকাল বেলায় গ্রামে যেও। এখানে যে সব গ্রাম আছে তাতে কোন লোকজন নেই। আমরা তাদের নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়েছি। কিছু দূরে, মানে আট-দশ কিলোমিটার দূরে গ্রাম আছে। পাহাড়ের ঢালে বনের মধ্যে। বসতি কম। লোকগুলোও জনজাতি। তবে ভাল লোক। জঙ্গী লোক। সেখানে সাময়িক আশ্রয় নিতে পার। খাবার পাবে। অবশ্য অতি সাধারণ গরীব চাষীর খাবার।

বললাম, তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা রাজভোগ খেতে আসিনি, প্রাসাদে দিন কাটাতেও আসিনি। আমরা এসেছি যুদ্ধ দেখতে। যে কোন ভাবে দিন কাটালেই হল। এমন তো হতে পারে তোমাদের পাশেই আমাদের কবরও খুঁড়তে হতে পারে। পাশাপাশি চিরশান্তির কোলে সবাই মিলে বিশ্রাম নিতেও পারি। ওসবের ভাবনা নিয়ে বের হইনি। গাছতলায় থাকতেও আমাদের আপত্তি নেই। তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের জন্য আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ওরাই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল সেই টিনের চালার নীচে।

চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনেই। ক'দিন দৌড়াদৌড়িতে বেশ ক্লান্ত। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। বাকি রাতটুকু কি ভাবে কাটল তা নিজেরাই জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদে ভর্তি হয়েছে পূর্বদিক। ভাল করে দেখতে পেলাম নদীর এপারটা। ওপারটা ছায়ার মত মনে হচ্ছে। এপারেও নদীর বালিচর। কয়েকখানা অস্থায়ী ঘর রয়েছে ঘাটে। পাকাবাড়ি ও টিনের ছাউনীতে গুদামও আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই পথে বাণিজ্য চলত কম্বোডিয়া-লাওস ও ভিয়েতনামে। তার জন্য সরকারী সব ব্যবস্থাই ছিল সেখানে। জেটি পেরিয়ে বেশ বড় গ্রাম। অনেক বাড়ি, পাকাবাড়ি, টালির বাড়ি, করগেট টিনের বাড়ি আবার খড়ের বাড়িও দেখা যাচ্ছে। কাল রাতে যাদের সঙ্গে এপারে এসেছিলাম, তাদের কাউকেই দেখলাম না। বালির চরে সামান্য মোটর গাড়ির চাকার দাগ। তা থেকেই বুঝলাম, তাদের নিয়ে গেছে গন্তব্যস্থলে। যারা ব্যবস্থা করছিল, তাদেরও দেখতে পেলাম না। একেবারে জনশূণ্য। নদীর বুকে দু'চারটে সাম্পান। ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে কোনটা উজানে কোনটা ভাটিতে। সামনে কোন লোকজন নেই বললেই হয়। দূরে দু' একজনকে দেখা যাচ্ছে। কয়েক ফার্লং না গেলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতও হবে না। আমাদের সহযাত্রীরা বলেছে গ্রামের লোক সবাই নিরাপদ এলাকায় চলে গেছে। তা হলে যারা আছে, তারা ফৌজী লোক নিশ্চয়ই। সব ভাবনার অবসান ঘটাতে দু'জনে নদীর কিনারায় গেলাম হাত মুখ ধুতে।

ছুটোউপ ফিরে এসেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েই বলল, কুইক্ মার্চ। চল দশ কিলোমিটার।

বললাম, নিশ্চয়। মালপত্র আমার স্কন্ধে স্থাপন কর।

না। দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব। কিছু চাল ভাজা আছে। খেয়ে নেবে?

সে তো উপাদেয়। সামনেই জলও আছে। ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়াই ভাল।

তারপর রওনা।

গ্রামের মাঝ দিয়ে চলছি। চলতে চলতে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। মনে হল, এই বাড়িতে লোক আছে। দরজায় ধীরে ধীরে ধাক্কা দিলাম।

কে ?—নারী কণ্ঠের প্রশ্ন।

আমরা।

আমরা কে ?

বিদেশী অতিথি। কিছু সংবাদ জানতে চাই।

জানালা খুলে উঁকি দিল একটা মেয়ে। কি ভয়ঙ্কর তার মুখের চেহারা। নাক নেই, চোখ দুটো কোঠর থেকে যেন ছিটকে বের হবার মত, কপালে সাদা পোড়া দাগ। আমাদের দেখেই জানালা বন্ধ করে দিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজার শব্দ পেলাম। ভেতর থেকে আহ্বান এল, ভেতরে এস।

বেশ আশঙ্কা নিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

একটা খাটিয়াতে শুয়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর দর্শনা মেয়ে। তার একটা পা নেই মনে হল।

বস।

সামনে ছেঁড়া চট পাতা। তাতেই বসলাম।

কি চাও ?

এখানে কোন দোকান আছে ? খাবার কিছু পাওয়া যাবে ?

আমাদের কথা শুনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল তার চোখ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, অনেক দোকান ছিল, এখন আর নেই। উত্তর-মহল্লায় বোমা পড়তেই সবাই পালিয়েছে। আমি যেতে পারিনি। আমার ছোকরাটাও যায়নি।

কোথায় তোমার ছোকরা ?

আসবে। জল আনতে গেছে। সে এলে খাবারের ব্যবস্থা করবে। আমার অবস্থা তো দেখছ। কোন রকমে পালিয়ে এসেছি লাওস থেকে। সেখানে সব মরেছে। আমার এই দশা। মরলেই ভাল হত। ছোকরাটা না থাকলে না খেয়েই মরতে হত। তোমরা ভাল হয়ে বস। সব ব্যবস্থা হবে। কোথা থেকে আসছ?

অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আসছি। কখনও সায়াং, কখনও নম্ পেন, কখনও মেমোত। এখন এপারে।

কোথায় যাবে?

ঠিক নেই। আংকোর যেতে পারি। কামপংচামও যেতে পারি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

আমার ছোকরাটা বলছিল, অনেক সৈন্য যাচ্ছে কামপংচামে। সেখানে যুদ্ধ হবে, যেও না। যুদ্ধের মধ্যে পড়লে আমার মত অবস্থা হবে। আঘাতটা নিরাময় হল হাসপাতালে, শেষে ভিক্ষা। তবুও এখানে এসে খেতে পাচ্ছি।

আমরা বললাম, সত্যিই যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর।

তা বলতে! আমরা কি করেছি বল। আমার সংসার ছিল, স্বামী ছিল, দুটো সোনার ছেলে ছিল। সব গেছে ম'সিয়ে, সব গেছে। আমি কেন গেলাম না!

তার মুখ গড়িয়ে চোখের জল টপ্ টপ্ করে পড়তে থাকে।

উঃ, কি শয়তান! কি দুষমন!

মহিলাটি আঁতকে উঠল।

শত শত নিরীহ মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু অক্ষম হয়েছে ন্যাপাম বোমায়। মৃত্যু! সে যে কি দৃশ্য! অনাহারী অর্দ্ধাহারী অর্দ্ধনগ্ন মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করছে। কোন কারণ নেই, কোন স্বার্থ নেই, আছে শুধু রক্তের পিপাসা।

ছোকরা এল।

আঠার বিশ বছরের হাফ-প্যান্ট পরা একটা তরুণ। বালতি

করে জল নিয়ে এসেছে। আমাদের দেখেই বালতিটা মেঝেতে রেখে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

এই আমার ছোকরা।

মানে চাকর ?

না, আমার সব কিছু। ও না থাকলে আমার মুখে জল দেবার কেউ ছিল না। হ্যাঁরে আউম, ঘরে চা আছে। একটু জল গরম কর ত। এদের একটু চা খেতে দে। হ্যাঁ, দুটো বেশি ভাত রাঁধিস।

ছোকরা আউম বালতি হাতে করে বেরিয়ে যেতেই মহিলাটি বলল, ঐ ছেলেটারও কেউ নেই।

তুমি কি কম্বোজী ?

মেয়েটা বলল, গোটা দেশটার মানুষ সবাই সমান। কেউ বাস করে কম্বোজে, কেউ বাস করে লাওসে, কেউ বাস করে ভিয়েতনামে, আনামে কিন্তু সবাই এক রাজার প্রজা। তাই যার যেখানে ইচ্ছা বাস করছে। দেশ ভাগ হবার পর নাম বদলে গেল। আমরা লাওসে ছিলাম, সেখানে বাস করতে না পেরে এখানে এসেছি। আমাদের ভাষা, আচার-আচরণ একই রকম। মূলত কোন ফারাক নেই। সেজন্য আজ যে কম্বোজী, কাল সে লাওসিয়ান। এভাবে জাতি ভেদ করা সম্ভব নয় মঁসিয়ে।

আউম সবুজ চা করে নিয়ে এল।

তুমি কতদিন আছ এই দেশে ?

তা দু' বছর হবে।

আগে কোথায় ছিলে ?

কানথো।

সে আবার কোথায় ?

যেখানে লড়াই হচ্ছে। সায়গনের কাছে।

এখানে কেন এসেছ ?

এসেছি। কেউ নেই। পালাতে পালাতে এখানে এসেছি। এখানে কোন যুদ্ধ ছিল না, গোলমাল ছিল না। একজন মিশনারী সাহেবের সঙ্গে এসেছিলাম।

দেশে কেউ নেই তোমার?

মাথা নেড়ে বলল, না নেই। বাবা ছিল না। মা কোথায় গেছে জানি না। বড় দুটো ভাই ছিল। তাদের ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। কোথায় গেছে জানি না। সবার বড় একটা দিদি ছিল, তার কাছেই থাকতাম। একদিন ক'জন সাদা লম্বা-চওড়া লোক বন্দুক হাতে করে গ্রামে এসেছিল, তারাই ধরে নিয়ে গেল দিদিকে। তারপর আর কেউ থাকল না। আমি ভয়ে গির্জায় পালিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে মিশনারীর সঙ্গে এদেশে এসেছি। তখন থেকেই এখানে আছি।

এখানেও তো যুদ্ধ চলছে। পালাওনি কেন?

আমার এই মহিলা! ওকে রেখে কোথায় যাব! তা হলে ও না খেয়ে মরবে।

সবাই দূরের গাঁয়ে গেছে। সেখানেও তো যেতে পারতে।

এখানে এই বাড়িটা ফাঁকা পেয়েছি। সেখানে তা পাব কি! আর এই পরিত্যক্ত ঘরে খাবারও মজুত আছে অনেক।

যার বাড়ি সে এসে দাবী করলে তখন কি করবে?

চলে যাব। তবে মংসিয়ে কেউ আর আসবে না। উত্তরের মহল্লায় বোমা পড়েছে। সেই ভয়েই আসবে না।

তোমাদের ঘরেও তো বোমা পড়তে পারে।

তা হলে তো ভালই হয়। তা হবে না। আমরা ইঁদুরের মত মরব না।

চায়ের বাটি তার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় করলাম।

মহিলাটি বলল, সকাল বেলায় আউম মাছ ধরে এনেছে। ঘরে চাল আছে যথেষ্ট। বেশ খাওয়া হবে। তোমরা বিশ্রাম করতে

পারবে। উঃ, কি যন্ত্রণা। প্রায় পাঁচ ছ'দিন একটা লোকেরও মুখ দেখতে পাইনি। তোমাদের দেখে কি আনন্দ হচ্ছে। থাকবে ক'দিন এখানে? কষ্ট হবে না। ছোকরা খুব ভাল ছেলে। যত্ন করবে। কোন কষ্ট হবে না।

আমরা ভেবেই পেলাম না ছোকরা কেন এই ভয়ঙ্কর দর্শনা মেয়েটার জন্য এত কিছু করছে। জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পেলাম না। মহিলাটির আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হল। অবশ্য পেটের জ্বালায়, খাবার তো নেই।

আউমকে দেখলাম মহিলাটির সেবা করতে। মহিলাটিকে স্নান করানো খাওয়ানো সব কিছু কাজ নিপুণ ভাবে করছিল। বিশেষ লক্ষ্য রাখছিল মহিলাটির কোথাও কোন আঘাত যাতে না লাগে।

আউমকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল প্রায় ছ' মাস যাবত সে মহিলাটির সঙ্গে বাস করছে এবং সেবা করছে। তার নিজেরও কেউ নেই সেজন্য এই নিরিবিলি স্থানে বেশ দিন কাটছে তাদের।

রাতের বেলায় একই ঘরে মেঝেতে চটের ওপর আমরা চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম। শোবার আগে মহিলাটিকে খাইয়ে-দাইয়ে আউম মহিলার পাশেই শুয়ে পড়ল।

ছুটোউপ হকচকিয়ে গেলেও আমি কোন রকম মানসিক পরিবর্তনকে গ্রাহ্য করলাম না।

গ্রামের কোথাও আলো নেই।

আমাদের ঘরেও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সামনের খাটিয়ার মানুষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কোন রকমে হাত-পা মেলে শুয়ে রয়েছি আমরা দু'জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটোউপের নাকডাকা শোনা গেল। আমারও তন্দ্রা এসে গেছে। মাঝে মাঝে আউম আর মহিলাটির ফিসফিসানি কানে আসছে কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই লক্ষ্য করলাম আউম ঘরে নেই। মহিলাটি অঘোরে তখনও

ঘুমচ্ছে, ছুটোউপও নিদ্রামগ্ন। জানালা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে মহিলাটির সেই ভয়ঙ্কর মুখের ওপর। কেমন করুণ একটা ভাব। শুকনো ঘায়ের লাল সাদা দাগ তার মুখে। চামড়া গুটিয়ে গেছে দেহের স্থানে স্থানে। ছেঁড়া কামিজটা দেহ থেকে আলগা হয়ে রয়েছে, পাজামাটা ছিন্ন হলেও দেহের সঙ্গে জড়িয়েই আছে।

আমার পাশেই ছুটোউপ। শেষ-রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসে বেশ মিঠে ঠাণ্ডা। সে ঠাণ্ডা পেয়েই ছুটোউপ ঘুমচ্ছে অঘোরে।

ছুটোউপের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম। অতি সতর্কতার সঙ্গে নিজেও উঠে বসলাম।

চল মুখ ধুয়ে আসি। সকাল হয়ে গেছে। আজই বের হতে হবে। মে মাসের গা-পোড়ানো রোদে চলতে কষ্ট হবে বেলা বাড়লে।

ছুটোউপ উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে ঘরটা দেখে নিল। কালকে এত যত্ন নিয়ে গৃহের অবস্থা দেখার কথা কেউ ভাবিনি। দেখে মনেহল এ বাড়ির যে মালিক সে নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। ভেতরটা বিশেষ করে ঘরের দেওয়ালগুলো বেশ রং-চং করা। পরিবেশ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

মুখ ধুয়ে এসে দেখি মহিলাটি বিছানায় কাত হয়ে বসে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, আউম কোথায় গেছে?

মাছ ধরতে। এসে যাবে এক্ষুনি। কোন কাজ আছে কি?

না, কোন কাজ নেই। আমরা এক্ষুনি রওনা হব মনে করেছি। এখানে লোকজন নেই, খাবারও নেই। পাশের গ্রামে যাব মনে করেছি। এ ছাড়া কাজও আছে।

মহিলা বলল, এখানে দু'চারদিন থাকতে কি অসুবিধা হচ্ছে!

ছুটোউপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আউম কি তোমার স্বামী?

মহিলাটি কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তার বীভৎস চোখ তুলে তাকিয়ে থেকে বলল, না। আমার স্বামী মার্কিনী বোমায় মারা গেছে।

কিন্তু।

কোন বিষয়ে কোন 'কিন্তু' নেই। আমার স্বামী, সন্তান মরেছে। আমার এই অবস্থা। একমাস হাসপাতালে থেকে কোন রকমে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু জানো ম্যাদাম, প্রতিশোধ নিতে হবে। ইন্দো-চীনের মেয়েদের কাজ হল সন্তান প্রসব করা। যত পারে তত সন্তান ধারণ হল তাদের ধর্ম। আমার অবস্থা তো দেখছ। কেউ কি আমাকে আর বিয়ে করবে? কেউ করবে না। কিন্তু দেশের জন্য সন্তান চাই। সেই সন্তানদের কাজ হবে মার্কিন দস্যুদের হত্যা করা। সেই সন্তানের জন্যই আউমকে কাছে টেনে নিয়েছি।

থমকে গেলাম আমরা দু'জনেই। মুখে কোন কথাই সরছিল না।

প্রতিশোধ। ইন্দোচীনের নারী যদি সন্তান জন্ম না দেয়, সে সন্তান কুমারী মায়েরও হতে পারে, সে সন্তান আমার মত মায়েরও হতে পারে, তাতে আপত্তি নেই। আমরা দেশকে দেব সন্তান, সেই সন্তান রক্ষা করবে দেশকে শ্বেত-দস্যুদের হাত থেকে। নারী সৈন্যরা যুদ্ধ করছে, নারীরা পুরুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। এই দেশসেবার চেয়েও বড় দেশসেবা হল সন্তান প্রসব করে নতুন দেশরক্ষী যোদ্ধা তৈরী করা। আমরা যারা পঙ্গু অসহায় আমাদের কোন ভবিষ্যত নেই। আমাদের কাজ করার ক্ষমতা নেই। আমরা এই ভাবেই দেশের সেবা করব।

আউম যদি চলে যায়?

যাবে। সেও যাবে যুদ্ধে। হয়ত মরবে। কিন্তু সন্তান দিয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পর লড়াই করবে সেই সন্তান। আমি রুগ্ন নই। আমার গর্ভজাত সন্তান রুগ্ন, পঙ্গু নিশ্চয়ই হবে না। আমার রূপ ও স্বাস্থ্য নিয়েই সে জন্মাবে। কোন চিন্তা কর না। এ সব

সহ্য করতে হবে। যদি সন্তান সৃষ্টি করতে আমরা না পারি, তা হলে আগামী দিনে ইন্দোচীনে বৃদ্ধ আর বিধবা বিনা কোন জওয়ান ছেলে থাকবে না।

কথা শেষ হবার আগেই আউম এসে গেছে।

আমাদের লক্ষ্য করে বলল, মাছ এনেছি। কিছু শাকপাতার ব্যবস্থাও করেছি। ভালই হবে। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করলে রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হবে।

কি সাহায্য ?

একে একটু দেখবে। আমি জল এনে রান্না করে নেব। এদিকে নজর দিলে ওদিকের কাজে দেরী হবে।

বললাম, ঠিক আছে। আমরা এর দায়িত্ব নিলাম।

কি ভাবছ তোমরা ? জিজ্ঞেস করল মহিলাটি।

আমাদের দেরী হয়ে যাবে।

দেরী করাই ভাল। কাল রাতে বেশ সৈন্য চলাচল করেছে। এখানে খ্মের রুজের সঙ্গে শুনেছি সিহানুকপন্থী সেনারা যোগ দিয়েছে। উত্তরের এই অংশটা তাদেরই দখলে। এতদিন ওরা ছিল গ্রামে, এবার শহরগুলো দখল করতে এগোচ্ছে। যুদ্ধ শীগ্গীরই বাধবে। তোমরা বরং এখানে বসেই যুদ্ধের খবর পাবে। আউম সব খবর এনে দেবে। কাল রাতে আউম বলছিল, কত সৈন্য কোন্ দিকে রওনা হয়েছে।

এই গ্রামে কি লোকজন একেবারে নেই ?

আছে। শুনেছি কিছু পাহারাদার আছে, কিছু লোক ঘরের মায়া না ছাড়তে পেরে পরিবার পরিজনকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী বাস করছে। আউম বলছিল, বোধহয় পঁচিশ-তিরিশ জন আছে। আর নাকি মঁসিয়ে থান পরিবার নিয়েই আছে দক্ষিণের শেষের বাড়িটায়। থানরা লোক ভাল। আমরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলাম ওদের বাড়িতেই। তোমরা কি আমাকে দেখেছ ভাল করে ? একটা

পায়ের পাতা উড়ে গেছে, নাক নেই, চোখের পাতা থেকে কপাল পর্যন্ত পুড়ে কুৎসিত করেছে আমার দেহকে। আমারও তোমার মত দেহ ছিল, আমারও যৌবনে জৌলুস ছিল, আমারও ঘর ছিল, স্বামী ছিল, সন্তান ছিল। কিন্তু কেন নেই? কি অপরাধ আমার? —এর জবাব কে দেবে। বুঝলে মাদামোয়াজেল, দস্যুদের শায়েস্তা করতেই আমাদের সন্তান সৃষ্টি করতে হবে। কেন এই গ্রাম শূণ্য? কার ভয়ে, কার অত্যাচারে! সবাই কি অন্ধ! আমার মত হাজার হাজার মেয়ে আজ কাঁদছে। কেন তারা কাঁদবে! অসহ্য এর শেষ চাই।

আউম রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল আবার নীরবেই ফিরে যাচ্ছিল। প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি তার চোখে কেমন একটা আগুনের হলকা। রান্না শেষ হতেই বলল, তোমরা স্নান করে নাও। খাবার প্রস্তুত।

দুপুর বেলায় বেরিয়ে পড়লাম। আউম আর মহিলাটির কথা ভাবতে ভাবতে চলছিলাম। ছুটোউপ বলল, এটাই হল ইন্দো-চীনের আসল চিত্র। সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙেছে, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, খেতে খামারে মানুষ আহার্যের আশায় বসে থেকে নিরাশ হচ্ছে। শুধু ধ্বংস-লীলা! গ্রাম উজাড় হয়েছে, শহর শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই হল বর্তমান সভ্যতার দান। হিরোশিমা-নাগাসিকির হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেছি, হিটলারের গ্যাস চেম্বারের কথা শুনেছি, এ যেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মানুষ দস্যুর আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছে। এরা তো কোন অপরাধ করেনি।

বললাম, আমরা সভ্যতার দাবী জানাই। আমরা মানব দরদী বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। কিন্তু একি!

বর্বরতা।

এর শেষ কোথায় ?

কেউ জানে না। যতদিন মানুষের মনে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত না হবে, ততদিন এই ভাবেই চলবে নারকীয় ঘটনা। যতদিন থাকবে ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতার লোভ, ততদিন এর শেষ হবে না।

চলছি দু'জনে।

সামনে অনেক পথ। পথও বিশেষ সুবিধার নয়। সামনে বহু দূরে পাহাড়। পাহাড় পেরিয়ে গ্রাম। যেতে হবে দুর্গম পথ ধরে ঐ পাহাড়ে আশ্রয়ের আশায়। বেলাও পড়ন্ত। এখন তিন কিলোমিটার পথ তো আছেই, বেশিও হতে পারে। জোরে হাঁটছি। ছুটোউপকে ক্লান্ত মনে হল। দাঁড়ালাম গাছ-তলায়। সামান্যক্ষণ বিশ্রাম। আবার ছুটতে হবে। ছুটোউপ-ই আগ্রহী বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বল সঞ্চয় করে আবার সে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে।

অবশেষে পাহাড়ের কিনারায় এলাম। আর সামান্য পথ। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছোবার ভরসা আছে।

বাধা পেলাম।

দাঁড়াও তোমরা। কোথায় যাবে ?

গ্রামে।

কোথা থেকে আসছ ?

ওপার থেকে।

তোমাদের কোন পারমিট আছে ? থাকলে দেখাও।

প্রশ্নকর্তা দু'জন। দু'জনেরই হাতেই রাইফেল।

ডাকাত কিনা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ধীরে ধীরে ব্যাগ থেকে পারমিট বের করে দেখালাম।

ওরা বলল, যাও। গিয়ে আমাদের ক্যাম্পে রিপোর্ট দিও।

বললাম, আচ্ছা। কিন্তু তোমরা এত কড়াকড়ি কেন করছ ? এর আগে তো এভাবে পারমিট দেখাতে হয়নি।

তোমাদের দেখে মনে হয়েছে তোমরা বিদেশী। তোমাদের উদ্দেশ্যটা না জেনে এদিকে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আর বেশি জেনে কাজ নেই। তোমরা এগিয়ে যাও। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে।

আমরা এগোতে এগোতে পাহাড়ের বাঁক ঘুরলাম। সামনেই গ্রাম।

গ্রাম ছোট হলে কি হবে, জন-সংখ্যা যেন বেশি। আমরা প্রথমেই গেলাম ক্যাম্পে। ক্যাম্প বলতে যা বুঝায় তা নয়। গাছ-তলায় চাটাই পেতে কয়েকজন বসে রয়েছে। তাদের কাছেই গেলাম। তারা আমাদের পারমিট দেখল, তারপর একজনকে ডেকে আমাদের সঙ্গে দিল বাসস্থান ঠিক করে দিতে। আশ্রয়প্রার্থীরা যাতে নিরাপদে বাস করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। আমাদের জায়গা করে দিল একখানা খড়ের ঘরের ছোট্ট একটা কামরায়। পথ-প্রদর্শককে জিজ্ঞেস করলাম, খাবার কোথাও পাওয়া যাবে কি না? পথ-প্রদর্শক বলল, হ্যাঁ। সামনেই লঙ্গর। সেখানেই খেতে পাবে। যারা যুদ্ধ-এলাকা থেকে আশ্রয়ের আশায় আমাদের এলাকায় আসছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেও তিন দিনের বেশি থাকতে দেওয়া হয় না। দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আরও নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত এখানে কোন বিপদ হয়নি। সেজন্য তিন দিন থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে-ব্যবস্থা চলবে। তবে যত তাড়াতাড়ি পার তোমরা পেছনে চলে যেও।

আমরা তো এগিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

আমি অত জানি না। তোমরা গাঁওবুড়োর সঙ্গে কথা বলবে। কেমন?

পথ-প্রদর্শক চলে গেল। যাবার সময় বিশেষ ভাবে নিষেধ করল রাতের বেলায় যেন কোন রকমেই কোন আলো না জ্বালি। খাওয়া-

দাওয়া অন্ধকারেই শেষ করতে হবে। প্রথম রাতে চাঁদের আলোতে কাজ করার অসুবিধা হবে না, তাও বলে বিদায় নিয়েছিল।

আমরা যেন এক নতুন জগতে এসেছি।

মানুষ আছে, গলার শব্দ নেই। ঘর-বাড়ি আছে, প্রদীপ জ্বলছে না কোথাও। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান রয়েছে কিন্তু সংসার নেই। বিচিত্র এই জগত!

আজই প্রথম ছুটোউপ আমার গায়ে গা দিয়ে শুয়ে বলল, এদের জীবন কি ভয়ঙ্কর। চিন্তা করতেও পারছি না।

উত্তর দিলাম না, আমার মুখে ছুটোউপের উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে পড়ছে।

এতদিন পরে বোধহয় আমি বুঝলাম, মানুষের সব চেয়ে বেশি সঙ্গীর প্রয়োজন শেষ-জীবনে। এই কারণেই বহু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত হবার সংবাদ পাই। বিধবা ছুটোউপেরও অবলম্বন প্রয়োজন। এতদিন এক সঙ্গে বাস করেছি, সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের অচেতন অংশে, তা বোধহয় পূর্ণ হল আজকের এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিস্তব্ধ রজনীতে একটা অর্ধভগ্ন খড়ের ঘরে।

ওদের সব আছে। সংসার নেই মায়া-মমতা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই।—মন্তব্য করল ছুটোউপ।

এবার বললাম, দেশের প্রয়োজনে এই জীবনকে ওরা স্বীকার করে নিয়েছে।

ছুটোউপ বলল, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কি দেশ?

কিন্তু ব্যক্তির অস্তিত্ব শুধু দেশকে আপন করে নেবার মধ্যেই নিবদ্ধ। তার বাইরে আর কিছু নেই ছুটোউপ।

আমি শুধু দেখছি রক্ত। রক্তের এই হোলিখেলায় দেশের কতটা প্রয়োজন মিটবে?

সব প্রয়োজন মিটবে। রক্তের অক্ষরেই মুক্তির সঙ্গীত চিরকাল লেখা হয়েছে দেশ-বিদেশে। রাশিয়াতেও মুক্তিপণ দিতে হয়েছে

বুকের রক্ত দিয়ে, চীনকেও দিতে হয়েছে মুক্তিপণ বুকের রক্ত দিয়ে। তবুও সে-সব ছিল বিপ্লব। সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিবাদ থেকে মুক্তির লড়াই। এখানে তা নয়, ছুটোউপ। এখানে আক্রমণকারী বিদেশী। দশহাজার মাইল দূর থেকে ওরা এসেছে ওদের আধুনিকতম অস্ত্র নিয়ে অপরের স্বাধীনতা হরণ করতে। এই বিদেশী দস্যুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য অনেক রক্ত দিতে হবে। শুধু ভূমি রাঙা হবে না, কর্দমাক্ত হবে মানুষের রক্ত। সেই মহিলার কথা মনে আছে? সে সন্তান দেবে দেশকে। সে জানে তার সন্তানের পরিণতি মৃত্যু। মৃত্যুর কোলে সন্তানকে তুলে দিতেই ওরা সন্তান কামনা করে। কতটা মানসিক শক্তির প্রয়োজন এই মনোভাবকে বজায় রাখতে, তা ভেবে দেখেছ কি!

ছুটোউপ আমার বুকে মাথা গুঁজে বলল, আমরা চাই না এই যুদ্ধ। শান্তি চাই।

চাওয়া আর পাওয়া। এর মধ্যে কতটা দূরত্ব, তা ভেবেছ কি কখনও?

প্রয়োজন নেই ভাববার। এই জীবনই আমাদের ভাল। চল এবার ফিরে যাই। আর ভাল লাগছে না।

মনে মনে হাসলাম, বললাম, আর ক'টা দিন!

ছুটোউপ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমি জেগে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলাম, ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধের কথা। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে গোটা দেশে। চাষ বন্ধ, সরকারী প্রশাসন অচল, নাগরিক জীবন বলতে কিছুই নেই। শুধু বন্দুক কামানের গর্জন। আর কিছু নেই কোথাও!

রাত কাটবে। আবার দিনের আলোতে মানুষে মানুষে দেখা হবে। আবার মানুষ কর্ম-ব্যস্ত হবে কিন্তু এই ভয়ঙ্করের উপাসনায় যারা ব্যস্ত, তাদের নিষ্ঠা ও সাহসকে ধন্যবাদ জানালেও ভেবে

পেলাম না এই রক্তপাতের ভবিষ্যত কি, কেন আমেরিকা এই নরঘাতী ব্রত নিয়েছে!

ভেবে কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি।

আবার সকাল হল।

এবার গ্রামটাকে ভাল করে দেখতে পেলাম। কাল রাতে যেমন আতঙ্কের চিহ্ন দেখেছিলাম, সে আতঙ্ক আর নেই। দখলকারীদের কাছেই শুনলাম, আমেরিকার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে।

সিহানুকপন্থী কম্বোডিয়ার সৈন্যরা তথা কম্যুনিষ্টরা আমেরিকার আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় সীমান্ত থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। এবার পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করেছে। মার্কিন বিমানের ছত্রছায়ে যে সায়গনী সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল, তারা প্রচণ্ড কম্যুনিষ্ট আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। শয়ে শয়ে বিমান আসছে, শয়ে শয়ে টন বোমা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম বোমার আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

ছুটৌউপকে বললাম, যুদ্ধের গতি আরও ঘোরালো হয়েছে। নিকসন তিরিশে জুন সৈন্য সরিয়ে নেবার যে আশ্বাস দিয়েছে, তা স্তোকবাক্য। যুদ্ধ আরও দশ বছর চলবে বলেই আশঙ্কা আছে।

আমাদের দেশও এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

অবশ্যই। থাইল্যাণ্ড থেকেই কম্বোডিয়া আর লাওসে মার্কিন সামরিক সম্ভার বেশি আসছে। অন্য পথ খোলা নেই। এবার থাইল্যাণ্ড জড়িয়ে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। আর থাইল্যাণ্ড জড়াবে স্বেচ্ছায়। এশিয়াতে থাইল্যাণ্ড হল আমেরিকার বিশ্বস্ত তাঁবেদার, তারপরই রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। থাই-সীমান্তে কম্যুনিষ্টরা বেশ সক্রিয়। থাইল্যাণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেই কম্যুনিষ্টরা তাদের

কার্যকলাপ বৃদ্ধি করবে। আমেরিকাও ঢালাও কম্যুনিষ্ট-হত্যার জন্য অস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য পাঠাব। কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

লাওসে আমেরিকা যদি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে, তা হলে চীনের সরবরাহ-পথ বন্ধ হতে পারে।

সেখানেও আমেরিকা সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে। দক্ষিণ-লাওস আর দক্ষিণ-ভিয়েতনাম গায়ে গা দিয়ে রয়েছে। লাওসের দক্ষিণ-অঞ্চল প্যাথেট লাও অধিকার করেছে। উত্তর-পূর্ব অংশও প্যাথেট লাওয়ের হাতে। ভূমির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্যাথেট লাও দখল করেছে, জন-সংখ্যার শতকরা পঁয়ষট্টিভাগ প্যাথেট লাওদের রাজ্যে বাস করে। সেজন্য প্যাথেট লাও আমেরিকার চক্ষুশূল। তাদের দমন করতে এবং সরবরাহ-পথ বন্ধ করতে আমেরিকার পক্ষে লাওসে সৈন্য প্রেরণ ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নেই। আজ আমেরিকার মান-মর্যাদা শেষ হয়েছে, এখন তার নাভিশ্বাস। বাঁচার আশায় শেষ-কামড় দেবে। আহত বাঘ যদি কাউকে সামনে পায়, তাহলে তাকে যেমন কঠিন আঘাত করে আমেরিকাও তাই করবে। আহত বাঘ হয়ত পালায়, নয়ত আঘাতে আঘাতে মারা যায় কিন্তু আত-তায়ীকে আঘাত করার সব রকম চেষ্টা করে। তেমনি আমেরিকাকেও হয়ত পালাতে হবে, নয়ত আঘাতে আঘাতে সবকিছু হারাবে কিন্তু শেষ-আঘাত করতে মোটেই ত্রুটি করবে না। আর শেষ-আঘাত বড় কঠিন আঘাত।

ছুটোউপ সমর্থন জানিয়ে বলল, নিকসনকে যদি রক্ত দিতে হত!

তা দিতে হয় না বলেই দেশের যুবকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নেতারা। আবার ন্যুরেমবার্গের মত বিচারালয়ে এই হত্যাকারীদের বিচারও হয়। একদিন আমেরিকার মানুষই এর বিচার চাইবে। আইজেন হাওয়ার যে পাপ আরম্ভ করেছে, সেই পাপকে গুরুতর রূপ দিয়েছে কেনেডি, জনসন আর নিকসন। নীতির কোন পরিবর্তন

হয় নি। নীতি পরিবর্তন হলে আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামো ভেঙে পড়বে। যারা দুধে-ভাতে, বিলাসে গা ভাসিয়ে আছে তাদেরই তো বিপদ। চল খেয়ে আসি। লঙ্গরখানায় গেলে আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব।

স্নান করতে পারলে ভাল হত। শরীরে বড় জ্বালা। মাথাটাও টিপ্ টিপ্ করছে।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, মাথা টিপ্ টিপ্ করছে! কোথাও এ-পি-সি আছে কিনা খুঁজতে হবে।

অত ব্যস্ত হতে হবে না। চোখের জন্য। ক'দিন ধরে চোখে রোদ লেগেছে। বয়সটাও তো পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। চোখের আর দোষ কি! চশমা নিতে হত। এবার ঘরে ফিরে চশমা নেব মনে করেছি।

হেসে বললাম, ঘরে ফিরতে পারব কি!

আশা তো রাখি। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তন স্বীকার করেই তো পথ চলছি।

এই তো লঙ্গরখানা। চল ওপাশে ভীড় জমেছে, ওখানে গিয়ে বসি।

দু'জনে গাছ-তলায় অন্যান্যদের সঙ্গে চুপ করে বসে পড়লাম।

সবাই লঙ্গরের প্রার্থী। একজন আমাদের দিকে মুখ তুলে দেখল। আবার মুখ ফিরিয়ে বসল। আরেকজন সঙ্গীকে ডেকে বলল, আজ রাতে বিজয়-উৎসব হতে পারে।

কেন? কেন?

কামপংচামের দিকে আমাদের কমরেডরা এগোচ্ছে। আজই কামপংচাম দখল করা যাবে মনে হচ্ছে।

কি যে বলিস! লন্ সাহেবের দু' ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আছে ওখানে।

আমাদের এক ওদের দশ। দেখবি, আমাদের জয় হবেই। আজ না হলেও কাল শুনতে পাবি।

নদী পার হয়ে নম্ পেন দখল করতে অনেক সময় দরকার। সোজা স্থলপথে কামপংচাম দখল করলে নম্ পেনের রাস্তা খুলে যাবে। মেকং নদীতে পাহারা বসিয়েছে, আমাদের তো জাহাজ নেই লড়াই করার। কোথায় বিপদ বুঝলি ?

বুঝলাম। তুমি যাবে নাকি কামপংচামে ?

যাব মনে করেছিলাম। কোথায় আর যাওয়া হচ্ছে। এখানে হাসপাতাল নিয়েই আছি। তুই তো বেশ আছিস। ওয়ারলেস পকেটে নিয়ে ঘুরছিস। তোকে জানেও না কেউ। বেশ গা-ঢাকা দিয়ে চলতে পারিস।

তা বটে। নে, খেয়ে নে। এবার বের হব। তোকে পৌঁছে দিয়েই যাব।

পাতার দোনা হাতে করে দু'জনে এগিয়ে গেল।

আমাদের হাতেও পাতার দোনা। আমরাও এগিয়ে গেলাম।

বিকেল বেলায় খবর আসছে কামপংচাম থেকে।

বিমান আক্রমণ করছে মার্কিন বোমারুর দল।

মর্টার নিয়ে এগিয়ে গেছে মাত্র দশজন।

শহর খালি।

আগুন লেগেছে শহরে।

মানুষ বলতে নেই। কিছু সামনে পালিয়েছে, কিছু পেছিয়ে এসেছে।

যারা পেছিয়ে আসছে, তাদের একদল মেয়ে শিশু আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয়-শিবিরে।

শহরের কি অবস্থা ?

শহর আর নেই, সব গুঁড়ো হয়ে গেছে। মানুষ নেই। আকাশ

থেকে বোমা মারছে। সামনে জেনারেল লনের তিন হাজার সৈন্য কামান দাগছে।

এদিক থেকে মাত্র দুশ' জন দখল করেছে শহর।

শহর ওরা দখল রাখতে পারবে?

প্রয়োজন নেই। মার্কিন-ঘাঁটি ভেঙে দিতেই তো গেছে। শহর দখল করতে নয়।

আবার খবর আসছে।

শহর শান্ত।

উভয় পক্ষ কামান দাগা বন্ধ করেছে।

শহর কার দখলে?

আমাদের। আমাদের দখলে। কিন্তু শ্মশান করে দিয়েছে মার্কিন বোমারুর দল। আর শহর বলতে কিছু নেই। আট বর্গমাইল শুধু ধ্বংস-স্তূপ। নতুন শহর পত্তন না হলে ঐ শহরের নামও লোকে ভুলে যাবে।

আর কি খবর?

রাতের অন্ধকারে আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসছে খ্মের রুজবাহিনী। শহর পরিত্যাগ করার নির্দেশ গেছে। শ্মশান পাহারা দিতে হবে না। শ্মশান পাহারা দিতে রক্ত দিয়ে লাভ নেই। আর পঞ্চাশ মাইল। এই পঞ্চাশ মাইল এগোতে হবে, তার প্রস্তুতি দরকার।

নম্ পেন রেডিও ঘোষণা করছে: রাজকীয় কম্বোডীয়া বাহিনী অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে কয়েকশত ভিয়েতকং আর ভিয়েতনামীকে হতাহত করেছে। শত্রুরা সংখ্যাধিক। রাজকীয় বাহিনীকে পিছু হটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।

হাসল সবাই।

কয়েকশত সৈন্য তো এগিয়েও যায় নি। হতাহত হল কারা? অসামরিক অধিবাসীরা নিশ্চয়ই। শহরের অধিবাসীদের অধিকাংশই

তো নিরাপদ এলাকায় এসে গেছে। শহর আক্রমণ করে মার্কিন ঘাঁটি বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শহরের অধিবাসীদের। যারা সতর্ক হয়নি, তারাই হয়তো মরেছে। মরেছে সেই সব অতি বশম্বদ সরকারী কর্মচারীরা, যারা ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত জীবনদান করে জেনারেল লনের আদেশ পালন করেছে।

খবর এল।

আমাদের সৈন্য পিছু হটে বেস-ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। শহর জ্বলছে। বোমায় বোমায় গুঁড়ো হয়ে গেছে শহর। সেখানে শহরের বদলে গাদা দিয়ে পড়ে আছে বড় বড় অট্টালিকা, খড়ের বাড়ি আর টালির বাড়ি জ্বলছে সেখানে। শহর আর শহর নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এই অবস্থা।

ওয়ারলেস অপারেটর দাঁড়িয়েছিল। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধের খবর কি?

আমরা কামপংচাম ছেড়ে আসব।

কেন? দখল করা শহর ছেড়ে আসবে কেন?

ওটা এখন আর শহর নয়। শহরের কঙ্কাল। খোলা জমি। ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের আকাশ-পথ রক্ষার সুবিধা নেই। বিবর-ঘাঁটি তৈরী করতে, ট্রেনচ্ কাটতে সময় দরকার। আর তার প্রয়োজনও নেই। শহরের মানুষের একটা অংশ ছুটছে নম্ পেনের দিকে। যারা ছুটছে, তারা আতঙ্ক ছড়াবে। আমরা মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে আছি। শহর ছেড়ে এসে আমাদের বেস-গুলো শক্ত করতে হবে। তারপর আবার আক্রমণ। শহরের পাশ কাটিয়ে অন্যপথ দিয়ে। ওরা শহর দখল করতে আসবে। শ্মশান পাহারা দেবে। তখন ওদের ঘিরে ফেলতে হবে।

তাতে লাভ কি?

আমরা পালাব, ওরা পেছন পেছন ছুটবে। তারপর আমাদের

ফাঁদে পা দিলে টিপে টিপে মারব। এটা যুদ্ধ। শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হয় না মঁসিয়ে। বুদ্ধির যুদ্ধ, ত্যাগের যুদ্ধ, নিষ্ঠার যুদ্ধ, আদর্শের যুদ্ধ।

অন্য কোন খবর আছে?

আছে। মেকং নদীতে মার্কিন সপ্তম বহর ঢুকেছে। দু'পাশের গ্রাম গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিয়ে উত্তর দিকে এগোচ্ছে। নম্‌ পেন থেকে সাড়ে তিন মাইল উজানে এগিয়েছে।

আর কোন খবর?

আমরা ওদের বিভ্রান্ত করে তুলেছি। 'তাতেও' শহর দখলের যুদ্ধ চলছে আজ। শহর ছোট কিন্তু মার্কিন স্থলবাহিনীর পথ রোধ করার উপযুক্ত স্থান।

নম্‌ পেন কি খবর দিচ্ছে?

ওরা চানডানের যুদ্ধে পাঁচশ' সিহানুকপন্থী সৈন্য হত্যা করেছে। একটা কমও নয়, একটা বেশিও নয়। শ্মশানের হিসাব ওদের একেবারে নির্ভুল। এই ক'দিনে আট হাজার ভিয়েতকংকে ওরা হত্যা করেছে। এই সব আজগুবি খবর ছড়াচ্ছে জনসাধারণের মনোবল ভেঙে দিতে।

তোমরা কি করছ?

একটু থামো। কি একটা সংবাদ আসছে। ও হ্যাঁ। বেশ। শোন। এবার আমাদের নতুন নির্দেশ এসেছে। যাক্‌ ভালই হল। সংবাদটা দিয়ে আসি।

রাত কেটে দিন আসে। আবার দিন পেরিয়ে রাত আসে।

আজ রাতের খবর, আশ্রয় ছেড়ে আরও পেছিয়ে যেতে হবে।

কেন?

কামপংচামের শ্মশানে জেনারেল লনের সৈন্যরা এসে হাজির হয়েছে। মুক্তি বাহিনী বিনা লড়াইয়ে সরে গেছে। অত সৈন্য নিয়ে মুখোমুখি লড়াই করা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ। গোরিলা-যুদ্ধ আমাদের চিরাচরিত নীতি। ছোট ছোট বলে অতর্কিত

আক্রমণই আমাদের চিরকালের নীতি। সেই নীতিতেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

নির্দেশ এসেছে।

শ্মশান পাহারা না দিয়ে শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

সেই রাতেই গ্রামের মানুষ কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। বাঁকে সংসারের জিনিস গুটিয়ে নিয়ে পুরুষরা কাঁধে তুলে নিল। মেয়েরা গেরস্থালীর জিনিস মাথায় করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সকাল বেলায় তাকিয়ে দেখলাম অতি সামান্য ক'জন ছাড়া গোটা গ্রামের মানুষ যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত একটা গ্রাম। যে সব সাময়িক ঘর ছিল সেগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কয়েকজন জওয়ান ছেলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। লঙ্গর বন্ধ। গ্রামের প্রবেশ পথের মুখে পাথরের স্তূপ, কোথাও গর্ত কাটা। কোন ক্রমেই যাতে কেউ বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে গর্ত করে জঙ্গলের পাশে জওয়ান ছেলেরা সাব-মেসিনগান নিয়ে প্রস্তুত। সংখ্যায় তারা কম হলেও ওদের মুখে কেমন একটা দৃঢ়তার ভাব। সামনে মৃত্যু জেনেও ওরা যেন অধীর প্রতীক্ষা করছে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে।

ওয়্যারলেস অপারেটরকে দেখলাম জঙ্গলে দেহটা প্রবেশ করিয়ে মাথাটা বাইরে বের করে শুয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর কমরেড ?

হেসে বলল, ফাঁদ। ফাঁদে টেনে আনতে হবে শত্রুকে।

শত্রু কতদূর ?

শহরে বিনা যুদ্ধে প্রবেশ করেছে। শহরে মানুষ নেই, খাবার নেই, জল নেই। তবুও জমিটা দখল করেছে বলে ওরা বিজয়-উল্লাসে নাচানাচি করছে।

আর কিছু সংবাদ আছে ?

নম্ পেন সরকার ঘোষণা করেছে, এই শহর দখল করার যুদ্ধে কয়েকশত ভিয়েতকং ও ভিয়েতনামী হতাহত হয়েছে। মৃতদেহ গোনা হচ্ছে। পরিত্যক্ত শহরে অসামরিক যদি কেউ মরে থাকে, তাদের মৃতদেহ গণনা ওদের কাজ। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শহরের ধ্বংস-স্তূপ থেকে কালকেই চলে গেছে। মেকং নদীর বরাবর ওরা উত্তরে গেছে নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি করতে। সারা দুনিয়াতে মার্কিনের দেওয়া এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হবে, তাতে ওরা বলতে চাইবে, ভিয়েতকং আর ভিয়েতনামীরা মরে শেষ। আর ভয় নেই। এবার জেনারেল লন্ নল নিঃসপত্ন পৃথিবী অর্থাৎ কম্বোডিয়া ভোগ করবে।

আমরা এগিয়ে যেতেই বলল, ওদিকে যেও না। মাইন পাতা আছে। তোমরা কেন সৈন্যদের সঙ্গে ঘুরছ! মরবে দেখছি। কোথায় কি আছে, তা জান কি ? জান না। তা হলে এদিক-ওদিক যেও না। সোজা উত্তরের পথ ধরবে। সাত মাইলে আবার গ্রাম বসেছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তরের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

ছুটোউপ বলল, ক্রমেই উৎসাহ কমে যাচ্ছে। মনে হয়েছিল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হাঙ্গামা মিটে যাবে। এখন দেখছি কয়েক বছর ধরে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মত লড়াই চলবে। একবার ওরা ঠেলবে, এরা পেছিয়ে আসবে। আরেকবার এরা ঠেলবে, ওরা পেছিয়ে আসবে। যুদ্ধে সামগ্রিক কোন মীমাংসা হবে না। যতদিন সবার মনে শুভবুদ্ধি না জাগবে, ততদিন এর শেষ হবে না।

তাই তো মনে হচ্ছে। প্যারিসে শান্তি-আলোচনা চলছে, যুদ্ধও চলছে। আমেরিকা যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে কম্বোডিয়াতে, এবার লাওসে ঢুকবে। তারপর থাইল্যাণ্ড জড়িয়ে পড়বে। চল এবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পিছু-পিছু চলি। আজ উত্তরের সাতমাইল পেরোতে হবে

আশ্রয়ের আশায়। রাস্তা কোনটাই নিরাপদ নয়। আমরাও বিশেষ অভিপ্রেত অতিথি নই।

ছুটোউপ বলল, আমরা যে পথে যাচ্ছি, সে-পথ মেকং নদীর পশ্চিম-তীর বরাবর যাবে লাওস-থাইল্যাণ্ড সীমান্তে। পেছন চলতে চলতে আমরা থাইল্যাণ্ডেও আশ্রয় নিতে পারব।

তোমার গাড়ি থেকে গেল।

থাকুক। যদি যুদ্ধ থামে, সারশানা গাড়ি পৌঁছে দেবে। হয়ত পাঠিয়েও দিয়েছে ততদিন। সোম্মার জন্য মনটা মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়। এই দুর্দিনে ওরা নম্ পেনে না থাকতেও পারে। সারশানা পাকা লোক। বিপদ বুঝে নিশ্চয়ই থাইল্যাণ্ডে গেছে অথবা কোন পশ্চিমী দেশে পাড়ি জমিয়েছে।

আমি হুঁ দিতে দিতে পথ চলছি।

ছুটোউপ আবার বলল, কেমন সুন্দর এ-দেশের অবস্থা। জাপান যাবার পর স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ হয়েছে। তারপর কম্বোডিয়া ছিল শান্ত ও কর্মমুখর। এখন এই দেশের অবস্থা দেখলে খুবই দুঃখ হয়।

অবশেষে আমরাও পৌঁছলাম আশ্রয়-স্থলে।

গিয়েই সংবাদ পেলাম রাজকীয়বাহিনী কামপংচাম থেকে এক ফারলং উত্তরে এগোতেও ভরসা পায়নি। শহরের বাইরে ট্রেনচ, ওরা মুক্তিফৌজদের মোকাবিলা করার সুযোগ খুঁজছে।

তা হলে এখন নিরাপদ।

তবে হাওয়াই-হামলা হতে পারে। গ্রামের অস্তিত্ব জানলে ওরা বোমা ছুড়বেই। সেজন্য জঙ্গলে এবার গ্রাম তৈরী করতে হয়েছে। জলের ব্যবস্থা কম থাকায় সবাই লেগে পড়েছে নালা কেটে ঝরণার জল আনতে।

আমরাও আশ্রয় পেলাম পাতা দিয়ে ঢাকা ঝুপড়িতে। লোকজন গিস্‌গিস্ করছে, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। বিকেল বেলায় লঙ্গরের রান্না শেষ। খাবার প্রস্তুত সন্ধ্যার আগেই।

পাতার দোনা নিয়ে যে যার মত খাবার নিয়ে খেতে বসে গেল। আমরাও বসলাম।

আবার রাত কাটে, দিন আসে। দিন কাটে, রাত আসে।

সংবাদ।

পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে। সবাই চায় শান্তি। সে শান্তি কি ভাবে আসতে পারে, তা স্থির করতে পারেনি কেউ-ই। অনেক বক্তৃতা হয়েছে, অনেক কথা লেখা হয়েছে, কাজের কাজ একটুও হয়নি। শেষে সবাই স্থির করেছে বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘের কাছে দরবার করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। কম্বোডিয়াকে বাঁচাতে হবে।

তারা সহজভাবে না বললেও তারা জেনারেল লনের বর্তমান সরকারকে বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা করেনি।

সিহানুক তার অস্থায়ী সরকার স্থাপন করেছে পিকিং-এ। সেখান থেকে কম্বোডিয়ার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছে জেনারেল লনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সামিল হতে। সিহানুকের এই প্রবাসী সরকারকে স্বীকার করেছে রাশিয়া ও চীন, স্বীকার করেছে পৃথিবীর সকল সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র, স্বীকার করেছে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (ইজিপ্ট)। সিহানুক বর্তমানে বলীয়ান।

রাশিয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চীন সর্বপ্রকারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সিহানুক তার প্রবাসী সরকার নিয়ে জেনারেল লনের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ছুটোউপ বলল, আমেরিকার মানুষ এই যুদ্ধ সমর্থন করছে না। তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে নিকসনের এই হঠকারিতার জন্য। নিকসন বাধ্য হবে যুদ্ধ বন্ধ করতে।

না। তা হবে না। নিকসন যে ভুল করেছে, তার জন্য রক্তের মাশুল দেবে আমেরিকার নিরীহ যুবকরা। তুমি বোধহয় শুনেছ

একজন আমেরিকান অফিসারকে ভিয়েতকংরা জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কেন আমাদের দেশে এভাবে নরহত্যা করছ, সম্পদ নষ্ট করছ। সে উত্তর দিয়েছিল, আমরা প্রেসিডেন্ট জনসনের আদেশ পালন করছি। তাই তুমি যত সহজ মনে করছ, এটা এত সহজ নয়। আজকের খবর হল মার্কিন সৈন্য লাওসের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। যদি যুদ্ধ রোধের সামান্য মাত্র ইচ্ছা থাকত আমেরিকার, তা হলে কোন ক্রমেই লাওসে সৈন্য প্রবেশ করিয়ে যুদ্ধের অবস্থা ঘোরাল করত না। নিশ্চিতভাবে আমেরিকা চায়, যুদ্ধ চলুক। লাওস আক্রমণ করে নোসাভানকে কতটা সাহায্য করবে, তা বলা কঠিন কিন্তু হ্যানয় থেকে সায়গন অবধি হো-চি-মিন পথকে অবরোধ করে যুদ্ধের গতি নিজের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করবে। ভিয়েতনাম এই কাজ যেমন সহ্য করবে না, তেমনি সহ্য করবে না প্যাথেট লাও। এর পরিণাম হল আরও গুরুতর যুদ্ধ। ইন্দোচীনের সর্বত্র আগুন জ্বলছে, এ আগুন নিভাতে পারা তো সহজ নয়ই, উপরন্তু এ থেকেই বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে।

তুমি তো মাও সেতুং-এর কথা বলছ।

মাও ঠিকই বলেছে। পৃথিবীর মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে, বলেছে, আমেরিকার বর্তমান কার্যক্রম-বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে। তার জন্য সবাই প্রস্তুত থেক। বিপদের আশঙ্কা আছে বলেই মাও সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

কিন্তু ফলাফল যে গুরুতর হতে পারে।

তা হবে। আবার বহু দেশ থেকেই পুঁজিবাদ পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া পেয়েছিল সমাজবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হল চীনে, উত্তর কোরিয়াতে, পূর্ব-জার্মানীতে, পোল্যাণ্ডে, অষ্ট্রিয়াতে, হাঙ্গেরীতে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে, আলবেনিয়াতে, রুমানিয়াতে, বুলগেরিয়াতে, যুগোশ্লাভে, এমন কি কিউবাতে। আবার বিশ্বযুদ্ধ হলে পৃথিবীর যে

সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আত্মঘাতী সংগ্রাম চলছে, সে-সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমার বিশ্বাস পৃথিবীর সভ্যতা বিপন্ন হবে। পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের সব কীর্তি লোপ পাবে। কোটি কোটি মানুষ প্রাণ দেবে অকারণে শুধুমাত্র নেতাদের মূঢ়তায়।

সেটাও অসম্ভব নয়। তবে আমরা আশা করব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। তার জন্য বিশ্বযুদ্ধের যদি প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাকে বিমুখ করা হবে না।

ছুটোউল আমার মন্তব্যকে মেনে নিতে পারল না। নীরবেই সে কুণ্ডলিতে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল।

শেষ-রাতে ঘুম ভাঙল কামানের শব্দে। ভাল করে উঠে বসার আগেই ছুটোউল টেনে শুইয়ে দিল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বোমা ফেলছে শত্রুরা। মোটেই বসবে না। শুয়ে থাক।

ঠিক তা মনে হচ্ছে না। রকেট ছুটছে বলেই মনে হয়। আকাশে কোন বিমান তো দেখা যাচ্ছে না। ঐ দেখ, পরিষ্কার আকাশ। কোন বিমান নেই। নিশ্চয়ই রকেট ছুটছে।

তাহলেও তোমাকে বাইরে যেতে দেব না। শুয়ে থাক।

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

হাসছ কেন? মনে নেই এদেশে আসার সময় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি নিলাম।

তাই বল। ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে ম্যাডাম, একটা মহিলার আঁচল ধরে আমাকে কি চিরকাল থাকতে হবে বিপদ থেকে মুক্ত হতে? ঠিক হজম করতে পারছি না তোমার কর্তব্যজ্ঞানকে।

লিডারের জোর কমে গেছে মহাশয়ের। এখন ভাল মানুষের

মত জুড়ে থাক। সকালে বেলায় গোলা-বারুদের আওয়াজ বন্ধ হলে দেখা যাবে কি হচ্ছে হয় না। আবার শত্রুর একটা দাওয়াই আছে।

বাধ্য হয়ে জুলিয়েনের পাশে শুয়ে পড়লাম।

জুলিয়েন বলল, এমন দিনের কথা কোনোদিনই ভুলব না, মিতা। তুমি হয়ত ভুলে যাবে, আমার কিন্তু মনে থাকবে শেষ-দিন অবধি।

নিশ্চয়। আমাদের শেষ-দিন তো এগিয়ে এসেছে, ডার্লিং। দু'জনে পাশাপাশি এইভাবে বাস করতে করতে একদিন বাকিটা সত্যি তোমার আমাকে জীবন দান করবে। সেদিন অবধি আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারব জীবনের এই কঠিন অভিজ্ঞতার কথাগুলো।

তা হলে তুমি নিশ্চিত, এই ভাবেই আমাদের মরতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মরতে চাই না, মিতা। আরও কিছুকাল বেঁচে থেকে তবেই যেন মৃত্যু আসে।

বললাম, তোমার ছেলের কথা ভেবেছ কি কখনও?

সে নিজের চিন্তা নিজেই করতে শিখেছে। কোন বাহিনী পুষ্পরীর চরণসেবায় সে ব্যস্ত। মায়ের কথাও সে ভাবে না। মাঝে মাঝে চিঠি পাই। তার বাবার পয়সায় সে নিশ্চিন্তে বাস করছে প্যারিস শহরে। কর্নেল জীবিত কালেই তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করে গেছে। তার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। কারণ তাকে মানুষ করতে হয়েছিল আমাকেই।

আমি আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছি। কোথাও গোলা ফাটছে, গোলা ফাটছে। সে-দিকে নজর দেবার সময় আর নেই, ঘুমাতে হবে। এ ঘুম শেষ-ঘুম হতেও পারে।

না। সকাল হল। মরতে হয়নি।

আবার শোনাম ঘাত-প্রতিঘাত চলছে শহরের উপকণ্ঠে।

সায়গন থেকে আবার আসছে বোমারু।

ভিয়েতকংদের নির্মূল করতে করতে এগিয়ে চলেছে সায়গনের সৈন্যবাহিনী। প্রতি একজন সায়গনী সৈন্য মোকাবিলা করছে দশ জন ভিয়েতকং-এর সঙ্গে। সায়গনীদের আক্রমণে মেকং নদীর উভয় তীরের ভিয়েতকংরা উত্তর দিকে পালাচ্ছে। কম্বোডিয়া শীঘ্রই বিপদমুক্ত হবে।

পিকিং-এর বেতার সংবাদ: সিহানুকের প্রবাসী সরকার কম্বোডিয়া দখল করতে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে শীগ্‌গীরই ঝাঁপিয়ে পড়বে জেনারেল লনের বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনীর ওপর।

ছুটোউপ বলল, এ-সময় সিহানুকের কম্বোডিয়াতে ফিরে আসা উচিত।

তাতে কি লাভ হবে?

সিহানুকপন্থীরা উৎসাহিত হবে। কম্বোডিয়াতে বসে সিহানুক যখন দাবী জানাবে সেই কম্বোডিয়ার রাষ্ট্র-পরিচালক, তখন আমেরিকার ভুয়া প্রচারে কেউ বিভ্রান্ত হবে না।

এখনও বিভ্রান্ত করতে পারেনি। যে জঙ্গী জোটের পরিচালক আমেরিকা, তার সদস্যরাও এই সব অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সিহানুক কর্ম-কেন্দ্র গড়বে কোথায়?

মেকং নদীর পূর্ব-তীর শত্রুমুক্ত। একমাত্র সায়গনী সৈন্যরা মার্কিনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হামলা করছে। তাদের পাল্টা আক্রমণও করা হচ্ছে। নদীর পূর্ব-তীরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিহানুক তার সরকারকে নিয়ে আসতেও তো পারে। তাতে তার প্রচার যে ভাবে বৃদ্ধি পাবে, পিকিং-এ বসে ফতোয়া দিলে ঠিক অতটা হবে না। জনতার পাশে না দাঁড়ালে জন-সমর্থন জোরদার হয় না। উপরন্তু তার পক্ষে চীনে বসে ফতোয়া দেওয়া বিশেষ পরিণতির দিকে টেনে নিতে পারে। অনেকেই ভাববে চীনের দালালি করছে সিহানুক। চীন কম্বোডিয়াকে গ্রাস করতে চায়।

বললাম, তা ঠিক। তবে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ অপর দেশকে

গ্রাস করে না। কোন কোন সময় সীমান্ত-বিরোধ দেখা দিলেও গুরুতর হয় না। আর দালালীর কথা বলছ, ওটা হল মুখের কথা। চীনে না বসে জাপানে বসলেও দালালীর অপবাদ সহ্য করতে হত। তাতে এমন কিছু জনমতে প্রভাব বিস্তার করে না। সিহানুক কি ছিল, সেটা বড় কথা নয়। বর্তমানে সিহানুক কি হয়েছে, সেটাই বড় কথা। বর্তমানকে দিয়েই বিচার করতে হবে।

গতরাতের কথা মনে আছে। কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে। দিনের বেলায় বুঝতেই পারা যাচ্ছে না। রাত হলেই যুদ্ধের তেজ বৃদ্ধি পায়। সে যা হোক, ফলাফলটা জানা যাচ্ছে না।

খবর নিতে হবে। তখন শুনলাম শহরের উপকণ্ঠেই ঘাত-প্রতিঘাত চলছে।

শহরই নেই। কিসের জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধের অর্থ ভূমি দখল। ভূমি দখল করলেই তো যুদ্ধ জয় হয় না। দরকার হয় বসতি। সেই বসতি যে ভেঙে গেছে।

তাই তো ভাবছি। চল এবার ঘুরে-ফিরে দেখে আসি। এই স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান জানার দরকার। আমরা কোথায় আছি, কি ভাবে ভবিষ্যতে চলাচল করব, তা জানার প্রয়োজন। আমাকে যে ডেসপ্যাচ পাঠাতে হবে, ছুটোউপ। কি ভাবে পাঠাব বলতে পার?

একটা রাস্তাই খোলা আছে। হ্যানয়ে পাঠাতে হবে। এখান থেকে অন্য কোন পথে বাহির-বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না। পাঠিয়েই বা কি হবে। তোমার বিবরণ কি তোমার দেশের সংবাদপত্রে ছাপবে!

আশাকরি ছাপবে না।

তবুও কেন পাঠাবে! ওরা আমেরিকার দেওয়া সংবাদ ছাপে, হ্যানয়ের সংবাদ ছাপে না। ওরা হংকং থেকে ইংরেজের দেওয়া সংবাদ ছাপে কিন্তু সরাসরি পিকিং থেকে পাঠানো সংবাদ ছাপে না।

আমেরিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবে যারা আছে, তাদের কথা বাদ দাও। যাদের ওপর পরোক্ষ প্রভাব আছে, তারাও সত্য সংবাদ ছাপে না। পাছে তাদের স্বার্থহানি ঘটে এই ভয়ে আমেরিকাকে খুশী করছে বৈষয়িক লাভ, ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনায়। সে সুযোগ কেউ ছাড়বে না।

ছুটোউপ চিন্তিত ভাবে বলল, চল কোথাও গিয়ে সংবাদগুলো সংগ্রহ করি। কালকের ঘটনা তো পুরোপুরি জানা যায়নি, দেখি কি জানা যায়।

সংবাদ সংগ্রহ করে বিকেলে কালি কলম নিয়ে বসলাম সংবাদ প্রেরণের উদ্দেশে। রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালা নিষেধ। তাই শেষ করতে হবে।

সংবাদের পর সংবাদ আসছে। প্রতিদিন নতুন নতুন খবর। পরস্পর বিরোধী সংবাদ।

সংবাদ দিচ্ছে কম্বোডিয়ার মেজর জেনারেল নো জু।

সায়গনী সৈন্য কম্বোডিয়ান সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নাইন ড্রাগন বাহিনী বিদ্রোহীদের ভাল ভাবেই মোকাবিলা করছে। মেকং নদী বরাবর সায়গনী ও কম্বোডিয়ান সৈন্য ভিয়েতকং নির্মূল করতে করতে এগিয়ে চলেছে। উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যদের কাছ থেকে নম্ পেন যাবার গুরুত্বপূর্ণ নিক লুং ফেরীঘাট দখল করে নিয়েছে।

মার্কিন ও সায়গনী বিমানবহর নিক লুং ফেরীঘাটের নিকটবর্তী ভিয়েতকং ঘাঁটিগুলোতে ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছে। কম্বোডিয়াতে মার্কিন সাহায্য পৌঁছবার পথ সহজ সরল হয়ে আসছে।

আমরা ভিয়েতকংদের বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেছি। মেকং বদ্বীপ অঞ্চল বর্তমানে প্রায় বিপদমুক্ত।

ব্যাংককের সংবাদ :

থাইল্যাণ্ডের উগ্র কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্ত মানুষ জেনারেল

প্রকাশ চারু সাথিয়েন ঘোষণা করেছে, থাইল্যাণ্ড যত শীঘ্র সম্ভব কম্বোডিয়াকে সামরিক সাহায্য দেবে।

জেনারেল প্রকাশ থাইল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। তার ওপর জেনারেল প্রকাশ সহকারী প্রধানমন্ত্রীও।

জেনারেল প্রকাশ একদল চিকিৎসকদের পাঠিয়েছে প্রাথমিক সহায়তার নিদর্শন স্বরূপ।

হ্যানয়ের সংবাদ :

যে সব অঞ্চল মুক্ত করা হয়েছে তাতে অসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা চালু করতে নির্দেশ দিয়েছে প্রিন্স নরোদম সিহানুক। কম্বোডিয়ান বাহিনীর বহুলাংশ সিহানুক-পক্ষ অবলম্বন করে জেনারেল লনের বিশ্বাসঘাতক বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে নেমে পড়েছে।

মেকং নদীর পূর্ব-তীরে যুদ্ধ হলেও এই গোটা অঞ্চল মোটামুটি মুক্ত। এই অঞ্চল দিয়ে সায়গনী ও মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করছে। প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে কম্বোডিয়ান গোরিলাবাহিনী।

সায়গনের খবর :

সায়গন সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাই হুই ঘোষণা করেছে, যদিও আমেরিকা তিরিশে জুনের মধ্যে আক্রমণ বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবুও সায়গনী সৈন্য কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করবে না। কম্বোডিয়া প্রবেশ করায় যে সুযোগ তারা পেয়েছে, সেই সুযোগ তারা ছাড়বে না। যে কোন উপায়েই হোক যুদ্ধকে আমেরিকা সায়গনের বেনামে তারা জিইয়ে রাখবে কম্বোডিয়াতে।

খবরগুলো শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ছুটোউপ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

মন্তব্য করল, এবার যুদ্ধের আগুন থাইল্যাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়বে দেখছি।

বললাম, জেনারেল প্রকাশ তো কম্বোডিয়াতে থাই-সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রকাণ্ড ভুল করবে জেনারেল প্রকাশ। এই ভুলের মাশুল দিতে হবে থাই-জনসাধারণকে। থাইল্যাণ্ডেও কম্যুনিষ্টরা সক্রিয়। বিশেষ করে থাই-মালয়েশিয়া ও বর্মা সীমান্তে কম্যুনিষ্টরা শক্তিশালী। এই সুযোগে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। থাইল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন গোলযোগ দেখা দেবে, তেমনি উত্তর ভিয়েতনাম, প্যাথেট লাও, ভিয়েতকং ও কম্বোডিয়ান সিহানুকপন্থীরাও হামলা করতে মোটেই ত্রুটি করবে না। ফলে থাইদেশ হবে অশান্তির কেন্দ্র।

কিন্তু সায়গনের সংবাদে মনে হচ্ছে জেনারেল লন আমেরিকার সাহায্যে ভিয়েতনামীদের নির্মূল করার পথে সাফল্যলাভ করছে। এভাবে যদি ভিয়েতনামী, খ্মের রুজেরও সিহানুকপন্থীদের পরাজয় হতে থাকে, তা হলে অচিরেই জেনারেল লনের রাজ্য কায়েম হবে।

ছুটোউপ গম্ভীর ভাবে বলল, অবস্থা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

আমার মনে হচ্ছে আমেরিকাকে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে। ভিয়েতনামীদের যদি সত্যিই পরাজয় ঘটে, তা হলে চীন ও রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমেরিকা যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে নেমেছে, তেমনি প্রত্যক্ষ ভাবে ওরাও নেমে পড়বে। কারও শক্তি যে কম নয়, তা সবাই জানে। এর ফলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি আছে মানব সভ্যতার ভয়ঙ্কর দুর্দিনের সম্মুখীন হবার ভয়। মীমাংসার সম্ভাবনা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। আমেরিকার এই হঠকারিতার মূল্য দিতে হবে সারা পৃথিবীর মানুষকে।

ছুটোউপ কি যেন বলার উপক্রম করছিল। বাধা পেল সেই ওয়ারলেস অপারেটরের উপস্থিতিতে।

কি খবর, বন্ধু? জানতে চাইলাম।

কয়েকজন সায়গনী আর মার্কিন-সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে। তাদের জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছে।

কি জবানবন্দী দিয়েছে?

জানি না। ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বেস-ক্যাম্পে। সরকারী প্রেসনোটেই জানা যাবে কালকে।

খবর পেলে আমাদের জানাবে। কেমন?

অবশ্যই। তোমরা একটু সাবধানে থেক কিন্তু। তোমরা লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে মারা পড়বে মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছ। তবে মরার জন্য প্রস্তুত হয়েই পথে বেরিয়েছি।

আমি যাচ্ছি। নতুন সংবাদ থাকলে পরে জানাব।

ছুটোউপ সে-রাতে আমার পাশে বসে গভীর ভাবে চিন্তা করছিল। আমি অনেকক্ষণ তার বে-মনা ভাব দেখে নীরবেই বসেছিলাম। আকাশভরা জ্যোৎস্না, মাঝ রাতে হঠাৎ মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি আসতে পারে যে কোন সময়। আমাদের এই পাতার ঝুপড়ি কতটা আমাদের রক্ষা করবে তাই ভাবছিলাম। বললাম, কি ভাবছ ছুটোউপ?

অনেক কিছু। আমার ইচ্ছা ঠিক যে-সব জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করে আসি।

সারা দিন তো কামানের শব্দ শুনতে পাচ্ছ। এরপর আর কিছু জানার দরকার আছে কি, আর কিছু প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন আছে কি!

অতটা বুঝতে পারছি না। ভাবছি তোমার কথাই বোধহয় সত্যে পরিণত হবে। মাও সেতুংও এবিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে সারা বিশ্বকে। তার মত বিজ্ঞজন অনর্থক কথা বলে না। চীন বোধহয় প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়বে এই যুদ্ধে। তা হলেই তো সর্বনাশ। বর্মায় অশান্তি, মালয়েশিয়াতে অশান্তি, ভারতে অশান্তি অর্থাৎ গোটা এশিয়া আজ অশান্তির অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে। সত্যই যদি কোন মারাত্মক ভুল কেউ করে, তা হলে সর্বনাশের পথ খুলে যাবে।

বললাম, আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন আছে ছুটোউপ। এই

টুকটাক যুদ্ধে আর অপরের কাঁধে বন্দুক রেখে যুদ্ধের একটা ফয়সালা হতে পারে একমাত্র বিশ্বযুদ্ধের মাঝ দিয়ে। তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত হবে পৃথিবীর বুক থেকে। এক একটা বিশ্বযুদ্ধ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারাকে। আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হলেই বাকি পৃথিবী আর পুঁজিবাদীদের মুখের দিকে তাকাবেও না।

তুমি বার বার বিশ্বযুদ্ধ চাইছ কিন্তু তাতে মৃত্যুর বিভীষিকাই ছড়িয়ে পড়বে।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রক্তপাত ভিন্ন কোথাও হয়নি। এখানেও রক্তপাত ঘটবে। তার জন্য ভয় পেও না।

এযে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে, সিনহা। এমন নরঘাতী ব্যবস্থা পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে কোন সময় হয়েছে বলে জানা যায়নি।

বললাম, আরও ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরদিন ওয়ারলেস অপারেটর সংবাদ দিল। আমেরিকার হোয়াট হাউসে কড়া পুলিশ-পাহারা বসেছে। সৈন্যবাহিনীকেও মোতায়েন করা হয়েছে। ছাত্র-বিক্ষোভে ওয়াশিংটন উত্তাল। যুদ্ধবিরোধী আওয়াজে আমেরিকার আকাশ মুখরিত। লক্ষাধিক লোক নিকসনের কম্বোডিয়া-নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে হোয়াট হাউসের সামনে সমবেত হয়েছিল। বোমা ফেটেছে, গাড়ি পুড়েছে, ইঁট-পাথর-সোডার বোতল বেপরোয়া ব্যবহার হয়েছে।

এতো হল খাস ওয়াশিংটনের খবর। চিকাগোতে দশ হাজারের ওপর বিক্ষোভকারী রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ইন্দোচীনে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে না আনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

নিকসন হোয়াট হাউস থেকে বাইরে এসে বিক্ষোভকারীদের

সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা তখন ছিল কম, আর তারা ছাত্রদের একাংশ মাত্র। নিকসন তাদের বক্তব্যও শুনেছে।

বিদেশে যে সব মার্কিনী আছে, তাদের একাংশও প্যারিসে লক্ষ লক্ষ ফরাসীর সঙ্গে মিছিল করে কম্বোডিয়াতে মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভকারীরা লাল পতাকা ও ভিয়েতনামী পতাকা নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিল।

আর কোন সংবাদ আছে কি, বন্ধু?

নম্ পেন থেকে যারা এসেছে তাদের খবর হল, নম্ পেনে স্বাভাবিক জীবন আর নেই। বহু লোক শহর ছেড়ে থাইল্যাণ্ডের দিকে নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে যাচ্ছে।

যে সব সায়গনী ও মার্কিন সৈন্যদের বন্দী করা হয়েছে, তারা স্বীকার করেছে, নম্ পেন শহরে বসেই তারা কামানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। নদীর ওপার থেকে মুক্তিফৌজ রকেট ও দূর-পাল্লার কামান ব্যবহার করছে। নম্ পেন আক্রান্ত হবার ভয়ে অসামরিক অধিবাসীদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছ'লক্ষ লোকের শহর যেন কবরখানার মত শান্ত ও প্রাণহীন মনে হচ্ছে।

খবর শুনিয়ে বিদায় নিল ওয়ারলেস অপারেটর। যাবার সময় বলে গেল, তাকে অগ্রগামী ফৌজের সঙ্গে এবার ছুটতে হবে।

আমরা যেখানে বাস করছি, সেখানে কোন হাঙ্গামা নেই কিন্তু সামনেই হাঙ্গামা। যুদ্ধ চলছে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে। কে যে যোদ্ধা আর কে যে সাধারণ নাগরিক, তা স্থির করতে পারছিলাম না। দিনের পর রাতের অন্ধকার নামলে যাকে দেখছি নিরীহ ভাল মানুষটির মত লঙ্গরে মণ্ড খেতে, সে-ই লোকটিই হাতিয়ার পিঠে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেছে। কাউকে পরের দিন ফিরতে দেখেছি, কাউকে দেখতে পাইনি। হয়ত ভূমিশয্যা নিতে হয়েছে চিরকালের জন্য কিন্তু তার জন্য তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পরের দিন আবার একই ভাবে অগ্রসর হতে কোন রকমেই ইতস্তত করেনি। কিসের

প্রেরণায়, কার ইঙ্গিতে এরা ছুটে চলেছে। এমন সাহস ও নিষ্ঠা আর কখনও কেউ দেখেছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের সংবাদের সূত্র ওয়ারলেস অপারেটর আজ বিদায় নিয়েছে। সে আবার ফিরে আসবে কিনা, তা সে নিজেও হয়ত জানে না। জানার যে কোন প্রয়োজন আছে, তাও মনে হল না। নিজের সম্বন্ধে এত উদাস খুব কমই দেখেছি অথচ অপরের জন্য দরদের ওদের শেষ নেই। আমরা যাতে বিপন্ন না হই, তার জন্য বার বার আমাদের সাবধান করেছে।

তার দেওয়া খবর, সায়গনের খবর, নম্ পেনের খবর যাচাই করে দেখার যে সুযোগ ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। সংবাদ এখন সংবাদ মাত্র, চালুনি ছাঁকা করে আসল সংবাদ সংগ্রহ কঠিন।

রাতের বেলায় যাদের নিঃশব্দে রাইফেল কাঁধে করে বেরিয়ে যেতে দেখি, তাদের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেছি। এই মানুষগুলোর কিছু অংশের দেহ শীর্ণ কিন্তু তাদের চোখের জ্যোতি দেখলেই বোঝা যায় কিসের প্রেরণায় তারা উৎসাহের প্রাবল্যে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করতে ছুটছে। শুধু যুবক-যুবতী নয়। প্রৌঢ় এবং বয়স্কা সবাই রক্তের হোলি খেলায় মেতেছে। মেয়েদের ঢোলা কামিজের পেছনে রাইফেল, কালো চুলের বেণী সাপের মত পিঠে ঝুলছে, সুপুষ্ঠ বক্ষদেশ ঢাকা পড়েছে কাটিজের বেল্টের তলায়। মুখে কথা নেই। একমাত্র শব্দ তাদের সামনে বেদবাক্যের মত সত্য হয়ে প্রকটিত, সে শব্দ : শত্রু হটাও। এ শত্রু দেশের শত্রু, সমাজতন্ত্রের শত্রু, মানবতার শত্রু। মানব জাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিতে তারা বুকের রক্ত দিয়ে জয়-পতাকা উড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

একদিন সংবাদ পেলাম, থাই সৈন্য কম্বোডিয়াতে প্রবেশ করেছে।

ছুটোউপ কেঁদে ফেলল।

কাঁদছ কেন, ছুটোউপ?

আমাদের দেশের নেতাদের হঠকারিতা যে কি সর্বনাশ করবে, তা ভেবেই কেঁদে ফেলেছি। থাইদেশের মানুষের মাথায় এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিল জেনারেল প্রকাশ। ভবিষ্যতের মানুষ তাকে মার্জনা করবে না।

আরও সংবাদ পেলাম, জেনারেল লনের অধিকৃত অঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সৈন্যরা যে পথে এগোচ্ছে অথবা পিছু হটে আসছে, সেই পথের দু'ধারের গ্রাম লুঠ করছে, কেউ বাধা দিলে তাকে হত্যা করছে, নারী ধর্ষণ করছে। ঘরের স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নী নিয়ে লোক পালাচ্ছে। অসামরিক কোন শাসন ব্যবস্থাই নেই লন অধিকৃত এলাকায়। সামরিক বাহিনী যথেচ্ছ অত্যাচার করছে সাধারণ মানুষের ওপর। অথচ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার কেউ নেই।

কেন?

তারাও বুঝতে পেরেছে আমেরিকার পক্ষপুটে বসে জেনারেল লনের রাজ্য-সীমানা কিছুকাল সীমাবদ্ধ থাকবে নম পেন ও নিকটবর্তী অঞ্চলে। তারপর জেনারেল লনের পতন অনিবার্য। তাদের আনুগত্য বেশ চিড় খেয়েছে। তারা স্থির করেছে, মরতে তো হবেই তার আগে যতটা সম্ভব ভোগ করব, লুঠ করব, নারী ধর্ষণ করব, সুযোগ পেলে নারীকে ফাঁদে ফেলে বাজারে বিক্রি করব।

প্রতিবাদ কে করবে?

যে প্রতিবাদ করবে বা করেছে তাকে জহ্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। জওয়ান ছেলেদের যুদ্ধের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ ও অক্ষমরা মেয়েদের ও শিশুদের বাঁচাতে বনে পাহাড়ে পালাচ্ছে।

জেনারেল লন গোটা কম্বোডিয়াতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। সর্বত্র মার্শাল 'ল' জারী করা হয়েছে।

এতদিন ধরে যে যুদ্ধ চলছে, তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য হারিয়ে জেনারেল লন ক্ষিপ্ত কুকুরের মত এবার যাকে-তাকে কামড়াবে।

তার লক্ষণ স্পষ্ট। অবাধে নরহত্যার ও সম্পদ লুণ্ঠনের আইন মোতাবেক ক্ষমতা হাতে তুলে নিল জেনারেল লন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। কামান বন্দুক উঁচু করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না জনতার রোষ-বহ্নি থেকে।

একদিক দিয়ে সায়গনী সৈন্য ও মার্কিন সৈন্য কম্বোডিয়াতে ঢুকছে, আরেক দিক দিয়ে ঢুকছে থাইদেশের সৈন্য। মূলত সিয়াটোর সদস্যদের নিয়ে জেনারেল লন তার কুৎসিত অধিকারকে দখলে রাখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এর পরিণাম কি ?

সেই কথাই ভাবছে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষরা।

ছুটোউপকে বললাম, এবার দেশে ফিরে চল।

জোরের সঙ্গে ছুটোউপ বলল, না। তোমায় যদি যেতে হয় যেতে পার। আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব সীমান্ত অবধি। থাইল্যাণ্ডের অন্যায়কে কোন মতেই সহ্য করব না। যে দেশের নেতারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে পারে, সে দেশ যত দিন এই সব নেতৃত্বের হাত থেকে রেহাই না পায়, ততদিন আমি ফিরে যাব না। নানা দিক থেকে নানা রকম সংবাদ আসছে, সত্য মিথ্যা যাচাই না করে কোন্ ভরসায় এই মুক্ত অঞ্চল ছেড়ে যাব, বল দিকি ?

আরেকটা সংবাদ শুনলাম। সত্য মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব নয়। মিথ্যা প্রচারও হতে পারে।

সংবাদটি আগে শোনাও।

জেনারেল লনের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী সায়গনে গেছে। সায়গন সরকার ও মার্কিনদের অনুরোধ জানাতে।

অনুরোধটা কি ?

যুদ্ধকে টেনে-হেঁচড়ে আরও কিছু চালিয়ে চলতে। যতদিন ভিয়েতকং তথা ভিয়েতনামীদের কম্বোডিয়া থেকে বিদূরিত করা না যাবে, ততদিন যেন মার্কিন সৈন্য আর সায়গনী সৈন্য কম্বোডিয়া

পরিত্যাগ করে। এই অনুরোধ জানাতে গেছে। অবশ্য এর গণিতার্থ হল যুদ্ধ আরও কিছুকাল চলবে।

বললাম, যতদিনের অর্থ চিরদিন। কোনদিনই সিহানুকপন্থীদের বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না। সেই উপলক্ষ্য করে মার্কিনরা স্থায়ী ঘাঁটি করবে কম্বোডিয়াতে সমাজতন্ত্রকে নির্মূল করতে। যুদ্ধের আয়ু বৃদ্ধি নিশ্চিত।

সিহানুক ইন্দোচীনে আসছে।

উত্তর ভিয়েতনাম, প্যাথেটলাও, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজ ও কম্বোডিয়ার মুক্তিফৌজের একটা মিলিত মোর্চা গড়ে তুলতে। এই মোর্চার কাজ হবে আমেরিকাকে ইন্দোচীন থেকে চিরতরে বিতাড়ন করা। এর জন্য চীন সিহানুককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সর্বতোভাবে সাহায্য করার।

আমি বললাম, আমেরিকাও সিয়াটো জোটকে কাজে লাগাতে না পেরে নতুন জোট করছে। এই জোটকে নৈতিক সমর্থন জানাবে জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এই জোটে প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে সায়গনী সরকার, ফৌমী নোসাভান, জেনারেল লন, থাইল্যাণ্ড এবং গোপনে মদত জোগাবে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর।

ছুটোউপ গম্ভীরভাবে বলল, এশিয়া রণ-উন্মাদ হবে দেখছি। একদিকে সাহায্য দেবে চীন, অপর দিকে আমেরিকা। আশঙ্কা আছে আমেরিকার মত চীনও প্রত্যক্ষ ভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করবে।

আমেরিক্যান সূত্রে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে, চীনা সৈন্য সমবেত হয়েছে লাওস ও উত্তর ভিয়েতনাম সীমান্তে। যে কোন মুহূর্তে চীনা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সকল শক্তি নিয়ে।

এই যুদ্ধে চীন ধ্বংস হবে, সিনহা।

আমেরিকার পক্ষেও মোটেই আনন্দদায়ক হবে না, তাও বুঝতে

পারছ। ক্ষুদ্র কম্বোডিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে দ্রুততর করে তুলছে।

আশ্চর্য! আমেরিকার যুদ্ধবাজরা এই ভয়ঙ্কর হঠকারিতায় কেন এগিয়ে যাচ্ছে, তা ভেবে পাচ্ছি না।

বললাম, আদর্শের সংঘাত। আমেরিকা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী। আর চীন চায় সমগ্র বিশ্বে সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। মৌলিক এই আদর্শগত পার্থক্যে উভয়-পক্ষকে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে। ইতিহাস বিচার করবে এই সব দরিদ্র অনুন্নত দেশে আমেরিকার কাজ কতটা সমর্থনযোগ্য। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৃহযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা অতি নিন্দনীয়। আমেরিকার সুবুদ্ধি উদয় না হলে কোন ক্রমেই ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধান হবে না।

সংবাদ-পত্র উল্টে দেখছি, ভাবছি, তাইতো 'সকলি গরল ভেল', সুখের ঘর বেঁধে অনলকে আহ্বান জানালে গরল লাভই হয়। আমেরিকার ভাগ্যে 'গরল' ভিন্ন আর কিছুই নেই।

আমেরিকা যখন জোট বেঁধেছে তখন তাদের জয় নিশ্চিত।

না। আগামী শত বৎসরেও তা সম্ভব হবে না। আমেরিকাকে দন্তে তৃণ নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। কয়েক লক্ষ যুবককে প্রাণ দিতে হবে, কয়েক লক্ষ মানুষ পঙ্গু অকর্মণ্য হবে; কোটি কোটি ডলারের শ্রাদ্ধ হবে। তবুও আমেরিকার পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হবে না, হবে না। যারা দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তাদের নিষ্ঠা, সাহস ও ত্যাগের তুলনায় আমেরিকার এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টা অতি নগণ্য ও হাস্যজনক।

ছুটোউপ বলল, চীন কিন্তু বৃথা আস্ফালন করে না। মাও অত্যাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। সে যখন ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তখন একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি চীন থামবে না। চীন তার দাবী আদায় করতে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও কটু করে তুলতে দ্বিধা করেনি। এ থেকেই বেশ বোঝা যায় চীনের মতলব।

চীন-ভারত সংঘর্ষ হল সীমান্ত নিয়ে। তার সমাপ্তি ঘটানো যেত যে কোন সময়। সংঘর্ষের প্রয়োজনও হয়ত হত না, যদি উভয়পক্ষ মিলিতভাবে সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত হত। আমেরিকা চায় চীনের শক্তি যে কোন উপায়ে খর্ব করতে। সেজন্য ভারতবর্ষকে গোলমালে ঠেলে দিয়েছিল আমেরিকার গোপন-কার্যক্রম। নেহেরুর বাস্তব বুদ্ধির অসঙ্গতিই এই সংঘর্ষের কারণ। কিন্তু ইন্দোচীনে তো সীমান্ত-সংঘর্ষ নয়। এখানে পুঁজিবাদী প্রভুত্ব বিস্তারের যে চেষ্টা করছে আমেরিকা, তা রুখতেই ইন্দোচীনকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। দুটো একেবারে ভিন্ন ব্যাপার।

আমি তা বলছি না। বলছি মাওয়ের দৃঢ়তা। মাও কাগুজে বাঘ নয়, তার গর্জন কখনও অসার হয় না। তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে শীগ্‌গীরই। রাশিয়াসহ পূর্ব এশিয়ার বহু দেশও এতে জড়িয়ে পড়বে। যদি যুদ্ধ বাধে, তা ছড়িয়ে পড়বে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায়। মানব-সভ্যতা আজ বিপন্ন।

তার জন্য একমাত্র দায়ী মার্কিন নীতি ও আগ্রাসন।

সংবাদ শোন।

চীনের দুটো প্রদেশ ইউনান ও কোয়াংসি। এই দুটো প্রদেশের সঙ্গে ইন্দোচীন যুক্ত। এই দুই প্রদেশে সৈন্য চলাচল আরম্ভ হয়েছে।

ছুটোউপ বলল, সীমান্ত রক্ষার জন্য চীনকে সতর্ক থাকতে হবে। আমেরিকা আরও যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে যে কোন সময় বিনা প্ররোচনায়। সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন হয়েছে।

এই সৈন্য চলাচলের অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কাজের ফল দেখে কাজের বিচার করতে হবে।

আরও সংবাদ : চীনের দক্ষিণ-পূর্বের কোয়াং-গুইং প্রদেশে চীনা সৈন্যের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছুটোউপ বলল, ঐ নাম চীনের দক্ষিণ-পূর্বে কোন প্রদেশেই নেই। চীনের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি প্রদেশ! ইউনান, কোয়াংসি আর কোয়াংটুং। অর্থাৎ মনে করা যেতে পারে এটা অপপ্রচার।

কোয়াংটুংকে ভুল করে কোয়াংগুইং বলা হতেও তো পারে।

সেটা বিচার সাপেক্ষ। আর কি সংবাদ শোনাবে?

প্রিন্স সিহানুক ঘোষণা করেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইন্দোচীনের বামপন্থী শক্তিসমূহ চীনের কাছ থেকে বিবিধ ও অত্যন্ত কার্যকরী সাহায্য পাবে।

এতো নতুন কথা নয়। চীনের সাহায্য না পেলে উত্তর ভিয়েতনামকে আমেরিকা নিশ্চয়ই শ্মশানে পরিণত করত।

প্রিন্স সিহানুক বলেছে, এই সংগ্রামে ইন্দোচীনের জনসাধারণ নিঃসঙ্গ নয়।

এও পুরোনো কথা। ইন্দোচীনের বামপন্থী শক্তি একটা compact body, এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে এই যুদ্ধে জন-সমর্থন বামপন্থীকে আরও উৎসাহিত করে অগ্রগামী করেছে এই মুক্তি যুদ্ধে। আর কোন সংবাদ আছে কি?

জাপান থেকে খবর এসেছে, সিহানুক হ্যানয়ে পৌঁছেছে। কম্বোডিয়া উদ্ধার, লাওস থেকে আমেরিক্যান বিতাড়ন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্ত করার প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং কার্যকরী ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। আর জেনারেল লন্ চেষ্টা করছে মার্কিন ও মার্কিন তাঁবেদার সায়গনী সৈন্যকে কম্বোডিয়াতে স্থায়ী ঘাঁটি করতে দিয়ে তার অপশাসন ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কায়েম রাখা।

দুর্জনও বাঁচার চেষ্টা করে। এ তো নতুন ঘটনা নয়। শেষ-রক্ষা হবে কি!

সে তো ইতিহাসের কথা। ইতিহাস বিচার করবে, কে বাঁচার অধিকারী এবং কেন সেই অধিকার পেয়েছে। আজ অবধি যত ঘটনা ঘটেছে, তারই বিশ্লেষণে আমরা পেতে পারি, ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তার হদিস। তবে ঘটনা যে ক্রমেই গুরুতর পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা দর্শকমাত্র। দর্শন শেষ করে যখন নিজেদের দেশে ফিরব (যদি বেঁচে থাকি) তখন নিশ্চিত কোন মতে উপনীত হতে পারব। এখন তা সম্ভব নয়।

ছুটোউপ আমাকে ঠাট্টা করে বলল, তুমি তো চাও বিশ্বযুদ্ধ হোক। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। চীন প্রতিদিন ছয় হাজার সৈন্য আর সমরোপকরণ পাঠাচ্ছে সীমান্তের দিকে। যে কোন সময় তারা লাওসের পথে কম্বোডিয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এদিকে উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট টন ডাক থাই-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছে প্রিন্স সিহানুক। হয়ত সিহানুক তার হৃত-রাজ্যের মুক্ত অঞ্চলও পরিদর্শন করে যেতে পারে তার অনুগামীদের উৎসাহিত করতে। আবার আমেরিক্যান সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্ত পেরিয়ে লাওসে প্রবেশ করেছে। এরপর যা হবে, তা নিশ্চয়ই খুব সুখের খবর হবে না। বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকেই আরও সক্রিয় করবে।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে শুনছিলাম। আমার নীরবতা ছুটোউপের ধৈর্যহানি ঘটাল। উত্তেজিত ভাবে বলল, তুমি কথা বলছ না কেন! আমার মনে হচ্ছে রক্ত দেখলে তুমি খুব আনন্দিত হও। তাই বিশ্বযুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাও বার বার।

তবুও আমি কোন জবাব দিলাম না।

ছুটোউপ ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না। বলে উঠল, বুঝেছি। চল একটু বেরিয়ে আসি।

এবার আর আপত্তি করলাম না। মৃদুস্বরে বললাম, চল।

বেড়াবার স্থান কোথায় বলত? ঐ পাহাড়ে? উঁহু, নীচের ঐ মাঠে। কিন্তু পথে কাদা হয়ে গেছে। যা বৃষ্টি হয়েছে কাল! আজও জলের স্রোত নামছে নীচে।

বললাম, বিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে, ছুটোউপ?

খুব, খুব। হোটেলে বসে আমরা আলোচনা করতাম। বেড়াতে যেতাম।

সেই যে মালয়ী রাজপুত্র!

তোমার দেখছি সব মনে থাকে।

সেদিন তোমাকে যে চোখে দেখেছি, আজ তা দেখছি না। আজ মনে হচ্ছে তুমি যেন নতুন রূপ নিয়ে, নতুন উন্মাদনা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। থামো।

ছুটোউপ মুখ তুলে দাঁড়াল।

একজন তরুণ হাত তুলে আমাদের দাঁড়াতে বলছে। দাঁড়িয়ে রইলাম। তরুণটি এগিয়ে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কিছু বলতে চাও?

হ্যাঁ। তোমরা একটা মেয়েকে যেতে দেখেছ এই পথে?

ঠিক মনে করতে পারছি না। অনেক মেয়েকে দেখেছি। কার কথা বলছ কেমন করে বুঝব!

মাথায় বেণী ঝুলছে, পিঠে বন্দুক, বয়সে আমার মতই।

ছুটোউপ বলল, হ্যাঁ দেখেছি। সে তো গ্রামে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করলাম, কে মেয়েটা?

আমার স্ত্রী। একমাস হয়ে গেল ঘর ছেড়েছে। বন্দুক কাঁধে করে শত্রু খুঁজে বেড়াচ্ছে। বল দেখি। কোথায় ঘর সংসার করবে, তা নয়, বন্দুক কাঁধে ঘুরছে। আমি মাছ ধরি নদীতে। আমাকে সাহায্য না করে যুদ্ধ করতে গেছে।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বললাম, তোমার স্ত্রী তো ভাল কাজেই গেছে।

আমি তো মন্দ কাজ বলছি না। বলছি, মেয়েদের বড় কাজ ও ভাল কাজ হল সংসার করা। দরকার হলে আমিই যুদ্ধে যাব। ওকে যেতে হবে কেন!

আজ দেশের ডাক এসেছে। না গিয়ে পারেনি। তুমি মাছ ধরে আরও পাঁচজনের খাবার ব্যবস্থা করতে পারবে। সেই অবসরে তোমার স্ত্রী দুটো শত্রু মেরে আসবে। মন্দ কি!

পাশের ঝোপ থেকে আওয়াজ এল, মন্দ কি।

তাকিয়ে দেখি সেই মেয়েটা। মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটে। বন্দুক ঝুলছে পিঠে। এগিয়ে এসে বলল, মন্দ কি।

তরুণ কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। স্ত্রী এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, আরেকটা বন্দুক জোগাড় করেছি। তুমিও চল। বেশ হবে। দু'জনে পাশাপাশি যুদ্ধ করব।

তোমাদের কি ট্রেনিং হয়েছে?

ট্রেনিং! সময় কোথায়, মঁসিয়ে। আমরা শিখব শুধু কি করে হাতিয়ার চালাতে হয়। এর বেশি ট্রেনিং আমাদের দরকার হয় না। আমাদের লিডার বলেছে, শত্রু মার। আমাদের স্লোগান হল: শত্রু মার।

শত্রু-মিত্র চিনে নিতে পারবে কি?

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলল, তা পারব।

স্বামীর হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। আমরা তাদের পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে বললাম, কম্বোডিয়ার সব মানুষ বোধহয় এখনও মনের দিক থেকেও প্রস্তুত হতে পারেনি। এখনও এরা বিভ্রান্তির মাঝ দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ছুটোউপ বলল, আপনা থেকেই ওরা নিজেদের প্রস্তুত করে নেবে। বেশি সময়ের দরকার হবে না। মানুষকে বড় কাজের দিকে টেনে নিয়ে যাবে আদর্শ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। শুনেছি উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে বন্দুক পিঠে বেঁধে চাষীরা চাষ করে, মাঝিরা নৌকা চালায়, জেলেরা মাছ ধরে। যে কোন সময় শত্রু আক্রমণ করতে পারে, তাই সদাই ওরা প্রস্তুত থাকে হাতিয়ার নিয়ে। এমন কি মেসিনগান নিয়ে চাষের জমি পাহারা দেয়। আকাশে শত্রুর বিমান দেখলেই রাইফেল চালায় মেয়েরাও, যাতে লক্ষ্যবস্তুতে শত্রুরা বোমা ফেলতে না পারে।

চলতে চলতে অনেকটা পথ এসে গেছি।

এতক্ষণ লোকজনের সাক্ষাত বিশেষ পাইনি। এবার হু'চারজন চাষীর সঙ্গে দেখা হতে থাকে। চাষীদের অধিকাংশই মহিলা। পুরুষ হু'চারজন দেখলাম মাঠে কিন্তু বেশির ভাগই মেয়ে।

ছুটোউপ বলল, আমাদের দেশে মেয়েরা কত কাজ করে তা দেখছ।

দেখছি। তবে এরা এত বেশি সংখ্যায় এসেছে। কারণ পুরুষরা সবাই পিঠে বন্দুক বেঁধে বেরিয়ে গেছে। মেয়েদেরই কাজে নামতে হয়েছে। নইলে আহার্যের অভাব ঘটত। এই তো সবে যুদ্ধ স্থরু হয়েছে। এখনও হয়ত দশটা বছর অপেক্ষা করতে হবে এর শেষ দেখতে। যদি কিছু আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত কিছু ঘটে, তা হলে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে ভবিষ্যতের কষ্ট লাঘব করতে।

আর এগোব না। চল এবার ফিরে যাওয়া যাক।

বললাম, এসব এলাকা খুবই নিরাপদ। একমাত্র ভয় হল ন্যাপামের আঘাত। সে-সব আশঙ্কা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়াও যা, এগিয়ে যাওয়াও তাই। সর্বত্র আমাদের অবাধগতি থাকাই উচিত মনে করি। কেন আমরা পিছিয়ে যাব!

রাতের আশ্রয় চাই তো।

এই গ্রামের মানুষরাই আশ্রয় দেবে। চল যাচাই করে আসি। ওরা আমাদের কতটা আদর যত্ন করে, তা দেখে আসাই ভাল। সংবাদও কিছু সংগ্রহ করা যাবে।

আমরা যখন গ্রামে পৌঁছলাম, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। গাঁও বুড়োর আশ্রয়ে উঠলাম। হাতের তামাকের পাইপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও।

বললাম, খাই না।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আশ্চর্য!

তোমাদের আজ কিসের উৎসব?

বুদ্ধ-জয়ন্তী উৎসব। সাতদিন উৎসব হয় আমাদের গ্রামে। সেই উৎসব চলছে। বিকেল বেলায় মন্দিরে যাব। সেখানে গেলে উৎসব দেখতে পাবে।

আমি উৎসব দেখতে খুবই আগ্রহী। ছুটোউপ নিজেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এ-সব উৎসবের সঙ্গে পরিচিত। সে-জন্য খুব আগ্রহ দেখাল না। বার বার আমাকে মনে করিয়ে দিতে আরম্ভ করল, ফিরে চল। আমাদের অনিচ্ছা ও জেদে থেকেই যেতে বাধ্য হল।

বিকেলবেলায় উৎসবে হাজির হলাম।

রং বেরং-এর কামিজ গায়ে দিয়ে মেয়েরা হাত ধরাধরি করে মন্দিরে উপস্থিত হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নাচগান চলল। তাদের এই উৎসব দেখেই মনে হল না, এদের সামনে কোথাও নরঘাতী যুদ্ধ চলছে। কারও মনে যুদ্ধ কোন রকম যে ছায়াপাত করেছে, তা

জানাও গেল না। শুধুমাত্র সন্ধ্যার আগে উৎসব শেষ করে সবাই ফিরে চলল নিজেদের ঘরের দিকে।

গাঁও বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, তা জানো?

জানি।

তার মধ্যে এই উৎসব অনেকটা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

বুড়ো তার তামাকের পাইপে মনোযোগ সহকারে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, আমরা যেমন মরতে শিখেছি, তেমনি শিখেছি জীবনকে ভোগ করতে। মরতে তো হবেই, তা বলে দেবতার পুজো বন্ধ থাকবে কেন! আমরা ছেলেদের পাঠিয়েছি যুদ্ধ করতে, আবার আমরাই ভগবানের উৎসব পালন করছি। হিংসা আর অহিংসার পাশাপাশি উপাসনা চলছে শুধু স্বাধীনতা রক্ষা করতে। তোমরা বলতে পার যুদ্ধের জন্য সৃষ্টির কোথাও কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। চাষ করতে হবে। খাবার দরকার। চাষ না করলে কোথায় পাবে খাবার। মা সন্তানকে বড় করবে। নইলে ভবিষ্যত-জাতি গঠন হবে কি করে! কোন কাজই তো বন্ধ থাকছে না। ভগবানের উপাসনাও বন্ধ থাকতে পারে না।

তোমরা সিহানুককে ফিরে পেতে চাও?

কি যে চাই, তা বলতে পারব না। আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই। এটাই আমাদের কথা। তবে আমাদের এ দেশে কোন সময়ই সিহানুকের প্রাধান্য ছিল না। আমরা লালবাহিনীর দেশেই বাস করছি এত কাল। এটা খ্মের রুজের দেশ। এখানে আমরা সবাই সমান। সেজন্য ওদিকে কার কি হল আর না হল, তার জন্য আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তবে এখন ভয় পাচ্ছি, যদি আমরা জেনারেল লনের হাতে পড়ি, তা হলে আমাদের সাম্য-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

আর প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

বললাম, আমরা ফিরে যাব আমাদের আশ্রয়ে।

এই রাতে ?

ভয়ের কিছু আছে কি ?

না। তবে রাতের বেলায় অতটা পথ যেতে পারবে কি! সাপ্ বাঘ তো আছে।

আকাশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্নায় বেশ চলতে পারব।

গাঁও বুড়ো কিছুতেই যেতে দিতে রাজি নয়। আমরাও নাছোর-বান্দা। অবশেষে আমাদের জয় হল। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। সামনে ছ'সাত মাইল পথ। তা হোক। রাত ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

আকাশ সেদিন ছিল পরিষ্কার। প্রথম রাতেই ছিল আকাশভরা জ্যোৎস্না। পথ চলতে মোটেই কষ্ট হয়নি। বার বার মনে হচ্ছিল, আমরা বোধহয় ত্রিপুরা অথবা চট্টগ্রামের কোন নির্জন অঞ্চল দিয়ে পথ-পরিক্রমা করছি। বেশ মিষ্টি বাতাসের ঢেউ আসছে মাঝে মাঝে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছি। একবার মনে হল এই রক্তরাঙা দেশে, এই অশান্ত পরিবেশে এমন সুন্দর রাত বোধহয় আর পাব না।

যখন ফিরে এলাম নিজেদের আশ্রয়ে তখন রাত দশটা বাজতে বিশেষ দেরী ছিল না। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। কিন্তু সবাই জেগে রয়েছে বলেই মনে হল। জায়গায় জায়গায় মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে বসে রয়েছে। আমরাও আমাদের ঝুপড়ির সামনে চাদর বিছিয়ে বসলাম।

পাশের ঝুপড়ির অধিবাসীরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে তাদের কথা কানে ভেসে আসছিল। অতি সামান্যই বুঝতে পারছিলাম। ধীরে ধীরে তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, নতুন কোন সংবাদ আছে ?

জওয়ান ছেলে বুই পোয়া বলল, বিষ কমেছে।

কার বিষ! কিসের বিষ!

মার্কিন সৈন্য আর সায়গনী সৈন্য এগোতে পারছে না। যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। ওদের আক্রমণের জোর কমেছে। আমাদের অর্থাৎ ইন্দোচীনের মুক্তিফৌজ দখল করেছে গোটা লাওস। শুধুমাত্র ভিয়েন টাইনের দশ-বার মাইল উত্তর-পশ্চিম বাদে। সেখান থেকে নম্ পেনের চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পর্যন্ত সমগ্র কম্বোডিয়ার অংশ আমাদের দখলে। ভিয়েন টাইন আর নম্ পেনের পতন হতে আর খুব বিলম্ব নেই। তবে পঞ্চাশ হাজার সায়গনী সৈন্য হাজির হয়েছে কম্বোডিয়াতে।

বললাম, তা হলে খাস দক্ষিণ ভিয়েতনামে সায়গনী সৈন্য কত রয়েছে?

সেখানে তো আমেরিকার পাঁচ লক্ষ সৈন্য আছে। সায়গনী সৈন্যদের পাঠিয়েছে। জেনেই পাঠিয়েছে। হাড়িকাঠে গলা কাটা গেলে সায়গনীদেরই গলা কাটা যাবে, মার্কিনদের নয়। সব যুদ্ধেই এখন সায়গনীদের সামনে পাঠাচ্ছে, চতুর মার্কিনরা পেছনে থাকছে।

আর কোন খবর নেই?

আছে তো অনেক খবর। 'তাতেও' শহর দখল করতে এসেছিল মার্কিন-সায়গনী সৈন্য। তাদের জোর প্রহার দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এতো তোমাদের খবর। নম্ পেন আর সায়গনের খবর বল।

নম্ পেন বলছে, কম্বোডিয়ার সঙ্গে সায়গনীদের কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না গত সাত-আট বছর। কম্যুনিষ্টপন্থী সিহানুক আইনসঙ্গত সায়গন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভিয়েতকংদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সেই ব্যবস্থা রদ করা হয়েছে। আবার সায়গনের সঙ্গে নম্ পেনের বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়েছে।

বললাম, সংবাদ শুভ। এতে রাষ্ট্রের গঠন অথবা সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আগেই তো চীনা, উত্তর

ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকংদের দূতাবাস তছনছ করেছে জেনারেল লনের গুণ্ডাবাহিনী। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আটক করেছে। তখনই জেনারেল লনের মতলব বোঝা গেছে।

সায়গনের খবর ঃ নতুন দশহাজার সায়গনী সৈন্য কম্বোডিয়াতে এসেছে। আসা মাত্র সমসংখ্যক ভিয়েতনামী ও ভিয়েতকং সৈন্যকে হত্যা করেছে। অর্থাৎ কম্বোডিয়া আসা মাত্র দশহাজার শত্রু হত্যার গৌরব লাভ করেছে সায়গনী সৈন্যরা।

ছুটোউপ বলল, প্রচার দক্ষতায় আমেরিকাকে পেরিয়ে যাবার মত লোক তো সারা দুনিয়াতে নেই। হ্যানয়ে সিহানুক এসেছে। তার খবর আছে কি ?

গোপন শলা-পরামর্শ তো শোনা যায় না। ওটা জানা যায় কাজের গতি ও প্রকৃতি দেখে। স্থানীয় সংবাদ হল, আমাদের গোরিলা বাহিনী নম্ পেনের উপকণ্ঠে হাজির হয়েছে। নম্ পেন শহরের অসামরিক লোক নিরাপদ এলাকায় যাচ্ছে। শহরত্যাগীদের সঙ্গে আমাদের গোরিলা নেতাদের সাক্ষাত ঘটেছে। তাদের কাছেই জানা গেছে, শহর থমথমে। বড়লোকেরা পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে, গরীব ও মধ্যবিত্ত যারা শহর ছাড়তে পারেনি, তারা বাড়ির সামনে গর্ত কেটেছে আত্মরক্ষার জন্য। শহরে খাবারের অভাব। বাজারে শাক-সব্জীর আমদানী নেই। সঞ্চিত চাল আটা আর মাছ মাংস বিনা অন্য খাবার নেই। দামও বেড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়। সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে কেউ বের হয় না। চুরি, রাহাজানিতে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত প্রায়। ভয় রয়েছে সবার মনেই। কখন কি হয়, এমন অবস্থা। শহরে যারা ঢুকছে, তাদের দেহ তল্লাসী করা হচ্ছে। কোনক্রমেই যাতে কোন গোরিলা শহরে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। রাতের বেলায় আলো জ্বলছে না কারও ঘরে। অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে বড় বড় বাড়িগুলো।

বুই পোয়া থামল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আর কোন খবর ?

আর খবরের মধ্যে সিহানুক পরিবারের সবাইকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। যে রাজার নামে রাজ্য শাসন চলছে, সে রাজাও আর নেই, রাণীও নেই। সবাই নজরবন্দী।

সিহানুকতো সস্ত্রীক হ্যানয়ে।

হ্যাঁ। শুনেছি রাজকুমারী মণিকা তার স্বামীর সঙ্গেই রয়েছে। পরিবারের অন্য সবাই জেনারেলের বন্দীশালায়। যাদের বিরোধী বলে সন্দেহ হচ্ছে, তাদেরই বন্দী করা হচ্ছে। জেলখানায় গোপন হত্যাও করা হচ্ছে। চারিদিকে ত্রাসের রাজত্ব চলছে। নম্ পেন কিন্তু এ সব ঘটনা স্বীকার করছে না। নম্ পেন শহরে বসে কামানের আওয়াজ যে শোনা যাচ্ছে, সে সত্য স্বীকার করছে প্রকারান্তরে। সদলে জেনারেল লন নাকি থাইল্যাণ্ডে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে। সুবিধা পেলে সায়গন অথবা নু্য-ইয়র্কেও পাড়ি জমাতে পারে।

ডায়েরীর পাতা খুলে দেখলাম আজকের তারিখ। আড়াই মাস যুদ্ধ চলছে। আড়াই মাসেই কম্বোডিয়াতে দুটো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। উত্তর কম্বোডিয়া আর পূর্ব কম্বোডিয়া থেকে জেনারেল লন বিতাড়িত হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের পত্তন আসন্ন।

অনেক রাত হয়েছে।

নিজেদের ঝুপড়িতে এসে শোবার ব্যবস্থা করলাম। শুয়ে পড়লেও ঘুম আসছিল না। ছুটৌউপকে বললাম, এরপর আমরা দেশে ফিরতে পারি। আর জানার কিছু নেই। আবার পাঁচ-সাত বছর পরে এসে কম্বোডিয়াকে দেখতে আসব। তখন কম্বোডিয়ার কি অবস্থা হবে কে জানে!

ততদিন জেনারেল লনও বিদায় নেবে।

লন আমেরিকার হাতের পুতুল। সে রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছে অনেক দিন আগেই, যেদিন উৎকোচের লোভে দেশকে

মার্কিনের তাঁবেদারে পরিণত করেছে। লনের আর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা নেই। স্বেচ্ছায় ব্যক্তিস্বার্থে পৃথিবীতে যতলোক নিজের দেশের সর্বনাশ করেছে, লন তাদের অগ্রগণ্য। অচিরেই এই দেশের মানুষ ঘৃণায় লনকে ডাস্টবিনে ছুড়ে দেবে। সেদিন খুব দূরেও নয়।

ছুটোউপ বলল, হুঁ।

আকাশে মেঘ জমছে।

এই মেঘ জমেছে ইন্দোচীনের ভাগ্যে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বর্ষণে বিপন্ন হবে দেশ, বিপন্ন হবে সাধারণ মানুষ। আমাদের পরিক্রমাও শেষ করে ফিরতি পথ ধরতে হবে। আংকোরের পথ কাছেই। আমরা আংকোরের পথে আবার ফিরে যাব দেশে। সেখানেও থাকতে পারব, এমন ভরসা নেই। সবাই জড়িয়ে পড়েছে ও পড়ছে এই যুদ্ধে। হয়ত সেখানেই অজানা কোন বোমা-রকেটের আঘাতে আমরাও চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়ব।

বলতে বলতে আঁতকে উঠল ছুটোউপ। দু'হাত দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে বলল, যাই হোক, তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না, সিনহা। তোমার বুকে মাথা রেখে মরলে কোন দুঃখই থাকবে না।

কম্বোডিয়ান মুক্তি ফৌজ নম্ পেনের দশ মাইলের ভেতর এসে গেছে। উত্তরে যাবার পথ অধিকার করেছে মুক্তি ফৌজ, উত্তরের পথ উন্মুক্ত করতে জেনারেল লন নলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে থাই বাহিনী। তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে। সিয়াম রিড্ বিমানক্ষেত্র দখল করেছে মুক্তি ফৌজ।

থাই বাহিনী মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত। তাদের প্রতিরোধ করাই হল সর্বপ্রথম কাজ। যদি লন নলের বাহিনীর সঙ্গে থাই বাহিনী যুক্ত হয়, তা হলে থাইল্যাণ্ডের পথে লন নল সামরিক সাহায্য পাবে আমেরিকার কাছ থেকে।

মুক্তি বাহিনী ছুটছে উত্তরে সীমান্ত পথ বন্ধ করতে।

আনকোর থাম পেরিয়ে তারা চলেছে। কোন ক্রমেই যাতে আনকোর থামের বিমানক্ষেত্র মার্কিন তল্পীবাহক থাই সৈন্য দখল করতে না পারে, তার জন্য ভীম বেগে অগ্রসর হচ্ছে মুক্তি ফৌজ।

জেনারেল লন নল এবার বুঝতে পেরেছে পরাজয় নিশ্চিত। একমাত্র আমেরিকা পারে কূটনৈতিক পর্যায়ে তার ক্ষমতাকে অটুট রাখতে। সায়গনে গেল লনের দূত মার্কিন উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

"আনকোর ভাট শহর মুক্তি ফৌজের দখলে (Some North Vietnam and Vietcong units are still in the town), কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা নম পেন কামপংচামের পথ দখল করেছে। এবার আমাদের বাঁচাও।"

মার্কিন উপদেষ্টা ছুটল মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়াতে। তাদের তল্পীবাহকদের দিয়ে শান্তির নামে ধাপ্পাবাজি করে কোন রকমে বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘকে এই গোলমালে নামাতে পারলে কম্বোডিয়াকেও হয়ত বিভক্ত করা যাবে ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার মত। তারই চেষ্টায় ছুটছে মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়া। আমেরিকার শেষ দাবার চাল কতটা সফল হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে নম্ পেনের পতন নিকটবর্তী এবিষয়ে কেউ আর দ্বিমত নয়। ইতি-মধ্যেই নম পেন শহরে মুক্তি ফৌজ অনুপ্রবেশ করেছে। নম্ পেন শহরের অভ্যন্তরেও যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

সিহানুককে সব রকম সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে মাও সে-তুং। মার্কিন মন্ত্রী রজার্স ঘোষণা করেছে, লন নলের সরকারের পতন দুঃখজনক হলেও মার্কিন সরকার কম্বোডিয়াকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। ভিয়েতনাম থেকেও তিরিশে জুনের মধ্যেই মার্কিন সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সিহানুক শীগ্‌গীরই ফিরে আসছে নম্ পেনে, লাল পতাকায় সাজাবার আয়োজন চলছে যুদ্ধক্ষত নম পেন শহর।

সংবাদ শেষ হতে না হতেই দূর থেকে কামানের গর্জন ভেসে এল। পর পর অনেকগুলো শব্দ। ছুটোউপ আবার আমাকে জাপটে ধরে বলল, যুদ্ধ চাই না। শান্তি চাই। কামান-গর্জন চাই না। বেণুর মোহন-ধ্বনি শুনতে চাই, সিনহা। এই ভয়ঙ্কর জীবন থেকে মধুর জীবনে ফিরে যেতে চাই। পুঁজিবাদ নয়। সাম্রাজ্যবাদ নয়। আসুক সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র। তারই প্রতীক্ষা করছি জয়-মাল্য হাতে করে।

এই হল সারা বিশ্বের সেরা সংবাদ। (৭. ৬. ৭০)

